মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর নবম রত্ন

পঞ্চদশী

মুনীশ্বরভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যবিরচিত।

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ,

অন্যান্য টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে বিশদীকৃত।

অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৺কাশীধাম। ৪৪ নং কামাখ্যালেনস্থ মগনীরাম মঠ হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

[মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র।

মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর নবম রত্ন

পঞ্চদশী

প্রথম খণ্ড

("বিবেক" পঞ্চক)

মুনীশ্বরভারতীতীর্থ ও বিদ্যারণ্যবিরচিত।

মূল, অন্বয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ,

অন্যান্য টীকাটিপ্পনীর সাহায্যে বিশদীকৃত।

একস্ত্বং জ্ঞানদাতাহমপি চ ভবধাজ্ঞানলাভে দুরাশাং
জ্ঞাতেশোপায়ং ত্বজানন্ হর সপ্তদশাঃ পঞ্চ পঞ্চপ্রদীপে।
ধ্বস্তাধ্যাসং পুরস্তে রবিশশিদহনৈর্নেত্রগৈর্দীপ্যমানো
মূকাকৃতিং তু বদ্ধা প্রতিবচনমদাঃ পঞ্চ বিদ্বান্ ব্যপোহ্য -
বিষয়বাসনাং হত্বা মানে মেরোহপ্যসম্ভবম্
ভাবনাং বিপরীতাঞ্চ সাধনে চ তথা ফলে ॥
পঞ্চদশী প্রদীপোহয়ং মুনিভ্যাং জ্বালিতো যতঃ।
"বিদ্যাতীর্থমহেশ্বর"-মূর্ত্তিস্ত্বং তত্র পাবকঃ ॥
(৮ঃ ১৬) মায়াধেনোর্হি বৎসস্ত্বমিতি মুনিবরো নাকরোত্ত্বেভ্যসূয়াং
মায়াজাতস্য মায়ানিয়মনপটুতাং বোধয়েদন্যথা কঃ।
ক্রোড়ীকৃত্য দ্রবেত্ত্বাং যদি জড়ধিষণঃ সানুধাবেদ্ বরাকো
হিত্বা ব্রহ্মাবৃতিত্বং,—ধ্বনতি কবিবরো—ব্রহ্মতামেতি ভক্তঃ ॥

অনুবাদক—**শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।**

৺কাশীধাম। ৪৪ নং কামাখ্যালেনস্থ মগনীরাম মঠ হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—**ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।**

[মূল্য—২৲ দুইটাকা

অনুবাদকের নিবেদন—

'পঞ্চদশী'র প্রথম পাঁচ অধ্যায় প্রথমখণ্ডরূপে 'বিবেকপঞ্চক' নামে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল, অন্বয়, মূলের বঙ্গানুবাদ এবং রামকৃষ্ণ-বিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত টীকায় অনুক্ত অনেক অর্থ, অচ্যুতরায় মোড়ক-বিরচিত টীকা এবং আচার্য্য পীতাম্বর পুরুষোত্তম-বিরচিত টিপ্পনী হইতে সংগ্রহ করিয়া, আবশ্যকমত পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত এবং মূলকারের গ্রন্থান্তরে প্রকটিত মতের অনুযায়ী, করিয়া সরল বাঙ্গালাভাষায় সংযোজিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ-বিরচিত টীকার অনেক দুরুক্ত অর্থ শাস্ত্রান্তর হইতে সংগৃহীত প্রমাণাদির সাহায্যে পরিস্ফুট করা হইয়াছে। উক্ত টীকা-টিপ্পণীকার ও শাস্ত্রব্যাখ্যাকারদিগের নিকট অনুবাদক সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গ্রন্থকার ও টীকাকার কর্ত্তৃক উদ্ধৃত প্রমাণবচনসমূহের আকর যথাসাধ্য উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিবার জন্য প্রকরণসম্বন্ধ বুঝিতে আধুনিক পাঠক একান্ত অসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া না পড়েন। যে কয়েকটি প্রমাণের আকর উল্লিখিত হয় নাই, তাহাদের অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হয় নাই। সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চলিবে।

কাগজের মূল্য অসম্ভবরূপে বর্দ্ধিত হওয়ায় দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থাৎ "দীপপঞ্চকের" মুদ্রাঙ্কনে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে। যাহাতে যথাসম্ভব স্বল্প-মূল্যে গ্রন্থখানি গ্রাহকগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য চেষ্টার ত্রুটি করা হইতেছে না। ইতি—

মহাষ্টমী
১১ই আশ্বিন সন ১৩৪৮।
মগনীরাম মঠ, কাশী।

অনুবাদক—
শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

এই গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কন কল্পে অর্থানুকূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাং শুঁড়ো কলিকাতা—৩০৲

„ রায়সাহেব সত্যেন্দ্রনাথ নন্দী—সাং রাণাঘাট—২৫৲

„ বাবু পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য (অবসরপ্রাপ্ত) ভাইস্ প্রিন্সিপাল হুগলী কলেজ—৫৲

সরলা প্রেস, বাঁশফাটক, বেনারস সিটি হইতে শ্রীপরেশনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

পঞ্চদশী

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২৮	প্রাচীন বলিয়া	প্রাচীন সিদ্ধান্ত বা বেদোক্তি বলিয়া
৫	১৯	প্রতি সম্বন্ধ	সহিত সম্বন্ধ
১৬	নিম্নে বাম কোণে (ঙ)	অংশ পাঁচটি	অংশ হইতে পাঁচটি
৩১	ফুটনোটে	(গ)পরিশিষ্ট	(খ) পরিশিষ্ট
৪১	২০	তাদাত্ম্য ন্যায়মতে	তাদাত্ম্য, ন্যায়মতে
৭১	২১ (২ স্থলে)	মাণ্ডুক্য,	মাণ্ডুক্য
	২৭	”	”
৭২	৫, ৭	(স্পর্শ)	“স্পর্শ”
৮৭	২২	স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষকেই তাদাত্ম্য বলে ;	তাদাত্ম্য স্বরূপ-সম্বন্ধ বিশেষ ;
৯৯	১৬	অর্থাৎ একটা-কিছু-রূপতা	অর্থাৎ এই-একটা-কিছু-রূপতা
১০১	২৪	কল্পিত।	কল্পিত ;
১১৫	৮ (চ)	অনাদরেব	অনাদরে
১৩৩	১৮	বিজ্ঞাতাবম	বিজ্ঞাতারম্
১৩৪	২৪	বিদিতাবিদিতভ্যাম্	বিদিতাবিদিতাভ্যাম্
১৪৭	২১	হেতব্রহ্ম	হেতব্‌ ব্রহ্ম
১৫৮	২৪	সামান্য রূপ	সামান্যরূপ
১৬৪	১৪	জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাম্	জ্ঞানকর্ম্মভ্যাম্
১৭০	ফুটনোট	পুণাসংস্করণ স্ববাজ্যসিদ্ধিতে খুজিয়া পাওয়া গেল না ; (ব্রহ্মসিদ্ধি ও ব্রহ্ম-সূত্রবৃত্তি গ্রন্থদ্বয়ে	(পুণাসংস্করণ) ‘স্বারাজ্যসিদ্ধি’ ও ‘ব্রহ্মসিদ্ধিতে’ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না ; (‘ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি’ গ্রন্থ
২০১	৪	ছান্দোগ্যোপনিসগত	ছান্দোগ্যোপনিষদ্গত
২০৩	১২	ওঁকার	ওঁঙ্কার
২১৬	১১	মিতাদৃশঃ	মিতীদৃশঃ

পঞ্চদশী

বিষয়বিশ্লেষণ সূচী।

প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক

বিষয়	(বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা)	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ	... ...	(১)	১
গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা	... ...	(২)	২
যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন	...	(৩-৪২)	৩-৩১

১। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ সম্বিৎ (এক ও) অভিন্ন, শব্দাদিবিষয় (বহু ও) ভিন্ন—(৩-৭) ৩-৭

(ক) জাগ্রদবস্থায় শব্দাদি বিষয়সমূহ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু বিষয়াদি হইতে পৃথক্ সম্বিৎ অভিন্ন (৩)। (খ) জাগ্রদবস্থার ও স্বপ্নাবস্থার পার্থক্য। সম্বিৎ উভয় অবস্থাতেই একরূপ (৪)। (গ) সুষুপ্তি-অবস্থায় জ্ঞানের বিদ্যমানতা (৫)। (ঘ) সেই জ্ঞান (অজ্ঞানরূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, অপর দুই অবস্থার জ্ঞান হইতে অভিন্ন (৬)। (ঙ) সেই প্রকারে, একদিনের অবস্থাত্রয়ের সম্বিতেব ন্যায়, সারাজীবনের এবং অতীতানাগত যুগকল্পের সম্বিৎ এক, নিত্য এবং স্বয়ংপ্রকাশ (৭)।

২। সেই সম্বিৎই আত্মা—আত্মা পরমানন্দস্বরূপ ... (৮-১৪) ৭-১৩

(ক) পরমপ্রেমের আস্পদ বলিয়া সেই সম্বিদ্রূপ আত্মা পরমানন্দস্বরূপ (৮-৯) (খ) আত্মা ও ব্রহ্ম একই (১০)। (গ) আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ, তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (১১-১২)। (ঘ) যে প্রতিবন্ধকহেতু আত্মার পরমানন্দরূপতার ভান হয় না, তাহার স্বরূপ (১৩)। (ঙ) দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত প্রতিবন্ধকের কারণপ্রদর্শন (১৪)।

৩। প্রকৃতির স্বরূপ ... ... (১৫-১৭) ১৩-১৪

(ক) প্রকৃতির স্বরূপ ও ভেদ (১৫)। (খ) মায়া ও অবিদ্যার ভেদ, ঈশ্বরের স্বরূপ (১৬)। (গ) জীবের স্বরূপ অর্থাৎ 'প্রাজ্ঞ'-স্বরূপ নিরূপণ (১৭)।

৪। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি ... (১৮-২২) ১৫-১৭

(ক) তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি (১৮)। (খ) পঞ্চভূতের পঞ্চসাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি (১৯)। (গ) পঞ্চভূতের সাধারণ সাত্ত্বিকাংশ হইতে মন ও বুদ্ধি—এই দ্বিবিধ অন্তঃকরণের উৎপত্তি (২০)। (ঘ) পঞ্চভূতের পঞ্চরাজসিকাংশ হইতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি (২১)। (ঙ) পঞ্চভূতের সাধারণ রাজসিকাংশ হইতে পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি (২২)।

৫। সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ ... ... (২৩-২৫) ১৭-১৯

(ক) লিঙ্গদেহের বর্ণন (২৩)। (খ) তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ (২৪) (গ) সমস্ত তৈজসের সহিত অভেদজ্ঞানহেতু হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি, তদভাবে তৈজস ব্যষ্টি (২৫)'

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

৬। পঞ্চীকরণ-নিরূপণ ... ... (২৬-৩০) ১৯-২৩

(ক) পঞ্চীকরণের প্রয়োজন—জীবের ভোগ (২৬)। (খ) পঞ্চীকরণের প্রকার (২৭)। (গ) ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি; বৈশ্বানরের স্বরূপ (২৮)। (ঘ) বিশ্বের স্বরূপ ও সংসারভোগ (২৯-৩০)।

৭। 'বিশ্ব'-জীবগণের সংসার-নিবৃত্তির উপায় ... (৩১-৩২) ২৩

(ক) আবর্ত্তপতিত কীটের দৃষ্টান্তে সংসারনিবৃত্তির উপায় (৩১)। (খ) সিদ্ধান্ত 'বিশ্ব'-জীবের প্রতি দৃষ্টান্তের যোজনা-ক্রমে পঞ্চকোশবিবেকের উপদেশ (৩২)।

৮। পঞ্চকোশনিরূপণ .. ... (৩৩-৩৬) ২৩-২৬

(ক) পঞ্চকোশের নামকরণের হেতুপ্রদর্শন (৩৩)। (খ) অন্নময় ও প্রাণময় কোশের স্বরূপ (৩৪)। (গ) মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ (৩৫)। (ঘ) আনন্দময়কোশের স্বরূপ; উহাদিগকে আত্মার কোশ বলিবার কারণ (৩৬)।

৯। অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি প্রদর্শন (৩৭-৪২) ২৬-৩১

(ক) অন্বয় ও ব্যতিরেকযুক্তির ফল (৩৭)। (খ) স্বপ্নাবস্থায় আত্মার অন্বয় ও স্থূলদেহের ব্যতিরেক (৩৮)। (গ) সুষুপ্ত্যবস্থায় আত্মার অন্বয় ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক (৩৯)। (ঘ) লিঙ্গ-দেহের বিচারে অপ্রাসঙ্গিকতার আশঙ্কা ও তাহার সমাধান (৪০)। (ঙ) সমাধি অবস্থায় আত্মার অন্বয় ও কারণদেহের ব্যতিরেক (৪১)। (চ) পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্কৃত আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি (৪২)।

মহাবাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন .. (৪৩-৬৫) ৩১-৫০

১। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ ... ... (৪৩-৫১) ৩১-৩৯

(ক) এতাবৎ প্রবন্ধে প্রতিপাদিত বস্তু ও উত্তর প্রবন্ধের তাৎপর্য্য (৪৩)। (খ) 'তৎ'-পদের বাচ্যার্থ (৪৪)। (গ) 'ত্বম্'-পদের বাচ্যার্থ (৪৫)। (ঘ) লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞান (৪৬)। (ঙ) ভাগত্যাগ লক্ষণার দৃষ্টান্ত (৪৭)। (চ) ভাগত্যাগ লক্ষণার সিদ্ধান্ত (৪৮)। (ছ) মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থে পূর্ব্ববাদিকর্ত্তৃক দোষারোপ (৪৯)। (জ) সিদ্ধান্তীর শঠে শাঠ্যাচরণ বা অসদুত্তর (৫০)। (ঝ) সিদ্ধান্তীর সদুত্তর (৫১)।

২। মহাবাক্যসূচিত অভেদের অনুসন্ধান, সমর্থন ও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের লক্ষণ ... ... (৫২-৫৪) ৩৯-৪৩

(ক) শ্রবণ ও মননের লক্ষণ (৫৩)। (খ) নিদিধ্যাসনের লক্ষণ (৫৪)।

৩। নির্ব্বিকল্পসমাধিনিরূপণ ... .. (৫৫-৬১) ৪৩-৪৮

(ক) সমাধির স্বরূপ, তদ্বিষয়ে শঙ্কাসমাধান ও গীতাপ্রমাণ (৫৫-৫৮)। (খ) সমাধির অবান্তর ফল—ধর্ম্মমেঘ (৫৯-৬০)। (গ) সমাধির পরম প্রয়োজন (৬১)।

৪। উত্তরপ্রবন্ধের ফলিতার্থ ... ... (৬২-৬৫) ৪৮-৫০

(ক) মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি (৬২)। (খ) পরোক্ষ জ্ঞানের ফল (৬৩) (গ) অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল (৬৪)। (ঘ) এই তত্ত্ববিবেক প্রকরণের আলোচনার ফল (৬৫)।



দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চভূতবিবেক।

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের, বিচারদ্বারা পৃথক্‌করণ প্রতিজ্ঞা ... ... (১) ৫১

অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের গুণ ও কার্য্যের বিবরণ ... (২-১৭) ৫২-৬২

১। আকাশাদির গুণবর্ণন ... (২—৬ প্রথমার্দ্ধ) ৫২-৫৪

(ক) পঞ্চভূতের গুণসমূহের নাম ও ভূতোৎপন্ন কার্য্যাদি (২)। (খ) পঞ্চভূতের গুণসমূহের বিভাগ (৩-৬ প্রথমার্দ্ধ)

২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণন ... ... (৬ শেষার্দ্ধ—৯) ৫৪-৫৬

(ক) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম (৬ শেষার্দ্ধ)। (খ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের স্থান, ব্যাপার, অস্তিত্ব ও স্বভাব (৭)। (গ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ আভ্যন্তর বিষয়েরও গ্রাহক (৮-৯)।

৩। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বর্ণন ... ... (১০-১১) ৫৬-৫৭

(ক) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার (১০)। (খ) কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নাম, অস্তিত্বে প্রমাণ ও স্থান (১১)।

৪। মনের বর্ণন ... ... (১২-১৬) ৫৭-৬০

(ক) মনের কার্য্য, স্থান ও অন্তরিন্দ্রিয়রূপতা (১২)। (খ) মন, দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়যুক্ত (১৩)। (গ) গুণভেদবশতঃই মনের বিবিধ বৃত্তিরূপে বিকারপ্রাপ্তি (১৪-১৫ প্রথমার্দ্ধ)। (ঘ) গুণবিকারসমূহের ফলের বর্ণন এবং অন্তঃকরণাদির নিয়ামক চিদাভাসের বর্ণন (১৫ শেষার্দ্ধ—১৬)।

৫। জগৎ দ্বিতীয়শ্লোকোক্ত ভূতসমূহের কার্য্য, এইরূপে নিশ্চয় (১৭) ৬০-৬২

"হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একই অদ্বিতীয় সৎ (কারণস্বরূপ) ছিল" এই শ্রুতিদ্বারা 'সৎ অদ্বিতীয়ে'র প্রতিপাদন ... (১৮-৪৬) ৬২-৮২

১। উক্ত শ্রুতির অর্থ ... (১৮-২৬ প্রথমার্দ্ধ) ৬২-৭০

(ক) তদন্তর্গত 'ইদম্' বা 'এই' শব্দের অর্থ (১৮)। (খ) প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ (১৯)। (গ) ব্যবহারে স্বগতাদি তিনপ্রকার ভেদের নির্ণয় (২০)। (ঘ) শ্রুত্যুক্ত পদত্রয়ের দ্বারা সদ্বস্তুতে সম্ভাবিত উক্ত ভেদত্রয়ের নিষেধ (২১)। (ঙ) সদ্বস্তুতে স্বগতভেদের খণ্ডন (২২-২৩)। (চ) সদ্বস্তুতে সজাতীয়ভেদের খণ্ডন (২৪)। (ছ) সদ্বস্তুতে বিজাতীয় ভেদের খণ্ডন (২৫)। (জ) নির্ণীত সিদ্ধান্ত কথন (২৬ প্রথমার্দ্ধ)।

২। শূন্যবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার খণ্ডন (২৬ শেষার্দ্ধ—৪৬) ৬৯-৮২

(ক) শূন্যবাদীর পূর্ব্বপক্ষের বিন্যাস (২৬ শেষার্দ্ধ)। (খ) শূন্যবাদীর ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ (২৭-৩১)। (গ) বিকল্প করিয়া শূন্যবাদে দোষপ্রদর্শন (৩২-৩৪)। (ঘ) 'সৎ-ই ছিল'—এই শ্রুত্যর্থ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৩৫-৩৯)। (ঙ) বাস্তব দ্বৈত নাই—তদ্বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ (৪০)। (চ) আকাশের অসদ্রূপতা বিষয়ে শঙ্কাসমাধান (৪১-৪৩)। (ছ) সদ্বস্তুর দর্শন আকাশদর্শনের ন্যায় অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার সমাধান (৪৪)। (জ) সদ্বস্তুর অস্তিত্বে শঙ্কা ও সমাধান (৪৫-৪৬)।

মায়াশক্তির বর্ণন ... ... (৪৭-৫৮) ৮২-৯৩

১। মায়ার লক্ষণ এবং মায়া থাকিতেও দ্বৈতাভাব (৪৭-৫৩) ৮২-৮৯

(ক) মায়ার লক্ষণ (৪৭-৪৯)। (খ) মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ (৫০)।

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

(গ) শক্তি ও শক্তির কার্য্য শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন—এইরূপে দ্বৈতের স্বরূপনির্ণয় (৫১-৫৩)।

২। ব্রহ্মের একাংশে শক্তির অবস্থিতি ... (৫৪-৫৮) ৮৯-৯৩

(ক) শক্তি ব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত (৫৪)। খ) তদ্বিষয়ে প্রমাণ (৫৫-৫৬)। (গ) ব্রহ্মের মায়ারহিত অবশিষ্ট স্বরূপ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ (৫৭)। (ঘ) ব্রহ্মের বাস্তব নিরংশতার সহিত "একাংশে" মায়ার অবস্থিতি অবিরুদ্ধ (৫৮)।

সদ্ব্রহ্ম ও পঞ্চভূতের পৃথক্‌করণ ... ... (৫৯-১০৯) ৯৩-১২০

১। ব্রহ্মের শক্তির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন ... (৫৯) ৯৩

২। সদ্বস্তু ও আকাশের বিচার বা পৃথক্‌করণ ... (৬০-৭৬) ৯৩-১০৪

(ক) মায়াশক্তির প্রথম কার্য্য—আকাশ ; ব্রহ্মকার্য্য বলিবার কারণ (৬০)। (খ) সদ্বস্তু একস্বভাব ; আকাশ দ্বিস্বভাব (৬১-৬২)। (গ) মায়াবশতঃই সদ্বস্তু ও আকাশের বিপরীত ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব কল্পিত (৬৩-৬৫)। (ঘ) সদ্বস্তু ও আকাশের বিপরীত প্রতীতির নিবৃত্তির উপায়-বিচার (৬৬)। (ঙ) সেই বিচারের স্বরূপ (৬৭)। (চ) সদ্বস্তুর ধর্ম্মিভাব এবং আকাশের ধর্ম্মভাব (৬৮)। (ছ) সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের অসদ্রূপতা (৬৯)। (জ) অসদ্রূপ আকাশের প্রতীতিতে বিরোধ নাই (৭০)। (ঝ) অব্যভিচারিভাবে একসঙ্গে প্রতীয়মান সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদপ্রদর্শন—দৃষ্টান্ত সহিত (৭১)। (ঞ) ৬৬ হইতে ৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত ভেদের নিশ্চয় করিবার জন্য সিদ্ধান্তীর বিকল্পপূর্ব্বক উত্তর (৭২-৭৪)। (ট) আকাশ ও সদ্বস্তুর পার্থক্য-বিচারের ফল (৭৫-৭৬)।

৩। সদ্বস্তু হইতে বায়ুর বিবেক ... ... (৭৭-৮৬) ১০৪-১০৮

(ক) ৬০ হইতে ৭৬ শ্লোকে আকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বায়ু প্রভৃতিতে তাহার অতিদেশ (৭৭)। (খ) সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর পরম্পরাক্রমে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ (৭৮)। (গ) বায়ুর নিজ ধর্ম্ম চারিটিমাত্র এবং কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি, মোট সাতটি (৭৯-৮০)। (ঘ) ৬৭ সংখ্যক শ্লোকার্থের সহিত ৮০ সংখ্যক শ্লোকার্থের বিরোধ-শঙ্কা ও তাহার সমাধান (৮১-৮২)। (ঙ) বায়ু মায়ার কার্য্য হইতে পারে না বলিয়া শঙ্কা উঠাইয়া তাহার সমাধান (৮৩-৮৫)। (চ) ফলিত অর্থ (৮৬)।

৪। সদ্বস্তু ও অগ্নির পার্থক্যনিরূপণ ... ... (৮৭-৯০) ১০৯-১১০

(ক) বায়ু সম্বন্ধে ৭৭ হইতে ৮৬ পর্য্যন্ত দশটি শ্লোকোক্ত বিচারের অগ্নিতে অতিদেশ (৮৭)। (খ) অগ্নি বায়ুর এক-দশমাংশমাত্র—তাহার প্রমাণ সহিত বর্ণন (৮৮)। (গ) বহ্নির স্বরূপবর্ণন এবং সেই স্বরূপে নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মসমূহের উল্লেখ (৮৯)। (ঘ) অগ্নিতে কারণের ধর্ম্ম ; নিজধর্ম্ম ও সদ্বস্তু হইতে ভেদ (৯০)।

৫। সদ্বস্তু হইতে জলের পৃথক্‌করণ ... (৯১-৯২) ১১০-১১১

(ক) জল অগ্নির দশমাংশমাত্র; অবাস্তব পদার্থ (৯১)। (খ) জলে কারণধর্ম্ম ও নিজধর্ম্ম (৯২)।

৬। সদ্বস্তু হইতে ক্ষিতির পৃথক্‌করণ ... (৯৩-৯৪) ১১১-১১২

(ক) জলের মিথ্যাত্বের নিশ্চয় ; ক্ষিতি জলের দশমাংশমাত্র এবং অবাস্তব পদার্থ (৯৩)। (খ) ক্ষিতির কারণের ধর্ম্ম, তাহার নিজধর্ম্ম এবং সদ্বস্তু হইতে তাহার পৃথক্‌করণ (৯৪)।

৭। সদ্বস্তু ও ভূতকার্য্য-ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্‌করণ ; প্রপঞ্চের ভান অবিরুদ্ধ বলিয়া নিরূপণ ... (৯৫-১০১) ১১২-১১৫

(ক) ক্ষিতি হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিবার ফল (৯৫)। (খ) ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু-

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

সমূহের বর্ণন (৯৬-৯৭)। (গ) সবস্তু হইতে ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্‌করণের ফল; ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতির সহিত অবিরোধ (৯৮)। (ঘ) ক্ষিতি প্রভৃতি অসৎ হইলেও জ্ঞানীর ব্যবহারের লোপ হয় না (৯৯)। (ঙ) ব্যাবহারিক জগতে ভেদস্বীকার (১০০)। (চ) বাস্তব-ভেদের অনাদরে ক্ষতি নাই (১০১)।

৮। দ্বৈতের অনাদরের ফলের নির্দ্ধারণ … (১০২-১০৯) ১১৫-১২০

(ক) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন (১০২)। (খ) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন-বিষয়ে প্রমাণ (১০৩)। (গ) জ্ঞানীর 'অন্তকাল' শব্দের দুইটি অর্থ (১০৪-১০৫)। (ঘ) জ্ঞানীর ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই (১০৬)। (ঙ) মরণকালেও জ্ঞানীর ব্রহ্মবিদ্যা বিনষ্ট হয় না (১০৭-১০৮)। (চ) পঞ্চভূতবিবেকের ফল—মুক্তির সিদ্ধি (১০৯)।

—০—

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চকোশবিবেক।

পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা আত্মা ও পঞ্চকোশের পৃথক্‌করণ (১-১০প্রথমার্দ্ধ) ১২১-১২৮

১। গুহাশব্দের অর্থ ও তাহার প্রকার-ভেদ … (২) ১২২-১২৩

২। পঞ্চকোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা (৩-১০ প্রথমার্দ্ধ) ১২৩-১২৮

(ক) অন্নময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা (৩-৪)। (খ) প্রাণময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা (৫)। (গ) মনোময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা (৬)। (ঘ) বিজ্ঞান-ময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা (৭)। ঙ) মনোময় কোশ ও বিজ্ঞানময় কোশের প্রভেদ (৮)। (চ) আনন্দময় কোশের স্বরূপ (৯)। (ছ) আনন্দময়কোশের অনাত্মতা (১০ প্রথমার্দ্ধ)।

আত্মার স্বরূপ … … … (১০ শেষার্দ্ধ-৩৬) ১২৮-১৪৯

১। আত্মা আনন্দস্বরূপ … … (১০ শেষার্দ্ধ) ১২৮-১২৯

২। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ … (১১-২২ প্রথমার্দ্ধ) ১২৯-১৩৭

(ক) বাদীর শঙ্কা—আত্মা বলিয়া বস্তু নাই (১১)। (খ) পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার সমাধান (১২)। (গ) আত্মা জ্ঞানের 'বিষয়' নহে, কেননা, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ (১৩)। (ঘ) আত্মা যে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত (১৪)। (ঙ) ফলিতার্থ আত্মা জ্ঞানের বিষয় না হইলেও জ্ঞানরূপ (১৫)। (চ) ১৪-১৫ শ্লোকে বর্ণিত অর্থে শ্রুতিপ্রমাণ (১৬-১৮)। (ছ) অনুভবস্বরূপ আত্মায় অনুভবের অভাবাশঙ্কা ও তাহার সমাধান (১৯-২০)। (জ) ব্রহ্মের জ্ঞান বৃত্তিরূপ (২১)। (ঝ) ব্রহ্মজ্ঞানে পঞ্চকোশবিচারের উপযোগিতা (২২ প্রথমার্দ্ধ)।

৩। আত্মা শূন্য নহেন, আত্মা স্বপ্রকাশ (২২ শেষার্দ্ধ-২৮) ১৩৭-১৪২

(ক) সাক্ষিরূপ বোধকে শূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না (২২ শেষার্দ্ধ)। (খ) আত্মার শূন্যতা অসম্ভাব্য (২৩-২৫)। (গ) আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?—উত্তর (২৬-২৭)। (ঘ) আত্মা স্বপ্রকাশ,—শূন্য নহেন (২৮ প্রথমার্দ্ধ)। (ঙ) আত্মায়—'সত্য-জ্ঞান-অনন্ত' এই ব্রহ্মলক্ষণ-যোজনা (২৮ শেষার্দ্ধ)।

৪। আত্মা সত্যস্বরূপ … … (২৯-৩৪) ১৪২-১৪৬

(ক) সত্যত্বের লক্ষণ (২৯ প্রথমার্দ্ধ)। (খ) সাক্ষীর বাধরাহিত্য (২৯ শেষার্দ্ধ-৩২) (গ) বাধের যোগ্য ও বাধের অযোগ্য (৩৩)। (ঘ) আত্মার জ্ঞানরূপতার পুনরুল্লেখ করিয়া আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ 'সত্যতা'র সিদ্ধি (৩৪)

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

৫। আত্মা অনন্তস্বরূপ ... ... (৩৫-৩৬) ১৪৭-১৪৯

(ক) প্রথমে শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততার সিদ্ধি (৩৫)। (খ) আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততা যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ (৩৬)।

জীবব্রহ্মের অভেদতা ... ... (৩৭-৪৩) ১৪৯-১৫৩

১। উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব (৩৭-৪১) ১৪৯-১৫২

(ক) ব্রহ্মের অনন্ততা বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ; ব্রহ্মে জীবভাব ও ঈশ্বরভাব কল্পিত (৩৭)। (খ) শক্তির নিরূপণ (৩৮-৪০ প্রথমার্দ্ধ)। (গ) ব্রহ্ম মায়ারূপ উপাধিদ্বারা ঈশ্বরভাবপ্রাপ্ত (৪০ শেষার্দ্ধ)। (ঘ) পঞ্চকোশরূপ উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব (৪১ প্রথমার্দ্ধ)। (ঙ) একই ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব দৃষ্টান্তদ্বারা সম্ভব (৪১ শেষার্দ্ধ)।

২। ব্রহ্মে বাস্তব জীবত্ব ও বাস্তব ঈশ্বরত্ব নাই ... (৪২-৪৩) ১৫২-১৫৩

(ক) ব্রহ্মে উপাধি বিনা ঈশ্বরভাব বা জীবভাব কিছুই নাই (৪২)। (খ) ৪২ শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মের জ্ঞানের ফল (৪৩)।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বৈতবিবেক।

ঈশ্বর ও জীবরচিত (জগদ্রূপ) দ্বৈতের স্পষ্টীকরণ প্রতিজ্ঞা ... (১-৪২) ১৫৩-১৭৭

১। ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত ... (২-১৩) ১৫৫-১৬২

(ক) ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (২-৯)। (খ) জীবরূপ ধরিয়া ব্রহ্মের সেই দ্বৈতমধ্যে প্রবেশ (১০)। (গ) জীবের স্বরূপ (১১)। (ঘ) মায়াবশতঃ জীবের অজ্ঞতা, দুঃখিতাদিরূপ মোহ (১২)। (ঙ) মোহ হইতেই জীবের অনীশ্বরতারূপ দীনতা (১৩)।

২। জীবরচিত দ্বৈত ... (১৪-১৭) ১৬২-১৬৪

(ক) সপ্তান্ন জীবদ্বৈতবিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রমাণ (১৪)। (খ) অধিকারিভেদে সপ্ত অন্নের উপযোগিতা (১৫)। (গ) সপ্তান্নের নাম (১৬)। (ঘ) সপ্তান্নের ভোগ্যত্বাকারে রচনা জীবকৃত (১৭)।

৩। উক্ত সপ্তান্নরূপ জগতের স্রষ্টৃত্ব লইয়া জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সম্বন্ধ ... ... (১৮-৩১) ১৬৪-১৭১

(ক) একই জগতের, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধবিষয়ে দৃষ্টান্ত (১৮)। (খ) জীবের ও ঈশ্বরের জগৎস্জনে সাধন (১৯)। (গ) ঈশ্বর রচিত এক আকারে, জীব-রচিত অনেকাকার (২০-২৩)। (ঘ) উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়োক্ত বিষয়ে শঙ্কা (২৪)। (ঙ) ২৪ শ্লোকোক্ত শঙ্কার সমাধান (২৫)। (চ) প্রমার বিষয় যে বাহ্যবস্তু তাহার মনোময়তা বিষয়ে শঙ্কা (২৬)। (ছ) প্রমাস্থলে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বাঙ্গীকার ও তাহার মনোময়তার প্রমাণ (২৭)। (জ) প্রমার বিষয় যে মনোময় তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের বচনই প্রমাণ (২৮-২৯)। (ঝ) উক্ত বিষয়ে বার্ত্তিককারের বচন প্রমাণ (৩০)। (ঞ) বিষয়ের দুই রূপ ও দুই গ্রাহক (৩১)।

৪। জীব-রচিত দ্বৈতই সুখ-দুঃখরূপ বন্ধের হেতু (৩২-৪২) ১৭১-১৭৭

(ক) জীব-রচিত দ্বৈতের বন্ধহেতুতা বিষয়ে অন্বয়ব্যতিরেক (৩২-৩৩)। (খ) ৩২-৩৩ শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত অন্বয়ব্যতিরেকের উদাহরণ (৩৪)। (গ) ফলিত অর্থ (৩৫ শেষার্দ্ধ)। (ঘ) মনোময় বস্তুর বন্ধহেতুত্ব বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৩৬)। (ঙ) বাহ্যপ্রপঞ্চের ব্যর্থতা স্বীকার (৩৭)। (চ) ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি—এ কথায় বিরোধশঙ্কা (৩৮)। (ছ) উক্ত

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

শঙ্কার সমাধান (৩৯)। (জ) বাহ্যদ্বৈতের বিনাশসম্পাদন বিনাও মিথ্যাত্বনিশ্চয়মাত্রদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান-সিদ্ধি হয় (৪০-৪১ । (ঝ) ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের অবাধক, বরং সাধক বলিয়া দ্বেষের-অপাত্র (৪২)।

জীব-রচিত দ্বৈতের বিভাগপূর্ব্বক ত্যাজ্যতা ... ... (৪৩-৭০) ১৭৮-১৯৫

১। জীবকৃত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ব্যবস্থাপূর্ব্বক গ্রহণ ও ত্যাগ (৪৩-৪৮) ১৭৮-১৮১

(ক) জীবকৃত দুই দ্বৈতের নাম (৪৩)। (খ) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত হেয় এবং শাস্ত্রীয় দ্বৈত জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত উপাদেয় (৪৩)। (গ) শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ (৪৪)। (ঘ) জ্ঞানোদয়ের পর শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য (৪৪)। (ঙ) জ্ঞানোদয়ের পর শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাজ্যতা বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (৪৫-৪৮)।

২। জীব-রচিত দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ ও ত্যাগের প্রয়োজন ... . (৪৯-৫৩) ১৮১-১৮৩

(ক) তীব্র ও মন্দভেদে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুই প্রকার (৪৯)। (খ) উভয় প্রকার মানসদ্বৈত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে জ্ঞানোদয় জন্য পরিত্যাজ্য (৫০)। (গ) তত্ত্বজ্ঞানোদয়েব পরেও জীবন্মুক্তির জন্য অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য (৫১)। (ঘ) জীবন্মুক্তির প্রাপ্তিবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৫২)। (ঙ) কামাদির ত্যাগযোগ্যতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৫৩)।

৩। জীবকৃত তীব্র অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই অনর্থের হেতু বলিয়া তাহা পরিত্যাজ্য ... ... (৫৪-৫৮) ১৮৩-১৮৯

(ক) কামাদির ত্যাগ না হইলে জ্ঞানীর যথেচ্ছাচরণের সম্ভাবনা (৫৪)। (খ) যথেচ্ছা-চরণে অনিষ্টতা ও তাহার প্রমাণ (৫৫-৫৬)। (গ) বুদ্ধির কামাদি সকলপ্রকার দোষেরই বর্জ্জন বিধেয় (৫৭)। (ঘ) কামাদির ত্যাগের উপায়। (৫৮)।

৪। জীবকৃত মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য, আর সেই পরিত্যাগের উপায় ... ... (৫৯-৭০) ১৮৯-১৯৫

(ক) মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাগ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৫৯)। (খ) মনোরাজ্য পরম্পরাক্রমে অনর্থের হেতু, তদ্বিষয়ে গীতাবচন প্রমাণ (৬০-৬১)। (গ) মনোরাজ্যের নিবৃত্তির উপায় দ্বিবিধ। (৬২-৬৩)। (ঘ) মনোরাজ্যের জয়ের ফল—চিত্তের উদাসীনতা (৬৪)। (ঙ) উক্ত অর্থের বশিষ্ঠবচনদ্বয় প্রমাণরূপে উদ্ধৃত (৬৫-৬৬)। (চ) বৃত্তিহীন চিত্তে অকস্মাৎ উত্থিত বিক্ষেপের নিবৃত্তির উপায় (৬৭)। (ছ) অবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মরূপ (৬৮)। (জ) উক্ত বিষয়ে বাশিষ্ঠ রামায়ণ-বচন প্রমাণ (৬৯)। (ঝ) ফলকথন সহিত দ্বৈতবিবেকের সমাপ্তি (৭০)।

পঞ্চম অধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক।

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদ্‌গত “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের অর্থ ... ... (১-২) ১৯৬-১৯৮

১। “প্রজ্ঞানম্” পদের অর্থ ... ... (১) ১৯৬-১৯৭

২। “ব্রহ্ম” পদের অর্থ এবং উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ (২) ১৯৭-১৯৮

যজুর্ব্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌গত “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই মহাবাক্যের অর্থ ... ... (৩-৪) ১৯৯-২০১

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

১। 'অহম্' পদের অর্থ ... ... (৩) ১৯৯-২০০

২। 'ব্রহ্ম' পদের অর্থ এবং 'অস্মি' পদের অর্থের দ্বারা 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ ... (৪) ২০০-২০১

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদ্গত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ .. **(৫-৬) ২০১-২০২**

১। 'তৎ'পদের অর্থ ... ... (৫) ২০১

২। 'ত্বম্'পদের অর্থ ; 'অসি'পদের অর্থদ্বারা একতারূপ বাক্যার্থ ... ... (৬) ২০১-২০২

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদ্গত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ ... ... **(৭-৮) ২০২-২০৪**

১। 'অয়ম্' ও 'আত্মা' এই পদদ্বয়ের অর্থ ... (৭) ২০২-২০৪

২। 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ এবং একতারূপ বাক্যার্থ ... (৮) ২০৪

পরিশিষ্ট (ক) দ্রব্য-গুণ-জাতি-কর্ম্ম ... **২০৫**

পরিশিষ্ট (খ) মহাবাক্য ও মহাবাক্যার্থ নির্ণয় ... **২০৭**

পরিশিষ্ট (গ) শ্বেতকেতুবিদ্যাপ্রকাশ (ছান্দোগ্য উ, ৬ অ) **২১১**

পঞ্চদশী

(বিবেকপঞ্চক—'তৎ'পদার্থশোধন)।

প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকস্য ক্রিয়তে পদদীপিকা ॥

সন্ন্যাসিগণের আচার্য্য শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য—উভয়কেই প্রণাম করিয়া, প্রত্যক্-তত্ত্ববিবেক (নামক পঞ্চদশীর প্রথম-) প্রকরণের পদদীপিকানাম্নী টীকা, আমি (রামকৃষ্ণ) রচনা করিতেছি।

গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ

গ্রন্থকর্ত্তা মুনীশ্বর শ্রীবিদ্যারণ্য, যে পঞ্চদশী গ্রন্থের রচনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ যাহাতে নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হয় এবং জিজ্ঞাসুসমাজে প্রচারলাভ করিতে পারে, এই উভয় প্রয়োজনে, শিষ্টগণের আচরণ হইতে প্রাপ্ত, ইষ্টদেবতাগুরুনমস্কাররূপ মঙ্গলের আচরণ, স্বয়ং অনুষ্ঠান করিয়া, শিষ্যগণের প্রতি সেইরূপ অনুষ্ঠান উপদেশ করিবার জন্য, শ্লোকে তাহার বর্ণনা করিতেছেন এবং এই শ্লোকের অর্থদ্বারা এই বেদান্ত-প্রকরণ-গ্রন্থের বিষয় ও প্রয়োজন সূচনা করিতেছেন।

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে।
সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে ॥ ১

অন্বয়—সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে নমঃ।

অনুবাদ—শ্রীশঙ্করানন্দগুরুদেবের চরণযুগলরূপ কমলে আমার প্রণতি হউক; কারণ, সেই চরণকমল, মূলাজ্ঞানরূপ হিংস্র জলজন্তুর এবং তাহার সহিত সেই মূলাজ্ঞানের কার্য্যের—সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চসমূহের, একমাত্র বিনাশক।

টীকা—"শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাম্বুজন্মনে"—'শম্' শব্দের অর্থ সুখ, তাহাই যিনি করেন, তিনি 'শঙ্কর'—সকল জগতের আনন্দকর পরমাত্মা। [এষ হ্যেবানন্দয়াতি ইতি—তৈত্তি, উ ২।৭।২]—'যেহেতু এই পরমাত্মা সমস্ত সংসারকে স্বধর্ম্মানুরূপ আনন্দ প্রদান করেন' এই শ্রুতিবচন হইতে এবং সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া, পরমানন্দস্বরূপ প্রত্যক্-আত্মাই (জীবাত্মাই), 'আনন্দ' শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। আর যিনিই শঙ্কর, তিনিই আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মই প্রত্যগাত্মা। এইরূপে প্রত্যক্-আত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাই "শঙ্করানন্দ" পদের অর্থ। সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মই গুরু। যেহেতু আগমবচন (সময়বলে অর্থাৎ প্রাচীন বলিয়া সম্যক্‌রূপে পরোক্ষানুভবের সাধক বচন) রহিয়াছে—

"পরিপক্বমলা যে তানুৎসাদনহেতুশক্তিপাতেন। যোজয়তি পরে তত্ত্বে স দীক্ষয়াচার্য্যমূর্ত্তিস্থঃ" ॥ 'যাঁহাদের দ্বেষ, আসক্তি প্রভৃতি চিত্তমল বিদগ্ধ হইয়াছে, সেই সকল অধিকারীকে, অজ্ঞানাদি প্রতিবন্ধকনাশের উপায়স্বরূপ শক্তিপাত করিয়া, যিনি প্রত্যক্-অভিন্ন অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপভূত পরমাত্মার উপলব্ধিতে নিয়োজিত করেন, সেই প্রত্যক্-অভিন্ন পরমাত্মাই দীক্ষার নিমিত্ত আচার্য্য মূর্ত্তিতে অবস্থিত।' সেই শ্রীমান্ শঙ্করানন্দগুরু—'শ্রীশঙ্করানন্দগুরু'। গন্ধবান্ দ্বিপকে বা হস্তীকে যেরূপ গন্ধদ্বিপ বলা হয়, এ স্থলেও সেইরূপ মধ্যপদলোপী কর্ম্মধারয় সমাস হইয়াছে। 'শ্রী'শব্দ দ্বারা গুরু যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন তাহাই সূচিত হইল। অথবা 'শ্রী' দ্বারা যিনি 'শম্' সুখ (বিধান) করেন, তিনি "শ্রীশঙ্কর," এইরূপেও সমাস হইতে পারে; কেননা শ্রুতিবচন রহিয়াছে—[রাতির্দাতুঃ পরায়ণম্—বৃহদা, উ ৩।৯।২৮] (রাতিঃ, রাতেঃ-ষষ্ঠ্যর্থে প্রথমা, ধনস্য ইত্যর্থঃ, ধনস্য দাতুঃ কর্ম্মকৃতো যজমানস্য পরময়নং পরাগতিঃ কর্ম্মফলস্য প্রদাতৃত্বাৎ) ধনদাতা কর্ম্মীর পরমাশ্রয়ভূত ব্রহ্মই (ফললাভে মূলকারণ, কেননা তিনিই কর্ম্মফলপ্রদাতা)। ইহার দ্বারা শ্রীগুরু যে ভক্তের ইষ্ট-সাধনে সমর্থ, তাহাই সূচিত হইল। সেই গুরুর 'পাদ'দ্বয়রূপ যে 'অম্বুজন্ম' বা কমল, তাহার প্রতি আমার "নমঃ" প্রণতি বা নম্রভাব হউক। সেই চরণকমল কি প্রকার? এই হেতু বলিতেছেনঃ—"সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককর্ম্মণে"—'বিলাস'—সমষ্টি-ব্যষ্টি, স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপ কার্য্যসমূহ, তাহার সহিত যে 'মহামোহ' বা মূলাজ্ঞান, তাহাই মকরাদির ন্যায় আপনার বশীভূত জন্তুর অতিশয় দুঃখের হেতু; সেই কারণে তাহা 'গ্রাহ' বা মকর, তাহার 'গ্রাস'—গলাধঃকরণ বা নিবৃত্তিই, 'এক'—মুখ্য, 'কর্ম্ম' ব্যাপার, যাহার—সেই চরণকমলকে নমস্কার। ইহাই অর্থ। এস্থলে 'শঙ্করানন্দ' এই কৃতসমাস পদে যে শঙ্কর ও আনন্দ এই দুই পদের সামানাধিকরণ্য রহিয়াছে অর্থাৎ ভিন্নার্থক উক্ত শব্দদ্বয়ের একার্থবোধকতাশক্তি রহিয়াছে, তদ্দ্বারা জীবব্রহ্মের একতারূপ (গ্রন্থপ্রতিপাদ্য) 'বিষয়' সূচিত হইল। আর জীব ভূমব্রহ্মরূপ বলিয়া—দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন সুখস্বরূপ বলিয়া, পরিপূর্ণ সুখের আবির্ভাবরূপ 'প্রয়োজন'ও সূচিত হইল। আর 'সবিলাস' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা সম্পূর্ণ অনর্থের বা কার্য্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ 'প্রয়োজন', গ্রন্থকার আপনার বচন দ্বারাই ব্যক্ত করিয়াছেন। ১

গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা

এক্ষণে গ্রন্থের অবান্তর প্রয়োজন বর্ণনপূর্ব্বক গ্রন্থের আরম্ভ করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেনঃ—

তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্।
সুখবোধায় তত্ত্বস্য বিবেকোঽয়ং বিধীয়তে ॥ ২

অন্বয়—তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্ সুখবোধায় অয়ম্ তত্ত্বস্য বিবেকঃ বিধীয়তে।

অনুবাদ—গুরুর চরণকমলযুগল সেবা করিয়া যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল হইয়াছে, তাঁহারা যাহাতে অনায়াসে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, এই হেতু এই তত্ত্ববিচার করা যাইতেছে।

টীকা—"তৎপাদাম্বুরুহদ্বন্দ্বসেবানির্ম্মলচেতসাম্"—সেই গুরুর চরণদ্বয়রূপ যে কমলযুগল, তাহার স্তুতিনমস্কারাদিরূপ পরিচর্য্যাদ্বারা, যাঁহাদের চিত্ত নির্ম্মল অর্থাৎ আসক্তি-প্রভৃতি-রহিত হইয়াছে,

সেই অধিকারিগণের, "সুখবোধায়"—যাহাতে অনায়াসে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, সেই জন্য, "অয়ম্"—নিম্নবর্ণিতপ্রকার, "তত্ত্বস্য বিবেকঃ"—তত্ত্বের অর্থাৎ যাহার স্বরূপ অকল্পিত, সেই মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থের—প্রত্যক্-অভিন্ন ব্রহ্মের—যাহা অগ্রে (৪৬ সংখ্যক শ্লোকে) "অখণ্ডসচ্চিদানন্দ"-রূপে বর্ণিত হইবে, তাহার, 'বিবেক'—কল্পিত পঞ্চকোশরূপ জগৎ হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্‌করণ, "বিধীয়তে"—করা যাইতেছে। ইহাই শ্লোকের অর্থ।২

যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

১। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ সম্বিৎ (এক ও) অভিন্ন, শব্দাদি বিষয় (বহু ও) ভিন্ন।

জীবব্রহ্মের একতাই এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহাই প্রমাণ করিবার জন্য জীব যে "সত্য-জ্ঞান-অনন্ত," ইত্যাদিরূপ, তাহাই দেখাইবার ইচ্ছা করিয়া, গ্রন্থকার তৃতীয় শ্লোকদ্বারা প্রথমে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদন করিয়া, সেই জ্ঞানের নিত্যতা প্রমাণ করিতেছেন—"শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা। সেই তিন অবস্থার মধ্যে স্পষ্ট-ব্যবহারবিশিষ্ট জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই সপ্রমাণ করিতেছেন :—

(ক) জাগ্রদবস্থায় শব্দাদি-বিষয়সমূহ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু বিষয়াদি হইতে পৃথক্ সম্বিৎ অভিন্ন।

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্।
ততো বিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপ্যান্ন ভিদ্যতে॥ ৩

অন্বয়—জাগরে বেদ্যাঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ বৈচিত্র্যাৎ পৃথক্। ততঃ বিভক্তা তৎসম্বিৎ ঐকরূপ্যাৎ ন ভিদ্যতে।

অনুবাদ—জাগ্রদবস্থায় শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞেয় বস্তুসকল পরস্পর ভিন্ন ; তাহা তৎসমুদয়ের বিচিত্রতা দ্বারাই প্রমাণিত হয় ; কিন্তু তত্তদ্বিষয়ক সম্বিৎ বা জ্ঞানকে, বুদ্ধি দ্বারা সেই সেই বিষয় হইতে পৃথক্ করিয়া লইলে, দেখা যায়, তাহা জ্ঞানমাত্র অর্থাৎ একই প্রকারের জ্ঞান ; এই হেতু তাহাতে ভেদ নাই।

টীকা—"জাগরে বেদ্যাঃ"—'পঞ্চীকরণ বার্ত্তিকে' সুরেশ্বরাচার্য্য জাগ্রদবস্থার লক্ষণ করিয়াছেন—'ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জাগরিতম্'—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদিবিষয়ের প্রতীতিকে জাগরিতাবস্থা বলে। সেই প্রকার অবস্থায় সম্বিতের বিষয়ীভূত অর্থাৎ জ্ঞেয়, "শব্দস্পর্শাদয়ঃ"—শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি যাহারা আকাশাদির গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই সকল গুণের আধার বলিয়া প্রসিদ্ধ আকাশাদি দ্রব্য, "বৈচিত্র্যাৎ"—গো, অশ্ব প্রভৃতির ন্যায় বিলক্ষণধর্ম্মবিশিষ্ট বলিয়া "পৃথক্"—পরস্পর ভিন্ন। "ততঃ বিভক্তা"—আর সেই সেই বিষয় হইতে বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া পৃথক্ করিলে, "তৎসম্বিৎ"—সেই শব্দাদিবিষয়ক জ্ঞান, শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান ইত্যাদিতে জ্ঞান, জ্ঞান—এইরূপে "ঐকরূপ্যাৎ ন ভিদ্যতে"—একই আকারে ভাসমান হয় বলিয়া, পরস্পর ভিন্ন নহে ; যেমন আকাশ (ঘটাকাশ, মঠাকাশ, কূপাকাশ ইত্যাদি স্থলে) একই। এই স্থলে এই 'অনুমান' আছে—বিবাদের বিষয়

যে সম্বিৎ—(পক্ষ), তাহা স্বরূপতঃ ভেদরহিত—(সাধ্য), যেহেতু উপাধির গ্রহণ বিনা ভেদের প্রতীতি হয় না—(হেতু), যেমন আকাশ (উদাহরণ)। এইরূপে শব্দের জ্ঞান স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু (উভয়ই) সম্বিৎ বা জ্ঞানরূপ ; যেমন স্পর্শসম্বিৎ (অর্থাৎ স্পর্শের জ্ঞান), জ্ঞান বলিয়া (অন্য) স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ। যেমন একই আকাশে, ঘট, মঠ প্রভৃতি উপাধিকৃত ভেদবশতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হয়, সেইরূপ একই জ্ঞানে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি উপাধিবশতঃ শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হইলেও, বাস্তবভেদের কল্পনা করিলে গৌরবদোষজনিত * বাধা ঘটে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩

আবিষ্কৃত নিয়ম স্বপ্নে অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া জানাইতেছেন :—

(খ) জাগ্রদবস্থার ও স্বপ্নাবস্থার পার্থক্য। সম্বিৎ উভয় অবস্থাতেই একরূপ।

তথা স্বপ্নেঽত্র বেদ্যন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্
তদ্ভেদোঽতস্তয়োঃ সম্বিদেকরূপা ন ভিদ্যতে॥ ৪

অন্বয়—তথা স্বপ্নে। অত্র বেদ্যম্ ন স্থিরম্, জাগরে তু স্থিরম্, অতঃ তদ্ভেদঃ। তয়োঃ সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে।

অনুবাদ—স্বপ্নেও সেই প্রকার। এই স্বপ্নে, পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ স্থির থাকে না, জাগ্রদবস্থায় কিন্তু তাহারা স্থির থাকে। এই কারণে তদুভয়ের মধ্যে প্রভেদ। কিন্তু তদুভয়ে সম্বিৎ একইরূপ, তাহা ভিন্ন নহে।

টীকা—"তথা স্বপ্নে"—যেমন জাগ্রদবস্থায় বিষয়সমূহের বিচিত্রতাবশতঃ পরস্পর ভেদ, এবং সম্বিৎ একইরূপে থাকে বলিয়া তাহার অভেদ দৃষ্ট হয়, "তথা"—ঠিক সেই প্রকারেই, "স্বপ্নে"—'পঞ্চীকরণ বার্ত্তিকে' সুরেশ্বরাচার্য্য স্বপ্নাবস্থার যে লক্ষণ করিয়াছেন—'করণেষূপসংহৃতেষু জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ'—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় (নিদ্রাভিভূত হইয়া) বাহ্যবস্তুর অভিমুখে গমনে বিরত হইলে, জাগ্রৎকালীন সংস্কারজনিত (বাসনাময়) শব্দাদি বিষয় ও তাহাদের প্রতীতিকে স্বপ্নাবস্থা বলে ; সেই স্বপ্নাবস্থাতেও বিষয়সমূহ ভিন্ন, কিন্তু সম্বিৎ ভিন্ন নহে।

(শঙ্কা) ভাল, যদি উভয় স্থলেই বিষয়সমূহের ভেদহেতু এবং জ্ঞানের অভেদহেতু, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ একাকার হয় তবে, ইহা স্বপ্ন, ইহা জাগ্রৎ, এইরূপ ভেদব্যবহার কি কারণে হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"অত্র"—এই স্বপ্নে, "বেদ্যম্"—পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ, "ন স্থিরম্"—স্থায়ী নহে, কেননা তৎসমূহ ব্যক্তিগত প্রতীতি দ্বারা নির্ম্মিত। "জাগরে তু স্থিরম্"—জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ কিন্তু স্থায়ী, কেননা সময়ান্তরে (দুই এক বৎসর পরেও অথবা অন্য জাগ্রদবস্থায়) তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। "অতঃ তদ্ভেদঃ"—এই হেতু অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ের স্থায়িতা ও অস্থায়িতাহেতু বৈলক্ষণ্যবশতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের পরস্পর ভেদ। (শঙ্কা) ভাল, স্বপ্ন ও জাগরণের যদি এইরূপ পরস্পর ভেদ রহিল, তবে তদুভয়ের সম্বিতেরও ভেদ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"তয়োঃ সম্বিৎ একরূপা ন ভিদ্যতে"—স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই

* যে স্থলে অল্প মানিলেই কার্য্য নির্ব্বাহ হয়, সে স্থলে ততোধিক মানিলে গৌরবদোষ হয়, যেমন এক পয়সা মূল্যের বস্তু এক আনায় খরিদ করা দোষ, সেইরূপ।

উভয় অবস্থায় সম্বিতের (জ্ঞানের) পরস্পর ভেদ নাই, কেননা উভয় অবস্থায় জ্ঞান একইরূপ। 'একরূপা' এই শব্দটি হেতুগর্ভ বিশেষণ, অর্থাৎ ইহা দ্বারা হেতু সূচিত হইতেছে। ৪।

এইরূপে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় জ্ঞানের একতা সিদ্ধ করিয়া সুষুপ্তিকালের জ্ঞানের ও জাগ্রৎস্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত একতাসাধন করিবার জন্য, সুষুপ্তিতে যে সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান থাকে—তাহার বিলোপ হয় না, তাহাই প্রথমে সিদ্ধ করিতেছেন :—

(গ) সুষুপ্তি অবস্থায় জ্ঞানের বিদ্যমানতা।

সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।
সা চাববুদ্ধবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ ॥ ৫

অন্বয়—সুপ্তোত্থিতস্য সৌষুপ্ততমোবোধঃ স্মৃতিঃ ভবেৎ। সা চ অববুদ্ধবিষয়া; তৎ তমঃ তদা অববুদ্ধম্।

অনুবাদ—সুপ্তোত্থিত ব্যক্তির যে সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের বোধ জন্মে, তাহা স্মৃতিরূপ। (পূর্ব্বে) অনুভূত বিষয়েরই (পশ্চাৎ) স্মৃতি হইয়া থাকে। সেই হেতু সুষুপ্তিতে, সেই অজ্ঞান অনুভূত হয়।

টীকা—"সুপ্তোত্থিতস্য"—প্রথমে সুপ্ত, পরে উত্থিত এইরূপে (স্নাতানুলিপ্তবৎ) সমাস ভাঙ্গিতে হইবে অথবা সুপ্ত হইতে অর্থাৎ সুষুপ্তি হইতে উত্থিত, এইরূপেও (পঞ্চমীতৎপুরুষ) সমাস ধরা যাইতে পারে; সেই সুপ্তোত্থিত পুরুষের, "সৌষুপ্ততমোবোধঃ"—সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানের যে জ্ঞান,—অর্থাৎ তখন কিছুই জানিতেছিলাম না—এইরূপ যে জ্ঞান, "স্মৃতিঃ ভবেৎ"—তাহা স্মৃতিরূপই হইতে পারে, অনুভবরূপ হইতে পারে না, যেহেতু অনুভবের কারণ যে ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি সম্বন্ধ, 'ব্যাপ্তিলিঙ্গ' প্রভৃতি তাহাতে নাই অর্থাৎ সুপ্তোত্থিত পুরুষের যে অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা সেই অজ্ঞানের সহিত ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধ ঘটে না; তাহাকে অনুমানজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা ধূমরূপ লিঙ্গের জ্ঞান দ্বারা যেমন অগ্নির ধূমে অবিনাভাব সম্বন্ধহেতু—অগ্নি বিনা ধূম হয় না বলিয়া—অগ্নিরূপ 'সাধ্যে'র জ্ঞান হয়; এস্থলে সেইরূপ কোনও লিঙ্গের জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না। তাহাকে উপমানজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা কোন সাদৃশ্যজ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে শাব্দজ্ঞান বলিতে পার না কেননা, বর্ণের—অক্ষরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও শব্দের জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে অর্থাপত্তিজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা কোনও উপপাদ্যের জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের জ্ঞানের ন্যায় সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না এবং তাহা অভাবজ্ঞান নহে, কেননা অভাবজ্ঞানের সামগ্রী অপ্রতীতি তাহাতে নাই। এই ছয় প্রমাণজনিত জ্ঞানই অনুভবজ্ঞান; তদতিরিক্ত বলিয়া, এই সুপ্তোত্থিতের অজ্ঞানজ্ঞান স্মৃতিরূপ।

(শঙ্কা) ভাল, তাহা দ্বারা কি সিদ্ধ হইল ? সেইরূপ আশঙ্কার সমাধানহেতু বলিতেছেন—"সা চ অববুদ্ধবিষয়া"—সেই স্মৃতি পূর্ব্বে সুষুপ্তিকালে অববুদ্ধ অর্থাৎ যাহার অনুভব হইয়া গিয়াছে সেইরূপ, বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে; এই হেতু স্মৃতি 'অববুদ্ধ-বিষয়া,' কেননা, সংসারে সকল স্মৃতিই অনুভবপূর্ব্বক হইয়া থাকে—এইরূপ ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। (শঙ্কা)

ভাল, তাহা ঠিক হইলেও, কি পাওয়া গেল ? এই হেতু বলিতেছেন—"তৎ তমঃ তদা অববুদ্ধম্"—সেই কারণে অর্থাৎ যেহেতু অনুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হইয়া থাকে, সেই হেতু সেই সুষুপ্তিকালীন তমঃ (অজ্ঞান) সুষুপ্তিকালে অনুভূত হইয়াছিল, বুঝিতে হইবে। এস্থলে এই 'অনুমান' রহিয়াছে—'সুষুপ্তিকালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না' এইরূপ যে অজ্ঞানের জ্ঞান, জাগ্রৎকালে হইয়া থাকে, এবং যাহাকে লইয়া এই বিবাদ বা সন্দেহ—(পক্ষ) ; তাহা অনুভবপূর্ব্বকই হইতে পারে,—(সাধ্য) ; যেহেতু তাহা স্মৃতি—(হেতু) ; যাহা যাহা স্মৃতি, তাহা তাহা অনুভবপূর্ব্বকই হইয়া থাকে—(ব্যাপ্তি)। অন্যদেশে অবস্থিত পুত্রের—সেই আমার মাতা—এইরূপ স্মৃতির ন্যায়—(উদাহরণ)। ৫

সেই অনুভব, আপনার বিষয়—অজ্ঞান হইতে ভিন্ন, কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্নের বোধ-জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। ইহাই পরবর্ত্তী দুইটি শ্লোকদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

(ঘ) সেই জ্ঞান (অজ্ঞানরূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, অপর দুই অবস্থার জ্ঞান হইতে অভিন্ন।
(ঙ) সেই প্রকারে একদিনের অবস্থাত্রয়ের সম্বিতের ন্যায় সারাজীবনের এবং অতীতানাগত যুগকল্পের সম্বিৎ এক, নিত্য এবং স্বয়ংপ্রকাশ।

স বোধো বিষয়াদ্ভিন্নো ন বোধাৎ স্বপ্নবোধবৎ।
এবং স্থানত্রয়েঽপ্যেকা সম্বিত্তদ্বদ্দিনান্তরে ॥ ৬

মাসাব্দযুগকল্পেষু গতাগম্যেষ্বনেকধা।
নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সম্বিদেষা স্বয়ম্প্রভা ॥ ৭

অন্বয়— সঃ বোধঃ বিষয়াৎ ভিন্নঃ ; বোধাৎ ন, স্বপ্নবোধবৎ। এবম্ স্থানত্রয়ে অপি সম্বিৎ একা (এব) ; তদ্বৎ দিনান্তরে। অনেকধা গতাগম্যেষু মাসাব্দযুগকল্পেষু সম্বিৎ একা, ন উদেতি, ন অস্তম্ এতি, এষা স্বয়ংপ্রভা।

অনুবাদ—সেই বোধ—সুষুপ্তিকালের অজ্ঞানানুভব, আপন (অজ্ঞানরূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন স্বপ্নাবস্থার বোধ, বোধ হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাতে জ্ঞান একই। একদিনের তিন অবস্থার ন্যায় অন্য দিনেও জ্ঞানের ভেদ নাই। বিবিধপ্রকারে অতীত ও আগামী মাস, বর্ষ, যুগ ও কল্পেও জ্ঞান একই ; তাহার উদয় নাই, অস্ত নাই। সেই জ্ঞান স্বপ্রকাশ।

টীকা—"সঃ বোধঃ"—সেই সুষুপ্তিকালের অনুভবজ্ঞান, "বিষয়াৎ ভিন্নঃ"—অজ্ঞানরূপ বিষয় হইতে অবশ্যই পৃথক্, যেহেতু তাহা বোধ, যেমন ঘটের বোধ (ঘট হইতে পৃথক্)। "বোধাৎ ন, স্বপ্নবোধবৎ"—আর সেই বোধ জাগ্রৎস্বপ্নের বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু তাহা বোধ; স্বপ্নের বোধের ন্যায় ; (স্বপ্নের বোধ যেমন জাগ্রতের বোধ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ।)

এইরূপে যে অর্থটি সিদ্ধ হইল, তাহারই উল্লেখ করিয়া সেই ন্যায়টিকে—সিদ্ধ অর্থকে অন্য দিবসাদি সম্বন্ধেও অতিদেশ করিতেছেন,—প্রযোজ্য বলিয়া দেখাইতেছেন—"এবং স্থানত্রয়ে অপি

একা" (এব)—এইরূপে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে সম্বিৎ একই। (মূলের পাঠ 'একা এব' এইরূপ না থাকিলেও, টীকাকার 'এব' শব্দ উহ্য করিয়া অর্থ করিয়াছেন। তাহার সমর্থন জন্য বলিতেছেন—কেননা একটি 'ন্যায়' আছে যে, সকল বাক্যই নিশ্চয়যুক্ত, সুতরাং নিশ্চয়ার্থ 'এব' শব্দের গ্রহণে দোষ নাই। এইরূপ 'ন্যায়' না মানিলে, প্রমা বা যথার্থ জ্ঞান উৎপাদন করিবার জন্য যে বাক্য প্রয়োগ করা যাইবে, তাহা অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে)। "তদ্বৎ দিনান্তরে"—যেমন একদিনে জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই জ্ঞান এক, সেইরূপ অন্যদিনেও জ্ঞান এক। "অনেকধা গতাগম্যেষু মাসাব্দযুগকল্পেষু"—অনেক প্রকারে অতীত ও ভবিষ্যৎ, চৈত্রাদি মাসে, 'প্রভব' প্রভৃতি সম্বৎসরে, সত্যত্রেতাদিযুগে, 'ব্রাহ্ম', 'বারাহ' প্রভৃতি কল্পে, "সম্বিৎ একা"—জ্ঞান অভিন্নই, ইহাই অর্থ। সম্বিতের একতা সিদ্ধ করিবার ফল বলিতেছেন—"ন উদেতি, ন অস্তম্ এতি"—যেহেতু সম্বিৎ একই, এই হেতু ইহা উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না, কেননা সাক্ষিহীন উৎপত্তি ও বিনাশ দুইটিই অসিদ্ধ অর্থাৎ 'উৎপত্তি' বলিতে প্রাগভাবের অন্তক্ষণকে ও 'বিনাশ' বলিতে প্রধ্বংসাভাবের প্রথম ক্ষণকে বুঝায় বলিয়া, কেহই আপনার জন্ম ও নাশকে দেখিতে সমর্থ নহে। দীপ যেমন কেবল আপনার সমানকালীন বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সম্বিৎও ঠিক সেইরূপ। সম্বিতের স্থিতিকালে প্রাগভাব উপস্থিত নাই, এবং প্রধ্বংসাভাবও হয় নাই, সুতরাং তদুভয়ের যথাক্রমে অন্তিমক্ষণরূপ জন্মকে ও প্রথমক্ষণরূপ বিনাশকে, সম্বিৎ জানিতে সমর্থ হয় না। সম্বিৎ আপনার উৎপত্তি-বিনাশকে আপনার দ্বারা ধরিতে অসমর্থ বলিয়া এবং অন্য সম্বিৎ নাই বলিয়া, সম্বিতের উৎপত্তি-বিনাশ সাক্ষিহীন। সাক্ষী না থাকাতে সম্বিতের উৎপত্তি বিনাশ অসিদ্ধ ; ইহাই অভিপ্রায়।

(শঙ্কা) ভাল, যখন অন্য সম্বিৎ নাই, তখন জ্ঞাতা হইবার যোগ্য সাক্ষীর অভাব হেতু, এই সম্বিৎও প্রতীত হইবে না ; তাহা হইলে, জগৎসম্বন্ধে অন্ধতা বা অপ্রতীতি হওয়াই সম্ভব অর্থাৎ জগৎ প্রকাশিতই হইতে পারে না। এই হেতু বলিতেছেন—"এষা স্বয়ংপ্রভা"—এই সম্বিৎ স্বপ্রকাশরূপ অর্থাৎ আপনার প্রকাশের জন্য প্রকাশান্তরের অপেক্ষারহিত বা অবেদ্য হইয়াও অপরোক্ষ বা আপনার সত্তার দ্বারাই সংশয়াদিরহিত। এ স্থলে যে 'অনুমান' হইয়াছে, তাহা এইরূপ—সম্বিৎ স্বয়ংপ্রকাশ, যেহেতু জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও অপরোক্ষ, যেমন ঘট। এইটি ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। এই হেতুটি (অবেদ্যতারূপ) বিশেষণের অসিদ্ধিবিশিষ্ট নহে। কেননা যদি বলা যায় সম্বিৎ আপনিই আপনাকে জানিতে সমর্থ, তাহা হইলে, একই সম্বিৎকে কর্ত্তা ও কর্ম্ম উভয়ই হইতে হয় ; তাহা বিরুদ্ধ বলিয়া হইতে পারে না ; আর যদি বলা যায়, সম্বিৎ অপর সম্বিৎ দ্বারা বেদ্য, তাহা হইলে অনবস্থা দোষ হয় ; সেই কারণে হেতুর বিশেষণ সিদ্ধ। এই হেতু স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান সম্বিতের সমস্ত অনাত্ম বস্তুর প্রকাশকতা সম্ভব বলিয়া জগতের অপ্রতীতির সম্ভাবনা ঘটিতে পারে না। ৭

এই প্রকারে প্রতিপাদিত হইল, যে নিত্য ও স্বয়ং-প্রকাশ সম্বিৎ জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে—এক ও অভিন্ন এবং তাহা বিষয় হইতে ভিন্ন।

২। সেই সম্বিৎই আত্মা—আত্মা পরমানন্দস্বরূপ।

ভাল মানিলাম সম্বিৎ এই প্রকারে নিত্য ও স্বপ্রকাশ। তদ্দ্বারা কি সিদ্ধ হইল ? এই হেতু বলিতেছেন :—

(ক) পরমপ্রেমের আস্পদ বলিয়া সেই সম্বিদ্রূপ আত্মা পরমানন্দস্বরূপ।

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ
মা ন ভূবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে॥ ৮

অন্বয়—ইয়ম্ আত্মা পরানন্দঃ, যতঃ পরপ্রেমাস্পদম্। হি (যতঃ) আত্মনি 'মা ভূবং ন, ভূয়াসম্' ইতি প্রেম ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ—এই সম্বিৎই আত্মা এবং আত্মা পরমানন্দস্বরূপ, কেননা ইনিই পরম প্রেমের আধার, যেহেতু দেখা যায়, 'আমি যেন না থাকি' (এইরূপ ইচ্ছা কাহারও হয় না, বরং) 'আমি যেন (চিরদিনই) থাকি' এইরূপ ইচ্ছা সকলেরই হয়। 'আত্মা'-সম্বন্ধে এইরূপ প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—এস্থলে 'অনুমানটি' এইরূপ হইয়াছে—এই সম্বিৎই আত্মা হইতে পারে। যেহেতু ইহা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিনাশহীনতাহেতু জন্মহীন হইয়া স্বপ্রকাশ। যাহা এইরূপ (আত্মা) নহে তাহা এইরূপ নিত্য হইয়া স্বপ্রকাশও নহে। যেমন ঘট আত্মা নহে (ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত, এই হেতু নিত্য স্বপ্রকাশরূপও নহে। সেই হেতু তাহা সম্বিৎ নহে)। আত্মার নিত্য সম্বিদ্রূপতা সিদ্ধ হওয়াতে, সত্যতাও সিদ্ধ হইল, কেননা নিত্যতা হইতে ভিন্ন সত্যতা নাই, যেহেতু বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—'নিত্যতারূপ যে সত্যতা, তাহাই যে বস্তুর আছে, সেই বস্তুই "নিত্য" ও "সত্য"।' "ত্রিকালাবাধ্যত্বং সত্যত্বম্," "প্রমিতিবিষয়ত্বং বা"—কালত্রয়দ্বারা যাহা বাধিত হয় না তাহা সত্য, অথবা যাহা প্রমাজ্ঞানের বিষয় তাহা সত্য। "উৎপত্তিবিনাশরাহিত্যং নিত্যত্বম্", "ধ্বংসাপ্রতিযোগিত্বং বা"—যাহা উৎপত্তিবিনাশরহিত তাহা নিত্য, অথবা যাহা ধ্বংসরূপ অভাবের প্রতিযোগী হয় না, তাহা নিত্য। যাহার অভাব সূচিত হয়—তাহাকে প্রতিযোগী বলে। (এইরূপে নিত্যতার সিদ্ধিদ্বারা সত্যতাসিদ্ধি হইল)। ইহাই অভিপ্রায়। আত্মার আনন্দরূপতা প্রতিপাদন করিতেছেন—"পরানন্দঃ"—ইহার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত 'আত্মা' শব্দটি বসাইয়া অর্থ করিতে হইবে। সেই সম্বিদ্রূপ আত্মা 'পরঃ আনন্দঃ', নিরতিশয় সুখরূপ (সেই অর্থাৎ সর্ব্বান্তরপ্রকাশক সাক্ষী)। তাহার হেতু এই—"যতঃ পরপ্রেমাস্পদম্"—যেহেতু আত্মা পরম প্রেমের আস্পদ, পুত্র-ধন-দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিবর্জ্জিত হইলে, আত্মাই সর্ব্বাধিক প্রীতির বিষয়রূপে অনুভূত হন, এই হেতু "পরানন্দঃ" (পঞ্চদশী ১১শ অধ্যায় ১২৭ শ্লোক হইতে ১২শ অধ্যায় ৩১ শ্লোক পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য)। এস্থলে এইরূপ 'অনুমান'—আত্মা হইতেছেন পরানন্দরূপ, যেহেতু পরম প্রেমের বিষয়। যাহা পরানন্দরূপ নহে, তাহা পরম প্রেমের বিষয়ও নহে, যেমন ঘট। সেইরূপ এই আত্মা পরম প্রেমের আস্পদ নহে—এরূপ নহে, সেই হেতু পরানন্দরূপ নহে—এরূপ নয়, কিন্তু পরানন্দরূপই। (শঙ্কা) ভাল, লোকে বলে 'আমাকে ধিক্;' এইরূপে আপনার সম্বন্ধে অর্থাৎ 'আত্মা'-সম্বন্ধে দ্বেষ প্রতীত হয়; সেইহেতু আত্মাকে যে প্রেমাস্পদ বলা হইতেছে, তাহা অসিদ্ধ। তাহা হইলে আত্মা কি প্রকারে পরমপ্রেমের বিষয় হইতে পারেন?

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, এই বলিয়া ইহার পরিহার করিতেছেন যে আত্মায় সেই দ্বেষ দুঃখের সহিত সম্বন্ধরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আত্মা স্বভাবতঃ দুঃখ-সম্বন্ধ-বিবর্জ্জিত হইলেও, দুঃখ-সম্বন্ধযুক্ত দেহাদি উপাধির যোগে আত্মার দুঃখ-সম্বন্ধ প্রতীত হয়, সেই দুঃখহেতু দেহাদি উপাধিই

দ্বেষের বিষয় হয় এবং দেহাদির অধ্যাসবশতঃ আত্মাও দ্বেষের বিষয় বলিয়া প্রতীত হন, আত্মা স্বরূপতঃ দ্বেষের বিষয় হন না। মণিমন্ত্রৌষধাদি দ্বারা লুপ্তদাহিকাশক্তি অগ্নির ন্যায় দুঃখসম্বন্ধজনিত দ্বেষরূপ নিমিত্তবশতঃ আত্মাও স্বভাবসিদ্ধ প্রেমাস্পদতাবিরহিত বলিয়া প্রতীত হন এবং তখন প্রেমাস্পদতায় ধনপুত্রাদিও আত্মাকে অতিক্রম করে। এইরূপে সেই আত্মদ্বেষ দুঃখ-সম্বন্ধরূপ নিমিত্তজনিত বলিয়া অন্য প্রকারে সিদ্ধ হয়; আর প্রেম আত্মায় অনুভবসিদ্ধ। এইহেতু আত্মার প্রেমাস্পদতা অসিদ্ধ নহে। এই প্রকারে উক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন—"হি আত্মনি মা ভূবম্ ন, ভূয়াসম্ ইতি প্রেম ঈক্ষ্যতে"—"হি"—যেহেতু, জনসাধারণে "আত্মনি"—আত্মবিষয়ে, "মা (অ) ভূবং ন"—আমি যেন (কোনও কালে) না থাকি—এইরূপ আকারের নহে, অর্থাৎ কোনও কালে আমার অনস্তিত্ব যেন না ঘটে; কিন্তু "ভূয়াসম্ এব"—যেন চিরদিনই আমার অস্তিত্ব থাকে, এইরূপ আকারের "প্রেম আত্মনি ঈক্ষ্যতে"—প্রেম, আত্মায় সকলেই অনুভব করে। এই হেতু আত্মা যে প্রেমের বিষয়, ইহা অসিদ্ধ নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ৮।

ভাল, আত্ম-বিষয়ে প্রেমের স্বরূপ অসিদ্ধ নহে, ইহা যেন সিদ্ধ হইল, কিন্তু আত্ম-বিষয়ে প্রেম যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। সেইহেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সাধিতে গিয়া পর-প্রেমের আস্পদতারূপ যে হেতু দেখান হইয়াছে, সেইহেতুতে "পর"—পরম বা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এই বিশেষণটি অসিদ্ধ—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

তৎ প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি।
অতস্তৎ পরমন্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ৯

অন্বয়—অন্যত্র (যৎ) প্রেম, তৎ আত্মার্থম্, এবম্ আত্মনি অন্যার্থম্ ন। অতঃ তৎ পরমম্। তেন আত্মনঃ পরমানন্দতা।

অনুবাদ—অন্যত্র যে প্রেম, তাহা আত্মার জন্য; আত্মায় যে প্রেম তাহা অন্যের জন্য নহে। এই কারণেই সেই (আত্ম-বিষয়ে) প্রেম পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কারণেই আত্মার পরমানন্দতা সিদ্ধ হয়।

টীকা—"অন্যত্র প্রেম"—আপনা হইতে ভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রাদিতে, যে প্রেম, "তৎ আত্মার্থম্"—তাহা আত্মার জন্যই অর্থাৎ সেই পুত্রাদি আত্মার উপকারক বলিয়া; তাহা স্বভাবতঃ অর্থাৎ তাহাদের জন্য নহে; "এবম্ আত্মনি প্রেম অন্যার্থম্ ন"—এইরূপে, আত্মাতে বিদ্যমান যে প্রেম, তাহা অন্যের অর্থাৎ পুত্রাদির জন্য নহে—আত্মার পুত্রাদির উপকারকতাহেতু নহে কিন্তু আপনারই নিমিত্ত। "অতঃ তৎ পরমম্"—এইরূপে সেই আত্ম-বিষয়ক প্রেম অন্য কোন কিছুর অপেক্ষা রাখে না বলিয়া 'পরম'—সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপে যে সিদ্ধান্ত হইল, তাহাই বলিতেছেন—"তেন আত্মনঃ পরমানন্দতা"—সেই, নিরতিশয় প্রেমের আস্পদতাহেতু, আত্মার নিরতিশয় সুখরূপতা সিদ্ধ হইল। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যক উপনিষদে (২।৪।৫) মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে শ্রৌত প্রমাণ দ্রষ্টব্য। ৯।

(তৃতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত) এই সাতটি শ্লোকে যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইল, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) আত্মা ও ব্রহ্ম একই।

ইত্থং সচ্চিৎপরানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্।
পরং ব্রহ্ম তয়োশ্চৈক্যং, শ্রুত্যন্তেষূপদিশ্যতে ॥১০

অন্বয়—ইত্থং যুক্ত্যা আত্মা সচ্চিৎপরানন্দঃ; তথাবিধম্ পরম্ ব্রহ্ম; তয়োঃ ঐক্যং চ শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে।

অনুবাদ—এই প্রকারে যুক্তিদ্বারা আত্মা (জীবাত্মা) যে সৎ (নিত্য), চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ও পরমানন্দস্বরূপ (তাহা সিদ্ধ হইল)। বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে, পরব্রহ্মও সেইরূপ অর্থাৎ সৎ-চিৎ-পরমানন্দস্বরূপ, আর জীবাত্মা ও পরব্রহ্ম একই।

টীকা—"ইত্থম্"—তৃতীয় হইতে সপ্তম পর্যন্ত শ্লোকপঞ্চকে জ্ঞানের নিত্যতা সপ্রমাণ করিয়া, 'সেই জ্ঞানই এই আত্মা', এইরূপে অষ্টম শ্লোকে সেই জ্ঞানের আত্মরূপতা প্রতিপাদন করিলেন এবং 'পরানন্দঃ' ইত্যাদি শব্দদ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ করিলেন। ইহার দ্বারা আত্মা যে মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বম্' পদের অর্থ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল।

এস্থলে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে—ভাল, যুক্তিদ্বারাই যদি উক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে উপনিষৎসমূহ ত' প্রতিপাদ্য বিষয়াভাবে অপ্রমাণ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে (অথবা আত্মা উপনিষৎসমূহের বিষয় না হওয়াতে, আত্মসম্বন্ধে উপনিষৎ অপ্রমাণ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে)। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—"তথাবিধম্ পরম্ ব্রহ্ম"—সেই প্রকারের সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম মহাবাক্যের (অর্থাৎ উপনিষদের অন্তর্গত 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্যের) অন্তর্গত 'তৎ' পদের অর্থ। "তয়োঃ ঐক্যম্",—সেই 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই দুই পদের অর্থ ব্রহ্মাত্মার অখণ্ড-একরসতারূপ একতা, "শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে"—উপনিষৎসমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইহেতু উপনিষৎসমূহ নির্ব্বিষয় নহে। ইহাই অর্থ। ১০

এস্থলে প্রতিবাদী আত্মার পরমানন্দস্বরূপতায় আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন :—

(গ) আত্মা যে পরমানন্দ-স্বরূপ, তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়ে স্পৃহা।
অতো ভানেঽপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ১১

অন্বয়—(শঙ্কা) অভানে পরম্ প্রেম ন, ভানে বিষয়ে স্পৃহা ন। (পরিহারঃ) অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দতা ভানে অপি অভাতা।

অনুবাদ—(শঙ্কা) আত্মার পরমানন্দরূপতা জানিতে না পারিলে আত্মাতে পরম প্রেম হয় না; (আবার) তাহা জানিতে পারিলে বিষয় সমূহের কামনা থাকে না। (অর্থাৎ আত্মায় পরম প্রেমও আছে, আবার বিষয়েচ্ছাও আছে, এরূপ হওয়া উচিত নহে, কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না)। (পরিহার)—ইহার উত্তরে বলি, এইহেতু সেই পরমানন্দতা

জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞাত,—প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত। (তাহা কিরূপ, পর শ্লোকে বলিতেছেন)।

টীকা—(প্রতিবাদী বলিতেছেন—জিজ্ঞাসা করি, সেই পরমানন্দরূপতা 'প্রতীত হয় না' বলিবেন, অথবা 'প্রতীত হয়' বলিবেন)? "অভানে পরম্ প্রেম ন"—(যদি বলেন) তাহা প্রতীত হয় না, (তবে বলি, তাহা হইলে) আত্মায় যে নিরতিশয় স্নেহরূপ পরম প্রেম আছে, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা বিষয়ের সৌন্দর্য্যের জ্ঞান হইতেই স্নেহের উৎপত্তি। (আর যদি বলেন সেই পরমানন্দরূপতা প্রতীত হয়, তবে বলি) "ভানে ন বিষয়ে স্পৃহা"—আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইলে, সুখের অর্থাৎ বিষয়ানন্দের সাধন যে মালা, চন্দন, বনিতা প্রভৃতি, তৎসমূহে অথবা সেই সেই বিষয়জনিত সুখে যে লোকের ইচ্ছা হয়, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা পরমসুখরূপ ফলের প্রাপ্তি হইলে, বিষয়রূপ সাধনের ইচ্ছা সম্ভবে না; আর সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের লাভ হইলে, ক্ষণিকতা ও সাধনের অধীনতাদিদোষদুষ্ট বিষয়জনিত সুখে ইচ্ছা হইতে পারে না; সেই হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না। (ইহাই গেল শঙ্কা)। (সমাধান) এস্থলে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই প্রকারান্তরে সম্ভব হইতে পারে বলিয়া, 'আত্মার আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না,' বলিতে পার না—এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্ব্বোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—"অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দতা ভানে অপি অভাতা"—যেহেতু প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয় পক্ষেই দোষ রহিয়াছে, এই-হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইয়াও প্রতীত হয় না (ইহাই সিদ্ধান্ত)। ১১

(শঙ্কা)—একই বস্তুর একই সময়ে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই হয়, এইরূপ বলা ঠিক হয় না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, 'ঠিক হয় না'র অর্থ কি? তাহা পূর্ব্বে কেহ কখনও দেখে নাই? অথবা তাহা যুক্তিহীন বলিয়া একেবারেই অসম্ভব? (এইরূপ দুইটি বিকল্প হইতে পারে)। যদি বল, কেহ কখনও দেখে নাই, তবে বলি :—

অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ।
ভানেঽপ্যভানং ভানস্য প্রতিবন্ধেন যুজ্যতে॥ ১২

অন্বয়—অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ (আনন্দস্য) ভানে অপি অভানম্ (ভবতি)। ভানস্য প্রতিবন্ধেন (ভানে অপি অভানম্) যুজ্যতে।

অনুবাদ—একসঙ্গে অনেক বালক যখন (উচ্চৈঃস্বরে বেদ-) পাঠ করে, তখন পুত্রের কণ্ঠস্বর যেমন (পিতার কর্ণে সামান্যতঃ) অনুভূত হইয়াও (বিশেষভাবে) অনুভূত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি হইয়াও হয় না। প্রতীতির প্রতিবন্ধক থাকায়, 'প্রতীতি হইয়াও হয় না' এইরূপ কথা সঙ্গত হয়।

টীকা—"অধ্যেতৃবর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ"-বেদপাঠক (বালক) দিগের 'বর্গ' বা সমূহ মধ্যে অবস্থিত পুত্রের অধ্যয়নশব্দের ন্যায়, অর্থাৎ পুত্রকৃত অধ্যয়নের শব্দ যেমন বহিঃস্থিত পিতার নিকট সামান্যতঃ প্রতীত হইয়া, 'ঐটি আমার পুত্রের কণ্ঠস্বর'—এইরূপ বিশেষভাবে প্রতীত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি, হইয়াও হয় না। দ্বিতীয় বিকল্পের উত্তরে বলিতেছেন—"ভানস্য

প্রতিবন্ধেন (ভানে অপি অভানম্) যুজ্যতে”—এইরূপে শব্দত্রয় সংযোজিত করিয়া অন্বয় করিতে হইবে। অর্থ এই—সেই ভানের অর্থাৎ স্ফুরণের, (ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত) প্রতিবন্ধক হেতু ভান হইয়াও অভান, অর্থাৎ সামান্যভাবে প্রতীতি হইলেও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, সঙ্গত হয়। আনন্দের এই সাধারণভাবে প্রতীতি ও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, যাহাতে আত্মায় পরম প্রেম সত্ত্বেও বিষয়েচ্ছা সম্ভবপর হয়, তাহা অজ্ঞানীতে দামাচ্ছাদিত জলাশয়ে দামাচ্ছাদিত জলের ন্যায় অথবা অন্তঃসলিলা নদীতে বালুকাচ্ছাদিত জলের ন্যায় অপ্রকাশ, এবং জ্ঞানীতে দামনির্মুক্ত অংশবিশেষে বা বালুকা মধ্যে খাত গর্ত্তে, জলের ন্যায় সপ্রকাশ। অজ্ঞানীতে আবরণই সেই জলের প্রকাশপ্রতিবন্ধক এবং জ্ঞানীতে দামের বা বালুকার অনিবারণ অর্থাৎ অবিচারবশতঃ সাময়িক বহির্মুখবৃত্তি, জলের বা আনন্দের সাময়িক অপ্রকাশের কারণ। সেই আবরণই ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ১২

সেই প্রতিবন্ধকটি কি প্রকার? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) যে প্রতিবন্ধকহেতু আত্মার পরমানন্দরূপতার ভান হয় না, তাহার স্বরূপ।

প্রতিবন্ধোঽস্তি ভাতীতি ব্যবহারার্হবস্তুনি।
তন্নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্যোৎপাদনমুচ্যতে॥ ১৩

অন্বয় — অস্তি ভাতি ইতি ব্যবহারার্হবস্তুনি তম্ নিরস্য বিরুদ্ধস্য তস্য উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—“আছে,” “প্রকাশ পাইতেছে” এইরূপে ব্যবহারযোগ্য বস্তুসম্বন্ধে, তদ্বিরুদ্ধ “নাই,” “প্রকাশ পাইতেছে না”—এইরূপে নাস্তিত্ব ও অপ্রকাশত্ব ব্যবহারের উৎপাদনকেই প্রতিবন্ধক বলে।

টীকা —“অস্তি ভাতি ইতি” —আছে, প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রকারে “ব্যবহারার্হবস্তুনি” — প্রতীতি ও কথনের যোগ্য —বস্তু বিষয়ে, “তম্ নিরস্য” পূর্ব্বোক্ত ‘বিদ্যমান আছে.’ ‘প্রকাশ পাইতেছে’ —এইরূপ ব্যবহারকে বিদূরিত করিয়া, “বিরুদ্ধস্য তস্য”—উক্ত ব্যবহারের বিপরীত ‘বিদ্যমান নাই’ ‘প্রকাশ পাইতেছে না’—এইরূপ ব্যবহারের, “উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে”— উৎপত্তিকে ‘প্রতিবন্ধ’ বলে। ১৩

উক্তলক্ষণবিশিষ্ট প্রতিবন্ধকের কারণ, দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক এই দুইটিতে যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন : —

(ঙ) দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত প্রতিবন্ধকের কারণ-প্রদর্শন।

তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ।
ইহানাদিরবিদ্যৈব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্॥ ১৪

অন্বয় - পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ তস্য হেতুঃ সমানাভিহারঃ; ইহ ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ অনাদিঃ অবিদ্যা এব।

অনুবাদ—দৃষ্টান্তে—পুত্রের অধ্যয়নশব্দের বিশেষভাবে শ্রবণবিষয়ে যে বাধা হয়, তাহা হইতেছে তৎসদৃশ নানাশব্দের সহিত সম্মেলন। দার্ষ্টান্তিকে—আত্মার আনন্দরূপতার বিশেষভাবে পরিজ্ঞানের যে বাধা হয়, তাহার কারণ অনাদি অবিদ্যা যাহা বিপরীতজ্ঞানের মুখ্য কারণ।

টীকা—"পুত্রধ্বনিশ্রুতৌ"—পুত্রের কণ্ঠস্বরশ্রবণরূপ দৃষ্টান্তে, "তস্য"—সেই প্রতিবন্ধের, "হেতুঃ"—কারণ, "সমানাভিহারঃ"—অনেকের সহিত (এক সঙ্গে) উচ্চারণ। "ইহ"—দার্ষ্টান্তিকে, "ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্"—'ব্যামোহ' সমূহের অর্থাৎ বিবিধ বিপরীত জ্ঞানের, 'এক' অর্থাৎ মুখ্য, কারণ; "অনাদিঃ"—উৎপত্তিহীন, "অবিদ্যা"—অবিদ্যা, যাহা পরে বর্ণিত হইতেছে. তাহাই 'প্রতিবন্ধে'র হেতু। ১৪

এই প্রকারে প্রদর্শিত হইল যে সম্বিৎই আত্মা এবং আত্মাই পরমানন্দ।

৩। প্রকৃতির স্বরূপ।

এক্ষণে প্রতিবন্ধের হেতুস্বরূপ সেই অবিদ্যার বর্ণন করিবার জন্য সেই অবিদ্যার মূলকারণ প্রকৃতির প্রতিপাদন করিতেছেন, (অর্থাৎ প্রকৃতিরহিত ব্রহ্মে প্রকৃতির আরোপ করিয়া বর্ণনা করিতেছেন):—

(ক) প্রকৃতির স্বরূপ ও ভেদ।

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা।
তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতির্দ্বিবিধা চ সা ॥ ১৫

অন্বয়—চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা, তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতিঃ, সা দ্বিবিধা চ।

অনুবাদ—চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব যাহাতে বর্ত্তমান, তাহাই প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা রূপ। তাহা দুই প্রকার,—(মায়া ও অবিদ্যা)।

টীকা—"চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিম্বসমন্বিতা"—চিদানন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম তাঁহারই প্রতিচ্ছায়া যাহাতে বিদ্যমান, সেইরূপ; "তমোরজঃসত্ত্বগুণা"—সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণের যে সাম্যাবস্থা—"প্রকৃতিঃ".—তাহাকেই প্রকৃতি বলে; "সা দ্বিবিধা চ"—সেই প্রকৃতি দুইপ্রকার। মূলশ্লোকস্থিত 'চ'কার দ্বারা ইহাই সূচনা করিতেছেন যে, প্রকৃতির তমঃপ্রধানা তৃতীয় প্রকার রূপ আছে, তাহা অষ্টাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইবে। ১৫

কারণ প্রদর্শন করিয়া প্রকৃতির প্রকারদ্বয় বুঝাইতেছেন:—

(খ) মায়া ও অবিদ্যার ভেদ, ঈশ্বরের স্বরূপ।

সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।
মায়াবিম্বো বশীকৃত্য তাং স্যাৎ সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬

অন্বয়—সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাম্ তে চ মায়াবিদ্যে মতে। মায়াবিম্বঃ তাম্ বশীকৃত্য সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—(পূর্ব্বোক্ত) প্রকৃতির সত্ত্বগুণ, শুদ্ধ হইলে, তাহাকে 'মায়া' বলা হয় এবং তাহাই অবিশুদ্ধ হইলে, তাহাকে 'অবিদ্যা' বলা হয়। মায়ায় প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব, সেই মায়াকে আপনার বশবর্ত্তিনী করিলে, সর্ব্বজ্ঞ 'ঈশ্বর' হন।

টীকা—"সত্ত্বশুদ্ধ্যবিশুদ্ধিভ্যাম্"—প্রকাশস্বরূপ সত্ত্ব গুণের 'শুদ্ধি'—অপর দুই গুণের অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা মলিন না হওয়া এবং 'অবিশুদ্ধি' সেইরূপে মলিন হওয়া, এই দুইটি

দ্বারা "তে চ মায়াবিদ্যে মতে"—সেই দুইটি প্রকার, যথাক্রমে 'মায়া' ও 'অবিদ্যা' বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে যাহাতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই মায়া এবং যাহাতে মলিন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই অবিদ্যা। যে প্রয়োজনে মায়া ও অবিদ্যার ভেদবর্ণন করিলেন, এখন সেই প্রয়োজন বুঝাইতেছেন—"মায়াবিম্বঃ তাম্ বশীকৃত্য"—মায়াতে প্রতিফলিত চিদাত্মা, সেই মায়াকে আপনার বশে আনিয়া বিদ্যমান হইলে, "সর্ব্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ স্যাৎ" - সর্ব্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত ঈশ্বর হন। ১৬

(f) জীবের স্বরূপ অর্থাৎ 'প্রাজ্ঞ'স্বরূপ নিরূপণ।

অবিদ্যাবশগস্ত্বন্যস্তদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।
সা কারণশরীরং স্যাৎ প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭

অন্বয় - অবিদ্যাবশগঃ তু অন্যঃ, তদ্বৈচিত্র্যাৎ অনেকধা; সা কারণশরীরম্; তত্র অভিমানবান্ প্রাজ্ঞঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—কিন্তু অন্যটি অর্থাৎ অবিদ্যায় প্রতিফলিত চিদাত্মা বা জীব, অবিদ্যার বশবর্ত্তী। সেই অবিদ্যার অবিশুদ্ধির তারতম্যানুসারে জীবও তির্য্যগাদিভেদে নানাপ্রকার। সেই অবিদ্যাই কারণশরীর। সেই কারণশরীরে তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ জীব যখন আপনাকে কারণশরীর বলিয়া মনে করে, তখন তাহার নাম হয় "প্রাজ্ঞ"।

টীকা—"অবিদ্যাবশগঃ তু অন্যঃ"—অবিদ্যায় প্রতিবিম্বরূপে অবস্থিত এবং অবিদ্যার অধীন হইয়া চিদাত্মা কিন্তু জীব হইয়া থাকে। সেই জীব "তদ্বৈচিত্র্যাৎ"—সেই উপাধিভূত অবিদ্যার বিচিত্রতা হেতু অর্থাৎ অবিশুদ্ধির তারতম্যবশতঃ, "অনেকধা" -অনেক প্রকার অর্থাৎ, দেবতা, তির্য্যক্ প্রভৃতি ভেদে বিবিধপ্রকার হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। অগ্রে ৪২ সংখ্যক শ্লোকে, শরীরত্রয় হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্কৃত জীবেরই ব্রহ্মভাব বর্ণনা করিবেন,—'যেমন মুঞ্জতৃণ হইতে শলাকাটি (কৌশলে) নিষ্কাসিত হয়, সেইরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয় হইতে ধীর পুরুষদিগের কর্ত্তৃক বিচারদ্বারা আত্মা পৃথক্কৃত হইলে, আত্মা পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন।' সেই স্থলে সেই শরীর তিনটি কি কি? আর সেই সেই শরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট জীব কি কি রূপ ধরে, এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া, সেইগুলি একে একে বলিতেছেন—"সা কারণশরীরম্ স্যাৎ"—সেই অবিদ্যাই কারণ-শরীর ইত্যাদিরূপ হয়। সেই অবিদ্যাই স্থূল, সূক্ষ্ম শরীরাদির কারণরূপ হয়। সেই অবিদ্যা, (মূল কারণ) প্রকৃতিরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া, সেই অবিদ্যাকে উপচারপূর্ব্বক 'কারণ' বলা হইয়াছে অর্থাৎ 'অবিদ্যা' শব্দের শব্দার্থ পরিত্যাগ করিয়া, অনিয়ত সম্বন্ধে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের কারণ, এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যেমন 'মঞ্চসকল চীৎকার করিতেছে' বলিলে মাঁচার উপরে উপবিষ্ট পুরুষদিগকে বুঝায়, তথায় মাঁচার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ অনিয়ত। যাহা 'শীর্ণ' হয়, তাহাকে শরীর বলে। সেই অবিদ্যা, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়—এই কারণে তাহাকে 'শরীর' বলা হয়। "তত্র অভিমানবান্"—সেই অবিদ্যারূপ কারণ-শরীরে অভেদ অধ্যাস করিয়া, 'আমি হইতেছি অজ্ঞ', (আমি কিছুই জানি না) এইরূপ অবস্থাপন্ন জীব, "প্রাজ্ঞঃ স্যাৎ"—প্রজ্ঞা যাঁহার আছে, তিনি প্রজ্ঞ। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ অবিনাশিস্বরূপজ্ঞানদৃষ্টি। প্রজ্ঞেরই নামান্তর প্রাজ্ঞ (প্রজ্ঞ + স্বার্থে অণ্)। ১৭

এই প্রকারে প্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শিত হইল।

৪। অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি।

কারণশরীরের পর সূক্ষ্মশরীর, এইরূপ উৎপত্তির ক্রমে. বিচারার্থ উপস্থিত, সূক্ষ্মশরীরের এবং সেই সূক্ষ্মশরীর যাহার উপাধি, সেই জীবের বর্ণন করিবার জন্য, সেই সূক্ষ্মশরীরের কারণ আকাশাদির উৎপত্তি বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি।

তমঃপ্রধানপ্রকৃতেস্তদ্ভোগায়েশ্বরাজ্ঞয়া।
বিয়ৎপবনতেজোঽম্বুভুবো ভূতানি জজ্ঞিরে ॥ ১৮

অন্বয়—তদ্ভোগায় তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ ঈশ্বরাজ্ঞয়া বিয়ৎপবনতেজোঽম্বুভুবঃ ভূতানি জজ্ঞিরে।

অনুবাদ—সেই প্রাজ্ঞ নামক জীবগণের ভোগের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় তমঃ-প্রধানা প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত জন্মিল।

টীকা—"তদ্ভোগায়" -সেই প্রাজ্ঞনামক জীবগণের ভোগের জন্য অর্থাৎ তাহাদিগের সুখদুঃখ-সাক্ষাৎকার সিদ্ধ করিবার জন্য, "তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ" -তমোগুণ যাহাতে মুখ্য, এইরূপ যে জগতের উপাদানরূপ তৃতীয় প্রকারের প্রকৃতি, ১৫শ শ্লোকে 'চ'কার দ্বারা সূচিত হইয়াছে, তাহা হইতে, "ঈশ্বরাজ্ঞয়া" -প্রেরণাদিশক্তিবিশিষ্ট জগদধিষ্ঠাতার 'ঈক্ষণা'পূর্ব্বক সৃষ্টি করিবার ইচ্ছাবশতঃ, যে ইচ্ছা জগতের নিমিত্তকারণ, সেই ইচ্ছারূপ আজ্ঞা দ্বারা, আকাশাদি ক্ষিতি পর্য্যন্ত "ভূতানি জজ্ঞিরে" -পঞ্চভূত আবির্ভূত বা উৎপন্ন হইল। ইহাই অর্থ। ১৮

এইরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণন করিয়া, সেই পঞ্চভূতের কার্য্যরূপ সৃষ্টির বর্ণনা করিবার জন্য প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টির বর্ণনা করিতেছেন : -

(খ) পঞ্চভূতের পঞ্চ সাত্ত্বিক অংশ হইতে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি।

সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদ্ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।
শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যমুপজায়তে ১৯ ॥

অন্বয়—তেষাং পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যম্ ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ক্রমাৎ উপজায়তে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের পাঁচটি সাত্ত্বিকাংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা—"তেষাম্"—সেই আকাশাদির, "পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ" -পাঁচটি উপাদানরূপ সত্ত্বগুণের ভাগ দ্বারা, "শ্রোত্রত্বগক্ষিরসনঘ্রাণাখ্যম্ ধীন্দ্রিয়পঞ্চকম্" -শ্রোত্র, ত্বক্, অক্ষি, রসনা, ঘ্রাণ এই এই নামযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চক, "ক্রমাৎ উপজায়তে"—যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। এক একটি ভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—ইহাই অর্থ। ১৯।

পঞ্চভূতের পাঁচটি সত্ত্বাংশের প্রত্যেকটির অনন্যসাধারণ কার্য্যের অর্থাৎ এতদুৎপন্ন এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে পঞ্চভূতের সকলগুলিরই সত্ত্বাংশ সমূহের সাধারণ কার্য্যের উল্লেখ করিতেছেন :—

(গ) পঞ্চভূতের সাধারণ সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন ও বুদ্ধি এই দ্বিবিধ অন্তঃকরণের উৎপত্তি।

তৈরন্তঃকরণং সর্ব্বৈর্বৃত্তিভেদেন তদ্‌দ্বিধা।
মনো বিমর্ষরূপং স্যাৎ বুদ্ধিঃ স্যান্নিশ্চয়াত্মিকা॥ ২০

অন্বয় —তৈঃ সর্ব্বৈঃ অন্তঃকরণম্ (উপজায়তে) ; তৎ বৃত্তিভেদেন দ্বিধা ; মনঃ বিমর্ষরূপম্ স্যাৎ, বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াত্মিকা স্যাৎ।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়। বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ দ্বিবিধ; সংশয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন; নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি।

টীকা—"তৈঃ সর্ব্বৈঃ" সেই সত্ত্বাংশসমূহ সম্মিলিত হইলে তদ্দ্বারা, "অন্তঃকরণম্"—মন বুদ্ধির উপাদানস্বরূপ অন্তঃকরণদ্রব্য, (উপজায়তে—) উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণের অবান্তর ভেদ দেখাইতেছেন এবং কি নিমিত্ত সেই ভেদ করা হয়, তাহাও দেখাইতেছেন—"তৎ"—সেই অন্তঃকরণ, "বৃত্তিভেদেন"—অন্তঃকরণের পরিণাম-ভেদে, "দ্বিধা"—দুই প্রকারের হয়। বৃত্তির ভেদ দেখাইতেছেন—"মনঃ বিমর্ষরূপম্ স্যাৎ, বুদ্ধি নিশ্চয়াত্মিকা স্যাৎ"—মন বিমর্ষরূপ অর্থাৎ সংশয়-বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন; নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি। 'বিমর্ষরূপম্'—বিমর্ষ শব্দের অর্থ সংশয়াত্মিকা বৃত্তি, তাহাই 'রূপ' যাহার তাহা 'বিমর্ষরূপ', তাহাই হইতেছে মন। "নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ স্যাৎ"—নিশ্চয় হইয়াছে স্বরূপ যাহার, এইরূপ যে বৃত্তি, তাহাই হইতেছে বুদ্ধি। ২০

এইরূপে সাত্ত্বিকাংশের কার্য্যবর্ণনের পর অনন্তর-প্রাপ্ত ভূতপঞ্চকের রজোগুণের অংশসমূহের এক একটির অসাধারণ কার্য্য বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঘ) পঞ্চভূতের পঞ্চ রাজসিক অংশ হইতে পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি।

রজোঽংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু।
বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে॥ ২১

অন্বয় —তেষাং পঞ্চভিঃ রজোঽংশৈঃ বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি তু ক্রমাৎ জজ্ঞিরে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের রাজসিক অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য, এবং উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা—"তেষাং"—সেই আকাশাদির, "পঞ্চভিঃ রজোঽংশৈঃ"— উপাদানস্বরূপ পাঁচটি রজোগুণের ভাগ দ্বারা, "বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাভিধানানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি"—বাক্, হস্ত, পদ, গুহ্য এবং শিশ্ন নামক পাঁচটি ক্রিয়াজনক কর্ম্মেন্দ্রিয়, "ক্রমাৎ জজ্ঞিরে"—ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। এক এক ভূতের এক এক রজোগুণের ভাগ হইতে এক একটি কর্ম্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল—ইহাই অর্থ। ২১

ভূতপঞ্চকের রজোগুণসমূহের সাধারণ কার্য্য বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) পঞ্চভূতের সাধারণ রাজসিক অংশ পাঁচটি প্রাণের উৎপত্তি।

তৈঃ সর্ব্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।
প্রাণোঽপানঃ সমানশ্চোদানব্যানৌ চ তে পুনঃ॥২২

অন্বয়—সহিতৈঃ তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণঃ; সঃ (প্রাণঃ) বৃত্তিভেদাৎ পঞ্চধা (ভবতি)। তে পুনঃ প্রাণঃ, অপানঃ, সমানঃ চ উদানব্যানৌ চ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত রাজসিক অংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি। বৃত্তি-ভেদে প্রাণ পাঁচ প্রকারের, যথা :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান।

টীকা—"সহিতৈঃ তৈঃ সর্ব্বৈঃ প্রাণঃ"—মিলিত হইলে যাহারা উপাদানকারণ হয়, এইরূপ পাঁচটি রজোগুণভাগদ্বারা প্রাণ জন্মে। সেই প্রাণের অবান্তর ভেদ বলিতেছেন—"সঃ বৃত্তি-ভেদাৎ পঞ্চধা ভবতি"—সেই প্রাণ, প্রাণন আদি ক্রিয়ার ভেদে পাঁচ প্রকার। সেই ক্রিয়াভেদ দেখাইতেছেন—"তে পুনঃ"—সেই সকল ভেদ, 'প্রাণ' প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সূচিত হয় অর্থাৎ হৃদয়দেশে অবস্থিত হইয়া শ্বাসপ্রশ্বাসরূপে বাহিরে ভিতরে, যাইলে ও আসিলে, তাহার নাম প্রাণন ক্রিয়া। পায়ুপস্থদেশে থাকিয়া মলমূত্র নীচে বাহির করিয়া দেওয়ার নাম অপানন ক্রিয়া। নাভি-দেশে থাকিয়া ভুক্ত অন্নের রসকে বাহির করিয়া নাড়ীদ্বারা সর্ব্বশরীরে পৌছাইয়া দেওয়ার নাম সমানন ক্রিয়া। কণ্ঠদেশে থাকিয়া ভুক্তপীত অন্নজলকে বিভাগ করিয়া দেওয়া এবং উদ্গার প্রভৃতি করার নাম উদানন ক্রিয়া। আর সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া সর্ব্বশরীরের সন্ধিসমূহকে ফিরাইবার নাম ব্যানন ক্রিয়া। ঐ ঐ ক্রিয়া যে যে বায়ুর স্বভাব, তাহারা যথাক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে অভিহিত হয়। ২২

এই প্রকারে অপঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইল।

৫। সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ।

যে প্রয়োজনে 'আকাশ' হইতে আরম্ভ করিয়া 'প্রাণ' পর্য্যন্ত পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন, সেই প্রয়োজন এখন দেখাইতেছেন :—

(ক) লিঙ্গদেহের বর্ণন।

বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্ম্মনসা ধিয়া।
শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে॥ ২৩

অন্বয়—বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ মনসা ধিয়া সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মম্ শরীরম্। তৎ লিঙ্গম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, এই তিন পঞ্চক, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ (অঙ্গে), সূক্ষ্ম শরীর (গঠিত) ; তাহাই লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয়।

টীকা—"বুদ্ধিকর্ম্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ"—বুদ্ধি—জ্ঞান ; তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই হইতেছে বুদ্ধীন্দ্রিয়। কর্ম্ম—ক্রিয়া ; তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই কর্ম্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই তিন পঞ্চক এবং "মনসা"—সংশয়রূপ মন, "ধিয়া চ"—ও নিশ্চয়রূপ বুদ্ধি, "সপ্তদশভিঃ"—এই সকলগুলি মিলিয়া যে সতেরটি তত্ত্ব হয়, তাহাদের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর নির্ম্মিত হয়। সেই সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম বলিতেছেন—"তৎ লিঙ্গম্ উচ্যতে"—সেই সূক্ষ্ম শরীর উপনিষৎসমূহে 'লিঙ্গ' নামে কথিত হইয়াছে। ইহাই অর্থ। ২৩

এই প্রকারে সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণনা করিয়া সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবশতঃ প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাই দেখাইতেছেন। 'প্রাজ্ঞ'—ব্যষ্টিসুষুপ্তির অভিমানী যে

জীব, 'প্র' অর্থাৎ প্রকৃষ্ট স্বয়ংপ্রকাশরূপ আনন্দাত্মা হইয়াও 'অজ্ঞ' অর্থাৎ অজ্ঞানের বৃত্তিরূপ বোধযুক্ত। সুষুপ্তি-অবস্থায় অজ্ঞানের সংস্কাররূপ অস্পষ্ট উপাধিযুক্ত হওয়াতে এবং সেই উপাধিদ্বারা আবৃত হওয়াতে, যাহার অতিপ্রকাশতা তিরোহিত হয়, সেই সুষুপ্তির অভিমানী জীবের নাম 'প্রাজ্ঞ'। 'ঈশ্বর'—সকলজীবের কর্ম্মানুসারে 'ঈশিতা' অর্থাৎ ফলদাতা হন বলিয়া পরমাত্মাই 'ঈশ্বর'।

(খ) তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ।

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসত্বং প্রপদ্যতে।
হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিতা ॥ ২৪

অন্বয়—প্রাজ্ঞঃ তত্র অভিমানেন তৈজসত্বম্ প্রপদ্যতে, ঈশঃ হিরণ্যগর্ভতাম্ (প্রপদ্যতে)। তয়োঃ ব্যষ্টিসমষ্টিতা।

অনুবাদ—সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবশতঃ প্রাজ্ঞ জীবের নাম হয় 'তৈজস', ঈশ্বরের নাম হয় 'হিরণ্যগর্ভ'। (তদুভয়ের প্রভেদ এই), 'তৈজস' ব্যষ্টি, এবং 'হিরণ্যগর্ভ' সমষ্টি, অর্থাৎ এক একটি সূক্ষ্মশরীরাভিমানী জীবের নাম হয় 'তৈজস', এবং সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী ঈশ্বরের নাম হয় 'হিরণ্যগর্ভ'।

টীকা—"প্রাজ্ঞঃ"—যে অবিদ্যায় মলিন সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য, সেই অবিদ্যাই যাহার উপাধি, সেই কারণশরীরাভিমানী জীব 'প্রাজ্ঞ'। "তত্র"—তাহাতে অর্থাৎ 'তেজঃ' শব্দে যে অন্তঃকরণকে বুঝায় তাহার সহিত, তৎসম্বন্ধ পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় লইয়া যে সূক্ষ্ম শরীর হয়, তাহাতে; "অভিমানেন"—তাহা হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া, "তৈজসত্বম্ প্রপদ্যতে"—'তৈজস' নাম প্রাপ্ত হয়। যেমন 'লাল দৌড়িতেছে'—এস্থলে, লোহিতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বাদি কোন জন্তু দৌড়িতেছে, এইরূপ বুঝিতে হয়; সেইরূপ, 'তৈজস' বলিতে প্রকাশস্বভাব অন্তঃকরণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-পঞ্চক ও প্রাণ-পঞ্চক—অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরকে বুঝিতে হয়। অথবা, তেজের অর্থাৎ অন্তঃকরণের স্বামী 'তৈজস'—স্বপ্নাভিমানী জীব বা চিদাভাস। "ঈশঃ"—যে মায়ায় বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, সেই মায়ারূপ উপাধি-বিশিষ্ট পরমেশ্বর "তত্র"—সেই লিঙ্গশরীরে, 'আমি হইতেছি তাহাই, এইরূপ অভেদাভিমানদ্বারা "হিরণ্যগর্ভতাম্"—হিরণ্যগর্ভ' বা সূত্রাত্মা এই নাম প্রাপ্ত হন। এইরূপে পূর্ব্ববাক্য হইতে 'প্রপদ্যতে' শব্দটির যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। (এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—'ভাল, লিঙ্গশরীরে অভিমান—ইহা ত' তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েরই সমান; তাহা হইলে কি কারণে তদুভয়ের পরস্পর ভেদ ? এই হেতু বলিতেছেন)—"তয়োঃ ব্যষ্টিসমষ্টিতা"—সেই তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই দুইটির যথাক্রমে ব্যষ্টিভাব ও সমষ্টিভাব থাকাতেই, সেইরূপ ভেদ হয়, অর্থাৎ সকল জীবের প্রত্যেকটিই নিজ নিজ লিঙ্গশরীরকে বনের অন্তর্গত এক একটি বৃক্ষের ন্যায়, অনেক বুদ্ধির বিষয় করে এবং ঈশ্বর সমস্ত সূক্ষ্মশরীরকে বনের ন্যায় এক বুদ্ধির বিষয় করেন বলিয়াই সেইরূপ ভেদ—ইহাই অর্থ। ২৪

ঈশ্বরের 'সমষ্টি'রূপতার এবং জীবের 'ব্যষ্টি'রূপতার কারণ বলিতেছেন :—

(গ) সমস্ত তৈজসের সহিত অভেদজ্ঞানহেতু হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি, তদভাবে তৈজস ব্যষ্টি।

সমষ্টিরীশঃ সর্ব্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।
তদভাবাত্ততোঽন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া ॥ ২৫

অন্বয়—ঈশঃ সর্ব্বেষাম্ স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ সমষ্টিঃ। ততঃ অন্তে তু তদভাবাৎ ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া কথ্যন্তে।

অনুবাদ—হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা সকল জীবের সূক্ষ্মশরীরের সহিত আপনার অভেদ বিদিত আছেন বলিয়া, তাঁহাকে 'সমষ্টি' বলা হয়। আর 'তৈজস' জীবসকলের সেইরূপ জ্ঞান নাই বলিয়া তাহাদিগকে 'ব্যষ্টি' বলা হয়।

টীকা—"ঈশঃ"—ঈশ্বর যিনি হিরণ্যগর্ভ তিনি, "সর্ব্বেষাম্"—লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট সমস্ত 'তৈজস'জীবের, "স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ"—'স্বাত্মা' অর্থাৎ স্বরূপ, তাহার সহিত আপনার একতার জ্ঞানহেতু—"সমষ্টিঃ (স্যাৎ)"—সমষ্টি হন। "ততঃ অন্তে তু"—কিন্তু সেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যে জীব, "তদভাবাৎ"—সেই সমস্ত 'তৈজস'জীবের স্বরূপের সহিত আপনার একতার জ্ঞানের অভাবহেতু, "ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া কথ্যন্তে"—'ব্যষ্টি' শব্দে অভিহিত হয়। ২৫

৬। পঞ্চীকরণ নিরূপণ।

এইরূপে সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ নিরূপিত হইল।

এইরূপে লিঙ্গশরীরের, এবং সেই লিঙ্গ শরীর যাঁহাদের উপাধি সেই তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই দুইটির বর্ণনা করিয়া, স্থূল শরীরাদির অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তিসিদ্ধির নিমিত্ত পঞ্চীকরণ নিরূপণ করিবার জন্য বলিতেছেন :—

(ক) পঞ্চীকরণের প্রয়োজন—জীবের ভোগ।

তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে।
পঞ্চীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্॥ ২৬

অন্বয়—ভগবান্ পুনঃ তদ্ভোগায় ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্ পঞ্চীকরোতি।

অনুবাদ—ভগবান্ সেই জীবগণের ভোগের নিমিত্ত, অন্নপানাদি ভোগ্য, এবং ভোগায়তন দেহের উৎপত্তির জন্য, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই পঞ্চীকরণ করিয়া থাকেন।

টীকা—"ভগবান্"—ঐশ্বর্য্যাদিগুণসম্পন্ন অর্থাৎ (১) সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য বা বিভূতি, (২) সম্পূর্ণ ধর্ম্ম, (৩) সম্পূর্ণ যশঃ, (৪) সম্পূর্ণ লক্ষ্মী, (৫) সম্পূর্ণ জ্ঞান, ও (৬) সম্পূর্ণ বৈরাগ্য এই ছয়টি গুণসম্পন্ন পরমেশ্বর; "পুনঃ"—আবার, "তদ্ভোগায়"—সেই জীবগণের ভোগের অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবের নিমিত্তই, "ভোগ্যভোগায়তনজন্মনে"—'ভোগ্যের' অন্নপানাদির, 'ভোগায়তনের' জরায়ুজ, অণ্ডজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ এই চারিপ্রকার শরীররূপ ভোগস্থানের উৎপত্তির নিমিত্ত, "বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্"—আকাশাদি পাঁচটি ভূতের এক একটিকে, "পঞ্চীকরোতি"—পঞ্চাত্মক করেন। যাহা পঞ্চরূপাত্মক ছিল না তাহাকে পঞ্চরূপাত্মক করার নাম পঞ্চীকরণ। ২৬

(শঙ্কা) ভাল, এক একটি ভূত কি প্রকারে পাঁচ পাঁচ প্রকারের হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) পঞ্চীকরণের প্রকার।

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।
স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে॥ ২৭

অন্বয়—একৈকম্ দ্বিধা বিধায়, পুনঃ চ প্রথমম্ চতুর্ধা (বিধায়) স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ যোজনাৎ তে পঞ্চ পঞ্চ।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিবে। তদনন্তর প্রথম প্রথম অর্দ্ধভাগকে পুনর্ব্বার চারি চারি ভাগে বিভক্ত করিবে। তাহার পর প্রত্যেক ভূতের প্রথমার্দ্ধের এক এক চতুর্থাংশকে অপর ভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত সম্মিলিত করিলে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইবে [নিম্নে (খ) প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য]।

টীকা—আকাশাদির "একৈকম্" —এক একটিকে, "দ্বিধা বিধায়"—দুই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ; এস্থলে 'দ্বিধা' শব্দ অনেকার্থ প্রয়োজনে উচ্চারিত হইয়াছে, (সেই হেতু ইহার অর্থ কেবলমাত্র 'দুই' না হইয়া 'দুই দুই' এইরূপ হইল) প্রত্যেক ভূতকে দুইভাগ বিশিষ্ট করিয়া, "পুনঃ চ" —আবার, "প্রথমম্ চতুর্ধা (বিধায়)"—প্রথম প্রথম ভাগকে চারি চারি ভাগযুক্ত করিয়া, "স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ"—আপন আপন হইতে অপর বা ভিন্ন চারিটি ভূতের যে যে দ্বিতীয় স্থূলভাগ আছে, তাহার তাহার সহিত প্রথম প্রথম ভাগের চারি চারি অংশের মধ্য হইতে এক এক অংশের, "যোজনাৎ"—মিশ্রণ করিলে, আকাশাদি এক একটি পাঁচ পাঁচরূপ হয় [নিম্নে (ক) প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য]। (মূল শ্লোকের অন্তর্গত 'প্রথম' শব্দ, 'চতুর্ধা' শব্দ এবং 'দ্বিতীয়' শব্দও 'দ্বিধা' শব্দের ন্যায় অনেকার্থ-প্রয়োজনে উচ্চারিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদেরও আবৃত্তি করিতে হইবে)। ২৭

(ক)	ক্ষিতি—॥০	অপ্—॥০	তেজ—॥০	মরুৎ—॥০	ব্যোম—॥০
	অপ্—৵০	ক্ষিতি—৵০	ক্ষিতি—৵০	ক্ষিতি—৵০	ক্ষিতি—৵০
	তেজ—৵০	তেজ—৵০	অপ্—৵০	অপ্—৵০	অপ্—৵০
	মরুৎ—৵০	মরুৎ—৵০	মরুৎ—৵০	তেজ—৵০	তেজ—৵০
	ব্যোম—৵০	ব্যোম—৵০	ব্যোম—৵০	ব্যোম—৵০	মরুৎ—৵০
	স্থূল ক্ষিতি ১৲	স্থূল অপ্ ১৲	স্থূল তেজ ১৲	স্থূল মরুৎ ১৲	স্থূল ব্যোম ১৲

(খ) ক্ষিতি—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

অপ—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

তেজ—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

মরুৎ—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

ব্যোম—॥০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ + ৵০ = ১৲

(গ) মোট ক্ষিতি পাঁচ প্রকারে বিদ্যমান যথা :—

১। ক্ষিতিপ্রধান ক্ষিতি
২। অপপ্রধান ক্ষিতি
৩। তেজঃপ্রধান ক্ষিতি
৪। মরুৎপ্রধান ক্ষিতি
৫। ব্যোমপ্রধান ক্ষিতি

এইরূপ অপর চারিটিতে।

এইরূপে পঞ্চীকরণের বর্ণনা করিলেন; তদনন্তর সেই সকল ভূতদ্বারা উৎপাদ্য কার্য্যসমূহ দেখাইতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি; বৈশ্বানরের স্বরূপ।

তৈরণ্ডস্তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ।
হিরণ্যগর্ভঃ স্থূলেঽস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ।
তৈজসা বিশ্বতাং যাতা দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ॥ ২৮

অন্বয়—তৈঃ অণ্ডঃ (উৎপদ্যতে), তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ; অস্মিন্ স্থূলে দেহে (বর্ত্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ; তৈজসাঃ দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ বিশ্বতাম্ যাতাঃ।

অনুবাদ—সেই পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়। সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চতুর্দ্দশ ভুবন, ভোগ্যবস্তু ও স্থূল শরীরের উৎপত্তিও (পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতেই) হইয়া থাকে। এই সমষ্টিরূপ স্থূল দেহের অভিমানী হইয়া অর্থাৎ স্থূলদেহ-সমষ্টিতে 'আমি' এইরূপ জ্ঞান করিয়া, হিরণ্যগর্ভই 'বৈশ্বানর' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তৈজস জীবগণই এক একটি স্থূলদেহের অভিমানী হইয়া দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি নানাপ্রকারে 'বিশ্ব' সংজ্ঞা পাইয়া থাকে।

টীকা—"তৈঃ অণ্ডঃ"—সেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক উপাদান কারণ হইলে, তদ্দ্বারা ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয়। "তত্র"—সেই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর "ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ"—পৃথিবী হইতে উপরি উপরিভাগে বর্ত্তমান পৃথিবী প্রভৃতি সপ্তলোক এবং পৃথিবীর নীচে অবস্থিত অতল হইতে আরম্ভ করিয়া পাতাল পর্য্যন্ত সপ্তলোক (ভুবন); সেই চতুর্দ্দশ ভুবনে নিজ নিজ প্রাণিগণদ্বারা ভোগের যোগ্য অন্নাদি এবং সেই সেই ভুবনের যোগ্য শরীর, সেই পঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক দ্বারাই ঈশ্বরের আজ্ঞায় অর্থাৎ ইচ্ছায় উৎপন্ন হয়। এইরূপে স্থূলদেহের উৎপত্তির বর্ণনা করিয়া, সেই স্থূল শরীরে অভিমানী সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের 'বৈশ্বানর'-নামপ্রাপ্তি, আর এক একটি স্থূল শরীরের অভিমানী ব্যষ্টিরূপ তৈজস জীবগণের 'বিশ্ব'-নামপ্রাপ্তি হয়—এই কথাই দুইটি শ্লোকার্দ্ধ দ্বারা বর্ণনা করিতেছেন—"অস্মিন্ স্থূলে দেহে (বর্ত্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ" এবং "তৈজসাঃ বিশ্বতাং যাতাঃ"—সেই স্থূলদেহে বর্ত্তমান তৈজস জীবগণই 'বিশ্ব' হয়। (সূক্ষ্মদেহের অভিমান ত্যাগ না করিয়াই বিশেষ বিশেষ স্থূল শরীরে 'আমি' এইরূপ অভিমানযুক্ত হইলে জাগ্রদভিমানী জীবকেই 'বিশ্ব' বলে এবং 'বিশ্ব' অর্থাৎ সকল, 'নর' অর্থাৎ প্রাণী—সকল প্রাণীতে 'আমি' এইরূপে অভিমানী ঈশ্বরের নাম বৈশ্বানর। তাঁহারই নামান্তর 'বিরাট্'—কেননা, তিনি বিবিধ প্রকারে 'রাজতে' প্রকাশমান হন।) সেই বিশ্বনামক জীবসমূহের অবান্তর ভেদ বর্ণন করিতেছেন—'দেবতির্য্যঙ্‌নরাদয়ঃ"—দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি। ২৮

এক্ষণে সেই 'বিশ্ব'সংজ্ঞাপ্রাপ্ত জীবগণ, তত্ত্বজ্ঞানরহিত বলিয়া কি প্রকারে সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া দুইটি শ্লোকে বুঝাইতেছেন :—

তে পরাগ্‌দর্শিনঃ প্রত্যক্‌তত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ।
(ঘ) বিশ্বের স্বরূপ ও সংসারভোগ। কুর্ব্বতে কর্ম্ম ভোগায় কর্ম্ম কর্ত্তুঞ্চ ভুঞ্জতে॥ ২৯
নদ্যাং কীটা ইবাবর্ত্তাদাবর্ত্তান্তরমাশু তে।
ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নির্ব্বৃতিম্॥ ৩০

অন্বয়—তে পরাগ্‌দর্শিনঃ, প্রত্যক্‌তত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ ভোগায় কর্ম্ম কুর্ব্বতে, কর্ম্ম কর্ত্তুম্ ভুঞ্জতে চ; তে নদ্যাম্ কীটাঃ আশু আবর্ত্তাৎ আবর্ত্তান্তরম্ ইব জন্মনঃ জন্ম ব্রজন্তঃ নির্বৃতিম্ ন এব লভন্তে।

অনুবাদ—দেবতা প্রভৃতি 'বিশ্ব'-নামক জীবগণ বাহ্যদৃষ্টিপরায়ণ (অন্তর্দৃষ্টিশূন্য) ও আত্মজ্ঞানবিবর্জ্জিত; তাহারা ভোগের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকে, আবার কর্ম্ম করিবার জন্য ভোগ করিয়া থাকে। যেমন, নদীর স্রোতে পতিত কীট অল্পকাল মধ্যেই এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্তে নীত হয়, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, সেই বিশ্বনামক জীবগণও এক জন্ম হইতে অন্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না।

টীকা—"তে"—সেই দেবতা প্রভৃতি, বিশ্বনামক জীবগণ, "পরাগ্‌দর্শিনঃ"—বাহ্য শব্দাদি বিষয় সমূহই দেখিয়া থাকে, প্রত্যক্‌-আত্মাকে দেখে না, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—[পরাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ তস্মাৎ পরাক্ পশ্যতি নান্তরাত্মন্,—কঠোপনিষৎ ৪।১] স্বয়ম্ভু (পরমাত্মা) ইন্দ্রিয় সকলকে বহির্ম্মুখ করিয়া সৃজন করিলেন; সেইহেতু পুরুষ বাহ্যবস্তু সমূহকেই দেখিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখে না। (শঙ্কা) নৈয়ায়িক প্রভৃতি, ('বিশ্ব'নামক জীব) ত' আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, যদ্যপি নৈয়ায়িক প্রভৃতি আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, তথাপি তাহারা শ্রুতিপ্রতিপাদিত শুদ্ধ আত্মস্বরূপ জানে না, (এই হেতু তাহারা বহির্ম্মুখই বটে।) এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—"প্রত্যক্‌তত্ত্ববোধবিবর্জ্জিতাঃ"—সেই সকল জীব, সাক্ষিরূপ আত্মার জ্ঞানরহিত বলিয়া বাহ্যদর্শী হইয়া থাকে। অতএব "ভোগায়"—(প্রত্যক্‌তত্ত্বের জ্ঞানের অভাবে) সুখাদিভোগের জন্য মনুষ্য প্রভৃতি শরীর ধারণ করিয়া, "কর্ম্ম কুর্ব্বতে"—সেই সেই শরীরের যোগ্য কর্ম্ম করিয়া থাকে; (এস্থলে 'কর্ম্ম'শব্দ জাতিবাচক বলিয়া একবচনান্ত, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্মফলের ভোগের নিমিত্ত সাক্ষাৎ ভোগপ্রদ দর্শনস্পর্শনাদি ক্রিয়া এবং গৌণভাবে ভোগপ্রদ ধনোপার্জ্জনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে।) "কর্ম্ম কর্ত্তুম্ ভুঞ্জতে চ"—আবার কর্ম্ম করিবার জন্য (দেবাদিশরীর দ্বারা) সেই সেই কর্ম্মফল ভোগ করে, কেননা, ভোগ অর্থাৎ ফলানুভব না হইলে, সেই সেই ফলের সজাতীয় সুখের ইচ্ছা অসম্ভব হয়, এবং সেই সেই সাধনের অনুষ্ঠানও অসম্ভব হয়। "তে"—এইরূপে অবস্থিত জীবগণ, "নদ্যাম্ কীটাঃ আশু আবর্ত্তাৎ আবর্ত্তান্তরম্ (ব্রজন্তঃ) ইব"—যেমন নদীর প্রবাহে পতিত কীটসকল অল্প সময় মধ্যেই এক আবর্ত্ত হইতে অন্য আবর্ত্ত প্রাপ্ত হয়, (কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না,) সেইরূপ, "জন্মনঃ জন্ম ব্রজন্তঃ"—

একজন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া. "নির্বৃতিম্ ন এব লভন্তে"—কিছুতেই শান্তি পায় না। ২৯, ৩০

৭। 'বিশ্ব'-জীবগণের সংসারনিবৃত্তির উপায়।

জীবের যে প্রকারে সংসারপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা এই প্রকারে বর্ণনা করিয়া, সেই সংসারের নিবৃত্তির উপায় দেখাইবার জন্য, প্রথমে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ক) আবর্ত্তপতিত কীটের দৃষ্টান্তে সংসারনিবৃত্তির উপায়।
(খ) সিদ্ধান্ত 'বিশ্ব'জীবের প্রতি দৃষ্টান্তের যোজনা-ক্রমে পঞ্চকোশবিবেকের উপদেশ।

সৎকর্ম্মপরিপাকাত্তে করুণানিধিনোদ্ধৃতাঃ।
প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্॥ ৩১
উপদেশমবাপ্যৈবমাচার্য্যাত্তত্ত্বদর্শিনঃ।
পঞ্চকোশবিবেকেন লভন্তে নির্বৃতিং পরাম্॥ ৩২

অন্বয়—তে সৎকর্ম্মপরিপাকাৎ করুণানিধিনা উদ্ধৃতাঃ, তীরতরুচ্ছায়াম্ প্রাপ্য যথাসুখম্ বিশ্রাম্যন্তি। এবং তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাৎ উপদেশম্ অবাপ্য পঞ্চকোশবিবেকেন পরাম্ নির্বৃতিম্ লভন্তে।

অনুবাদ—সেই নদীপ্রবাহপতিত কীটগণ পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্ম ফলোন্মুখ হইলে, কোনও দয়ালুব্যক্তিদ্বারা আবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া, নদীতীরস্থ বৃক্ষের ছায়ায় উপস্থিত হইয়া সুখে বিশ্রাম করে। সেইরূপ, জীবগণও পূর্ব্বার্জ্জিত সুকৃতি ফলোন্মুখ হইলে, কোনও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পঞ্চকোশ হইতে আত্মার পার্থক্য নিশ্চয় করিয়া, পরম সুখ লাভ করেন।

টীকা—"তে"—সেই (নদীপ্রবাহপতিত) কীটগণ. "সৎকর্ম্মপরিপাকাৎ"—পূর্ব্বজন্মে উপার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মের পরিপাকহেতু. "করুণানিধিনা"—কোনও কৃপালু পুরুষদ্বারা, "উদ্ধৃতাঃ"—নদী-প্রবাহ হইতে বাহিরে নিষ্কাসিত হইয়া, "তীরতরুচ্ছায়াং প্রাপ্য যথাসুখং বিশ্রাম্যন্তি"—(নদী-) তীবস্থিত তরুর ছায়া প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে পরম সুখ লাভ হয়, সেইরূপে বিশ্রাম করে।

এক্ষণে কীটের দৃষ্টান্তদ্বারা যে অর্থ সিদ্ধ হইল, সিদ্ধান্তে তাহারই যোজনা করিতেছেন—"এবম্"—উক্ত প্রকারে পূর্ব্বোপার্জ্জিত পুণ্যকর্ম্মের পরিপাকবশে, "তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাৎ"—জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বের যিনি সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এইরূপ গুরু হইতে, "উপদেশম্ অবাপ্য"—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যের, ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একতারূপ অর্থ উপলব্ধি করিবার সাধন শ্রবণরূপ উপদেশ, যাহা অগ্রে ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণনা করিবেন, তাহা পাইয়া, "পঞ্চকোশবিবেকেন"--অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বিচার দ্বারা (যাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন, তাহার দ্বারা,) "পরাম্ নির্বৃতিম্ লভন্তে"—মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হয়। ৩১,৩২

এই প্রকারে 'বিশ্ব'সংজ্ঞক জীবের সংসার-নির্বৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিলেন।

৮। পঞ্চকোশ নিরূপণ।

'সেই অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ কি প্রকার?' এইরূপ জানিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া সেই পঞ্চকোশের উপদেশ করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চকোশের নাম-করণের হেতুপ্রদর্শন।

অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।
কোশাস্তৈরাবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ॥৩৩

অন্বয়—অন্নম্ প্রাণঃ মনঃ বুদ্ধিঃ আনন্দঃ চ ইতি তে পঞ্চ কোশাঃ। তৈঃ আবৃতঃ স্বাত্মা বিস্মৃত্যা সংসৃতিম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ (দ্বারা আত্মস্বরূপ আবৃত থাকে, এইজন্য) এই পাঁচটি সেই কোশ। সেই সকল কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আত্মা স্বরূপবিস্মৃত হন বলিয়া সংসারপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

টীকা—অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দ এই পাঁচটি কোশ। (তন্মধ্যে) বুদ্ধি শব্দের অর্থ বিজ্ঞান; এই বিজ্ঞানময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া জীবাত্মা আপনাকে জ্ঞানশক্তিমান্ কর্তা মনে করে, আনন্দময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোক্তা মনে করে, মনোময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া ইচ্ছাশক্তিমান্ কারণ মনে করে, প্রাণময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপ মনে করে, অন্নময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোগায়তনরূপ মনে করে। সেই অন্নাদিকে 'কোশ' এই নাম দিবার কারণ বলিতেছেন—"তৈঃ আবৃতঃ"—সেই কোশসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া "স্বাত্মা"—স্বরূপভূত আত্মা, "বিস্মৃত্যা"—নিজের স্বরূপবিস্মৃতি বশতঃ, "সংসৃতিম্ ব্রজেৎ"—জন্মাদিপ্রাপ্তিরূপ সংসার পাইয়া থাকেন। কোশ যেমন কোশকার নামক কীটের (গুটিপোকার) আচ্ছাদক বলিয়া ক্লেশের কারণ হয়, সেইরূপ অন্নময়াদিও আত্মার অদ্বয়ত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি বিশেষণের আবরক হইয়া আত্মার ক্লেশের কারণ হয়। এই কারণে অন্নময়াদিকে কোশ বলিয়া থাকে। ইহাই অর্থ।

অভিপ্রায় এই যে, পূর্ব্বে দেখাইয়াছেন আত্মা—সৎ, চিৎ, আনন্দ ও অদ্বয় এবং আমরা বিচারদ্বারা জানি দেহ—অসৎ, অচেতন বা জড়, দুঃখরূপ এবং সদ্বয় বা বহু। আত্মা ও দেহের যে অধ্যাস, তাহা অন্যোন্যাধ্যাস অর্থাৎ আত্মাতে যেমন দেহের অধ্যাস হয়, সেইরূপ, দেহেও আত্মার অধ্যাস হয়। প্রথম অধ্যাসের ফলে, আত্মার আনন্দরূপতা ও অদ্বয়রূপতা এই দুইটি আচ্ছাদিত হইয়া, আত্মা দুঃখী ও বহু বলিয়া প্রতীত হন; দ্বিতীয় অধ্যাসের ফলে, দেহের অসত্তা (মিথ্যাত্ব) ও অচেতনতা আচ্ছাদিত হইয়া, দেহ সৎ ও চেতন বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মা যে পূর্ণ ও নিত্যমুক্ত হইয়াও এইরূপ বলিয়া প্রতীত হন না, তাহা সেই প্রথমোক্ত অধ্যাসের, অর্থাৎ আত্মাতে দেহাধ্যাসেরই ফল। এইরূপে, দেহ বা অন্নময় কোশদ্বারা আবরণ ঘটে এবং সেই আবরণ দুঃখের কারণ হয়।

অনন্তর আড়াইটি শ্লোকে, এক একটি করিয়া সেই পঞ্চকোশের স্বরূপ জানাইতেছেন :—

(খ) অন্নময় ও প্রাণময় কোশের স্বরূপ।

স্যাৎ পঞ্চীকৃতভূতোত্থো দেহঃ স্থূলোঽন্নসংজ্ঞকঃ।
লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ প্রাণঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ॥৩৪

অন্বয়—পঞ্চীকৃতভূতোত্থঃ স্থূলঃ দেহঃ অন্নসংজ্ঞকঃ স্যাৎ। প্রাণঃ তু লিঙ্গে রাজসৈঃ প্রাণৈঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—পঞ্চীকৃত পাঁচটি ভূত হইতে উৎপন্ন স্থূলদেহকে অন্ন বা অন্নময় কোশ বলে। আর লিঙ্গদেহের অন্তর্গত রজোগুণসমুৎপন্ন পাঁচটি প্রাণ, পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ বা প্রাণময়কোশ হয়।

টীকা—"পঞ্চীকৃতভূতোত্থঃ"—পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, "স্থূলদেহঃ অন্নসংজ্ঞকঃ"—স্থূলদেহ অন্ন বা অন্নময়নামক কোশ হইয়া থাকে। "প্রাণঃ তু"—প্রাণময়কোশ কিন্তু, "লিঙ্গে"—লিঙ্গশরীরে বর্ত্তমান, "রাজসৈঃ প্রাণৈঃ"—রজোগুণের কার্য্যরূপ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পাঁচটি প্রাণবায়ুর সহিত, "কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ"—বাক্, পাণি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত, (মোট দশটি) মিলিত হইয়া, প্রাণময়কোশ হয়। ৩৪

(গ) মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ।

সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।
তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীর্নিশ্চয়াত্মিকা॥ ৩৫

অন্বয়—বিমর্ষাত্মা সাত্ত্বিকৈঃ ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকম্ মনোময়ঃ (স্যাৎ), নিশ্চয়াত্মিকা ধীঃ তৈঃ এব সাকম্ বিজ্ঞানময়ঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—সংশয়াত্মক অন্তঃকরণই সাত্ত্বিক জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোশ হয় এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণই অর্থাৎ বুদ্ধিই উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশ হয়।

টীকা—"বিমর্ষাত্মা"—সংশয়স্বভাব এবং পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশের কার্য্যস্বরূপ যে মনের কথা বলা হইয়াছে, সেই মন, "সাত্ত্বিকৈঃ ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকম্"—এক এক ভূতের সত্ত্বগুণরূপ অংশের কার্য্যস্বরূপ যে শ্রোত্রাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, "মনোময়ঃ"—মনোময় কোশ হয়। "নিশ্চয়াত্মিকা ধীঃ"—নিশ্চয়স্বভাব এবং সেই পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশের কার্য্যস্বরূপ যে বুদ্ধি, তাহা, "তৈঃ এব সাকম্"—পূর্ব্বোক্ত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া, "বিজ্ঞানময়ঃ (স্যাৎ)"— বিজ্ঞানময় কোশ হয়। ৩৫

(ঘ) আনন্দময় কোশের স্বরূপ; উহাদিগকে আত্মার কোশ বলিবার কারণ।

কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিবৃত্তিভিঃ।
তত্তৎকোশৈস্তু তাদাত্ম্যাদাত্মা তত্তন্ময়ো ভবেৎ॥ ৩৬

অন্বয়—কারণে সত্ত্বম্ মোদাদিবৃত্তিভিঃ আনন্দময়ঃ (স্যাৎ)। আত্মা তু তত্তৎকোশৈঃ তাদাত্ম্যাৎ তত্তন্ময়ঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—কারণশরীরে যে (মলিন) সত্ত্বগুণ আছে, তাহা 'মোদ' প্রভৃতি বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোশ হয়। সেই সেই কোশের সহিত তাদাত্ম্যবশতঃই আত্মা সেই সেই কোশময় হইয়া যান।

টীকা—"কারণে সত্ত্বম্"—কারণশরীররূপ অবিদ্যায় যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে, তাহা, "মোদাদিবৃত্তিভিঃ"—ইষ্ট বস্তুর দর্শন, লাভ ও ভোগ হইতে উৎপন্ন যথাক্রমে প্রিয়, মোদ ও

প্রমোদ নামক যে যে বিশেষ বিশেষ সুখ, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, "আনন্দময়ঃ স্যাৎ"—আনন্দময় নামক কোশ হয়।

এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে :—(শঙ্কা) ভাল, স্থূলশরীর প্রভৃতিকেই 'অন্নময়' প্রভৃতি শব্দদ্বারা বুঝিতে হয় এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শুনা যায়, যথা :—

"এই জন্যই এই পুরুষ (অর্থাৎ হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন দেহ) অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ" (তৈত্তিরীয় উ ২।১।১) এই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া "সেই (ব্রাহ্মণোক্ত) এই (মন্ত্রোক্ত) অন্নরসময় বা অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা আভ্যন্তর অপর 'আত্মা' আছে, তাহার নাম (প্রাণময় কোশ)" (ঐ ২।২।১) ; "সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও আভ্যন্তর অন্য একটি 'আত্মা' আছে, তাহার নাম মনোময় কোশ।" (ঐ ২।৩।১)

তাহা হইলে আত্মাকে 'অন্নময়' প্রভৃতি শব্দের বাচ্য (অর্থ) কি প্রকারে বলিতেছেন ?

এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, বলিতেছেন দেহাদি অন্নাদির বিকার বলিয়া 'অন্নময়াদি' শব্দের বাচ্য বটে, কিন্তু আত্মার সেই কোশের সহিত অভেদ-অধ্যাসবশতঃ উক্ত শ্রুতিবচনে আত্মা অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য হইয়াছেন, "আত্মা তু"—প্রত্যগাত্মা কিন্তু, "তত্তৎকোশৈঃ"—সেই সেই অন্নময়াদি কোশের সহিত, "তাদাত্ম্যাৎ"—তাদাত্ম্যাভিমানবশতঃ, "তত্তন্ময়ঃ ভবেৎ"—সেই সেই কোশরূপ হন। অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহার কালে (আত্মা) অন্নময়াদি কোশের প্রাধান্যবশতঃ অন্নময়াদি শব্দের বাচ্য হন। 'তু'শব্দ দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে আত্মা উক্ত কোশপঞ্চক হইতে পৃথক্। ৩৬।

৯। অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি প্রদর্শন।

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে এই প্রকার আত্মার কি প্রকারে ব্রহ্মরূপতা হইতে পারে ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, কোশপঞ্চক হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিতে পারিলে আত্মার ব্রহ্মরূপতা হয়।

(ক) অন্বয় ও ব্যতিরেক যুক্তির ফল।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং পঞ্চকোশবিবেকতঃ।
স্বাত্মানং তত উদ্ধৃত্য পরং ব্রহ্ম প্রপদ্যতে॥ ৩৭

অন্বয়—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ পঞ্চকোশবিবেকতঃ স্বাত্মানম্ ততঃ উদ্ধৃত্য পরম্ ব্রহ্ম প্রপদ্যতে।

অনুবাদ—নিম্নবর্ণিত প্রকারে অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা পঞ্চকোশ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া, অথবা উক্ত কোশসকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, পঞ্চকোশ হইতে আত্মার উদ্ধার করিলে, আত্মা পরব্রহ্মরূপ হইয়া থাকেন।

টীকা—"অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্"—৩৮ হইতে ৪২ শ্লোকে যে "অন্বয়ব্যতিরেক" বর্ণিত হইবে তাহার দ্বারা, "পঞ্চকোশবিবেকতঃ"—অন্নময়াদি যে পাঁচটি কোশ আছে তাহাদিগকে প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিলে, কিম্বা অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ হইতে, আত্মাকে পৃথক্ করিলে, "স্বাত্মানম্"—প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ আপনি আপনাকে, "ততঃ উদ্ধৃত্য"—সেই সকল কোশ হইতে বুদ্ধিদ্বারা নিষ্কাসিত করিয়া তাহাকে চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিলে, অধিকারী মুমুক্ষু, "পরং

ব্রহ্ম"—(১০ হইতে ১৫ শ্লোকে বর্ণিত) ব্রহ্মকে, "প্রপদ্যতে"—পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান। ৩৭

এক্ষণে যে অন্বয়ব্যতিরেকের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(খ) স্বপ্নাবস্থায় আত্মার অন্বয় ও স্থূলদেহের ব্যতিরেক।

অভানে স্থূলদেহস্য স্বপ্নে যদ্ভানমাত্মনঃ।
সোঽহন্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্ভানেঽন্যানবভাসনম্॥ ৩৮

অন্বয়—স্বপ্নে স্থূলদেহস্য অভানে আত্মনঃ যৎ ভানম্ সঃ অন্বয়ঃ, তদ্ভানে অন্যানবভাসনম্ ব্যতিরেকঃ।

অনুবাদ—স্বপ্নাবস্থায় স্থূলদেহের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই (আত্মার) অন্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা। আর আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে স্থূলদেহের বা অন্নময় কোশের অপ্রতীতি, তাহাই স্থূলদেহের বা অন্নময় কোশের ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। (স্থূল-দেহের প্রতীতি না হইলেও আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে, এবং আত্মপ্রতীতিতে স্থূলদেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—স্বপ্নাবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা, স্থূলদেহ বা অন্নময় কোশ হইতে পৃথক্।)

টীকা—"স্বপ্নে"—স্বপ্নাবস্থায়, "স্থূলদেহস্য অভানে"—অন্নময়কোশরূপ স্থূলদেহের অপ্রতীতি হইলে, "আত্মনঃ"—প্রত্যগাত্মার, "যৎ ভানম্"—স্বপ্নের সাক্ষি-রূপে যে স্ফুরণ থাকে, "সঃ অন্বয়ঃ"—তাহাই আত্মার অন্বয় (অনুস্যূতি)। সেই স্বপ্নাবস্থাতেই "তদ্ভানে"—সেই আত্মার স্ফুরণ হইলে, "অন্যানবভাসনম্"—অন্যের অর্থাৎ 'স্থূলদেহের' অনবভাসন বা অপ্রতীতি, "ব্যতিরেকঃ"—তাহাই স্থূলদেহের ব্যতিরেক। "স্থূলদেহস্য" এই শব্দটি যোগাইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে 'অন্বয়' ও 'ব্যতিরেক' ('একটি থাকিলে অপরটি থাকে', 'একটি না থাকিলে অপরটি থাকে না'—এইরূপ পারিভাষিক অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই) এই দুই শব্দদ্বারা সাধারণতঃ অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা ও ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা কথিত হইতেছে। ৩৮

স্থূলদেহ আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অন্বয় ও ব্যতিরেক প্রদর্শন করিয়া লিঙ্গদেহও আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অন্বয়ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) সুষুপ্ত্যবস্থায় আত্মার অন্বয় ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক।

লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ স্যাদাত্মনো ভানমন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্তু তদ্ভানে লিঙ্গস্যাভানমুচ্যতে॥ ৩৯

অন্বয়—সুষুপ্তৌ লিঙ্গাভানে আত্মনঃ ভানম্ অন্বয়ঃ স্যাৎ। তদ্ভানে লিঙ্গস্য অভানম্ তু ব্যতিরেকঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—সুষুপ্তি-অবস্থায় লিঙ্গদেহের অপ্রতীতি হইলেও, আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই (আত্মার) অন্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা। আর

আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে লিঙ্গদেহের (অর্থাৎ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের) অপ্রতীতি, তাহাই লিঙ্গদেহের অর্থাৎ উক্ত কোশত্রয়ের ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। (লিঙ্গদেহের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে লিঙ্গদেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—সুষুপ্তি অবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহাদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ হইতে পৃথক্।)

টীকা—"সুষুপ্তৌ"—সুষুপ্তি অবস্থাতে, "লিঙ্গাভানে"—লিঙ্গদেহের অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের অপ্রতীতি হইলে, "আত্মনঃ ভানম্"—সেই অবস্থার সাক্ষিরূপে আত্মার স্ফুরণ, "অন্বয়ঃ স্যাৎ"—তাহাই আত্মার অন্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্যূততা। "তদ্ভানে"—সেই আত্মার স্ফুরণ থাকিতে, "লিঙ্গস্য অভানং"—লিঙ্গদেহের অস্ফুরণ, "ব্যতিরেকঃ উচ্যতে"—তাহাকেই লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক বলিতে হইবে। ৩৯

এইরূপে সুষুপ্তিতে আত্মার অন্বয় ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

(শঙ্কা)—ভাল, পঞ্চকোশের বিচার আরম্ভ করিয়া এই যে লিঙ্গদেহের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা ত' আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, অসঙ্গত হইল—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, প্রাণময়াদি কোশত্রয় উক্ত লিঙ্গদেহেরই অন্তর্গত বলিয়া লিঙ্গদেহের বিচার আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত নহে।

(ঘ) লিঙ্গদেহের বিচারে অপ্রাসঙ্গিকতার আশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

তদ্বিবেকাদ্বিবিক্তাঃ স্যুঃ কোশাঃ প্রাণমনোধিয়ঃ।
তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্কৃতাঃ॥ ৪০

অন্বয়—তদ্বিবেকাৎ প্রাণমনোধিয়ঃ কোশাঃ বিবিক্তাঃ স্যুঃ, হি (যতঃ) তে তত্র গুণাবস্থা-ভেদমাত্রাৎ পৃথক্কৃতাঃ (সন্তি)।

অনুবাদ—সেই লিঙ্গদেহের বিচারদ্বারা অর্থাৎ আত্মা হইতে লিঙ্গদেহের পার্থক্য নির্ণীত হইলে, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোশেরই আত্মা হইতে পার্থক্য নিরূপিত হইবে, কেননা, প্রাণময়াদি কোশত্রয় সেই লিঙ্গশরীরে, কেবল সত্ত্বরজোগুণজনিত অবস্থাভেদবশতঃই পৃথগ্‌ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

টীকা—"তদ্বিবেকাৎ"—সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন হইতে, "প্রাণমনোধিয়ঃ"—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় নামক কোশত্রয়, "বিবিক্তাঃ স্যুঃ"—আত্মা হইতে পৃথক্কৃত হইবে। সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন অর্থাৎ পৃথক্করণ দ্বারা তিনটি কোশ কি প্রকারে পৃথক্কৃত হইবে? এই হেতু বলিতেছেন—"হি"—যেহেতু, "তে"—প্রাণময় প্রভৃতি কোশত্রয়, "তত্র"—সেই লিঙ্গশরীরে, "গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ"—সত্ত্বরজোনামক গুণদ্বয়ের কেবলমাত্র অবস্থাভেদবশতঃ অর্থাৎ গৌণ ও মুখ্যভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থিতিহেতু, "পৃথক্কৃতাঃ"—ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাণময় কোশ কেবল রজোগুণের অবস্থা, মনোময় কোশ সত্ত্বরজ এই দুই গুণেরই অবস্থা, কেননা,

ইহার দ্বারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও ইচ্ছাদি ক্রিয়া সংসাধিত হয়, এবং বিজ্ঞানময় কোশ কেবল সত্ত্বগুণের অবস্থা, এই প্রকারে অবস্থার ভেদবশতঃ একই লিঙ্গদেহে তিনটি কোশ পরিকল্পিত হইয়াছে। ৪০

এইরূপে পঞ্চকোশ বিচারে লিঙ্গদেহের বিচার-উত্থাপন বিষয়ে যে আশঙ্কা উঠিতে পারে, তাহার সমাধান হইল।

এক্ষণে যাহাকে আনন্দময়কোশরূপে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই কারণশরীরকে পৃথক্ করিবার উপায় বলিতেছেন :—

(৬) সমাধি অবস্থায় আত্মার অন্বয় ও কারণদেহের ব্যতিরেক।

সুষুপ্ত্যভানে ভানং তু সমাধাবাত্মনোঽন্বয়ঃ।
ব্যতিরেকস্ত্বাত্মভানে সুষুপ্ত্যনবভাসনম্॥ ৪১

অন্বয়—সমাধৌ সুষুপ্ত্যভানে আত্মনঃ তু ভানম্ অন্বয়ঃ; আত্মভানে সুষুপ্ত্যনবভাসনং তু ব্যতিরেকঃ।

অনুবাদ—সমাধিকালে, সুষুপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের অভান বা অপ্রতীতি হয়; তখন কিন্তু আত্মবিষয়ক ভান বা প্রতীতি থাকে। তাহাই (আনন্দময়কোশ সম্বন্ধে) আত্মার অন্বয়—অনুস্যূততা বা অনুবৃত্তি। আবার আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে সুষুপ্তির অপ্রতীতি, তাহাই সুষুপ্তির (অর্থাৎ আনন্দময় কোশের) ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। (সমাধি অবস্থায় সুষুপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের বা কারণশরীরের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে সেই কারণশরীরের একান্ত আবশ্যকতা নাই—সমাধি অবস্থায় ইহা অনুভব করা যায়; ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা আনন্দময়কোশ হইতে পৃথক্।)

টীকা—"সমাধৌ"—সমাধি অবস্থাতে, যখন "লীনে পূর্ব্ববিকল্পে তু যাবদন্যস্য নোদয়ঃ। নির্ব্বিকল্পকচৈতন্যং স্পষ্টং তাবদ্বিভাসতে॥"—'পূর্ব্ববিকল্প বিলীন হইয়া গেলে, যে পর্য্যন্ত না অন্য বিকল্পের উদয় হয়, সেই পর্য্যন্ত চৈতন্য নির্ব্বিকল্পক ভাবে প্রকাশিত থাকেন', এইরূপ অবস্থায়. অথবা যে সমাধির লক্ষণ অগ্রে ৫৫ সংখ্যক শ্লোকে বলিবেন, সেই অবস্থায়, "সুষুপ্ত্য-ভানে"—'সুষুপ্তি' শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত কারণ-দেহরূপ অজ্ঞানের অপ্রতীতি হইলে, "আত্মনঃ তু"—'তু' শব্দের অর্থ 'অবধারণ', অর্থাৎ আত্মারই, "ভানম্"—যে স্ফুরণ হয়, তাহাই আত্মার "অন্বয়"—অনুবৃত্তি। আর "আত্মভানে"-আত্মার স্ফূর্ত্তি বা প্রকাশ থাকিতেও, "সুষুপ্ত্য-নবভাসনম্"—'সুষুপ্তি' শব্দদ্বারা উপলক্ষিত অজ্ঞানের অপ্রতীতিই, "ব্যতিরেকঃ"-সেই অজ্ঞানের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি। এস্থলে এই 'অনুমান' আছে—প্রত্যগাত্মা অন্নময় প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, কেননা, তাহারা (সেই কোশসকল) পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, আত্মা নিজে অভিন্ন থাকেন; সেই কোশসকল পরস্পর ভিন্ন বলিয়া

প্রতীত হইলেও, যাহা ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহা সেই কোশসকল হইতে ভিন্ন ; যেমন, (মালাতে) পুষ্পসকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও, তন্মধ্যে অনুস্যূত যে সূত্র, তাহা আপনার স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এইহেতু তাহা পুষ্পসকল হইতে ভিন্ন। অথবা, খোঁড়া, কানা প্রভৃতি অনেক আকারের গরু পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, সেই সকল গো-ব্যক্তিতে অনুস্যূত গোত্ব জাতি, যেমন আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, এইহেতু সেই গোত্বজাতি সেই সকল গো-ব্যক্তি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ। ৪১

এইরূপে সমাধিতেও আত্মার অন্বয় ও কারণদেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

অন্বয়ব্যতিরেক দ্বারা পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্কৃত হইলে, আত্মার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়,—৩৭ সংখ্যক শ্লোকে যে এইরূপ কথিত হইয়াছে, সেই কথার প্রতিপাদক কঠশ্রুতিবচন (৬।১৭) (অথবা শ্বেতাশ্বতরের শ্রুতিবচন ৩।১৩)—[অঙ্গুষ্ঠমাত্রঃ পুরুষোঽন্তরাত্মা, সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাচ্ছরীরাৎ প্রবৃহেন্মুঞ্জাদিবেষীকাং ধৈর্য্যেণ তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতং তং বিদ্যাচ্ছুক্রমমৃতমিতি ॥]*—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন ঃ—

(চ) পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্কৃত আত্মার ব্রহ্মরূপতা প্রাপ্তি।

যথা মুঞ্জাদিষীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।
শরীরত্রিতয়াদ্ধীরৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥ ৪২

অন্বয়—যথা মুঞ্জাৎ ইষীকা, এবম্ আত্মা যুক্ত্যা শরীরত্রিতয়াৎ ধীরৈঃ সমুদ্ধৃতঃ পরম্ ব্রহ্ম এব জায়তে।

অনুবাদ—যেরূপ মুঞ্জতৃণ হইতে কৌশলে গর্ভপত্রটি বা গর্ভ-শলাকাটি নিষ্কাসিত করিতে হয়, সেইরূপ, অন্বয়ব্যতিরেক-বিচারকৌশলে আত্মা শরীরত্রয় অথবা পঞ্চকোশ হইতে, ব্রহ্মচারী বিষয়বিরক্ত মুমুক্ষুকর্তৃক পৃথক্কৃত হইলে, পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

টীকা -"যথা"—যেমন "মুঞ্জাৎ"—মুঞ্জনামক তৃণবিশেষ হইতে, "ইষীকা"—গর্ভস্থ কোমলতৃণরূপ শলাকাটিকে. "যুক্ত্যা"—বাহিরে আবরকরূপে অবস্থিত স্থূলপত্রগুলিকে পৃথক্-করণরূপ উপায়দ্বারা বাহির করিতে হয়, "এবং" - এইরূপে, আত্মাও "যুক্ত্যা"—অন্বয়-ব্যতিরেকরূপ উপায়দ্বারা, "শরীরত্রিতয়াৎ" - পূর্ব্বোক্ত তিনটি শরীর হইতে, "ধীরৈঃ"—যাঁহারা ধীকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে বিষয়ানুসন্ধান হইতে রক্ষা করিতে পারেন, সেই ব্রহ্মচর্য্য (বৈরাগ্য-) প্রভৃতি সাধনসম্পন্ন অধিকারিগণকর্তৃক, "সমুদ্ধৃতঃ"—যদি পৃথক্কৃত হয়, তাহা

---

* ইহার অর্থ - অঙ্গুষ্ঠপরিমিত অন্তর্য্যামী পুরুষ প্রাণিগণের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্ষু ব্যক্তি মুঞ্জতৃণ হইতে যেরূপ ইষীকাকে (গর্ভদণ্ডটিকে) বাহির করা হয়, সেইরূপ ধৈর্য্যের সহিত, সেই অন্তর্য্যামী পুরুষকে নিজ শরীর হইতে বাহির করিবেন এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিবেন। (আত্মার উপাধি অন্তঃকরণ, অন্তঃকরণের উপাধি হৃদয়দেশ, তাহাই অঙ্গুষ্ঠপরিমাণ ; এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধ ধরিয়া শ্রুতি, উপচারক্রমে আত্মাকে অঙ্গুষ্ঠমাত্র বলিয়াছেন।)

হইলে, সেই আত্মা "পরম্ ব্রহ্ম এব জায়তে"—পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন, যেহেতু চিদানন্দ স্বরূপতারূপ লক্ষণ ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ে তুল্যরূপে দেখা যায়—ইহাই অভিপ্রায়। ৪২

এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্ করিলে আত্মার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি হয়, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

মহাবাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

১। "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যের অর্থ।

এতগুলি শ্লোকরচনাদ্বারা আত্মার ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তিরূপ ফলের সহিত তত্ত্বজ্ঞান নিরূপিত হইয়া যাওয়াতে, পরবর্ত্তী শ্লোকগুলির রচনারম্ভ হওয়াই উচিত ছিল না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া পরবর্ত্তী গ্রন্থভাগের আরম্ভ সিদ্ধ করিবার জন্য এপর্য্যন্ত যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার পুনঃকীর্ত্তনপূর্ব্বক পরবর্ত্তী গ্রন্থের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ক) এতাবৎ প্রবন্ধে প্রতিপাদিত বস্তু ও উত্তর প্রবন্ধের তাৎপর্য্য।

পরাপরাত্মনোরেবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ সা ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৩

অন্বয়—এবম্ পরাপরাত্মনোঃ একতা যুক্ত্যা সম্ভাবিতা ; সা তত্ত্বমস্যাদিবাক্যৈঃ ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—এইরূপে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই উভয়ের অভেদ, যুক্তিদ্বারা জিজ্ঞাসুকে অথবা প্রতিবাদীকে অঙ্গীকার করাইলেন। এক্ষণে সেই অভেদ, "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি শ্রৌত মহাবাক্যদ্বারা, ভাগত্যাগলক্ষণার সাহায্যে প্রতিপাদন করিতেছেন।

টীকা—"এবম্"—এ পর্য্যন্ত যে যুক্তিপ্রণালী প্রদর্শিত হইল, তদ্দ্বারা "পরাপরাত্মনোঃ"—পরমাত্মা ও জীবাত্মা যাহা যথাক্রমে, 'তত্ত্বমসি' এই মহাবাক্যের অন্তর্গত 'তৎ'পদ ও "ত্বম্"পদের অর্থ, তদুভয়ের "একতা"—অভিন্নতা, "যুক্ত্যা"—সচ্চিদানন্দরূপতারূপ লক্ষণ তদুভয়ে তুল্যরূপে বর্ত্তমান, ইহা দেখাইয়া এবং অন্যান্য যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ অধ্যারোপ—অপবাদ এবং অন্বয়-ব্যতিরেক ইত্যাদি উপায়দ্বারা), "সম্ভাবিতা"—জিজ্ঞাসুর বা প্রতিবাদীর বুদ্ধিকে স্বীকার করাইলেন বা বুদ্ধিতে ধরাইলেন। "সা"—সেই অভেদ, "তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যৈঃ"—তত্ত্বমসি, প্রভৃতি (অর্থাৎ "অহং ব্রহ্মাস্মি," "অয়মাত্মা ব্রহ্ম," ও "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই সকল) মহাবাক্যদ্বারা—অর্থাৎ জীবব্রহ্মের অভেদবোধক শ্রুতিবাক্যদ্বারা, "ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে"—বিরুদ্ধাংশ—ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাদি ও জীবের অল্পজ্ঞতাদিরূপ একতাবিরোধী অংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা* বুঝান হইতেছে—(এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন)। ৪৩

এইরূপে এ পর্য্যন্ত ব্যাখ্যাত বিষয়ের সারসংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যাতব্য বিষয়ের তাৎপর্য্য প্রদান করিতেছেন।

* মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর ২য় গ্রন্থ "দৃগ্দৃশ্য বিবেকের" (খ) পরিশিষ্ট এবং এই পঞ্চদশীর (গ) পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

"তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের, জীবব্রহ্মের একতারূপ অর্থ, উক্ত বাক্যের অন্তর্গত 'তৎ'পদ ও 'ত্বং'পদের অর্থ বুঝিলেই, বুঝিতে পারা যায়; এই হেতু প্রথমে 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন —

(খ) 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ।

জগতো যদুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্।
নিমিত্তং শুদ্ধসত্ত্বাং তামুচ্যতে ব্রহ্ম তদ্গিরা ॥ ৪৪

অন্বয়—যৎ তামসীম্ মায়াম্ আদায়, জগতঃ উপাদানম্ (ভবতি), শুদ্ধসত্ত্বাম্ তাম্ (আদায়) নিমিত্তম্ (ভবতি, তৎ) ব্রহ্ম, "তৎ"-গিরা উচ্যতে।

অনুবাদ—যিনি তামসী মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তমোগুণপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের উপাদান কারণ, এবং শুদ্ধসত্ত্বা মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির রজস্তমোদ্বারা অনভিভূত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের —নিমিত্তকারণ, সেই ঈশ্বরস্বরূপ ব্রহ্মই 'তৎ' শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছেন।

টীকা—"যৎ"—যে সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম, "তামসীম্"—তমোগুণপ্রধানা, "মায়াম্ আদায়"—মায়াকে উপাধিরূপে অর্থাৎ প্রতিবিম্বস্থানরূপে গ্রহণ করিয়া, "জগতঃ"—স্থাবরজঙ্গমাত্মক কার্য্যসমূহের, "উপাদানম্ ভবতি" জগতের অধ্যাসের অধিষ্ঠান অর্থাৎ কল্পিত সর্পের উপাদানস্বরূপ বিবর্ত্তোপাদান হন, "শুদ্ধসত্ত্বাম্ তাম্ আদায়"—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান সেই মায়াকে অর্থাৎ যাহাতে সত্ত্বগুণ রজস্তমোগুণদ্বারা অভিভূত হয় নাই, সেইরূপ মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া "নিমিত্তম্ ভবতি"—নিমিত্তকারণ হন, অর্থাৎ তমঃপ্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদান প্রভৃতির বিশেষজ্ঞানসম্পন্ন কর্ত্তা হন। অভিপ্রায় এই—কুম্ভকার যেমন ঘটোপাদান মৃত্তিকা এবং তাহার সহিত দণ্ডচক্রাদি অন্যান্য নিমিত্তের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানদ্বারা ঘটের কর্ত্তা হন, সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়োপহিত ব্রহ্ম তমঃপ্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদানের এবং জীবের অদৃষ্ট, আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রযত্ন, কাল, দিক্, প্রাগভাব ও প্রতিবন্ধকাভাব এই কয়েকটি নিমিত্তকারণের, বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লইয়া জগতের কর্ত্তা হন। (তৎ) "ব্রহ্ম"—সেই অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ অন্তর্য্যামী, "তৎ"-গিরা উচ্যতে"—এই "তত্ত্বমসি" মহাবাক্যস্থিত 'তৎ' পদের বাচ্যার্থ। ৪৪

এইরূপে 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল।

(এক্ষণে) "ত্বম্"পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন :—

(গ) 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থ।

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্।
আদত্তে তৎ পরং ব্রহ্ম ত্বং পদেন তদোচ্যতে ॥ ৪৫

অন্বয়—তৎ পরম্ ব্রহ্ম যদা মলিনসত্ত্বাম্ কামকর্ম্মাদিদূষিতাম্ তাম্ আদত্তে তদা "ত্বম্" —পদেন উচ্যতে।

অনুবাদ—সেই পরব্রহ্ম যখন মলিনসত্ত্বগুণযুক্ত, কামকর্ম্মাদিদূষিত সেই মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করেন, তখন সেই পরব্রহ্মই (জীবরূপ ধরিয়া) "ত্বম্"-পদের বাচ্যার্থ হন।

টীকা—"তৎ পরম্ ব্রহ্ম"—সেই পরব্রহ্মই অর্থাৎ যিনি অন্য উপাধিযোগে জগতের অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ, "যদা"—যে সংসারাবস্থায়, "মলিনসত্ত্বাম্"—কিঞ্চিৎ রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রণবশতঃ মলিন অর্থাৎ রজস্তমোভিভূত সত্ত্বগুণপ্রধান, এবং "কামকর্ম্মাদি-দূষিতাম্"—বিষয়ভোগেচ্ছা, অদৃষ্ট প্রভৃতিদ্বারা দূষিত, "তাম্ আদত্তে"—সেই অবিদ্যাশব্দবাচ্য মায়া বা প্রকৃতিকে উপাধি বা প্রতিবিম্বস্থানরূপে গ্রহণ করেন, "তদা 'ত্বম্' পদেন উচ্যতে"—তখন সেই 'ত্বম্'-পদের বাচ্যার্থ হন। ৪৫

এইরূপে "ত্বম্" পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল।

এই প্রকারে 'তৎ' ও 'ত্বং' পদের অর্থ বলিয়া, উক্ত পদসমুদায়ের অর্থাৎ মহাবাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

(ঘ) লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থ-জ্ঞান।

ত্রিতয়ীমপি তাং মুক্ত্বা পরস্পরবিরোধিনীম্।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৬

অন্বয়—ত্রিতয়ীম্ অপি পরস্পরবিরোধিনীম্ তাম্ মুক্ত্বা অখণ্ডম্ সচ্চিদানন্দম্ মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—তমঃপ্রধান, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ও মলিনসত্ত্বপ্রধান—এই তিন-প্রকারের মায়া পরস্পরবিরোধিনী। সেই তিনপ্রকার মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মহাবাক্য অখণ্ড সচ্চিদানন্দকেই লক্ষ্য করিতেছে অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ।

টীকা—"ত্রিতয়ীম্ অপি"—তিন প্রকারের মায়াকেই অর্থাৎ তমঃপ্রধানতা, বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানতা ও মলিনসত্ত্বপ্রধানতা—এই তিন প্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিতা (মায়াকে), অতএব "পরস্পরবিরোধিনীম্ তাম্"—পরস্পরবিরোধিনী সেই মায়াকে, "মুক্ত্বা"—ছাড়িয়া অর্থাৎ শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা অসৎ বলিয়া জানিয়া, "অখণ্ডম্ সচ্চিদানন্দম্"—সজাতীয়াদি তিনপ্রকার ভেদরহিত (অর্থাৎ অগ্রে দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে ২০শ হইতে ২৫শ শ্লোকোক্ত, সজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদবর্জ্জিত, অথবা—১। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, ২। জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, ৩। জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, ৪। জড় ও জীবের ভেদ ও ৫। জড় ও জড়ের পরস্পর ভেদ, এই পাঁচ প্রকার ভেদবর্জ্জিত) ব্রহ্ম, "মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে"—মহাবাক্যের দ্বারা, লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে জ্ঞাপিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ। ৪৬

এইরূপে লক্ষণার দ্বারা কি প্রকারে মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে, তাহা দেখান হইল।

(শঙ্কা) ভাল, এইরূপ লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বাক্যের অর্থবুঝান কোথায় দেখিয়াছেন? তদুত্তরে বলিতেছেন—

(ঙ) ভাগত্যাগ লক্ষণার দৃষ্টান্ত। সোঽয়মিত্যাদিবাক্যেষু বিরোধাত্তদিদন্তয়োঃ।
ত্যাগেন ভাগয়োরেক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥ ৪৭

(চ) ভাগত্যাগ লক্ষণার সিদ্ধান্ত। মায়াবিদ্যে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ।
অখণ্ডং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮

অন্বয়—'সঃ অয়ম্' ইত্যাদিবাক্যেষু তদিদন্তয়োঃ বিরোধাৎ ভাগয়োঃ ত্যাগেন একঃ আশ্রয়ঃ যথা লক্ষ্যতে, এবম্ পরজীবয়োঃ উপাধী মায়াবিদ্যে বিহায় অখণ্ডম্ সচ্চিদানন্দম্ পরম্ ব্রহ্ম এব লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—'সেই ব্যক্তি এই'—এইপ্রকার বাক্যে 'সেই' ও 'এই' এই দুই অর্থ (যথাক্রমে অতীতকাল ও পরোক্ষ দূরদেশ এবং বর্ত্তমান কাল ও অপরোক্ষ সমীপদেশ বুঝায় বলিয়া) 'সেই' অর্থাৎ অতীতকাল ও পরোক্ষ দূরদেশবিশিষ্ট ব্যক্তি হইতেছে—'এই' অর্থাৎ বর্ত্তমানকাল ও প্রত্যক্ষ সমীপদেশ-বিশিষ্ট ব্যক্তি, এইরূপ, পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্মাক্রান্ত অর্থ পাওয়া যায় এবং ঐরূপ ধর্ম্মদ্বয়ের একতা অসম্ভব বলিয়া ঐ বিরুদ্ধ অংশ দুইটিকে ত্যাগ করিয়া যেমন তদুভয়ের এক আশ্রয়—উক্ত ব্যক্তির শরীররূপ স্বরূপই লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়, সেইরূপ, "তৎ+ত্বম্+অসি"—এই বাক্যেও 'তৎ'পদবাচ্য ঈশ্বরের ও 'ত্বং'পদবাচ্য জীবের উপাধি যথাক্রমে মায়াকৃত সর্ব্বশক্তিসত্তা, সর্ব্বজ্ঞতাদিধর্ম্ম ও অবিদ্যাকৃত অল্পশক্তিসত্তা, অল্পজ্ঞতাদিধর্ম্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় এবং তদুভয়ের একতা অসম্ভব বলিয়া তদুভয়কে পরিত্যাগ করিয়া, তদুভয়ের এক আশ্রয় অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়।

টীকা—"সঃ অয়ম্ ইত্যাদিবাক্যেষু"—'সেই (দেবদত্ত) এই'—এইপ্রকার বাক্যসমূহে "তদিদন্তয়োঃ"—'তত্তা' ও 'ইদন্তা' এই উভয়ের অর্থাৎ 'সেই' বলিতে যে পরোক্ষ দূরদেশ ও অতীতকালবিশিষ্টতারূপ ধর্ম্মাক্রান্ত এবং 'এই' বলিতে যে অপরোক্ষ সমীপদেশ ও বর্ত্তমান কালবিশিষ্টতারূপ ধর্ম্মাক্রান্ত বুঝায়, সেই উভয় ধর্ম্মের, "বিরোধাৎ"—একতার অসম্ভব বলিয়া, "ভাগয়োঃ ত্যাগেন"—বিরুদ্ধ অংশসমূহের ত্যাগ করিয়া, "একঃ আশ্রয়ঃ"—সেই দেবদত্ত নামক ব্যক্তির শরীররূপ একটিমাত্র স্বরূপ, "যথা লক্ষ্যতে" যেমন লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা বুঝিতে হয়,—এইরূপে দৃষ্টান্ত বলিয়া পরবর্ত্তী শ্লোকে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—"এবং"—'সেই দেবদত্ত এই' এই বাক্যে যেপ্রকার, এইরূপ, "পরজীবয়োঃ"—পরমাত্মা ও জীব উভয়ের, "উপাধী"—উপাধিভূত মায়া ও অবিদ্যা, যাহা ১৬ সংখ্যক এবং ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,

তত্ত্বভয়কে, "বিহায়"—পরিত্যাগ করিয়া, "অখণ্ডম্"—ভেদরহিত, "সচ্চিদানন্দম্"—পরব্রহ্মকেই মহাবাক্য হইতে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়। ৪৭, ৪৮

এইরূপে ভাগত্যাগলক্ষণার দৃষ্টান্ত দিলেন।

(শঙ্কা)—ভাল মহাবাক্য হইতে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্ম, তাহা সবিকল্প অথবা নির্ব্বিকল্প? অর্থাৎ তাহা নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট? অথবা নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মরহিত?

দুইটি পক্ষ উঠাইয়া প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই দোষ দেখাইতেছেন:—

(ছ) মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থে পূর্ব্ববাদীকর্তৃক দোষারোপ।

সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্যাদবস্তুতা।
নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি॥ ৪৯

অন্বয়—সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য অবস্তুতা স্যাৎ। (দ্বিতীয় পক্ষে দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন)—নির্ব্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বম্ ন দৃষ্টম্ ন চ সম্ভবি।

অনুবাদ—মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তুটি সবিকল্পক অর্থাৎ নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তু হইলে, তাহা অবস্তু হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; (কেননা, নাম প্রভৃতি কল্পনামাত্র এবং তাহা যাহার ধর্ম্ম তাহা অনিত্য)। আবার সেই বস্তুটি নির্ব্বিকল্পক হইলে লক্ষ্য হইতে পারে না; (অর্থাৎ যাহাতে নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্পদ্বারা লক্ষ্যত্বরূপ ধর্ম্মই নাই, তাহা কি প্রকারে লক্ষ্য হইবে?)

টীকা—"সবিকল্পস্য"—বিকল্প শব্দের অর্থ যাহা বিপরীতরূপে (এবং সেইহেতু বিবিধ-রূপে) কল্পিত হয়, (যেমন রজ্জুর স্বরূপ হইতে বিপরীতরূপে এবং সেইহেতু নানারূপে কল্পিত সর্প, দণ্ড, ভূমির ফাট্, ষাঁড়ের মূত্র, ইত্যাদিকে বিকল্প বলা যায়, অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে বিপরীত অর্থাৎ খণ্ডিত অসৎ ইত্যাদিরূপে কল্পিত নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মও সেইরূপ বিকল্প।) সেই নাম, জাতি ইত্যাদিরূপ বিকল্পের সহিত যাহা বর্ত্তমান তাহা সবিকল্প; সেই বস্তুর "লক্ষ্যত্বে"—মহাবাক্যের অর্থরূপে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা জানিবার যোগ্যতা স্বীকৃত হইলে, "লক্ষ্যস্য"—মহাবাক্যের অর্থরূপে জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্মবস্তু, তাঁহার, "অবস্তুতা স্যাৎ"—মিথ্যাত্ব অনিবার্য্য হইবে, কেননা, নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট ঘটাদি সকল বস্তুরই মিথ্যাত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; আবার "নির্ব্বিকল্পস্য"—নাম জাতি ইত্যাদি ধর্ম্মরহিত বস্তুর "লক্ষ্যত্বম্"—লক্ষ্যতারূপ ধর্ম্ম, সংসারে "ন দৃষ্টম্"—কোথাও দেখা যায় নাই, "ন চ সম্ভবি"—সিদ্ধ করাও যাইতে পারে না, কেননা, লক্ষ্যতারূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট বস্তুকে 'নির্ব্বিকল্পক' বলিলে ব্যাঘাত দোষ ঘটে। কোনও বস্তুকে 'লক্ষ্য' বলিয়া মানিলে, তাহাকে লক্ষ্যতাধর্ম্মরূপ বিকল্পবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা হইল। তাহাকেই আবার নির্ব্বিকল্প বলিলে, 'আমার মুখে জিহ্বা নাই' অথবা 'আমার পিতা বাল-ব্রহ্মচারী' এইরূপ আপনার বচন-দ্বারাই আপনার বচনের বাধা বা ব্যাঘাতদোষ ঘটে। ৪৯

ইহাই হইল মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ লইয়া পূর্ব্বপক্ষীর দোষারোপ।

মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ অখণ্ডসচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এই যথার্থ সিদ্ধান্ত লইয়া উক্তরূপ ফাঁকি বা অসৎ প্রশ্ন উঠাইলে, অনুরূপ অসৎ উত্তর ভিন্ন অন্য প্রতীকার নাই। যে উষ্ট্রচালক চাবুক ব্যবহার করে না, তাহার উষ্ট্র দুর্বৃত্ত হইলে সে যেমন তাহারই পৃষ্ঠের বোঝা হইতে একখানা চেলা কাঠ লইয়া তাহার সংশোধন করে, সেইরূপ সেই অসৎ প্রশ্নের অসৎ উত্তরও প্রতিপ্রশ্নস্বরূপ; অর্থাৎ প্রতিবাদীর উপর প্রত্যভিযোগ বা প্রত্যারোপ বা পাল্টা প্রশ্ন করিলেই তাহার সংশোধন হয়। সেইরূপ প্রত্যভিযোগদ্বারা প্রতিবাদীর উক্তরূপ ফাঁকি অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, এইহেতু সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'তোমার উপযুক্ত অসৎ উত্তর ('জাতি'-উত্তর) থাকিতে তোমার ঐরূপ বিস্ময়কর প্রশ্ন চলিবে না'। এইহেতু প্রতিবাদীর মতো সিদ্ধান্তীও বিকল্প করিয়া প্রশ্ন করিতেছেন :—

(জ) সিদ্ধান্তীর —শঠে শাঠ্যাচরণ বা অসদুত্তর।

বিকল্পো নির্ব্বিকল্পস্য সবিকল্পস্য বা ভবেৎ।
আদ্যে ব্যাহতিরন্যত্রানবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ ॥ ৫০

অন্বয়—বিকল্পঃ নির্ব্বিকল্পস্য বা সবিকল্পস্য ভবেৎ? আদ্যে ব্যাহতিঃ, অন্যত্র অনবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ।

অনুবাদ—এই যে বিকল্প করিলে (একই বিষয়ে মতভেদ উঠাইলে) তাহা নির্ব্বিকল্পের (অর্থাৎ নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে) বিকল্প করিলে, অথবা সবিকল্পের (সবিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে) বিকল্প করিলে? প্রথম পক্ষে (অর্থাৎ যদি বল নির্ব্বিকল্পের বিকল্প, তাহা হইলে) তুমি যে ব্যাঘাত দোষ আমার উপর চাপাইলে, তাহা তোমার স্কন্ধে পড়িবে, কেননা, নির্ব্বিকল্পের আবার বিকল্প কি? দ্বিতীয় পক্ষে, আত্মাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতি (চারিটি) দোষ ঘটিবে। (টীকা দ্রষ্টব্য)।

টীকা—হে প্রতিবাদিন্, 'মহাবাক্যের দ্বারা লক্ষিত যে ব্রহ্ম, তাহা নির্ব্বিকল্প কিম্বা তাহা সবিকল্প?—এইপ্রকারে যে নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ক ও সবিকল্প ব্রহ্মবিষয়ক 'বিকল্প' করিলে—তাহা কি নির্ব্বিকল্প ব্রহ্মের হইবে অথবা সবিকল্প ব্রহ্মের হইবে?' অর্থাৎ যে ব্রহ্মবিষয়ে একেবারেই বিকল্প নাই তাহার, অথবা যে ব্রহ্মে বিকল্প আছে তাহার?* তন্মধ্যে যদি বল 'নির্ব্বিকল্পের বিকল্প করিয়াছি,' তাহা হইলে

---

* সিদ্ধান্তীর প্রতিপ্রশ্ন অন্যায্য নহে। প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা করিলেন, মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তু সবিকল্প অথবা নির্ব্বিকল্প? তাহার অর্থ সেই বস্তু নামজাত্যাদিবিশিষ্ট অথবা তদ্রহিত? সিদ্ধান্তীর পাল্টা প্রশ্ন 'তুমি যে বস্তু লইয়া বিকল্প', অর্থাৎ একই বিষয়ে মতভেদ উঠাইতেছ, তাহা সবিকল্প অথবা নির্ব্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে বিকল্প আছে তাহা, অথবা যাহাতে বিকল্প একেবারেই নাই তাহা? আমাকে আগে বল। প্রতিবাদীর 'বিকল্প' শব্দের অর্থ ও সিদ্ধান্তীর প্রতিপ্রশ্নে 'বিকল্প' শব্দের অর্থ ঠিক এক বলিয়া না বুঝিলেও নামজাত্যাদি ধর্ম্ম লইয়াই মতভেদ হয় বলিয়া বিকল্প শব্দের অর্থ 'নামজাত্যাদি' হউক অথবা 'মতভেদ'ই হউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কেননা, বিকল্প শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক নহে।

এই প্রথম পক্ষে যে নির্ব্বিকল্পের বিকল্পের কথা বলিলে, তাহা উক্ত ব্যাঘাতদোষযুক্ত, কেননা, যাহাকে নির্ব্বিকল্প বলিতেছ, তাহারই আবার বিকল্পের কথা বলিতেছ। আবার যদি দ্বিতীয় পক্ষই আশ্রয় কর অর্থাৎ যদি বল সবিকল্পেরই বিকল্প করিয়াছি, তাহা হইলে 'আত্মাশ্রয়', 'অনবস্থা' প্রভৃতি চারিটি দোষ ঘটে।

'আত্মাশ্রয়' দোষ অর্থাৎ আপনার সিদ্ধির জন্য আপনারই অপেক্ষা ; তাহা কি প্রকারে ঘটে দেখ—তোমার 'সবিকল্প ব্রহ্মেরই বিকল্প' এই বাক্যে 'সবিকল্প' শব্দের অর্থ কি তাহা শ্রবণ কর। 'বিকল্পেন (তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত) সহ বর্ত্ততে' [যঃ তস্য বিকল্পঃ (প্রথমাবিভক্ত্যন্ত)]। বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান সেই সবিকল্প ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মী বা আশ্রয় (অর্থাৎ অধিকরণ বা অনুযোগী) সেই 'সবিকল্প ব্রহ্ম' যে বিকল্পের সহিত বর্ত্তমান, সেই বিকল্প এই প্রসঙ্গে তৃতীয়ান্ত "বিকল্পেন" এই পদদ্বারা উক্ত হইয়াছে। আর তুমি যে সেই 'সবিকল্প ব্রহ্মে' বিকল্প করিলে, সেই বিকল্প এস্থলে প্রথমান্ত "বিকল্পঃ" এই পদদ্বারা উক্ত হইল। এক্ষণে বল, তুমি উক্ত তৃতীয়ান্ত "বিকল্পেন"-পদদ্বারা এবং প্রথমান্ত "বিকল্পঃ"-পদদ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলে অথবা দুইটি পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইলে? যদি বল 'উক্ত তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত 'বিকল্প'-শব্দদ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলাম', তাহা হইলে, সেই একই বিকল্প, বিকল্পের আশ্রয় যে 'সবিকল্প ব্রহ্ম' তাহার বিশেষণ হওয়াতে, আপনিই আপনার আশ্রয় হইল, অর্থাৎ তোমার প্রথমান্তরূপ যে বিকল্প তাহার আশ্রয় যে সবিকল্প ব্রহ্ম, তাঁহার বিশেষণরূপ যে তৃতীয়ান্ত বিকল্প, তাহাই তোমার প্রথমান্ত বিকল্পের আশ্রয় হইল। যদি বল 'কি প্রকারে'? তবে বলি, নিয়মই রহিয়াছে যে, কোনও বিশেষণ-দ্বারা বিশিষ্ট বস্তুতে, যে ধর্ম্ম বিদ্যমান, তাহা সেই বিশেষণেও বিদ্যমান ; যেমন 'খড়্গী আসিতেছে' এই বাক্যে আগমনক্রিয়ারূপ যে ধর্ম্ম, তাহা যেমন সেই খড়্গাধারী পুরুষে বিদ্যমান, সেইরূপ তাহার বিশেষণীভূত খড়্গেও বিদ্যমান, যেহেতু যেমন সেই খড়্গীপুরুষ আসিতেছে, সেইরূপ সেই খড়্গও (তৎসঙ্গে) আসিতেছে ; সেইরূপ তৃতীয়ান্ত 'বিকল্প'-রূপ বিশেষণদ্বারা বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম, প্রথমান্ত 'বিকল্প'-রূপ ধর্ম্মের আশ্রয় হওয়াতে, সেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপ যে তৃতীয়ান্ত 'বিকল্প' তাহাও সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপ ধর্ম্মের আশ্রয় হইল, কিন্তু তুমি উক্ত তৃতীয়ান্ত বিকল্পকে ও প্রথমান্ত বিকল্পকে একই বিকল্প বলিয়া বুঝাইয়াছ ; সুতরাং একই বিকল্প, বিকল্পাশ্রয় ব্রহ্মের বিশেষণ হওয়াতে প্রথমান্তরূপ আপনার আশ্রয় হইল। তাহা হইলে আপনার সিদ্ধির জন্য আপনারই অপেক্ষা থাকাতে 'আত্মাশ্রয়' দোষ হইল।

আর যদি বল, 'উক্ত তৃতীয়ান্ত ও প্রথমান্ত 'বিকল্প'-শব্দদ্বারা পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইতেছি', তাহা হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ হইল অর্থাৎ পরস্পরের সিদ্ধির জন্য পরস্পরের অপেক্ষা ঘটিল ; তাহা কি প্রকারে ঘটিল, দেখ। সেই তৃতীয়ান্ত 'বিকল্প' যেহেতু বিকল্প, এবং তাহার আশ্রয় ব্রহ্ম যেহেতু 'সবিকল্প', সেইহেতু সেই তৃতীয়ান্ত বিকল্পের আশ্রয় যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপ কোনও বিকল্প অবশ্য মানিতে হইবে,

অর্থাৎ তুমি যখন সবিকল্পের বিকল্প হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন যাহাই বিকল্প বলিয়া স্বীকৃত হইবে, তাহাই সবিকল্প আশ্রয়ে বিদ্যমান হইবে—নির্ব্বিকল্প আশ্রয়ে নহে। যেমন৷ তোমার প্রথমান্তরূপ বিকল্প, সবিকল্প আশ্রয়ে বর্ত্তমান, সেইরূপ সকল বিকল্পই সবিকল্প আশ্রয়ে বর্ত্তমান হইবে। এইহেতু যেমন তোমার প্রথমান্তরূপ বিকল্পের স্থিতির জন্য, তৃতীয়ান্ত বিকল্পদ্বারা আশ্রয় ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মীকে সবিকল্প করিলে, সেইরূপ সেই তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য কোনও বিশেষণরূপ বিকল্পদ্বারা আশ্রয়কে সবিকল্প করা চাই। তৃতীয়ান্ত বিকল্পের আশ্রয়ের বিশেষণরূপ যে বিকল্প তাহার নাম দাও 'বিশেষণীভূত বিকল্প'। এখন জিজ্ঞাসা করি, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প কি সেই প্রথমান্তরূপ বিকল্প? অথবা সেই প্রথমান্ত বিকল্প ও তৃতীয়ান্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প? যদি বল তাহা সেই প্রথমান্তরূপ বিকল্প, তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত 'অন্যোন্যাশ্রয়'-রূপ দোষ হয়—কেননা, প্রথমান্তরূপ বিকল্পের স্থিতির জন্য তৃতীয়ান্ত বিকল্পের অপেক্ষা এবং তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের অর্থাৎ সেই প্রথমান্ত বিকল্পের অপেক্ষা হইল।

আবার যদি বল, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প উক্ত প্রথমান্ত বিকল্প ও তৃতীয়ান্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প, তাহা হইলে চক্রিকা দোষ (স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষ-গ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্ব) হয়, অর্থাৎ চক্রের ন্যায় ভ্রমণরূপ দোষ ঘটে। কেননা, সেই তৃতীয় বিকল্প 'বিকল্প' বলিয়া, এবং সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের আশ্রয় ব্রহ্ম সবিকল্প রূপ হওয়াতে, সেই ধর্ম্মী ব্রহ্মের বিশেষণীভূত অন্য এক বিকল্প অঙ্গীকার করিতেই হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই অপর বিকল্পটি অর্থাৎ ধর্ম্মিবিশেষণীভূত বিকল্পটি কি সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপই হইবে, অথবা সেই প্রথমান্ত, তৃতীয়ান্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক চতুর্থ বিকল্প হইবে? যদি তাহাকে সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপই বল, তাহা হইলে উক্ত 'চক্রিকা' দোষ ঘটে, কেননা, দুইটি প্রথমান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য তৃতীয়ান্ত বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তৃতীয়ান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য বিশেষণীভূত তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের স্থিতির জন্য অন্য বিশেষণরূপ ধর্ম্মি-বিশেষণীভূত বিকল্পের অপেক্ষা। আর তুমি স্বীকার করিয়াছ সেই অন্য বিশেষণরূপ বিকল্পটি প্রথমান্তরূপই। তাহা হইলে সেই প্রথমান্ত বিকল্পের স্থিতির জন্য আবার সেই তৃতীয়ান্তের অপেক্ষা, সেই তৃতীয়ান্তের স্থিতির জন্য আবার তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তাহার স্থিতির জন্য পুনর্ব্বার সেই প্রথমান্তের অপেক্ষা, এইরূপে চক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া উক্ত 'চক্রিকা' দোষ ঘটে।

আবার যদি বল, সেই ধর্ম্মি-বিশেষণীভূত বিকল্পটি, প্রথমান্ত, তৃতীয়ান্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন একটি চতুর্থ বিকল্প, তাহা হইলে, যেহেতু সেই অন্য বিশেষণরূপ চতুর্থ বিকল্পটি একটি বিকল্প, সেইহেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জন্য কোনও বিশেষণরূপ এক পঞ্চম বিকল্প অঙ্গীকার করা আবশ্যক। আবার সেই পঞ্চম বিকল্পও যেহেতু 'বিকল্প', সেইহেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জন্য কোনও বিশেষণরূপ আর

এক ষষ্ঠ বিকল্পকে মানিতে হয়। এইরূপে তাহার স্থিতির জন্য পরে সপ্তম বিকল্প মানিতে হয়: এইরূপে যে ধারা চলিতেই থাকিল তাহা প্রমাণরহিতই হয়। ইহার নাম অনবস্থা দোষ, ইহা মূলের বিনাশক। ৫০

'ব্যাঘাত' দোষ হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনবস্থা', পর্য্যন্ত এই দোষগুলি যে কেবল এই বিকল্প সম্বন্ধেই খাটে, এরূপ নহে; এগুলি গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত অনাত্মবস্তু সম্বন্ধেই খাটে। ঐরূপ বিকল্প করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এই কথাই বলিতেছেন:—

(ঝ) সিদ্ধান্তীর সদুত্তর।

ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু।
সমন্তেন স্বরূপস্য সর্ব্বমেতদিতীষ্যতাম্॥ ৫১

অন্বয়—ইদম্ গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু সমম্। তেন এতৎ সর্ব্বম্ স্বরূপস্য ইতি ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—এইরূপ আপত্তি,—গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধরূপ সকল বস্তুর পক্ষেই সমান। এইহেতু গুণ প্রভৃতি আপন আপন আশ্রয়, গুণী প্রভৃতি বস্তুদ্বারা উপহিত চেতনের স্বরূপে বিদ্যমান—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া তাহারই লক্ষ্যত্ব, বিকল্প, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি স্বীকার কর।

টীকা—"ইদম্"- বিকল্প সম্বন্ধে যে এই 'ব্যাঘাত', 'আত্মাশ্রয়' প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া 'অনবস্থা' পর্য্যন্ত দোষগুলি দেখান হইল, সেইগুলির আপত্তি, "গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু সমম্"—গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধ, এই পাঁচ বস্তুসম্বন্ধেও তুল্যরূপে খাটে। কেননা দেখ, গুণ কি নির্গুণে বিদ্যমান অথবা সগুণে? ক্রিয়া কি ক্রিয়ারহিতে বিদ্যমান অথবা ক্রিয়াসহিতে বিদ্যমান?

প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত দোষ ঘটে, এবং দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ ঘটে; তাহা পূর্ব্বের ন্যায় বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। এইরূপে জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিয়া লইতে হইবে।

ভাল, বুঝিলাম পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে ঐরূপ পুনঃপ্রশ্ন করিয়া অসৎ উত্তর দেওয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে সদুত্তর কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী সদুত্তর দিতেছেন:— "তেন"—সেইহেতু অর্থাৎ উক্তরূপে বিকল্প করিয়া প্রশ্ন করিলে, গুণাদি কিছুই টিকে না। কিন্তু ব্যবহারে প্রতীত হয়, এই কারণে, "এতৎ সর্ব্বম্ স্বরূপস্য ইতি ইষ্যতাম্"—এই গুণাদি সমস্ত ধর্ম্মই আপন আপন আশ্রয় গুণী প্রভৃতি বস্তুদ্বারা উপহিত চৈতন্যের স্বরূপে কল্পিত, তাদাত্ম্যসম্বন্ধদ্বারা বিদ্যমান, এইরূপ মানিয়া লও। ইহাই অভিপ্রায়। ৫১

২। মহাবাক্যসূচিত অভেদের অনুসন্ধান সমর্থন ও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের লক্ষণ।

ভাল, অন্যস্থলে অর্থাৎ অনাত্মবিষয়ে এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু প্রসঙ্গাধীন বিষয়ে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে কি পাওয়া গেল? তাহাই বলিতেছেন:—

বিকল্পতদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি।
বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাস্তু কল্পিতাঃ ॥ ৫২

অন্বয়—বিকল্পতদভাবাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টাত্মবস্তুনি বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাঃ তু কল্পিতাঃ।

অনুবাদ—আত্মবস্তু অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মবস্তু, বিকল্প ও বিকল্পাভাব উভয়েরই সংস্পর্শরহিত। তাঁহাতে যে বিকল্পিতত্ব অর্থাৎ বাদিকর্ত্তৃক উত্থাপিত পূর্ব্বোক্তরূপ বিবিধ কল্পনার বিষয়তা, লক্ষ্যত্ব অর্থাৎ শব্দের লক্ষণাবৃত্তি-দ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা এবং 'সংযোগা'দি সম্বন্ধ, সে সকলই কল্পিত।

টীকা—"বিকল্পতদভাবাভ্যাম্"—বিকল্পের ও বিকল্পাভাব এই উভয়ের দ্বারা, "অসংস্পৃষ্টাত্ম-বস্তুনি"—সংস্পর্শরহিত (জীবাত্মা হইতে অভিন্ন) পরমাত্মবস্তুতে, "বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাদ্যাঃ"—'বিকল্পিতত্ব'—বিকল্প, নির্ব্বিকল্পে বিদ্যমান অথবা সবিকল্পে বিদ্যমান? গুণ, নির্গুণে বিদ্যমান অথবা সগুণে বিদ্যমান? ইত্যাদিরূপ পূর্ব্বকথিত প্রকারে বাদিকর্ত্তৃক উত্থাপিত বিবিধ কল্পনার বিষয় হওয়া, 'লক্ষ্যত্ব'—শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা, 'সম্বন্ধ'—'সংযোগ' প্রভৃতিরূপ; 'সম্বন্ধের' লক্ষণ (definition) বা 'অসাধারণ বা একবৃত্তি ধর্ম্ম এইরূপ'—ইহা বলিতে হইলে, দুইটি পারিভাষিক শব্দের অর্থ মনে রাখা আবশ্যক; যথা, যাহাতে অন্যবস্তুর সম্বন্ধ থাকে, তাহা সেই সম্বন্ধের 'অনুযোগী' এবং যাহার সম্বন্ধ অন্য বস্তুতে থাকে, তাহা সম্বন্ধের 'প্রতিযোগী'; প্রতিযোগীর প্রতীতিপূর্ব্বক যাহাদের প্রতীতি হয়, 'সম্বন্ধ' তজ্জাতীয় বস্তু। কিন্তু 'অভাব' ও 'সাদৃশ্য' এই দুইটিরও প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতিপূর্ব্বকই হইয়া থাকে; সেইহেতু সেই দুইটি, 'সম্বন্ধের' সজাতীয় হইল। এইহেতু উক্ত ধর্ম্মটি 'অসাধারণ' বা 'একবৃত্তি' হইল না। সম্বন্ধের উক্ত লক্ষণটিতে দোষ রহিয়া গেল। সেই কারণে সম্বন্ধের লক্ষণ এইরূপ করিলে নির্দ্দোষ হইবে—'অভাব ও সাদৃশ্য হইতে ভিন্ন, যাহা প্রতিযোগীর অপেক্ষাসহিত প্রতীতির বিষয় হয়, তাহাকে 'সম্বন্ধ' বলে।' এই লক্ষণটি নির্দ্দোষ হইল; পরীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে; এই লক্ষণটি লক্ষ্যের একাংশমাত্রে বর্ত্তিল না অর্থাৎ "too narrow" হইল না, অর্থাৎ সকল প্রকার 'সম্বন্ধ'ই এই লক্ষণের অন্তর্ভূত হইয়া গেল; এইহেতু এই লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ ঘটিল না। আবার এ লক্ষণটি লক্ষ্যে বর্ত্তিয়াও অলক্ষ্যে বর্ত্তিল না, "too wide" হইল না অর্থাৎ অভাব, সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ এই তিনটিকে ছাড়িয়া, ঘটাদিবস্তুতে বর্ত্তিল না, কেননা ঘটাদির প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতিসাপেক্ষ নহে। আবার উক্ত লক্ষণটি লক্ষ্যকে ছাড়িয়া অলক্ষ্যেও বর্ত্তিল না বা 'অসম্ভব' (অর্থাৎ altogether missing the thing to be defined) হইল না।

সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি ভেদে এই 'সম্বন্ধ' অনেকপ্রকার; দুই "দ্রব্যের" মধ্যেই 'সংযোগসম্বন্ধ,' হইয়া থাকে। ['দ্রব্যের' লক্ষণ (ক) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য] সেই সংযোগ-সম্বন্ধ (১) কর্ম্মজ, (২) সংযোগজ, ও (৩) সহজ—ভেদে তিন প্রকার।

(১) যে সংযোগের উৎপত্তিতে ক্রিয়া অসমবায়ি-কারণ হয় অর্থাৎ সেই সংযোগরূপ কার্য্যের সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকে না, তাহাকে কর্ম্মজ সংযোগ বলে। কর্ম্মজ সংযোগ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা (ক) অন্যতরকর্ম্মজ ও (খ) উভয়কর্ম্মজ। দুইটি দ্রব্যই সংযোগের উপাদানকারণরূপ আশ্রয়। (ক) তন্মধ্যে একের ক্রিয়াদ্বারা যখন সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে 'অন্যতরকর্ম্মজ সংযোগ' বলে, যেমন পক্ষীর ক্রিয়াদ্বারা বৃক্ষ ও পক্ষীর সংযোগ। (খ) যখন উভয় আশ্রয়ের ক্রিয়াদ্বারা সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহা 'উভয়কর্ম্মজ।' যেমন দুই ছাগীর ক্রিয়াদ্বারা দুই ছাগীর সংযোগ।

(২) সংযোগরূপ অসমবায়িকারণদ্বারা যে সংযোগ উৎপন্ন হয়, তাহা 'সংযোগজ সংযোগ'; যেমন হাত ও স্তম্ভের সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন, শরীর ও স্তম্ভের সংযোগ।

(৩) সংযোগীর জন্মের সহিত যে সংযোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে সহজসংযোগ বলে। যেমন স্বর্ণে, (পীতত্ব ও গুরুত্বের আশ্রয়রূপ) পার্থিবভাগ এবং (অগ্নিসংযোগে অবিনাশ্য দ্রবত্বের আশ্রয়রূপ) তৈজসভাগের সংযোগকে 'সহজসংযোগ বলে।'

নিত্যসম্বন্ধকে সমবায়সম্বন্ধ বলে। ন্যায়মতে গুণ-গুণীর সম্বন্ধ, জাতি-ব্যক্তির সম্বন্ধ, ক্রিয়া-ক্রিয়াবানের সম্বন্ধ, উপাদান কারণ ও কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধ, এইগুলি সমবায় সম্বন্ধ। কিন্তু পূর্ব্বমীমাংসক ভট্টের মতে ও বেদান্তের মতে এইগুলি তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, অর্থাৎ ভেদগর্ভিত অভেদসম্বন্ধ। বেদান্তমতে এস্থলে ভেদ হয় কল্পিত, এবং অভেদটী হয় বাস্তব। মীমাংসক মতে কিঞ্চিৎ ভেদযুক্ত অভেদকে অর্থাৎ ভেদাভেদকে তাদাত্ম্য সম্বন্ধ বলা হয়। বেদান্তমতে এই ভেদাভেদ 'অনির্ব্বচনীয়' অর্থাৎ ইহাকে ভেদও বলা যায় না, যেহেতু সেই সেই স্থলে বাস্তব অভেদ; আবার অভেদও বলা যায় না, কেননা, সেই কল্পিত ভেদ লইয়া ব্যবহার চলে। তাদাত্ম্য ন্যায়মতে স্বরূপ-সম্বন্ধবিশেষ। এই সংযোগ, সমবায় ও তাদাত্ম্য সম্বন্ধব্যতীত আরও অনেক "সম্বন্ধ" আছে।

এই বিকল্পিতত্ব, লক্ষ্যত্ব ও সম্বন্ধ, যাহাদিগের আদ্য বা মুখ্য, সেইগুলি হইতেছে, দ্রব্য, গুণ, জাতি ও ক্রিয়া। "তু কল্পিতাঃ"—এইগুলি কল্পিতই; 'তু' শব্দের অর্থ অবধারণ। তন্মধ্যে গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলে; অথবা সমবায়িকারণকে 'দ্রব্য' বলে। দ্রব্যের শেষোক্ত লক্ষণটি নৈয়ায়িকদিগের অনুমোদিত। যাহা কর্ম্ম নহে, অথচ জাতিমাত্রের আশ্রয় তাহার নাম 'গুণ'। যাহা নিত্য ও এক হইয়া (সমবায় সম্বন্ধে) অনেক ধর্ম্মীতে অনুগত বা অনুস্যূত ধর্ম্ম, তাহা 'সামান্য' বা 'জাতির' লক্ষণ। সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণের সজাতীয় কর্ম্মের নাম 'ক্রিয়া'। এই সকলগুলিই রজ্জুতে সর্পের ন্যায় আত্মবস্তুতে কল্পিত, ইহাই তাৎপর্য্য। ৫২

এতদূর গ্রন্থরচনা করিয়া, কি বলা হইল?—এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া ইহার ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ক) শ্রবণ ও মননের লক্ষণ।

ইত্থং বাক্যৈস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।
যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননন্তু তৎ॥ ৫৩

অন্বয়—ইত্থম্ বাক্যৈঃ তদর্থানুসন্ধানম্ শ্রবণম্ ভবেৎ। যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানম্, তৎ তু মননম্।

অনুবাদ—এইরূপে মহাবাক্যচতুষ্টয়ের সাহায্যে জীবব্রহ্মের অভেদরূপ সেই সকল বাক্যের যে তাৎপর্য্য, তাহার অনুসন্ধানকেই 'শ্রবণ' বলে। আর যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের সেই অভেদরূপ তাৎপর্য্যার্থের যে সম্ভাবিতত্ব, তাহার অনুসন্ধানের—আপন হৃদয়ে সমর্থনের, নাম 'মনন'।

টীকা—"ইত্থম্"—৪৪ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৫২ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত অংশে যে প্রকার বা প্রণালী কথিত হইয়াছে, সেই প্রকারে, "বাক্যৈঃ"—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যচতুষ্টয়দ্বারা, "তদর্থানুসন্ধানং"—সেই সকল বাক্যের, জীবব্রহ্মের একতা বা অভেদরূপ যে অর্থ, তাহার অনুসন্ধানই 'শ্রবণ'। এস্থলে গুরুমুখ হইতে উপদিষ্ট মহাবাক্যের সহিত শ্রোত্রসংযোগ বা জ্ঞানের হেতুভূত যে শ্রবণ, তাহাই অভিপ্রেত। তাহা অঙ্গী; তাহার অঙ্গরূপ অপর প্রকার শ্রবণ অর্থাৎ শ্রুতিষড়্‌লিঙ্গের * সাহায্যে অদ্বৈতব্রহ্মই শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য, এইরূপ নিশ্চয় যাহার ফল, সেই বেদান্তবাক্যবিচাররূপ দ্বিতীয়প্রকার শ্রবণ এস্থলে অভিপ্রেত নহে। কেননা, ইহার দ্বারা প্রমাণগত সংশয় নিবৃত্ত হয় মাত্র, জ্ঞান হয় না। (ইহা ৭ম অধ্যায় তৃপ্তিদীপের ১০১ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে।) "যুক্ত্যা" ৩ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৩ সংখ্যক শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিতপ্রকার যুক্তির সাহায্যে "সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানম্"—যে অর্থ শ্রুত হইয়াছে, তাহা সম্ভবপর, এইরূপ যে জ্ঞান, "তৎ তু মননম্"—তাহাকেই 'মনন' বলে। (তাহা 'তৃপ্তিদীপে' ১০২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে)। ৫৩

এইরূপে শ্রবণ ও মননের লক্ষণ করিলেন। এক্ষণে 'নিদিধ্যাসন' বর্ণনা করিতেছেন :—

(খ) নিদিধ্যাসনের লক্ষণ।

তাভ্যাং নির্ব্বিচিকিৎসেঽর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্য যৎ।
একতানত্বমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ ৫৪

অন্বয়—তাভ্যাম্ নির্ব্বিচিকিৎসে অর্থে স্থাপিতস্য চেতসঃ যৎ একতানত্বম্ এতৎ নিদিধ্যাসনম্ উচ্যতে হি।

অনুবাদ—সেই শ্রবণমননদ্বারা জীবব্রহ্মের অভেদরূপ অর্থ নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হইলে, তাহাতে চিত্ত স্থির করিলে, চিত্তে একাকার বৃত্তিপ্রবাহ চলিতে থাকে, তাহাকেই নিদিধ্যাসন বলে।

টীকা—"তাভ্যাম্"—সেই শ্রবণমননদ্বারা, "নির্ব্বিচিকিৎসে অর্থে"—তাহা 'নির্ব্বিচিকিৎস'—নিবৃত্ত হইয়াছে বিচিকিৎসা বা সংশয় যাহা হইতে, সেইরূপ অর্থে অর্থাৎ জীবব্রহ্মের একতারূপ মহাবাক্যার্থরূপ বিষয়ে, "স্থাপিতস্য চেতসঃ"—ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের, কেননা, পতঞ্জলি কহিয়াছেন, 'দেশসংবন্ধ (বন্ধ ?) শ্চিত্তস্য ধারণা' (যোগসূত্র ৩।১), ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাহৃত

---

* (১) উপক্রম-উপসংহারের একতা, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ব্বতা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি—বেদবাক্যের তাৎপর্য্যনিশ্চয়াত্মক ষড়্‌ লিঙ্গ।

হইলে হৃৎপদ্মাদি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা বাহ্যদেশে চিত্তের বন্ধনের নাম ধারণা। আধ্যাত্মিক দেশে ভাবনাদ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বাহ্যদেশে তদাকার বৃত্তির দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। এই ধারণাদ্বারাই ধ্যান অর্থাৎ প্রত্যয়ের বা চিত্তবৃত্তির, একতানতা বা একাকারতা সম্ভব হয় বলিয়া 'ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের' এইরূপ অর্থ করিতে হইল। (৬ষ্ঠ অধ্যায় চিত্রদীপ ২৮০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। "যৎ একতানত্বম্"—(ব্রহ্ম ও আত্মার) একতারূপ যে একবস্তু, তাহার আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তির প্রবাহরূপতা, "এতৎ নিদিধ্যাসনম্ উচ্যতে হি"—ইহাকেই 'নিদিধ্যাসন' বলে, ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। নিদিধ্যাসন—বিজাতীয় প্রত্যয়ের অর্থাৎ অনাত্মাকার বৃত্তিসমূহের তিরস্করণ বা নিরাস ও স্বজাতীয় প্রত্যয়ের অর্থাৎ আত্মাকার বৃত্তিসমূহের প্রবণতা বা প্রবাহস্থাপন। (তৃপ্তিদীপ ১০৫-১২৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। "হি"—শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই নিদিধ্যাসন যোগশাস্ত্রে ('ধ্যান' নামে) প্রসিদ্ধ, কেননা, যোগসূত্রে (৩।২৯) ইহার লক্ষণ করা হইয়াছে 'প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্', ধারণায় জ্ঞানবৃত্তির একতানতা বা অবিচ্ছিন্ন ধারা হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে। ৫৪

৩। নির্ব্বিকল্প সমাধিনিরূপণ

সেই নিদিধ্যাসনের পরিপাকদশারূপ সমাধির বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) সমাধির স্বরূপ, তদ্বিষয়ে শঙ্কাসমাধান ও গীতাপ্রমাণ।

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাদ্ধ্যেয়ৈকগোচরম্।
নিবাতদীপবচ্চিত্তং সমাধিরভিধীয়তে॥ ৫৫

অন্বয়—ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য (যদা চিত্তম্) ধ্যেয়ৈকগোচরম্ (ভবেৎ, তদা) নিবাতদীপবৎ চিত্তম্ সমাধিঃ অভিধীয়তে।

অনুবাদ—(সেই নিদিধ্যাসনে অভ্যাস-পটুতাদ্বারা) ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবৃত্তি যখন কেবল ধ্যেয়রূপতা ধারণ করে, তখন নিবাতদেশে অবস্থিত (নিষ্কম্প) প্রদীপের ন্যায় চিত্তের সেই অবস্থাকে সমাধি বলে।

টীকা—নিদিধ্যাসনের প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ অপরিপক্কাবস্থায় (১) ধ্যাতা, ধ্যানের কর্ত্তা অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ, (২) ধ্যান ধ্যেয়াকার চিত্তের বৃত্তিপ্রবাহ ও (৩) ধ্যেয়—ধ্যানের বিষয় ব্রহ্ম, এই ত্রিপুটী প্রতীত হয়। তন্মধ্যে চিত্ত যখন অভ্যাসের পটুতাবশতঃ, "ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য"—ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, "ধ্যেয়ৈক-গোচরম্" (ভবেৎ)—ধ্যেয় যে ব্রহ্ম, তাহাই একমাত্র গোচর বা বিষয় যাহার, এইরূপ হইবে, তখন, "সমাধিঃ অভিধীয়তে"—সেই চিত্তকে 'সমাধি' এইরূপ বলা হয়। ইহাই সমাধির আকার বা স্বরূপ। (সমাধির লক্ষণ, চিত্রদীপের ২৮০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য)। চিত্তের সেই সমাধিরূপতার দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—"নিবাতদীপবৎ" ('নিবাত' শব্দে একান্ত বায়ুশূন্য স্থান নহে, কেননা, সেইরূপ স্থলে প্রদীপ জ্বলিতেই পারে না) নিবাত স্থানে অর্থাৎ যেস্থলে বায়ু নিশ্চল হইয়াছে, সেইরূপ স্থানে বিদ্যমান দীপ যেমন নিশ্চল

হয়, সেইরূপ নিশ্চল অর্থাৎ ধ্যেয়াকারে আকারিত যে চিত্ত, তাহাকেই সমাধি বলে, ইহাই অভিপ্রায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে (২।১।১) আছে বায়ু হইতেই অগ্নির উৎপত্তি, অর্থাৎ বায়ুই অগ্নির উপাদান কারণ বলিয়া, অগ্নির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বায়ুর অধীন। এইহেতু বায়ুর সর্ব্বথা অভাব ঘটিলে, প্রদীপের স্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই কারণ 'নিবাত' শব্দে, বায়ুর স্ফুরণরূপে অভাব ও অস্ফুরণ বা সূক্ষ্মরূপে বায়ুর স্থিতি সূচিত হইয়াছে। সেইরূপ সমাধির অবস্থায় অন্তঃকরণের একান্ত অভাব হইলে শরীরের স্থিতিই অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কাররূপ স্ফুরণশূন্য বৃত্তিরহিত হইয়া অন্তঃকরণ সূক্ষ্মরূপে অর্থাৎ মূল অন্তঃকরণরূপে অবস্থিত হইলে, তাহাই 'সমাধি'। ৫৫

(শঙ্কা) ভাল, সমাধিতে যখন বৃত্তি প্রতীত হয় না, তখন 'বৃত্তিসমূহ ধ্যেয়মাত্রকেই বিষয় করিল', এইরূপ নিশ্চয় করা ত' দুর্ঘট। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে সমাধিকালে বৃত্তিসমূহ থাকে; তাহা অনুমান প্রমাণদ্বারা জানিতে পারা যায় বলিয়া উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না।

বৃত্তয়স্তু তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাত্মগোচরাঃ।
স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ॥ ৫৬

অন্বয়—আত্মগোচরাঃ বৃত্তয়ঃ তু তদানীম্ অজ্ঞাতাঃ অপি, ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ স্মরণাৎ অনুমীয়ন্তে।

অনুবাদ—আত্মবিষয়িণী বৃত্তিসমূহ সমাধিকালে অজ্ঞাত থাকিলেও সমাধিভঙ্গে যখন স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখন সেই স্মরণ হইতে সেই সকল বৃত্তির অনুমান হয়।

টীকা—"আত্মগোচরাঃ বৃত্তয়ঃ"—আত্মা গোচর অর্থাৎ বিষয় যাহাদের, এইরূপ বৃত্তি-সকল, "তু তদানীম্ অজ্ঞাতাঃ অপি"—সেই সমাধিকালে অপ্রতীত থাকিলেও, "ব্যুত্থিতস্য সমুত্থিতাৎ স্মরণাৎ"—সমাধি হইতে উত্থিত পুরুষের যে স্মৃতি সম্যক্ প্রকারে উৎপন্ন হয়—যে আমি এতক্ষণ সমাধি অনুভব করিতেছিলাম, এইরূপ স্মৃতি হইতে, "অনুমীয়ন্তে"—অনুমিত হইয়া থাকে, কেননা, যাহা যাহা স্মৃত হয়, তাহা তাহা পূর্ব্বে অনুভূত হইয়াছে, এই ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবসম্বন্ধ লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত, ইহাই অভিপ্রায়। ৫৬।

(শঙ্কা) ভাল, যে প্রযত্নে বৃত্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে, সেই প্রযত্ন ত' সেই সমাধিকালে থাকে না; তাহা হইলে কি প্রকারে বৃত্তির অনুবৃত্তি থাকিতে পারে? অর্থাৎ ব্রহ্মাকার প্রবাহরূপে একবৃত্তির পরে অপর বৃত্তির বিদ্যমানতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, তাৎকালিক প্রযত্ন না থাকিলেও পুণ্যরূপ অদৃষ্ট প্রভৃতি সহকারীর সহিত মিলিত হইলে, আরম্ভকালীন প্রযত্ন হইতেই বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে।

বৃত্তীনামনুবৃত্তিস্তু প্রযত্নাৎ প্রথমাদপি।
অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাদ্ভবেৎ॥ ৫৭

অন্বয়—বৃত্তীনাম্ অনুবৃত্তিঃ তু প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাৎ ভবেৎ।

অনুবাদ—(সমাধিকালে ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপাদক প্রযত্ন না থাকিলেও পুণ্যরূপ) অদৃষ্ট ও নিরন্তর অভ্যাসজনিত সংস্কার সহকারী হইলে পূর্ব্বকৃত প্রযত্ন হইতেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে; (যেমন কুম্ভকার দণ্ডদ্বারা চক্রকে ঘুরাইয়া দণ্ডটি উঠাইয়া লইলেও চক্র পূর্ব্বকালীন চেষ্টাদিবশতঃ আপনিই ঘুরিতে থাকে, বৃত্তির অনুবৃত্তিও সেইরূপ)।

টীকা—"প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ"—সমাধির পূর্ব্বকালীন কৃতি বা উৎসাহবিশেষ হইতে ও "অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাৎ"—'অদৃষ্ট' অর্থাৎ অশুক্ল-অকৃষ্ণ-কর্ম্ম নামক যে পুণ্যবিশেষ তাহা; কেননা, পতঞ্জলি সূত্র করিয়াছেন—'কর্ম্মাশুক্লাকৃষ্ণং যোগিনাং ত্রিবিধমিতরেষাম্।' (৪।৭)—যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্ল-অকৃষ্ণ, অন্য সকলের কর্ম্ম ত্রিবিধ অর্থাৎ হয় কৃষ্ণ, না হয় শুক্ল, না হয় শুক্লকৃষ্ণ। (হিংসাদি তামসিক কর্ম্ম, যাহার ফল দুঃখ, তাহাই কৃষ্ণকর্ম্ম। যাগাদি রাজসিক কর্ম্ম, যাহার ফল অল্পদুঃখমিশ্রিত সুখ, তাহাই শুক্লকৃষ্ণ। স্বাধ্যায়াদি সাত্ত্বিক কর্ম্ম, যাহার ফল অমিশ্রিত সুখ, তাহাই শুক্ল কর্ম্ম। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতি কর্ম্ম যাহা ত্রিগুণজনিত নহে এবং যাহার ফল সুখদুঃখবর্জ্জিত তাহাই অশুক্ল-অকৃষ্ণকর্ম্ম।); "অসকৃদভ্যাসসংস্কার"—পুনঃ পুনঃ সমাধির অভ্যাসদ্বারা উৎপাদিত 'ভাবনা' নামক সংস্কার অর্থাৎ যে সংস্কার অনুভব হইতে উৎপন্ন এবং স্মৃতির হেতু, সেই সংস্কার। অদৃষ্ট ও ভাবনা নামক সংস্কার এই দুইটি 'সচিব' অর্থাৎ সহকারী কারণরূপে বর্ত্তমান যাহার, সেইরূপ, "প্রথমাৎ অপি প্রযত্নাৎ"—সমাধির পূর্ব্বকালীন উৎসাহবিশেষ হইতে, "বৃত্তীনাম্ অনুবৃত্তিঃ ভবেৎ"—ধ্যেয়মাত্রবিষয়ক অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মাকারা বৃত্তিসমূহের প্রবাহরূপে অনুগমন ঘটিয়া থাকে। ৫৭

(শঙ্কা) ভাল, 'এই সমাধি পূর্ব্বাচার্য্যদিগের কর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া ত' দেখা যায় না'—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, অখিলগুরু পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক এই সমাধি নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া, ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না।

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা।
ভগবানিমমেবার্থমর্জ্জুনায় ন্যরূপয়ৎ ॥ ৫৮

অন্বয়—"যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ" (গীতা ৬।১৯) ইত্যাদিভিঃ ভগবান্ অনেকধা ইমম্ এব অর্থম্ অর্জ্জুনায় ন্যরূপয়ৎ।

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের ঊনবিংশ শ্লোকে "যথা দীপো নিবাতস্থঃ" ইত্যাদি বচনসমূহদ্বারা অনেক প্রকারে অর্জ্জুনকে এই কথাই বুঝাইয়াছেন।

টীকা—"যথা দীপঃ নিবাতস্থঃ ইত্যাদিভিঃ"—'যেমন নিবাত স্থানে অবস্থিত দীপ কম্পিত হয় না, আত্মসমাধিরূপ যোগের অনুষ্ঠানে রত সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই উপমা,' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা, "অনেকধা"—অনেক প্রকারে, "ভগবান্"—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ

ধর্ম্ম-যশ-লক্ষ্মী-বৈরাগ্যাদিসম্পন্ন ভগবান্, "ইমম্ এব অর্থম্ অর্জ্জুনায়" -শিষ্যরূপ অর্জ্জুনকে, এই সমাধিরূপ বিষয়টি, "স্বরূপবৎ"--বুঝাইবার জন্য নিরূপণ করিয়াছেন। ৫৮

এই সমাধির অবান্তর ফল, অর্থাৎ মুখ্য ফলের সাধনস্বরূপ গৌণ ফল, বলিতেছেন :—

(খ) সমাধির অবান্তর ফল —ধর্ম্মমেঘ।

অনাদাবিহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ।
অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধর্ম্মো বিবর্দ্ধতে॥ ৫৯

অন্বয়— "অনাদৌ ইহ সংসারে সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ অনেন বিলয়ম্ যান্তি; শুদ্ধঃ ধর্ম্মঃ বিবর্দ্ধতে।

অনুবাদ—অনাদি এই সংসারে সঞ্চিত কোটি কোটি কর্ম্ম এই নির্ব্বিকল্প সমাধিপ্রভাবে বিলীন হইয়া যায় ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের হেতুভূত পবিত্র ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

টীকা "অনাদৌ ইহ সংসারে"—অনাদিকালের (জন্মমরণপ্রবাহরূপ) এই সংসারে, "সঞ্চিতাঃ কর্ম্মকোটয়ঃ" পুণ্য-অপুণ্যরূপ অপরিমিত সঞ্চিত কর্ম্মের, "কোটয়ঃ"—কোটি কোটি, ইহা উপলক্ষণ মাত্র অর্থাৎ অপরিমিত কর্ম্ম, "অনেন বিলয়ম্ যান্তি"—এই (নির্ব্বিকল্প) সমাধির দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ নিদিধ্যাসনের পরিপাকদশারূপ সমাধির ফল যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তাহার দ্বারাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কেননা, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বারা অজ্ঞানকৃত আবরণ নিবৃত্ত হয় এবং সেই আবরণরূপ আশ্রয়ের নিবৃত্তি হইলে, তদাশ্রিত অনন্ত সঞ্চিত কর্ম্মেরও নিবৃত্তি হয়, সুতরাং জ্ঞানদ্বারাই কর্ম্ম বা কর্ম্মফল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন ['ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে' মুণ্ডক উ, ২।৯] সেই পরাবরের দর্শনলাভ হইলে পর, এই পুরুষের কর্ম্মক্ষয় হয়—অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি পুনরাবৃত্তিবিশিষ্ট 'পর' বা শ্রেষ্ঠ পদ 'অবর' বা নিকৃষ্ট যাহা হইতে, সেই প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্মরূপ 'পরাবরের' দর্শনলাভ বা অপরোক্ষ জ্ঞান হইলে পর, সেই জ্ঞানীর অনন্তজন্মসম্পাদিত সঞ্চিত কর্ম্ম, সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা বিনষ্ট হয়, যেহেতু, জ্ঞানীর প্রারব্ধ কর্ম্ম ভোগদ্বারাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং 'আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা, অসঙ্গ' এইরূপ নিশ্চয়ের বলে, ক্রিয়মাণ কর্ম্ম পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় জ্ঞানীর স্বরূপকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর স্মৃতিও বলিতেছেন—হে অর্জ্জুন, 'জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা' (গীতা ৪।৩৭) হে অর্জ্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি, সকল কর্ম্মকে ভস্মের ন্যায় করিয়া ফেলে। "শুদ্ধঃ ধর্ম্মঃ"—পুণ্যবিশেষ—যাহা স্থূলসূক্ষ্মকার্য্যের সহিত অবিদ্যার নিবৃত্তি করিয়া (এবং চিত্ত হইতে মল ও বিক্ষেপদোষরূপ প্রতিবন্ধক বিদূরিত করিয়া) সাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ হয়, তাহা, "বিবর্দ্ধতে"—বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা স্পষ্ট। ৫৯

(শঙ্কা) সমাধিদ্বারা ধর্ম্ম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?—এতদুত্তরে বলিতেছেন :—

ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাহুঃ সমাধিং যোগবিত্তমাঃ।
বর্ষত্যেষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ॥ ৬০

অন্বয়—যোগবিত্তমাঃ ইমম্ সমাধিম্ 'ধর্ম্মমেঘম্' প্রাহুঃ, যতঃ এষঃ ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ বর্ষতি।

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ যোগবিদ্‌গণ এই সমাধিকে "ধর্ম্মমেঘ" নাম দিয়াছেন, কেননা, এই সমাধি সহস্রপ্রকারে ধর্ম্মরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে।

টীকা—"যোগবিত্তমাঃ" যাঁহারা প্রভূত পরিমাণে যোগবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ, "ইমম্ সমাধিম্"—এই নির্ব্বিকল্প সমাধিকে, "ধর্ম্মমেঘং প্রাহুঃ"—'ধর্ম্মমেঘ' বলিয়া থাকেন, ইহা স্পষ্ট। (যথা—'প্রসংখ্যানেঽপ্যকুসীদস্য সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতে-র্ধর্ম্মমেঘসমাধিঃ' পাতঞ্জল 'যোগসূত্র,' কৈবল্যপাদ ২৯ সূত্র—যখন বিবেকখ্যাতিবিশিষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধি ও চৈতন্যের পৃথক্ত্ব বিষয়ক প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে ইচ্ছুক মুমুক্ষু, প্রসংখ্যানেও বিবেকখ্যাতিজনিত সর্ব্বজ্ঞতাসিদ্ধিলাভেও, অকুসীদ—স্পৃহাশূন্য হন, তখন তাঁহার যে সর্ব্বথা বিবেকখ্যাতি হয় অর্থাৎ সংস্কারবীজের ক্ষয় হওয়ায়, আর প্রত্যয়ান্তর উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ বিবেকস্মৃতি হইতেই ধর্ম্মমেঘসমাধি হয়, অর্থাৎ মেঘ যেমন জলবর্ষণ করে, সেই সমাধি সেইরূপ পরমধর্ম্মকে বর্ষণ করে বিনা প্রযত্নে প্রদান করে অর্থাৎ সর্ব্ববিঘ্ননিবৃত্তিপূর্ব্বক প্রত্যগব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকার প্রদান করে)। সেই সমাধির "ধর্ম্মমেঘ"রূপ নামকরণের কারণ উপপাদন করিতেছেন—যুক্তিদ্বারা সমর্থন করিতেছেন :—"যতঃ" —যেহেতু, "এষঃ"—এই সমাধি, "ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ বর্ষতি" পুণ্যবিশেষরূপ ধর্ম্মকে সহস্র সহস্র অমৃতধারারূপে বর্ষণ করিয়া থাকে *। (জ্ঞানী মুমুক্ষু বলিয়া, তাঁহার উত্তম লোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি অন্য ফললাভ হয় না বটে, কিন্তু তাঁহার প্রত্যগব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারের অন্তরায় সমূহ তিরোহিত হয়। তবে, তাঁহার দর্শন ও সেবাদিব দ্বারা অন্য লোকের পাপনিবৃত্তি হয় এবং বাসনানুরূপ সিদ্ধিলাভ হয়)। যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন :—['ক্ষণমেকং ক্রতুশতস্যাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদবাপ্নোতি'—অথর্ব্বশিখোপনিষৎ, ৩য় কণ্ডিকা]। ['ধ্যেয়ঃ সর্ব্বৈশ্বর্য্য-সম্পন্নঃ সর্ব্বেশ্বরঃ শম্ভুরাকাশমধ্যে ধ্রুবং স্তব্ধ্বাধিকং ক্ষণমেকং ক্রতুশতস্যাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদাপ্নোতি। কৃৎস্নমোঙ্কারগতিশ্চ'। ইহার ব্যাখ্যা—"সর্ব্বকারণত্বেন যো ধ্যেয়ঃ সোঽয়ং সর্ব্বজ্ঞত্ব-সর্ব্বেশ্বরত্ব-সর্ব্বকারণত্ব-সর্ব্বান্তর্য্যামিত্বাদি সর্ব্বৈশ্বর্য্যসম্পন্নঃ সর্ব্বেশ্বরঃ স্বাংশজসর্ব্বপ্রাণি-স্বামিত্বাৎ, শম্ভুঃ সর্ব্বসুখকৃত্ত্বাৎ এবংবিশেষণবিশিষ্টঃ পরমাত্মা সদা যো বিজয়তে তমেতং ধ্রুবং আত্মানং যঃ কোঽপি বা পুরুষঃ স্বহৃদয়াকাশমধ্যে অধিকং ক্ষণম্ একং ক্ষণার্দ্ধং বা ধ্যানপূর্ব্বকং স্তব্ধ্বা স্তম্ভয়িত্বা ধ্যায়ীত তস্য তদ্ভাবাপত্তিরেব পরমফলম্ আন্তরালিকফলং তু চতুঃসপ্তত্যধিকশতক্রত্বনুষ্ঠানতো যৎ ফলং তদবাপ্নোতি কৃৎস্নমোঙ্কারগতিশ্চানেন বিদিতা ভবেৎ।" পৃ ১৯ "শৈবোপনিষদঃ" উপনিষদ্‌ব্রহ্মযোগিবিরচিত-ব্যাখ্যাযুতাঃ Ed. by Mahendra Shastri]। (যে কেহ পরমাত্মাকে স্বহৃদয়মধ্যে ধ্যানদ্বারা নিশ্চল করিয়া দীর্ঘকাল, ক্ষণকাল বা ক্ষণার্দ্ধকালমাত্র ধ্যান করেন, তিনি পরমাত্মভাবপ্রাপ্ত হন এবং অন্ততঃ ১৭৪টি যজ্ঞের অনুষ্ঠান

* ধর্ম্ম সকলকে অর্থাৎ জ্ঞেয় পদার্থ সকলকে 'মেহন' করে বা যুগপৎ জ্ঞানারূঢ় করে বলিয়া ইহার নাম ধর্ম্মমেঘ এইরূপ অর্থ, সিদ্ধিলিপ্সুগণের অনুমোদিত।

করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফললাভ করেন।) এই নিমিত্ত এই সমাধিকে 'ধর্ম্মমেঘ' বলিয়াছেন। এইরূপে শ্লোকের পূর্ব্বার্দ্ধের সহিত অন্বয় হইবে। ৬০

এক্ষণে সমাধির মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিতেছেন:—

(গ) সমাধির পরম প্রয়োজন।

অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।
সমূলোন্মূলিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে॥ ৬১

৪। উত্তরপ্রবন্ধের ফলিতার্থ।

(ক) মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি।

বাক্যমপ্রতিবদ্ধং সৎ প্রাক্‌পরোক্ষাবভাসিতে।
করামলকবদ্বোধমপরোক্ষং প্রসূয়তে॥ ৬২

অন্বয়—অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষম্ প্রবিলাপিতে পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে সমূলোন্মূলিতে, বাক্যম্ অপ্রতিবদ্ধম্ সৎ প্রাক্‌পরোক্ষাবভাসিতে (তত্ত্বে) করামলকবৎ অপরোক্ষম্ বোধম্ প্রসূয়তে।

অনুবাদ—এই সমাধিদ্বারা জ্ঞানবিরোধী সংস্কারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত হইলে এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মসমূহ সমূলে উন্মূলিত হইলে, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধকরহিত হইয়া, যে আত্মতত্ত্ব প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আত্মতত্ত্ববিষয়ে করস্থিত আমলকফলবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায় অথবা করস্থিত নির্ম্মলজলবিষয়ক জ্ঞানের ন্যায়, অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে।

টীকা "অমুনা"—এই সমাধির দ্বারা, "বাসনাজালে"—'আমি', 'আমার' 'আমি কর্ত্তা' ইত্যাদিপ্রকার অভিমানের হেতুভূত, জ্ঞানবিরুদ্ধ সংস্কারসমূহ, "নিঃশেষম্"—যাহাতে তাহার অবশেষ না থাকে, এইরূপে, সম্পূর্ণরূপে, "প্রবিলাপিতে"—বিনাশিত হইলে, এবং "পুণ্যপাপাখ্যে কর্ম্মসঞ্চয়ে"—পুণ্যপাপনামক কর্ম্মসমূহ, "সমূলোন্মূলিতে"—(বৃক্ষলতাদি) মূলের সহিত যে প্রকারে উন্মূলিত হয়, সেইপ্রকারে উন্মূলিত হইলে, উদ্ধৃত হইলে, অর্থাৎ বিনাশিত হইলে; কি ফললাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন;—"বাক্যম্ অপ্রতিবদ্ধম্ সৎ"—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যসমূহ, কর্ম্ম ও বাসনারূপ প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া, "প্রাক্‌পরোক্ষাবভাসিতে (তত্ত্বে)"—প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত যে প্রত্যগ্‌রূপ ব্রহ্মতত্ত্ব, সেই তত্ত্ববিষয়ে, "করামলকবৎ"—করস্থিত আমলকফলবিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, সেইরূপ, অথবা করস্থিত নির্ম্মলজলবিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান* হয়, সেইরূপ; "অপরোক্ষম্ বোধম্"—অপরোক্ষভাবে তত্ত্বপ্রকাশনে সমর্থ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে, "প্রসূয়তে"—উৎপাদন করিয়া থাকে। ৬১,৬২

* করস্থিত আমলক ফলের বহির্দ্দেশ জানা যায় বটে কিন্তু অন্তর্দ্দেশ জানা যায় না, সেইহেতু, কর+অমলক=করস্থিত অমল বা স্বচ্ছ জল (ক=জল), এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত দোষের পরিহার হয়।

(খ) পরোক্ষজ্ঞানের ফল।

পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতং পাপং কৃৎস্নং দহতি বহ্নিবৎ॥ ৬৩

অন্বয়—দেশিকপূর্ব্বকম্ শাব্দম্ পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতম্ কৃৎস্নম্ পাপম্ বহ্নিবৎ দহতি।

অনুবাদ—গুরুমুখলব্ধ 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান, জ্ঞানপূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে।

টীকা—"দেশিকপূর্ব্বকম্"—(ব্রহ্মনিষ্ঠ) গুরুর মুখ হইতে প্রাপ্ত, "শাব্দম্"—'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন, এইরূপ, "পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্" ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান, "বুদ্ধিপূর্ব্বকৃতম্ কৃৎস্নম্ পাপম্"—জ্ঞানপূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপকে (অর্থাৎ কোনও কর্ম্মকে পাপকর্ম্ম বলিয়া জানিয়া তাহার অনুষ্ঠান করিলে যে পাপ হয় সেই পাপকে অথবা জন্মের পর, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে, কৃত সকল পাপকে) "বহ্নিবৎ দহতি"—অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে। ৬৩

(গ) অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল।

অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাব্দং দেশিকপূর্ব্বকম্।
সংসারকারণাজ্ঞানতমসশ্চণ্ডভাস্করঃ॥ ৬৪

অন্বয়—শাব্দম্ দেশিকপূর্ব্বকম্ অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্ সংসারকারণাজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ।

অনুবাদ—গুরূপদেশলব্ধ মহাবাক্যজনিত অপরোক্ষ আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান, সংসারের (মূলীভূত) কারণ অজ্ঞানান্ধকারের পক্ষে প্রচণ্ডমার্ত্তণ্ডসদৃশ (নিবর্ত্তক)।

টীকা—"শাব্দম্ দেশিকপূর্ব্বকম্"—গুরুমুখদ্বারা উপদিষ্ট মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন, "অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্"—নিত্য সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যে আত্মা, তদ্বিষয়ক সংশয়বিপর্য্যয়রহিত যে জ্ঞান, তাহা, "সংসারকারণাজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ"—সংসারের কারণ যে অজ্ঞান, তাহাই তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার, তাহার সম্বন্ধে "চণ্ডভাস্করঃ" মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্য; সেই চণ্ডভাস্কর যেরূপ বাহ্য অন্ধকারের নিবর্ত্তক সেইরূপ, সেই জ্ঞান অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবর্ত্তক; ইহাই ভাবার্থ। ৬৪

(ঘ) এই তত্ত্ববিবেক-প্রকরণের আলোচনার ফল।

ইত্থং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবন্মনঃ সমাধায়।
বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো
ন চিরাৎ॥ ৬৫

ইতি তত্ত্ববিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—নরঃ ইত্থম্ তত্ত্ববিবেকম্ বিধায় বিধিবৎ মনঃ সমাধায় বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ (সন্) পরম্ পদম্ ন চিরাৎ প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ—লোকে এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ বুঝিয়া, সেই আত্মতত্ত্বে, বিধিপূর্ব্বক মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করে। ইতি তত্ত্ববিবেকসমাপ্তি।

টীকা—লোকে "ইত্থম্"—উক্ত প্রকারে অর্থাৎ সমস্ত প্রথম প্রকরণে বর্ণিত যে অধ্যারোপ-অপবাদের প্রকার, সেই প্রকারে, "তত্ত্ববিবেকম্ বিধায়"—ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের বিবেক. পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্করণ, তাহা করিয়া, সেই আত্মতত্ত্বে, "বিধিবৎ"—শাস্ত্রোক্তপ্রকারে অর্থাৎ একতার বিচার ও লয়চিন্তনাদি উপায়দ্বারা সর্ব্বপ্রপঞ্চের অভাব বিচার করিয়া, 'আমিই হইতেছি ব্রহ্ম' এইপ্রকারে মনকে তদাকার করিয়া, "মনঃ সমাধায়"—মনকে স্থির করিয়া, "বিগলিতসংস্থতিবন্ধঃ"—অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে সংসাররূপ বন্ধ যাহার, এইরূপ হইয়া, "পরম্ পদম্"—নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ যে মোক্ষপদ তাহাই, "ন চিরাৎ"—অবিলম্বে, "প্রাপ্নোতি"—লাভ করেন—সত্যজ্ঞানানন্দরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান, ইহাই তাৎপর্য্য। সর্গশেষে আর্য্যাচ্ছন্দের দ্বারা ছন্দঃপরিবর্ত্তন। ৬৫

ইতি প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

———

পঞ্চদশী

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চভূতবিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ
পঞ্চভূতবিবেকস্য ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া ॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি (শ্রীরামকৃষ্ণ) এই 'পঞ্চভূত বিবেক' (-নামক পঞ্চদশীর দ্বিতীয়-) প্রকরণের—যাহাতে, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের বিবেচন এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের বিবেচন, বর্ণিত হইয়াছে, তাহার ব্যাখ্যান করিতেছি।

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের, বিচারদ্বারা পৃথক্করণ প্রতিজ্ঞা।

সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১

অন্বয়—যৎ সৎ অদ্বৈতম্ শ্রুতম্, তৎ পঞ্চভূতবিবেকতঃ বোদ্ধুম্ শক্যম্; ততঃ ভূতপঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে।

অনুবাদ—সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা শুনা যায়, তাহা পঞ্চভূতের বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়; সেইহেতু প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চভূতের বিচার করা যাইতেছে।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে (৬।২।১) উদ্দালক মুনি আপনার পুত্র শ্বেতকেতুকে বলিতেছেন—['সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্']—হে ভদ্র, সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একই* অদ্বিতীয়†

---

* 'একই'-'এক' অর্থে 'একভাবের' বলিয়া স্বগতভেদরহিত; 'ই' শব্দদ্বারা বুঝান হইতেছে—অন্যের সম্বন্ধ বিনাই; ইহার দ্বারা স্বজাতীয়ভেদরহিত বুঝা গেল।

† 'অদ্বিতীয়' অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদরহিত। এস্থলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, একথা অসিদ্ধ; কেননা, শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্টির উপাদান মায়া যে ব্রহ্মে ছিল, একথা শ্রুতি নিজেই স্থানান্তরে বলিতেছেন—['মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্'—শ্বেতাশ্বতর উ- ৪।১০]—মায়াকেই সৃষ্টির উপাদান বলিয়া জানিবে এবং পরমাত্মাকে মায়ী বলিয়া জানিবে। তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত মায়া থাকিলে, ব্রহ্ম কি প্রকারে অদ্বিতীয় হইলেন? তদুত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, প্রলয়কালে সেই মায়া বা মিথ্যাসৃষ্টিশক্তি বা সৃষ্ট্যুপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন না বলিয়া প্রলয়কালে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। যেমন ব্যক্তিগত প্রলয়কালে অর্থাৎ সুষুপ্তিতে, আত্মায় যে মিথ্যা অবিদ্যা থাকে, আত্মার সহিত তাহার ভেদ, আপনার দৃষ্টিতে বা অপরের দৃষ্টিতে বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রতীত হয় না। সেইহেতু সেই সুষুপ্তিকালে আত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীতি করা যায়; ব্রহ্মও সেইরূপ অদ্বিতীয় আর সৃষ্টিকালে জগৎ ব্রহ্মে আরোপিত বা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তার বাধা হয় না।

সৎস্বরূপ * ব্রহ্ম † ছিল ‡, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি ছয় প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ পরিদৃশ্যমান এই জগৎ প্রথমে তৎকারণ ব্রহ্মরূপেই ছিল, যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্ব্বে মৃৎপিণ্ডরূপে থাকে, সেইরূপ। এই শ্রুতিবচনদ্বারা জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের যে তৎকারণরূপে অর্থাৎ সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে থাকার কথা শুনা যায়, সেই ব্রহ্ম মনোবচনের অগোচর বলিয়া অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া, নাম, সম্বন্ধ ইত্যাদি সর্ব্বধর্ম্মবিবর্জ্জিত বলিয়া সেই ব্রহ্মকে, আপনা হইতেই অর্থাৎ বিনা বিচারে, ঘটাদি বস্তুর ন্যায় অনুভব করিতে পারা যায় না; সেইহেতু ব্রহ্মের উপাধি ধরিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক চিহ্ন ধরিয়া ব্রহ্মকে বুঝিতে হয়, যেমন গৃহোপরি উপবিষ্ট আগন্তক কাককে লইয়া গৃহের নির্দ্দেশ হইতে পারে। যেহেতু পঞ্চভূত সেই ব্রহ্মের (বিবর্ত্তরূপ) কার্য্য ‡‡ এবং সেইরূপে ব্রহ্মের উপাধি, সেইহেতু সেই পঞ্চভূতের বিচারদ্বারা ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য উপোদ্ঘাতরূপে পঞ্চভূতের বিচার করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। 'স্বার্থং মনসি নিধায় তদর্থমর্থান্তরবর্ণনমুপোদ্ঘাতম্'। প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে মনে রাখিয়া তাহার প্রতিপাদনের সুবিধার জন্য অগ্রে বিষয়ান্তরের বর্ণনের নাম 'উপোদ্ঘাত'। এস্থলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের প্রতিপাদনের জন্য—শিষ্যবুদ্ধিতে আরোপণ করিবার জন্য, সেই উদ্দেশ্যটিকে মনে রাখিয়া তাহারই সিদ্ধির জন্য পঞ্চভূতের বিচার প্রভৃতিকে উপোদ্ঘাত বলা হইতেছে। ১

অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূতের গুণ ও কার্য্যের বিবরণ

১। আকাশাদির গুণবর্ণন।

সেই প্রসঙ্গে আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে স্ব স্ব গুণদ্বারা যে পরস্পরের ভেদ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য সেই পঞ্চভূতের গুণসমূহের বর্ণন করিতেছেন:—

(ক) পঞ্চভূতের গুণসমূহের নাম ও ভূতোৎপন্ন কার্য্যাদি।

শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধো ভূতগণা ইমে।
একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ॥ ২

* 'সৎ' অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই তিন কালদ্বারা অবাধিত বা অপরিচ্ছিন্ন।

† 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বৃহৎ'—মায়া এবং মায়াকার্য্যাপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থাৎ নিরপেক্ষ ব্যাপক বস্তুর নাম ব্রহ্ম।

‡ 'ছিল' বলিতে যে অতীতকালের সহিত সম্বন্ধ বুঝায়, তাহা কেবল কালসংস্কারযুক্ত শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য। কাল নামক দ্বিতীয় বস্তুর সেইরূপে স্বীকার করা হইল বলিয়া দ্বৈতাপত্তি হইল না।

‡‡ পঞ্চভূতকে যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মের কার্য্য বলা হইল, তাহার অভিপ্রায় এই যে ব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ লইয়াই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত পঞ্চভূতের অন্বয়ব্যতিরেক সম্বন্ধ; ব্রহ্মকে পাইলেই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, না পাইলে নহে। সেই পঞ্চভূত ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ পঞ্চভূতে না থাকিলেও পঞ্চভূত ব্রহ্মকে আকাশকুসুম, শশশৃঙ্গ প্রভৃতি একান্ত অসৎ বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। এইহেতু পঞ্চভূত ব্রহ্মের উপাধি। আবার সেই উপাধির সহিত ব্রহ্মের তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া উভয়ের পরস্পর বিবেকের প্রয়োজন।

অন্বয়—শব্দস্পর্শৌ রূপরসৌ গন্ধঃ ইমে ভূতগুণাঃ (ভবন্তি)। ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই কয়েকটি পঞ্চভূতের গুণ; আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি এবং পাঁচটি গুণ আছে। ('গুণ' শব্দের অর্থ যাহা দ্রব্য বা কর্ম্ম নহে, অথচ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য মাত্রেরই আশ্রিত, তাহা)।

টীকা—ভাল, এই পাঁচটি গুণ কি সকল ভূতেরই আছে অর্থাৎ এক এক ভূতের কি পাঁচ পাঁচ গুণ অথবা এক একটি ভূতের এক একটি গুণ আছে?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন এই উভয় প্রকারই নহে, কিন্তু অন্য এক তৃতীয় প্রকার। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই ইত্যাদি। (তাৎপর্য্য এই—আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আছে)। ২

এক্ষণে সেই অন্য তৃতীয় উপায়রূপ প্রকারান্তর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

প্রতিধ্বনির্বিয়চ্ছব্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্।
অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ ॥ ৩
উষ্ণঃ স্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ।
(খ) পঞ্চভূতের গুণসমূহের বিভাগ।
শীতঃ স্পর্শঃ শুক্লরূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্ ॥ ৪
ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিন্যং স্পর্শ ইষ্যতে।
নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরাম্লাদিকো রসঃ ॥ ৫
সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্বিবেচিতাঃ।

অন্বয়—বিয়চ্ছব্দঃ প্রতিধ্বনিঃ (ভবতি)। বায়ৌ 'বীসী' ইতি শব্দনম্, অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শঃ (ভবতঃ); বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ, উষ্ণঃ স্পর্শঃ, প্রভা রূপম্ (ভবন্তি)। জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ, (পাঠান্তরে বুলুবুলুধ্বনিঃ) শীতঃ স্পর্শঃ, শুক্লম্ রূপম্, রসঃ মাধুর্য্যম্ ঈরিতম্। ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ, কাঠিন্যম্ স্পর্শঃ ইষ্যতে, নীলপীতাদিকম্ চিত্ররূপম্, মধুরাম্লাদিকঃ রসঃ, সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ (ভবন্তি) (ইতি) গুণাঃ সম্যক্ বিবেচিতাঃ।

অনুবাদ—আকাশের এক গুণ, শব্দমাত্র; তাহা প্রতিধ্বনি বা শব্দপ্রতিবিম্ব; বায়ুতে 'বীসী' বা সোঁ সোঁ এই বর্ণাত্মক অনুকরণ শব্দদ্বারা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত

'ধ্বনি'-শব্দ * (১), এবং অনুষ্ণ-অশীত-স্পর্শ (২), এই দুই মাত্র গুণ; অগ্নিতে—'ভুগুভুগু' ধ্বনি-শব্দ (১), উষ্ণ স্পর্শ (২), ও প্রভা-রূপ (৩) এই তিন গুণ। জলে 'চুলুচুলু' (বা বুলু বুলু) এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি-শব্দ (১), শীত-স্পর্শ (২), শুক্ল-রূপ (৩), ও মাধুর্য্য-রস (৪) এই চারিটি গুণ কথিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে 'কড়কড়া' এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি-শব্দ (১), কঠিন-স্পর্শ (২), নীল প্রভৃতি বিচিত্ররূপ (৩), মধুরাম্লাদি রস (৪), সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ এই দুই গন্ধ (৫) এই পাঁচগুণ বর্ত্তমান। এই প্রকারে পঞ্চভূতের সম্যক্ প্রকারে বিচার করা হইল অর্থাৎ গুণদ্বারা পঞ্চভূতের পরস্পর প্রভেদ বিবেচিত হইল।

টীকা—আকাশে এক শব্দই গুণ; আকাশের গুণরূপ সেই শব্দ হইতেছে প্রতিধ্বনিরূপ। বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ আছে। তন্মধ্যে বায়ুতে যে শব্দ আছে, তাহা সেই শব্দের অনুকরণশব্দদ্বারা দেখাইতেছেন—"বীসী ইতি শব্দনম্"—বায়ুতে 'বীসী' (বা সোঁ সোঁ) এই আকারের ধ্বনি-শব্দ আছে। এই প্রকারে অগ্রে, তেজ প্রভৃতির, শব্দের অনুকরণ-শব্দদ্বারা সূচিত ধ্বনিশব্দ আছে, বুঝিয়া লইতে হইবে। সেই বায়ুর স্পর্শের কথা বলিতেছেন—"অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শঃ" ইত্যাদি। বহ্নিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণ আছে। তাহারা যথাক্রমে উল্লিখিত হইতেছে—"বহ্নৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ" ইত্যাদি হইতে "প্রভা-রূপম্" পর্য্যন্ত। জলে শব্দ হইতে রসপর্য্যন্ত চারিটি গুণ আছে; তাহাদের কথা বলিতেছেন—"জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ"—জলে চুলুচুলু (বা বুলুবুলু) এই আকারের শব্দ, "শীত···মাধুর্য্যমীরিতম্"—শীত-স্পর্শ শুক্ল-রূপ ও মধুর-রস—কথিত হইয়া থাকে। পৃথিবীতে শব্দ হইতে আরম্ভ করিয়া গন্ধ পর্য্যন্ত যে পাঁচটি গুণ আছে, তাহাদের কথা বলিতেছেন "ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ"—ইত্যাদি হইতে "সুরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ"—এই পর্য্যন্ত শব্দদ্বারা। পৃথিবীতে সুগন্ধ ও তদ্ভিন্ন অর্থাৎ দুর্গন্ধ এই দুইটি আছে। উল্লিখিত ভূতসমূহের গুণদ্বারা প্রভেদবর্ণনের সমাপ্তি করিতেছেন—"গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ"—পঞ্চভূতের গুণসমূহ সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইল। ৩,৫½

২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণন।

এইরূপে পঞ্চভূতের, গুণানুসারে ভেদ বর্ণন করিয়া, এক্ষণে কার্য্যানুসারে ভেদ বুঝাইবার জন্য সেই সেই ভূতের কার্য্য—জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের প্রথমে বর্ণনা করিতেছেন:—

(ক) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম।

শ্রোত্রং ত্বক্‌চক্ষুষী জিহ্বা ঘ্রাণং চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্॥ ৬

(খ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের স্থান, ব্যাপার, অস্তিত্ব ও স্বভাব।

কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ।
সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো
ধাবেদ্বহির্ম্মুখম্॥ ৭

* শব্দ দুই প্রকার—বর্ণাত্মক (articulate) ও ধ্বন্যাত্মক (inarticulate)। ধ্বন্যাত্মক শব্দকে লিখিয়া প্রকাশ করিতে যাইলেই বর্ণের বা বর্ণাত্মক শব্দের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই। তদ্দ্বারা ধ্বন্যাত্মক শব্দ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না। বর্ণমালার তাহা ন্যূনতা।

অন্বয়--শ্রোত্রম্, ত্বক্‌চক্ষুষী, জিহ্বা চ ঘ্রাণম্—ইন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ; তৎ ক্রমাৎ কর্ণাদিগোলকস্থম্ শব্দাদিগ্রাহকম্ সৌক্ষ্ম্যাৎ কার্য্যানুমেয়ম্ (ভবতি)। তৎ প্রায়ঃ বহির্ম্মুখম্ ধাবেৎ।

অনুবাদ—শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা--এই ইন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্ণ প্রভৃতি গোলকে (স্থূলদেহের বিশেষ বিশেষ অবয়বে) অবস্থিত হইয়া যথাক্রমে শব্দাদির অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক হয়। এই সকল ইন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া, (ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহাদিগের) কার্য্যদ্বারা ইহাদিগের অস্তিত্বের অনুমান করিয়া লইতে হয়। ইহারা প্রায়ই বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয়।

টীকা—ইন্দ্রিয়সমূহ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, কার্য্যলিঙ্গক অনুমানই এ বিষয়ে প্রমাণ, ইহাই বলিতেছেন। কার্য্য অর্থাৎ রূপাদি-জ্ঞানরূপ ব্যাপার হইয়াছে লিঙ্গ বা 'হেতু' যে 'অনুমানে', সেই অনুমানের কথা বলিতেছেন। সেই ইন্দ্রিয়পঞ্চক সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহা আপন কার্য্যরূপ লিঙ্গদ্বারা অর্থাৎ রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানরূপ হেতুদ্বারা অনুমানের সাহায্যে জানিবার যোগ্য। আর সেই রূপের উপলব্ধি বা জ্ঞান করণজনিত; যেহেতু তাহা ক্রিয়া। যাহা যাহা ক্রিয়া তাহা অবশ্যই করণজনিত, যেমন ছেদনক্রিয়া--কাষ্ঠাদিকে কুঠারাদিদ্বারা দ্বিভাগে বিভক্ত করা; সেই ছেদন, ক্রিয়া বলিয়া অবশ্যই কুঠারাদিকরণজনিত। সেইরূপ রূপাদির পরিচ্ছেদক জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান রূপাদিকে রসাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, সেই জ্ঞানও ক্রিয়া বলিয়া অবশ্য করণজনিত। ইহাই ইন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব বিষয়ে অনুমান। এইরূপ জ্ঞানের ন্যায় শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, রসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞানও শ্রোত্র, ত্বক্, জিহ্বা, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ববিষয়ে অনুমানের লিঙ্গ। "সৌক্ষ্ম্যাৎ"—ইন্দ্রিয়সমূহের সূক্ষ্মতাহেতু অর্থাৎ তাহারা অপঞ্চীকৃত ভূতের কার্য্য বলিয়া, তাহাদের দুর্লক্ষ্যতা হেতু। অপঞ্চীকৃত ভূতপঞ্চক সূক্ষ্ম; তাহারা পঞ্চীকৃত স্থূল-ভূতের ও তাহাদের কার্য্যের ন্যায় প্রত্যক্ষ হয় না। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চপ্রাণ, সেই সূক্ষ্মভূতের কার্য্য; এইহেতু তাহারা ইন্দ্রিয়ের বিষয় নহে। এই কারণে তাহাদের অস্তিত্ব অনুমানদ্বারা জানিতে হয়। তাহাদের স্বভাবের কথা বলিতেছেন—"প্রায়ঃ বহির্ম্মুখম্ ধাবেৎ"—সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক সাধারণতঃ বহির্ম্মুখ হইয়া ঘট-পটাদি বাহ্য বিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়। কঠোপনিষদে (৪।১) পঠিত হইয়া থাকে ['পরাঞ্চিখানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভূঃ']—পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে বহির্ম্মুখ করিয়া অর্থাৎ শব্দাদি বাহ্যবিষয়প্রকাশনসমর্থ করিয়া এবং এইরূপে তাহাদিগকে আত্মদর্শনে অসমর্থ করিয়া, তাহাদের বিনাশ করিলেন; কেননা, বহির্ম্মুখতা তাহাদের অহিতকর বলিয়া তাহাদিগকে বহির্ম্মুখ করা এক প্রকার তাহাদের হত্যা। ৬,৭

'তাহারা সাধারণতঃ বহির্ম্মুখ হইয়া ঘট-পটাদি বাহ্যবিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়'—ইহার দ্বারা যে সূচিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয় কোন কোন সময়ে আভ্যন্তর বিষয়ও গ্রহণ করে, সেই আভ্যন্তরবিষয়গ্রাহকতা দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন :—

কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রূয়তে শব্দ আন্তরঃ।
(গ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ আভ্যন্তর বিষয়েরও গ্রাহক। প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ জলপানেঽন্নভক্ষণে ॥ ৮
ব্যজ্যন্তে হ্যান্তরাঃ স্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ।
উদ্গারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥ ৯

অন্বয়—কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ (যঃ) আন্তরঃ শব্দঃ (অস্তি, সঃ) শ্রূয়তে। জলপানে অন্নভক্ষণে চ আন্তরাঃ স্পর্শাঃ (অভি-) ব্যজ্যন্তে হি। মীলনে চ আন্তরম্ তমঃ (উপলভ্যতে); উদ্গারে চ রসগন্ধৌ (গৃহ্যেতে)। ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরগ্রহঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—কিন্তু কোন সময়ে কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিলে প্রাণবায়ুতে ও জাঠরাগ্নিতে যে আভ্যন্তর শব্দ আছে, তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। জলপান করিলে এবং অন্নভক্ষণ করিলে শীতোষ্ণাদিরূপ আভ্যন্তর স্পর্শ পরিস্ফুট হয়। চক্ষুনিমীলন করিলে ভিতরের অন্ধকার, এবং উদ্গার উঠিলে ভিতরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয়। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ আভ্যন্তরীণ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

টীকা—"কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে"—কোনও সময়ে কর্ণের অপিধান বা হস্তাদির দ্বারা দৃঢ়ভাবে আচ্ছাদন করিলে পর, "প্রাণবায়ৌ জাঠরাগ্নৌ চ"—প্রাণবায়ুতে এবং জাঠরাগ্নিতে বিদ্যমান (আন্তর শব্দ শ্রুত হয়)। "জলপানে অন্নভক্ষণে চ"—জলপান করিবার কালে এবং অন্নভক্ষণসময়ে, "আন্তরঃ স্পর্শঃ (অভি-) ব্যজ্যন্তে"—আভ্যন্তরীণ স্পর্শসকল অভিব্যক্ত হয়। (আভ্যন্তরীণ রূপাদি দেখাইতেছেন)—"মীলনে চ আন্তরং তমঃ"—চক্ষু নিমীলিত করিলে অভ্যন্তরের অন্ধকারের উপলব্ধি হয়। "উদ্গারে চ রসগন্ধৌ (গৃহ্যেতে)"—উদ্গার উঠিলে অভ্যন্তরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয়। "ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরগ্রহঃ"—এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সমূহের আভ্যন্তর বিষয়ের গ্রহণ বা অনুভব হয়। 'অক্ষাণাম্'—এই শব্দে কর্তৃকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, যেমন 'রামের বনগমন' এইস্থলে 'রাম' 'গমন' ক্রিয়ার কর্ত্তা এবং 'বন' হইতেছে গমন ক্রিয়ার কর্ম্ম, সেইরূপ 'আন্তর বিষয়' হইতেছে গ্রহণ ক্রিয়ার কর্ম্ম এবং 'ইন্দ্রিয়' হইতেছে সেই গ্রহণ ক্রিয়ার কর্ত্তা। ৮, ৯

৩। পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের বর্ণন।

এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বর্ণনা করিলেন; তদনন্তর যাঁহারা কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই নৈয়ায়িকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই অস্তিত্বের সমর্থকহেতুস্বরূপ তাহাদের ব্যাপারসমূহ বর্ণনা করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপার। পঞ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ।
কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চস্বন্তর্ভবন্তি হি ॥ ১০

অন্বয়—উক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ (ইতি) পঞ্চ ক্রিয়াঃ (প্রসিদ্ধাঃ ভবন্তি)। কৃষিবাণিজ্যসেবাদ্যাঃ পঞ্চসু হি অন্তর্ভবন্তি।

অনুবাদ—সেই পাঁচটি ক্রিয়া—ভাষণ, গ্রহণ, গমন, মলোৎসর্গ ও আনন্দ বা মৈথুন, সর্ব্বজনবিদিত। কৃষিবাণিজ্যসেবাদি সকল কর্ম্ম এই পাঁচটির অন্তর্গত।

টীকা—উক্তি, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ এই পাঁচটি শব্দের দ্বন্দ্বসমাস। সেই ভাষণ, আদান, গমন, মলত্যাগ ও মৈথুন নামক পাঁচটি ক্রিয়া প্রসিদ্ধ অর্থাৎ সর্ব্বজনবিদিত; এইরূপে "প্রসিদ্ধ" এই শব্দের অধ্যাহার করিয়া অর্থ করিতে হইবে। (শঙ্কা) ভাল, কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতি আরও আরও কর্ম্ম ত' রহিয়াছে; তাহা হইলে কিহেতু বলা হইল, সেই ক্রিয়া পাঁচটি বৈ নহে? (সমাধান) কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, ধাবন, আকুঞ্চন, প্রসারণ ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া উক্ত পাঁচটি ক্রিয়ারই অন্তর্গত। ১০

ভাল, কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় (যথাক্রমে) ঐ সকল ক্রিয়া উৎপাদন করে? এইহেতু বলিতেছেন :—

(খ) কর্ম্মেন্দ্রিয়গণের নাম, অস্তিত্বে প্রমাণ ও স্থান।

বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈরক্ষৈস্তৎক্রিয়াজনিঃ।
মুখাদিগোলকেষ্বাস্তে তৎকর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্॥ ১১

অন্বয়—বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈঃ অক্ষৈঃ তৎক্রিয়াজনিঃ (ভবতি)। তৎ কর্ম্মেন্দ্রিয়-পঞ্চকম্ মুখাদিগোলকেষু আস্তে।

অনুবাদ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা সেই সেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। সেই কর্ম্মেন্দ্রিয় পাঁচটি মুখাদি গোলকে (অভিব্যক্তিস্থানে বা আধারে) অবস্থিত।

টীকা—"বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থৈঃ অক্ষৈঃ"—বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা, "তৎ-ক্রিয়াজনিঃ (ভবতি)"—সেই সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়। 'ভবতি' এই ক্রিয়াপদের অধ্যাহার করিয়া অর্থ করিতে হইবে। এস্থলেও একটি কার্য্যলিঙ্গক অনুমান আছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে—যথা, বচনরূপ ক্রিয়া করণজনিত (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা ক্রিয়া (হেতু); যেমন ছেদনাদি ক্রিয়া, (উদাহরণ)। সেই কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের স্থানসমূহ বর্ণনা করিতেছেন :—"মুখাদিগোলকেষু আস্তে"—সেই সকল ইন্দ্রিয় 'মুখাদি' গোলকে অবস্থান করে। এস্থলে মুখাদি বলিতে কর, চরণ, মলদ্বারচ্ছিদ্র ও শিশ্নচ্ছিদ্র লক্ষিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে। ১১

৪। মনের বর্ণন।

এক্ষণে উক্ত দশেন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত মনের কার্য্য ও স্থান প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ক) মনের কার্য্য, স্থান ও অন্তরেন্দ্রিয়রূপতা।

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্।
তচ্চান্তঃকরণং বাহ্যেম্বস্বাতন্ত্র্যাদ্বিনেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১২

অন্বয়—দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষম্ মনঃ হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ (ভবতি); তৎ চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা বাহ্যেষু অস্বাতন্ত্র্যাৎ অন্তঃকরণম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—উক্ত দশপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন হৃৎপদ্মরূপ গোলকে অবস্থিত। সেই মন, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যব্যতিরেকে বাহ্য শব্দাদিবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া সেই স্বতন্ত্রতাভাববশতঃ মনকে অন্তঃকরণ বা আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় বলা হয়।

টীকা—"হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্"—মন একই সময়ে সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত থাকিলেও, হৃদয় (heart) মনের প্রধান নিবাসস্থান বলিয়া মনকে হৃৎপদ্মগোলকে অবস্থিত বলা হইল। (সেই হৃদয় বা heart দেখিতে অধোমুখ পদ্মকোরকসদৃশ)। কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোক কক্ষমধ্যে ব্যাপ্ত থাকিলেও দীপশিখাকেই যেমন তাহার মুখ্যস্থান বলা হয়, ইহাও সেইরূপ। মনকে কেন অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়, তদ্বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন—"তৎ চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ১২

মন যে দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষরূপ, এই কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন:—

(খ) মন দশ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ ও সত্ত্বাদি গুণত্রয়যুক্ত।

অক্ষেম্বর্থার্পিতেম্বেতদ্ গুণদোষবিচারকম্।
সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥ ১৩

অন্বয়—অক্ষেষু অর্থার্পিতেষু এতৎ গুণদোষবিচারকম্ (ভবতি)। সত্ত্বম্ রজঃ তমঃ চ অস্য গুণাঃ ভবন্তি; হি (যতঃ) তৈঃ (গুণৈঃ) বিক্রিয়তে।

অনুবাদ—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যখন আপন আপন বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তখন এই মন সেই সেই বিষয়ের গুণদোষের বিচারক হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মনের গুণ, যেহেতু এই তিন গুণবশতঃই মন বৈরাগ্যাদি বিবিধ প্রকারের বিকারপ্রাপ্ত হয়।

টীকা—"অক্ষেষু অর্থার্পিতেষু (সৎসু)"—ইন্দ্রিয়সকল অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রূপাদি নিজ নিজ বিষয়ে স্থাপিত হইলে, "এতৎ গুণদোষবিচারকম্ (ভবতি)"—এই মন 'ইহা সমীচীন, ইহা অসমীচীন' ইত্যাদিরূপে গুণদোষবিচারক হইয়া থাকে। এইরূপ বলিবার তাৎপর্য্য এই যে—আত্মা অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ যে চৈতন্যের উপাধি, সেই চৈতন্য, জ্ঞানমাত্রেই প্রমাতা বা সকল জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া, তাহা সকল জ্ঞানবিষয়ে সাধারণ (কারণ); আর চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি বিষয়ের জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহাদের অন্য কোনও কার্য্য অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত আত্মা এবং বর্ণিত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা রূপাদিবিষয়গত গুণদোষের বিচার সম্ভবপর হয়

না, কিন্তু সেই গুণদোষবিচার স্পষ্টই প্রতীত হয়, এবং তাহা প্রকারান্তরে উপপন্ন হয় না বলিয়া, অবশেষে মনকেই সেই গুণদোষবিচারের কারণ বলিয়া মানিতে হয়। যেমন, কোনও পুষ্টদেহ পুরুষ দিবাভাগে ভোজন করে না, ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গেলে সেই পুষ্টতা ভোজনরূপ কারণ বিনা কারণান্তরদ্বারা সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহার রাত্রিকালীন ভোজন কল্পনা করিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ। সেই পুষ্টতার অসম্ভবতাজ্ঞানকে ন্যায়শাস্ত্রে 'অর্থাপত্তি-প্রমাণ' বলে এবং রাত্রিভোজনরূপ যথার্থ জ্ঞানকে 'অর্থাপত্তি-প্রমা' বলে। মন—বৈরাগ্য, কাম প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট, ইহা দেখাইবার জন্য মন যে সত্ত্বাদি গুণবিশিষ্ট তাহা বলিতেছেন—"সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্য" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সেই সত্ত্বাদি যে মনের গুণ তদ্বিষয়ে হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন—"হি তৈঃ বিক্রিয়তে"—যেহেতু, সেই সেই সত্ত্বাদি গুণদ্বারা মন বৈরাগ্যাদি বিকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। ১৩

সত্ত্বাদি গুণবশতঃই মনের বিকারশীলতা, ইহাই দেখাইতেছেন :

(গ) গুণভেদবশতঃই মনের বিবিধ বৃত্তিরূপে বিকারপ্রাপ্তি।

বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ।
কামক্রোধৌ লোভযত্নাবিত্যাদ্যা রজসোত্থিতাঃ ॥১৪
আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যা বিকারাস্তমসোত্থিতাঃ।১৪$\frac{1}{2}$

অন্বয় বৈরাগ্যম্ ক্ষান্তিঃ ঔদার্য্যম্ ইত্যাদ্যাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ (ভবন্তি)। কামক্রোধৌ লোভযত্নৌ ইত্যাদ্যাঃ রজসা উত্থিতাঃ (ভবন্তি)। আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাদ্যাঃ বিকারাঃ তমসা উত্থিতাঃ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি শান্তবৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের সত্ত্বগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রযত্ন ইত্যাদি ঘোর বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের রজোগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়। আলস্য, ভ্রান্তি, তন্দ্রা প্রভৃতি মূঢ়বৃত্তিসমূহ অন্তঃকরণের তমোগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়।*

টীকা—অর্থ স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইল না। ১৪, ১৪$\frac{1}{2}$

বৈরাগ্যাদি বৃত্তিসমূহের কার্য্যসকল বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন; এই বৈরাগ্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ বুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়া অন্তঃকরণাদি সকলের অর্থাৎ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহের এবং ইন্দ্রিয়াদির নিয়ামক বা প্রভুর বর্ণনা করিতেছেন :—

(ঘ) গুণবিকারসমূহের ফলের বর্ণন, এবং অন্তঃকরণাদির নিয়ামক চিদাভাসের বর্ণন।

সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাপোৎপত্তিশ্চ রাজসৈঃ ॥১৫
তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণং ভবেৎ।
অত্রাহংপ্রত্যয়ী কর্ত্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ ॥১৬

* গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৭—১১ শ্লোকে বর্ণিত জ্ঞানের লক্ষণসমূহ এবং ষোড়শাধ্যায়ে বর্ণিত দৈবীসম্পৎ —সত্ত্বগুণোৎপন্ন। ষোড়শাধ্যায়ের 'আসুরী সম্পদে'র অন্তর্গত কতকগুলি রজোগুণোৎপন্ন ও কতকগুলি তমোগুণোৎপন্ন। (রত্নপিটকগ্রন্থাবলীর) "জীবন্মুক্তিবিবেক"— ৯৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

অন্বয়—সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ (ভবতি) চ রাজসৈঃ পাপোৎপত্তিঃ (ভবতি), তামসৈঃ ন উভয়ম্ কিন্তু বৃথায়ুঃক্ষপণম্ ভবেৎ। অত্র "অহম্" ইতি প্রত্যয়ী কর্ত্তা, এবম্ লোকব্যবস্থিতিঃ।

অনুবাদ—সত্ত্বগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পুণ্যার্জ্জন হয়, রজোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পাপোৎপত্তি হয়। তমোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা, তদুভয়ের কোনটিই হয় না, অর্থাৎ পুণ্য, পাপ কিছুই হয় না, বৃথা আয়ুক্ষয় হয় মাত্র। ইহাদের মধ্যে যাহাতে "অহম্" (আমি) এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহাই কর্ত্তা। লোকব্যবহারেও ঠিক এইরূপ নিয়ম।

টীকা—"অহম্প্রত্যয়ী"—এই অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসমূহের মধ্যে যাহা 'আমি' এইরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট, তাহাই কর্ত্তা বা প্রভু, ইহাই অর্থ। ইহা বস্তুতঃ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহে অহম্প্রত্যয়বিশিষ্ট আভাসযুক্ত অহঙ্কার। "লোকব্যবস্থিতিঃ"—যেহেতু লোকব্যবহারে কার্য্যের কর্ত্তাকে 'স্বামী' বলা হইয়া থাকে অথবা এইরূপে সংসারপ্রবাহ নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ১৫, ১৬

৫। জগৎ দ্বিতীয়শ্লোকোক্ত ভূতসমূহের কার্য্য—এইরূপে নিশ্চয়।

এই প্রকারে সংসারের স্থিতি বা ব্যবহারের কথা বলিয়া অথবা সংসারপ্রবাহ-নির্ব্বাহের কথা বলিয়া, সেই সংসার যে ভৌতিক, তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন :—

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিস্ফুটম্।
অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্য্যতাম্॥ ১৭

অন্বয়—স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বম্ অতিস্ফুটম্ (ভবতি), অক্ষাদৌ অপি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ তৎ অবধার্য্যতাম্।

অনুবাদ—স্পষ্ট শব্দাদিযুক্ত বস্তুসমূহের ভৌতিকতা অর্থাৎ তাহারা যে পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইন্দ্রিয়াদিবিষয়েও শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে তাহাদের ভৌতিকতা নিশ্চয় করিয়া লইবে।

টীকা—"স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু"—স্পষ্ট যে শব্দস্পর্শাদিগুণ, সেই সকল গুণের সহিত যুক্ত বা মিলিত যে ঘটাদি বস্তু তাহাতে, "ভৌতিকত্বম্"—ভূতকার্য্যতা, "অতিস্ফুটম্"—স্পষ্টই বুঝা যায় অর্থাৎ (অর্থাপত্তিপ্রমাণের সাহায্যে) উৎপাদ্যবস্তুর গুণ দেখিয়া তদ্‌গুণযুক্ত উৎপাদক বস্তুকে ধরা যায়। আকাশের শব্দ বায়ুতে দেখিয়া বায়ুকে আকাশের কার্য্য বলিয়া ধরা যায়। সেইরূপ বায়ুর স্পর্শগুণ তেজে দেখিয়া তেজকে বায়ুর কার্য্য বলিয়া বুঝা যায়। এইরূপ উত্তরোত্তর বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপে পঞ্চভূতের গুণযুক্ত ঘটাদি বস্তু যে পঞ্চভূতের কার্য্য, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। (শঙ্কা) ভাল, ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে, তাহারা যে ভূতকার্য্য, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় করা যাইবে? (সমাধান) আগম ও অনুমানদ্বারা তাহার নিশ্চয় হয় এই কথাই বলিতেছেন :—"অক্ষাদৌ অপি"—'ইন্দ্রিয়াদি

বিষয়েও' ইত্যাদি। এস্থলে 'আদি' শব্দদ্বারা মন, প্রাণ, দেহ ও মনোবৃত্তি বুঝিতে হইবে।* আগম বা শাস্ত্র এই—['অন্নময়ং হি সৌম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ; তেজোময়ী বাক্'—ছান্দোগ্য উ, ৬।৫।৪]—হে সৌম্য, মন নিঃসন্দেহ অন্নময় অর্থাৎ অন্নের স্থূলাংশ বা পৃথিবী হইতে যেমন বিষ্ঠা, মধ্যমাংশ রস হইতে মাংস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অন্নের সূক্ষ্মাংশ পুণ্যপাপ হইতে মন হয়; দধি হইতে তাহার সূক্ষ্মাংশ যেমন নবনীতরূপে উৎপন্ন হয়, সেইরূপ। শিশু অন্নভক্ষণ করিতে শিখিলে তাহার মন বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং কেহ অন্ন ভক্ষণ না করিলে, তাহার মন ক্ষীণ হইতে থাকে। সেইহেতু মন হইতেছে অন্নময়।† প্রাণ হইতেছে আপোময় (অম্ময়) অর্থাৎ পীতজলের স্থূলভাগ হইতে যেমন মূত্র, মধ্যমভাগ হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জলের সূক্ষ্মভাগ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। বাক্ হইতেছে তেজোময় অর্থাৎ ভুক্ত ঘৃতাদি তৈজস পদার্থের স্থূলভাগ হইতে যেমন অস্থি উৎপন্ন হয়, মধ্যমভাগ হইতে মেদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভুক্ত তৈজস পদার্থের সূক্ষ্মভাগ হইতে বাণী উৎপন্ন হয়। বাগিন্দ্রিয়ের ন্যায় অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক বুঝিতে হইবে। তদ্বিষয়ক 'অনুমান' এই—বিবাদাস্পদ যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় তাহা অবশ্য ভূতগণেরই কার্য্য—'প্রতিজ্ঞা'; যেহেতু, তাহারা ভূতগণের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী অর্থাৎ ভূতের সত্তায় ইন্দ্রিয়ের সত্তা, ভূতের অভাবে ইন্দ্রিয়ের অভাব। যাহা যে বস্তুর সহিত অন্বয় ও ব্যতিরেকের নিয়মানুসারী, তাহা সেই বস্তুর কার্য্য, ইহা দেখা গিয়াছে; যেমন মৃত্তিকার সহিত অন্বয়ব্যতিরেক-নিয়মানুসারী ঘট, মৃত্তিকারই কার্য্য দেখা গিয়াছে; সেইরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও ভূতের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী, সেইহেতু সেই প্রকার ভূতের কার্য্য। "হে সৌম্য এই পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মা, ষোড়শকলাবান্" ইত্যাদি বচনদ্বারা ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও (৬।৭।১) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মন ভূতগণের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী, অর্থাৎ প্রশ্নোপনিষদে (৬।৪) যে ষোড়শকলা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মনকেও ধরা হইয়াছে, যথা:- প্রাণ, শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, (দশ) ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন,

---

* জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চকের এক একটি এক এক ভূতের গুণের গ্রাহক; যেমন, শ্রোত্রেন্দ্রিয় আকাশের শব্দগুণের গ্রাহক। এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল ভূতপঞ্চকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কার্য্য, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়। তন্মধ্যে ত্বক্ ও চক্ষু যথাক্রমে স্পর্শ ও রূপের গ্রাহক হইয়া, সেই সেই গুণের আশ্রয় ঘটাদি ও দীপাদিরও গ্রাহক; আর শ্রোত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, যথাক্রমে কেবলমাত্র শব্দ, রস ও গন্ধের গ্রাহক। এইরূপ কিছু প্রভেদ আছে। কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের এক একটি, এক এক ভূতের গুণের নির্ব্বাহক। যেমন, বাগিন্দ্রিয়ের ক্রিয়া, আকাশের শব্দগুণের উৎপাদননির্ব্বাহক। পাণির গ্রহণ ক্রিয়া, বায়ুর স্পর্শগুণের গ্রহণনির্ব্বাহক। পাদের গমন ক্রিয়া, রূপগুণের গ্রহণের নির্ব্বাহক। (রূপ দর্শনবহির্ভূত হইলে, লোকে পায়ে হাঁটিয়া রূপ গ্রহণের জন্য নিকটবর্ত্তী হয়)। উপস্থের রসত্যাগক্রিয়া জলের রসগুণের ত্যাগের নির্ব্বাহক। এইরূপে ভূতপঞ্চকের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কার্য্য, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়।

তবে জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ভূতপঞ্চকের এক একটির সত্ত্বগুণের কার্য্য; কর্ম্মেন্দ্রিয়পঞ্চক ভূতপঞ্চকের এক একটির রজোগুণের কার্য্য। মন সর্ব্বেন্দ্রিয়সমানীত জ্ঞানের গ্রাহক বলিয়া পাঁচটি ভূতেরই সত্ত্বগুণের কার্য্য, এইরূপ প্রভেদের নিশ্চয় হয়।

† সবিস্তর ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে দ্রষ্টব্য।

বীর্য্য, তপঃ, মন্ত্র, কর্ম্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গাদি) ও নাম (দেবদত্তাদি) এবং সেই মন সমষ্টিপ্রাণের (সম্মিলিত ভূতসূক্ষ্মের) কার্য্য বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইহেতু মন ভূতগণের সহিত অন্বয়ব্যতিরেকনিয়মানুসারী। অন্যত্র অর্থাৎ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও প্রাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ১৭

"হে সৌম্য ! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একই অদ্বিতীয় সৎ (কারণস্বরূপ) ছিল" এই শ্রুতিদ্বারা 'সৎ অদ্বিতীয়ে'র প্রতিপাদন

১। উক্ত শ্রুতির অর্থ।

এইরূপে ভূতসমূহ ও ভৌতিকপদার্থসমূহকে বিভাগপূর্ব্বক দেখাইয়া, এই প্রকরণের আদিতে উল্লিখিত "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ"—'হে সৌম্য এই জগৎ আগে সৎকারণ রূপই ছিল' এই অদ্বিতীয়ব্রহ্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে, সেই শ্রুতিবচনের অন্তর্গত 'ইদম্' পদের অর্থ বলিতেছেন :

(ক) তদন্তর্গত "ইদম্" বা 'এই' শব্দের অর্থ।

একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্যা শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।
যাবৎ কিঞ্চিদ্ ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ॥ ১৮

অন্বয়—একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ, যুক্ত্যা, শাস্ত্রেণ অপি যাবৎ কিঞ্চিৎ জগৎ অবগম্যতে, এতৎ "ইদম্"-শব্দোদিতম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা, অনুমান প্রভৃতি যুক্তিদ্বারা, এবং শব্দপ্রমাণদ্বারা যত কিছু জগৎপ্রপঞ্চ অবগত হওয়া যায়, সেই সমস্তই উক্ত শ্রুতিবাক্যস্থ 'ইদম্'-পদের অর্থ।

টীকা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয় ও মন লইয়া এগারটি ইন্দ্রিয়। তন্মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়রূপ করণদ্বারা প্রত্যক্ষপ্রমার বিষয় শব্দাদি পাচটির গ্রহণ হয়। পাচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়-দ্বারা ভাষণ, গ্রহণ প্রভৃতি সকল প্রকার ক্রিয়া ও সেই সেই ক্রিয়ার বিষয়—বক্তব্য, গ্রহীতব্য ইত্যাদির গ্রহণ হয়। মনদ্বারা, মানসপ্রত্যক্ষ,—আভ্যন্তরবিষয় সুখ, দুঃখ প্রভৃতির, এবং প্রত্যক্ষপ্রমা, অনুমিতিপ্রমা ইত্যাদিরূপ সকল প্রকার বস্তুর জ্ঞানেরও গ্রহণ হয়। 'অপি'(ও)-শব্দদ্বারা 'অর্থাপত্তি' প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রমাণত্রয়কে ও প্রমাণবিষয়ক জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ (১) উপমিতিপ্রমার বিষয় উপমেয় (গবয়রূপ) পদার্থ, (২) অর্থাপত্তি-প্রমার বিষয় (অদিবাভোজী) স্থূলকায় ব্রাহ্মণের রাত্রিভোজনরূপ উপপাদক, এবং (৩) অভাবপ্রমার বিষয় পাচ প্রকার অভাব এবং সকল প্রমাণই যে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, সেই জ্ঞানকে এবং প্রমাণরূপ প্রপঞ্চকেও বুঝিতে হইবে। এই সকলদ্বারা "যাবৎ কিঞ্চিৎ জগৎ অবগম্যতে"—যাহা কিছু জগৎ (প্রপঞ্চ) অবগত হওয়া যায়, তৎসমুদায়ই, "সদেব সৌম্য" ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত 'ইদম্' (এই) পদদ্বারা সূচিত হইতেছে। যদ্যপি ('ইদম্') 'এই' শব্দদ্বারা বর্ত্তমানকালের ও সম্মুখবর্ত্তী দেশের সহিত সম্বদ্ধ বস্তুকে বুঝায়

এবং তাহা হইলে 'ইদম্' শব্দের ঐরূপ অর্থ বাধিত হয় অর্থাৎ 'ইদম্' শব্দদ্বারা সকল প্রমাণজনিত জ্ঞানের বিষয় পরোক্ষ, অপরোক্ষ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালসম্বন্ধ সকল প্রপঞ্চকে বুঝান যায় না, তথাপি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরের অথবা সর্ব্বজ্ঞ উদ্দালক মুনির দৃষ্টিতে, (বর্ত্তমানাধ্বার, অতীতাধ্বার ও অনাগতাধ্বার*) সকল পদার্থ ই অপরোক্ষ এবং সেই-হেতু পুরোবর্ত্তিদেশাবস্থিতের ন্যায় এবং সকল সময়েই একরসরূপে প্রকাশমান বলিয়া বর্ত্তমানতুল্য। আর শ্রীভগবানও বলিতেছেন—'বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি' ইত্যাদি; হে অর্জ্জুন, যে সকল পদার্থ একেবারে অতীত হইয়া গিয়াছে, যাহারা বর্ত্তমান রহিয়াছে এবং যাহারা ভবিষ্যতে আসিবে, তৎসমুদয়ই, আমি 'বেদ' —জানিতেছি। এইরূপে ঈশ্বরদ্বারা অথবা উদ্দালক মুনিদ্বারা উচ্চারিত, উক্ত 'ইদম্' শব্দ সর্ব্বকালসম্বন্ধী ও সর্ব্বদেশসম্বন্ধী পদার্থকে বুঝাইতে পারে, তাহাতে বাধা হয় না। ১৮

"ইদম্" শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে সেই শ্রুতিবচনটি অক্ষর ধরিয়া পাঠ না করিয়া অর্থ ধরিয়া পাঠ করিতেছেন—

(খ) প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ।

ইদং সর্ব্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্।
সদেবাসীন্নামরূপে নাস্তামিত্যারুণের্বচঃ॥ ১৯

অন্বয়—ইদম্ সর্ব্বম্ সৃষ্টেঃ পুরা একম্ এব অদ্বিতীয়কম্ সৎ এব আসীৎ, নামরূপে ন আস্তাম্ ইতি আরুণেঃ বচঃ।

অনুবাদ—প্রতীয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয়রূপ সৎকারণই ছিল, নামরূপ ছিল না। ইহাই আরুণির বচন।

টীকা—"আরুণিঃ" -অরুণ নামক ঋষির পুত্র আরুণি বা উদ্দালক। শ্বেতকেতুনামক পুত্রের প্রতি পিতা উদ্দালকের বচন। (ছান্দোগ্য উপ, ৬।২।১)। ১৯

উক্ত শ্রুতিবচনে 'এক', 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিনটি শব্দের প্রয়োগদ্বারা সদ্বস্তুতে সম্ভাবিত স্বগতাদিভেদত্রয়† নিবারণ করিবার জন্য লোকব্যবহারে যে উক্ত তিনটি ভেদ আছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন:—

(গ) ব্যবহারে স্বগতাদি তিনপ্রকার ভেদের নির্ণয়।

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ।
বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥ ২০

অন্বয়—বৃক্ষস্য পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ স্বগতঃ ভেদঃ (ভবতি), বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ঃ (ভেদঃ ভবতি), শিলাদিতঃ বিজাতীয়ঃ (ভেদঃ ভবতি)।

অনুবাদ—পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি অবয়ব হইতে অবয়বী বৃক্ষের যে ভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। সেই বৃক্ষে অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ, তাহার

* যোগমণিপ্রভার ১১৯ পৃষ্ঠায় কৈবল্যপাদ—১২শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

† এই প্রকরণে প্রথম শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নাম সজাতীয় ভেদ; আর শিলা প্রভৃতি হইতে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ।

টীকা—পরস্পর অভাবের নাম ভেদ; ভেদদ্বারা পৃথক্‌করণ সাধিত হয়। যেমন, ঘট ও পটে একে অপরের অভাব। তন্মধ্যে তাহারা পরস্পর ভেদের আশ্রয় বা 'অনুযোগী' হইতে পারে এবং পরস্পর ভেদের নিরূপক বা প্রতিযোগী হইতে পারে। একটি 'অনুযোগী' হইলে অপরটি 'প্রতিযোগী'।

'স্বগত' শব্দের অর্থ অবয়ব বা অঙ্গ। তদ্দ্বারা নিরূপিত যে ভেদ, তাহার নাম স্বগত ভেদ। যেমন কোনও শূদ্রের আপনার হস্তপাদাদি অঙ্গ হইতে যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ; শূদ্রান্তর হইতে অর্থাৎ সমানজাতিবিশিষ্টের দ্বারা কৃত যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ; ব্রাহ্মণাদি হইতে অর্থাৎ বিরুদ্ধজাতিবিশিষ্টের দ্বারা নিরূপিত যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ। ২০

এইরূপে অনাত্ম বস্তুতে তিনটি ভেদ থাকে, ইহা বুঝাইলেন; সদ্বস্তুতেও অর্থাৎ আত্মাতেও সেই তিনটি ভেদ থাকিবার সম্ভাবনা। শ্রুতি 'এক', 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিনটি পদদ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ করিতেছেন:—

(ঘ) শ্রুত্যুক্ত পদত্রয়ের দ্বারা সদ্বস্তুতে সম্ভাবিত উক্ত ভেদত্রয়ের নিষেধ।

তথা সদ্বস্তুনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে।
ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্ত্রিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ২১

অন্বয়—তথা সদ্বস্তুনঃ প্রাপ্তম্ ভেদত্রয়ম্ ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈঃ ত্রিভিঃ ক্রমাৎ নিবার্য্যতে।

অনুবাদ—সেইরূপ সদ্বস্তুতেও উক্ত তিন প্রকার ভেদ থাকিতে পারে, এইহেতু শ্রুতি, 'একত্ব', 'অবধারণ' (নিশ্চয়) এবং 'দ্বৈতের নিষেধ' বোধক, যথাক্রমে 'এক', 'এব' ও 'অদ্বিতীয়' এই তিন পদদ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ করিতেছেন। ২১

সদ্বস্তুসম্বন্ধে স্বগত ভেদের আশঙ্কা উঠিতেই পারে না; কেননা, সেই সদ্বস্তু নিরবয়ব। এই কথাই বলিতেছেন:—

(ঙ) সদ্বস্তুতে স্বগতভেদের খণ্ডন।

সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্যানিরূপণাৎ।
নামরূপে ন তস্যাংশৌ তয়োরদ্যাপ্যনুদ্ভবাৎ ॥ ২২

অন্বয়—সতঃ অবয়বাঃ ন শঙ্ক্যাঃ, তদংশস্য অনিরূপণাৎ; নামরূপে তস্য অংশৌ ন (ভবতঃ); তয়োঃ অদ্য অপি অনুদ্ভবাৎ।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর স্বগত ভেদ বা অবয়ব আছে, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতেই পারে না, কেননা, তাহার অংশ হইতে পারে, এই নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে

না। আর নাম ও রূপ এই দুইটি তাহার অংশ নহে, কেননা, সেই দুইটি আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত উৎপন্নই হয় নাই।

টীকা—সদ্বস্তুর যে অবয়ব থাকিতে পারে না, তাহা দেখাইতেছেন। সদ্বস্তু যদি জড় হইত, তবে সাবয়ব হইতে পারিত। আর সদ্বস্তুকে যদি জড় বলা যায়, তবে তাহা জড় বলিয়া বিনাশী হইবেই; কেননা, দেখা যায়, যাহাই জড় তাহাই বিনাশী, যেমন ঘট, পট। এইরূপ অনুমানপ্রমাণদ্বারা সদ্বস্তু বিনাশী হইয়া পড়ে বলিয়া তাহার আর সদ্রূপতা থাকে না, অসদ্রূপতা আসিয়া পড়ে। এইহেতু সদ্বস্তু জড় নহে, তাহা চেতন। আবার যদি সেই চেতনরূপ সদ্বস্তুকেই সাবয়ব বল, তবে জিজ্ঞাসা করি, সেই সদ্বস্তুর অবয়ব চেতন বা অচেতন (বা জড়)? যদি বল চেতন, তবে জিজ্ঞাসা করি, তাহা সেই সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? যদি তাহাকে ভিন্ন বল, তবে অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে; আর যদি বল, সেই অবয়ব সদ্বস্তু হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে সেই সদ্বস্তুর সহিত তাহার অবয়ব-অবয়বী সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার যদি সেই অবয়বকে অচেতন বা জড় বল, তাহা হইলে সেই জড় অবয়বদ্বারা বিরচিত সেই সদ্বস্তুও জড় হইবে, কেননা, নিয়ম রহিয়াছে—'কারণগুণাঃ হি কার্য্যগুণান্ আরভন্তে'—কারণের গুণদ্বারাই কার্য্যের গুণ নিরূপিত হয়। জড় সূত্রের দ্বারা জড় বস্ত্র বিরচিত হয়; তাহা কখন চেতন হইতে পারে না। এইরূপে পূর্ব্বোক্ত অনুমানদ্বারা সেই জড় 'সদ্বস্তুর' বিনাশিত্বই আসিয়া পড়ে এবং তাহা হইলে তাহা আর সদ্রূপ থাকে না। এইহেতু সদ্বস্তুর অবয়ব আছে, এরূপ নির্দ্ধারণ করা যায় না।

(শঙ্কা) ভাল, এই যে তাহাকে 'সৎ' এই নাম দিয়া অভিহিত করা হইতেছে, তাহা হইলে 'তাহার নাম নাই'—ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? (সমাধান) তদুত্তরে বলি এই নাম ব্যবহার-সাধনের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে মাত্র। আর তাহার যে রূপ নাই, একথা শ্রুতি 'অস্থূল', 'অনণু', 'অহ্রস্ব', 'অদীর্ঘ' ইত্যাদি পদদ্বারা জানাইতেছেন।

নাম ও রূপ সদ্বস্তুর অবয়ব কেন হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেই দুইটি, সদ্বস্তুর অবয়ব বা অংশ হইতে পারে না, কেননা, সৃষ্টির পূর্ব্বে সেই দুইটি আদৌ ছিল না। এই কথাই বলিতেছেন—'আর নাম ও রূপ এই দুইটি ছিল না।' ২২

ভাল, নাম ও রূপ ছিল না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নামরূপোদ্ভবস্যৈব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা।
ন তয়োরুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিরংশং যথা বিয়ৎ ॥ ২৩

অন্বয়—নামরূপোদ্ভবস্য এব সৃষ্টিত্বাৎ সৃষ্টিতঃ পুরা তয়োঃ উদ্ভবঃ ন, তস্মাৎ যথা বিয়ৎ তথা সৎ (ব্রহ্ম) নিরংশম্ (ভবতি)।

অনুবাদ—আর নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই সৃষ্টি; সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপের উৎপত্তি অসম্ভব; সেইহেতু আকাশের ন্যায় সদ্বস্তু (ব্রহ্ম) নিরবয়ব (অংশরহিত)।

টীকা—(সৃষ্টির পূর্ব্বে) নাম-রূপের উৎপত্তি হয় নাই। ফলিতার্থ বলিতেছেন—"সেইহেতু" ইত্যাদি। এস্থলে এইরূপ অনুমান হইবে—সদ্বস্তু (পক্ষ) অবশ্যই স্বগতভেদশূন্য (সাধ্য) - (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা নিরবয়ব; (হেতু)। আকাশের ন্যায়; (দৃষ্টান্ত)।

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম নাম ও রূপ সদ্বস্তুর অবয়ব নহে। 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ'—কেন সেই সদ্বস্তুর অবয়ব হইবে না?

(সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, 'সৎ', 'চিৎ' ও 'আনন্দ' এই তিনটি পরস্পর ভিন্ন নহে; কেননা, 'সৎ' যদি চিৎ ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তবে জড় ও দুঃখরূপ হইয়া পড়ে; (জড় ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য), সুতরাং 'সৎ' অসৎ হইয়া পড়ে। আবার 'চিৎ' যদি সৎ ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা অসৎ ও দুঃখরূপ হওয়াতে জড় হইয়া পড়ে। আবার 'আনন্দ' যদি সৎ ও চিৎ হইতে ভিন্ন হয়, তবে অসৎ ও জড় হওয়াতে তাহা দুঃখরূপ হইয়া পড়ে। এইহেতু সৎ, চিৎ, আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে; সেই সদ্বস্তু বা ব্রহ্ম, 'সৎ' অর্থাৎ দেশকালাদির দ্বারা অবাধিত,—পরিচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য নহে; তাহাই 'চিৎ' বা অলুপ্তপ্রকাশ এবং তাহাই 'আনন্দ' বা পরিচ্ছেদরূপ দুঃখসম্বন্ধরহিত। এইরূপে সেই 'সৎ' 'চিৎ' 'আনন্দ' সেই সদ্বস্তু ব্রহ্মের স্বরূপই,—গুণ বা অবয়ব নহে। এইহেতু ব্রহ্ম নিরবয়ব। ২৩

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম সদ্বস্তুতে স্বগতভেদ নাই; সজাতীয় ভেদ কেন থাকিবে না? (উত্তর) এইরূপ আশঙ্কা করিলে সেই সদ্বস্তুর সজাতীয় অন্য সদ্বস্তুর নাম করিতে হইবে। সেইরূপ অন্য সদ্বস্তু কিন্তু আর পাওয়া যায় না। কেননা, সদ্বস্তুতে বৈলক্ষণ্য হয় না। (তাহাতে ভেদজ্ঞাপক কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না) এই কথাই বলিতেছেন:—

(চ) সদ্বস্তুতে সজাতীয় ভেদের খণ্ডন।

সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবর্জ্জনাৎ।
নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতো ভিদা॥ ২৪

অন্বয়—সজাতীয়ম্ সদন্তরম্ ন (ভবতি); বৈলক্ষণ্য-বর্জ্জনাৎ। নামরূপোপাধিভেদম্ বিনা সতঃ ভিদা ন এব।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর সমানজাতীয় অন্য সদ্বস্তু নাই, কেননা, সদ্বস্তুতে বিলক্ষণতা (ব্যক্তিগত ভেদ) নাই। 'নাম' ও 'রূপ' নামক যে উপাধি, তাহারই ভেদ বিনা সদ্বস্তুর ভেদ (ভেদব্যবহার) হয় না।

টীকা—(গুরু) যদি সদ্বস্তু নানা হইত, তাহা হইলে সদ্বস্তুর সজাতীয় অন্য সদ্বস্তু হইত।

(শিষ্য) আচ্ছা, যে সদ্বস্তুর নানাত্বের কথা বলিতেছেন, সেই সদ্বস্তু যে বাস্তব,

তাহার প্রমাণ কি? আগে সেই সদ্বস্তু যে কল্পিত নহে, তাহা যে বাস্তব, তাহাই সিদ্ধ হউক, পরে তাহার নানাত্ব-একত্বের বিচার হইবে।

(গুরু) তুমি নিজের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনই সংশয় কর না; এক্ষণে সেই সদ্বস্তুকে বাস্তব বলিয়া না মানিলে, তোমার কথা (নিজের বাস্তবতা বিষয়ে সংশয়), 'আমার মাতা বন্ধ্যা' এই বাক্যের ন্যায় প্রলাপসদৃশ হইবে। এক্ষণে সেই সদ্বস্তুকে নানা বলিয়া স্বীকার করিলে প্রথমতঃ অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতির সহিত বিরোধ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ তোমাকে জিজ্ঞাসা করি সেই 'নানা' সদ্বস্তুকে পরিচ্ছিন্ন বলিবে বা ব্যাপক বলিবে? যদি তাহাকে পরিচ্ছিন্ন বল, তবে সেই পরিচ্ছেদ বা অন্ত, দেশ অথবা কাল অথবা বস্তুদ্বারা সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলে, তাহার উৎপত্তি ও নাশ মানিতে হয়; তাহা হইলে তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে এবং তাহা আর সৎ থাকে না, অসৎ হইয়া পড়ে। আর যদি তাহাকে ব্যাপক অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছেদরহিত বলিয়া মান, তাহা হইলে তাহার নানাত্ব সম্ভবপর হয় না; (কেননা, পরিচ্ছিন্নতা শব্দের অর্থই, দেশ, কাল, বস্তুদ্বারা বিবিধরূপতা।)

(শিষ্য) ভাল, এই বেদান্তশাস্ত্রেই ত' পারমার্থিক, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভেদে তিন প্রকার 'সদ্বস্তু' স্বীকৃত হইয়াছে; তবে কি প্রকারে বলিলেন, সদ্বস্তুতে নানাত্ব নাই?

(গুরু) সে স্থলেও একই পারমার্থিক সদ্বস্তু, ভ্রান্তিবশতঃ, ব্যাবহারিক ও প্রাতিভাসিক রূপে প্রতীত হয়। যেমন, একই রাজশক্তি ভ্রান্তিবশতঃ তদাশ্রিত মন্ত্রিশক্তিরূপে এবং মন্ত্রীর আশ্রিত রাজপুরুষের শক্তিরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ, একই পারমার্থিক সত্তা ব্যাবহারিক ঘটাদির সত্তারূপে এবং প্রাতিভাসিক স্বাপ্নবস্তু প্রভৃতির সত্তারূপে, স্ফটিকে জবাপুষ্পের লাল রঙের মতো অন্যথাখ্যাতিবশতঃ * অথবা সর্পের সহিত রজ্জুর তাদাত্ম্যসম্বন্ধের ন্যায় সংসর্গাধ্যাসদ্বারা† অনির্ব্বচনীয়খ্যাতিবশতঃ‡ প্রতীত হয়। এইহেতু সদ্বস্তুর নানাত্ব নাই; সেইহেতু সজাতীয় অন্য সদ্বস্তুও নাই। এই কারণে সদ্বস্তু সজাতীয়ভেদরহিত।

এইরূপ নির্ণয় মনে রাখিয়া টীকাকার শঙ্কা উঠাইতেছেন ভাল, ঘট রহিয়াছে, এইরূপে ঘটসত্তা প্রতীত হয়; পট রহিয়াছে, এইরূপে পটসত্তা প্রতীত হয়। এইরূপে সকল বস্তুতেই সত্তা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়; এইরূপে সদ্বস্তুর ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা উঠাইয়া তাহার সমাধান জন্য বলিতেছেন—যেমন ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে আকাশের ভেদ নামরূপময় উপাধিকৃত, সেইরূপ সদ্বস্তুর ভেদও নামরূপময় উপাধিকৃত; স্বরূপতঃসিদ্ধ ভেদ প্রতীত হয় না। এই কথাই বলিতেছেন—নাম ও রূপ নামক যে উপাধি

---

* তদভাববতি তৎপ্রকারকজ্ঞানম্। যাহাতে যাহা নাই, তাহাতে তদ্রূপের ভান 'অন্যথাখ্যাতি'।

† যেমন মুখের সহিত দর্পণের কোন সম্বন্ধই নাই; আর দুইটি পদার্থই ব্যাবহারিক। সে স্থলে দর্পণে মুখের যে সম্বন্ধ প্রতীত হয়, সেই সম্বন্ধটি অনির্ব্বচনীয় সম্বন্ধ। সেই সম্বন্ধ ও সম্বন্ধের জ্ঞানকে 'সংসর্গাধ্যাস' বলে।

‡ যে অধ্যস্ত পদার্থকে সৎ বলিয়া, অসৎ বলিয়া, কিম্বা সদসৎ বলিয়া নির্ব্বাচিত করা যায় না, তাহারই প্রতীতির নাম 'অনির্ব্বচনীয়খ্যাতি'।

তাহারই ভেদ বিনা সদ্বস্তুর ভেদ প্রতীত হয় না। এস্থলে এইরূপ অনুমান রহিয়াছে—সদ্বস্তু অবশ্যই সজাতীয়ভেদরহিত (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু উপাধির ভেদ গ্রহণ না করিলে ভেদের প্রতীতি হয় না—(হেতু); যেমন আকাশ (উদাহরণ)। ২৪

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা সদ্বস্তুর ভেদ মানিতে হয়। (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন—যাহা সদ্বস্তুর বিজাতীয়, তাহা অসৎই হইবে এবং তাহা অসৎ বলিয়া তাহার প্রতিযোগী হওয়া অসম্ভব; সেইহেতু সেই অসদ্রূপপ্রতিযোগিবিশিষ্ট ভেদ বা অন্যোন্যাভাব সিদ্ধ হয় না। তাৎপর্য্য এই—ভেদ বলিতে বুঝিতে হইবে অন্যোন্যাভাব বা পরস্পরাভাব; যেমন ঘট পট নহে, পট ঘট নহে বা ঘটে পটত্বের অভাব এবং পটে ঘটত্বের অভাব। যাহাতে অন্যের অভাব তাহাকে অভাবের অনুযোগী বলে অর্থাৎ যাহা অভাবের আশ্রয়; আর যাহার অভাব অন্যে, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ যাহা সেই অভাবের নিরূপক। অনুযোগিপ্রতিযোগীর জ্ঞান ভিন্ন অভাবের জ্ঞান হয় না। এই-হেতু সেই অভাবের জ্ঞান অনুযোগিপ্রতিযোগীর অধীন। আর সেই অনুযোগী ও প্রতি-যোগীকে সদ্রূপ হইতেই হইবে; অসদ্রূপ হইলে তাহারা অনুযোগী বা প্রতিযোগী হইবে না। এই স্থলে ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তু অনুযোগী এবং সেই সদ্বস্তুতে অবস্থিত বিজাতীয়রূপ ভেদের বা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগীকে সিদ্ধ করিতে হইলে, তাহা অবশ্যই বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদিরূপ একান্ত অসৎ—শূন্য বা নিঃস্বরূপ হইবে। তাহা যখন নিজেই নাই তখন কি প্রকারে প্রতিযোগী হইবে? সেইহেতু প্রতিযোগী একান্ত অসৎ হওয়াতে সদ্বস্তুতে বিজাতীয় ভেদকল্পনা হইতেই পারে না। এই কথাই বলিতেছেন :—

(ছ) সদ্বস্তুতে বিজাতীয় ভেদের খণ্ডন।

বিজাতীয়মসৎ তত্তু ন খল্বস্তীতি গম্যতে।
নাস্যাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াদ্ভিদা কুতঃ ?॥২৫

অন্বয়—(সতঃ) বিজাতীয়ম্ অসৎ, তৎ তু "অস্তি" ইতি ন খলু গম্যতে। অতঃ অস্য প্রতিযোগিত্বম্ ন, বিজাতীয়াৎ ভিদা কুতঃ (স্যাৎ)?

অনুবাদ—যাহা সদ্বস্তুর বিজাতীয় অর্থাৎ বিপরীত, তাহা অসৎই হইবে; তাহা কিন্তু কোন প্রকারেই, "আছে" এইরূপে বুদ্ধিগম্য হয় না; এইহেতু সেই 'অসৎ', প্রতিযোগী হইতে পারে না; সুতরাং সেই বিজাতীয় হইতে সদ্বস্তুর ভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? কোন প্রকারেই পারে না।

টীকা—অনুবাদেই টীকার কার্য্য সিদ্ধ হইয়াছে; তবে 'অসৎ' শব্দের অর্থ লইয়া কিছু সন্দেহ উঠিতে পারে। সেইহেতু তাহার নির্ণয়ের আবশ্যকতা আছে। যাহা 'সৎ' এর বিপরীত তাহা 'অসৎ'। এই অসৎ দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ যাহা একেবারে নিঃস্বরূপ, যেমন আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ ইত্যাদি—যাহাদের প্রতীতি কোন কালেই হয় না। দ্বিতীয়তঃ, যাহার স্বরূপ ব্যাবহারিক বা প্রাতিভাসিক অর্থাৎ জাগ্রৎ

কালের স্থূল প্রপঞ্চ বা স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ—উভয়ই মায়া বা মায়ার কার্য্য বলিয়া প্রতীত হইয়া তিরোহিত হয়। প্রথম প্রকারের 'অসৎ' বস্তু, ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না—হংসডিম্বে অশ্বডিম্ব হইতে ভেদ আছে, বলাও চলে না, বুঝাও যায় না—এই কথাই শ্লোকে বলা হইল; কিন্তু এরূপ সন্দেহ ত' হইতে পারে যে, মায়া ও মায়ার কার্য্য অর্থাৎ জাগ্রৎকালের স্থূল প্রপঞ্চ এবং স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ অর্থাৎ অনির্ব্বচনীয় মিথ্যা পদার্থ, কেন ব্রহ্মে ভেদের প্রতিযোগী হইবে না? ব্রহ্মে ত' সেই সেই প্রপঞ্চ হইতে ভেদ বিদ্যমান রহিয়াছে। এইরূপ সংশয়ের সমাধান এই যে—যেহেতু ব্রহ্মের পারমার্থিকতার ন্যায় তাহাদের পারমার্থিকতা নাই, সেইহেতু তাহারা ব্রহ্মে বিজাতীয় ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মুখের সহিত, গ্রীবার উপরে, অবস্থিত মুখকে লইয়া দুইটি গণনা করা হয় না। কোনও রাজা স্বকীয় বাহন হস্তীর সহিত স্বপ্নে দৃষ্ট হস্তীকে লইয়া আপনাকে দুইটি হস্তীর স্বামী মনে করেন না। যদি বল সুষুপ্তিতে বা প্রলয়কালে, জাগ্রৎপ্রপঞ্চের বা সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বীজভূত অবিদ্যা বা মায়া, আত্মা বা ব্রহ্মে অবশ্যই থাকে, মানিতে হইবে; কেননা, তাহা হইতে জাগ্রৎপ্রপঞ্চ ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বিনির্গত হয় এবং সেই বীজ হইতে ভেদ, আত্মায় বা ব্রহ্মে অবশ্যই থাকে, সুতরাং জাগ্রৎপ্রপঞ্চ ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চ সেই ভেদের প্রতিযোগী হইবে। তদুত্তরে বলা যায় যে, সেই ভেদ আত্মায়, বা সমাধিকালে ব্রহ্মে প্রতীত হয় না, বা অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধও হয় না, বরং শব্দপ্রমাণ রহিয়াছে, ব্রহ্মে কোনও প্রকার ভেদ নাই 'নেহ নানাস্তি কিঞ্চন।' (বৃহদা উ ৪।৪।১৯; কঠ উ ২।১১) আর ব্রহ্মরূপ পারমার্থিক বস্তু হইতে ব্যাবহারিক জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তিও সিদ্ধ হয় না; সেইহেতু সেই প্রপঞ্চদ্বারা সদ্বস্তুর বিজাতীয় ভেদ হইতেই পারে না। ২৫

এক্ষণে যে অর্থটি নির্ণীত হইল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন:—

(জ) নির্ণীত সিদ্ধান্ত কথন।

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ সিদ্ধমত্র তু কেচন।

২। শূন্যবাদিগণের পূর্ব্বপক্ষ ও তাহার খণ্ডন।

(ক) শূন্যবাদীর পূর্ব্বপক্ষের বিন্যাস।

বিহ্বলা অসদেবেদং পুরাসীদিত্যবর্ণয়ন্॥ ২৬

অন্বয়—একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ সৎ সিদ্ধম্। অত্র তু বিহ্বলাঃ কেচন অসৎ এব ইদম্ পুরা আসীৎ ইতি অবর্ণয়ন্।

অনুবাদ—এইরূপে সদ্বস্তুটি যে এক এবং অদ্বিতীয়, ইহা নির্ণীত হইল। এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ কেহ (অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বিচলিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন 'এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অসৎই ছিল; (ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১২) এবং সৃষ্টির পরে অর্থাৎ প্রলয়কালে এই জগৎ পূর্ব্বের ন্যায় অসৎ অর্থাৎ নির্ব্বিশেষ বা বিলক্ষণতারহিত, শূন্য হইয়াই থাকিয়া যাইবে; কেবল মধ্যে অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী

কালে, ভ্রান্তিবশতঃ নামরূপ লইয়া প্রতীত হইতেছে। এই ভ্রান্তি নিরাধার। যে বস্তু আদিতে এবং অন্তে নাই, সেই বস্তু (অসৎখ্যাতিবাদিগণের প্রদর্শিত মতে) মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায়, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় মধ্যেও অস্তিত্ব-বিহীন। এইহেতু শূন্যই পরমতত্ত্ব। (সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যে, জগতের প্রতীতিরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়া, ইঁহারা 'মাধ্যমিক' নামে অভিহিত হন। ইঁহারা শূন্যবাদী বৌদ্ধ।)

টীকা। এক্ষণে সৎস্বরূপ বস্তুটিই যে একমাত্র বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে শিষ্যবুদ্ধিকে দৃঢ় করিবার জন্য, স্থূণানিখননন্যায়ে—পূর্ব্বপক্ষ করিয়া উত্তরপক্ষ করিতেছেন। যেমন, লোকে ভূমিতে খুঁটি পুতিয়া তাহা দৃঢ় হইল কি অদৃঢ় রহিয়া গেল, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নাড়িয়া, হেলাইয়া দেখে এবং যদি অদৃঢ় থাকে, তবে তাহার মাথায় আঘাত করিয়া অথবা মূলে চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরাদির সমর্থনা দিয়া তাহাকে দৃঢ় করে, সেইরূপ অদ্বৈত-তত্ত্ববিষয়ে সন্দেহ উত্থাপন করিয়া বুদ্ধিকে বিচলিত করিয়া, সেই সন্দেহের সমাধানপূর্ব্বক ও প্রমাণান্তরদ্বারা সমর্থন করিয়া বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিতেছেন। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ, অদ্বৈততত্ত্বসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং বলে, সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব ছিল। ২৬

তাহাদের সেই চিত্ত-ব্যাকুলতা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :

(খ) শূন্যবাদীর ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ।

মগ্নস্যাব্ধৌ যথাক্ষাণি বিহ্বলানি তথাস্য ধীঃ।
অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা বিভেত্যতঃ॥ ২৭

অন্বয় -অব্ধৌ মগ্নস্য অক্ষাণি যথা বিহ্বলানি (ভবন্তি) তথা অস্য ধীঃ অখণ্ডৈকরসম্ শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা (ভবতি), অতঃ বিভেতি।

অনুবাদ—যেমন সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ কার্য্যকরী শক্তি হারাইয়া, (শব্দগন্ধাদি) নিজ নিজ বিষয়কে অবলম্বনরূপে না পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেইরূপ শূন্যবাদীর অন্তঃকরণ ত্রিবিধভেদরহিত অখণ্ড একরস বস্তুর কথা শুনিয়া এবং সেইহেতু তাহাতে নিজ কার্য্যকরী শক্তির অভাব আশঙ্কা করিয়া, ভয়প্রাপ্ত হয়।

টীকা—সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহের দৃষ্টান্ত দিয়া শূন্যবাদীর ও সাকারবাদীর বুদ্ধির অদ্বৈততত্ত্বশ্রবণে বিহ্বলতা বুঝাইতেছেন, শ্লোকের প্রথম চরণদ্বয়দ্বারা। অবশিষ্ট শ্লোকাংশ-দ্বারা দৃষ্টান্তটিকে সিদ্ধান্তে যোজনা করিতেছেন। "অস্য"—এই অধিষ্ঠানব্রহ্মের জ্ঞানহীন শূন্যবাদীর এবং সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিহীন বহির্ম্মুখ সাকারবাদীর—ইহাদের সকলকেই বুঝিতে হইবে। এস্থলে 'অস্য' এই পদের একবচন, জাতিবাচক অর্থাৎ শূন্যবাদী বৌদ্ধের সহিত সাকারব্রহ্মবাদিগণকেও ধরিতেছেন, কেননা, সকলেই অনুভব করিতে পারে—বুদ্ধি, ভাব ও

অভাবরূপ সাকার বস্তুই গ্রহণ করিতে পারে। শূন্য বা অভাব, ভাবরূপ বস্তুমাত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া সাকার। নিরাকার ব্রহ্মের কথা শুনিলে বুদ্ধি বিচলিত হইয়া উঠে। শূন্যবাদী সেই বিচলিততা নিবারণের জন্য শূন্য কল্পনা করিয়া বসে; তখন দেখে না যে শূন্যও সাকার। "ধীঃ"—শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ; "অখণ্ডৈকরসম্ শ্রুত্বা নিষ্প্রচারা (ভবতি)"—অখণ্ড বা অনুযোগিপ্রতিযোগিরহিত এবং একরস বা ত্রিবিধভেদশূন্য, অদ্বৈততত্ত্বের কথা শুনিয়া প্রবৃত্তিরহিত বা স্তব্ধ হইয়া যায় এবং "অতঃ"—এইহেতু অর্থাৎ নিজের কার্য্যকরী শক্তি আদৌ থাকিবে না বুঝিয়া, "বিভেতি"—ভয় প্রাপ্ত হয়। ২৭

এই বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যগণের ঐকমত্য দেখাইতেছেন :—

গৌড়াচার্য্যা নির্ব্বিকল্পে সমাধাবন্যযোগিনাম্।
সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মূচিরে॥ ২৮

অন্বয়—গৌড়াচার্য্যাঃ (গৌড়পাদাচার্য্যাঃ) সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানাম্ অন্যযোগিনাম্ নির্ব্বিকল্পে সমাধৌ অত্যন্তম্ ভয়ম্ উচিরে।

অনুবাদ—সাকারধ্যাননিষ্ঠ অপরযোগিগণ যে নির্ব্বিকল্প সমাধিতে অত্যন্ত ভয় পান, তাহা গৌড়পাদাচার্য্য (মাণ্ডূক্যকারিকায়, ৩।৩৯) বর্ণন করিয়াছেন।

(অনুবাদকের) টীকা—"সাকারধ্যাননিষ্ঠ"—যাঁহারা শিব, রাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্ত্তির, কিম্বা বিরাটের, কিম্বা কোনও কল্পিত বস্তুর ধ্যানে আসক্ত। "অপরযোগী" শব্দে—যাঁহারা সাকার বস্তুতে চিত্তযোজনা করিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগকে বুঝিতে হইবে। "নির্ব্বিকল্পসমাধি"—ধ্যান, ধ্যেয়, ধ্যাতা ইত্যাদিরূপ ত্রিপুটীর কল্পনা যে সমাধিতে থাকে না, সেইরূপ সমাধি। (মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত রামানন্দযতি-বিরচিত "যোগমণিপ্রভা"র অনুবাদে ১।২০, ৫১ সূত্রে সবিশেষ দ্রষ্টব্য)। "মাণ্ডূক্যকারিকায়"—মাণ্ডূক্য উপনিষদের বার্ত্তিক অর্থাৎ উক্ত উপনিষদের উক্তিসমূহের, তদপেক্ষিত অথচ অনুক্ত বিষয়ের, অথবা বিরুদ্ধ বলিয়া প্রতীত উক্তিসমূহের, শ্লোকনিবদ্ধ ব্যাখ্যা। তাহার "অদ্বৈত" নামক তৃতীয় প্রকরণে। এই ব্যাখ্যা গৌড়পাদাচার্য্যের বিরচিত। গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্করাচার্য্যগুরু-গোবিন্দপাদের গুরু। লোকপ্রসিদ্ধি আছে—ইনি সাক্ষাৎ শুকদেবের শিষ্য। ২৮

কোন্ বাক্য হইতে এই ভয় পাওয়ার কথা বলিয়াছেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, গৌড়পাদাচার্য্যবিরচিত বার্ত্তিক বা মাণ্ডূক্যকারিকাবচন উদ্ধৃত করিতেছেন :—

অস্পর্শযোগো নামৈষ দুর্দ্দর্শঃ সর্ব্বযোগিভিঃ।
যোগিনো বিভ্যতি হ্যস্মাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ॥ ২৯

অন্বয়—অস্পর্শযোগঃ নাম এষঃ সর্ব্বযোগিভিঃ দুর্দ্দর্শঃ, হি (যতঃ) যোগিনঃ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ (সন্তঃ) অস্মাৎ বিভ্যতি।

অনুবাদ—নির্ব্বিকল্প সমাধি উপনিষচ্ছাস্ত্রে অস্পর্শযোগ নামে খ্যাত। ইহা

সাকারধ্যাননিষ্ঠ সকল যোগীরই দুর্লভ; কেননা, নির্ব্বিকল্প সমাধিরূপ ভীতিশূন্য অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া তাহারা ভীতিগ্রস্ত হইয়া থাকে; যেমন, বালক নির্জ্জনে ভয় পায়, সেইরূপ। নির্ব্বিকল্প সমাধির নাম অস্পর্শযোগ; কেননা, কোনও প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধরূপ (স্পর্শ) ইহাতে থাকে না। আচার্য্য শঙ্করের এই মত। কিন্তু অপর কেহ বলেন, ইহাতে বর্ণাশ্রমাদির ধর্ম্মের, পাপরূপ মলের এবং সকল প্রকার অনাত্ম বস্তুর (স্পর্শ) বা সম্বন্ধ নাই বলিয়া এবং জীবকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করায় বলিয়া, ইহাকে অস্পর্শযোগ বলা হয়; ইহা নির্গুণব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীরই সুলভ; অন্যের পক্ষে দুর্লভ।

টীকা—"অস্পর্শযোগঃ নাম এষঃ"—"অস্পর্শযোগ"-নামক নির্ব্বিকল্প সমাধি; "সর্ব্ব-যোগিভিঃ দুর্দ্দর্শঃ"—সাকারধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণদ্বারা কষ্টসাধ্য অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য। এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন—"হি যোগিনঃ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ"—যেহেতু পূর্ব্বোক্ত দ্বৈতদর্শী সাকারধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ এই সর্ব্বভীতিশূন্য নির্ব্বিকল্প সমাধির অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া ভয় পান, নির্জ্জন দেশে বালকের ন্যায়। "অস্মাৎ"—এই অস্পর্শযোগ হইতে; 'ভয়ের হেতু' বলিয়া পঞ্চমী বিভক্তি। ২৯

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত শূন্যবাদিনিন্দার কথা বলিতেছেন :—

ভগবৎপূজ্যপাদাশ্চ শুষ্কতর্কপটূনমূন্।
আহুর্মাধ্যমিকান্ ভ্রান্তানচিন্ত্যেঽস্মিন্ সদাত্মনি॥ ৩০

অন্বয়—ভগবৎপূজ্যপাদাঃ চ শুষ্কতর্কপটূন্ অমূন্ মাধ্যমিকান্ অচিন্ত্যে অস্মিন্ সদাত্মনি ভ্রান্তান্ আহুঃ।

অনুবাদ—পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতিবাহ্যকুতর্কনিপুণ এই মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ভুক্ত সাকারধ্যানপরায়ণ বৌদ্ধগণকে অচিন্তনীয় সৎস্বরূপ পরমাত্মবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

টীকা—"ভগবৎপূজ্যপাদাঃ"—ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পন্ন এবং সেইহেতু পূজনীয়চরণ, অথবা বিষ্ণু প্রভৃতির অবতার পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণদ্বারা পূজিতচরণ, এইরূপ শঙ্করাচার্য্য। গৌরবার্থে বহুবচন। "শুষ্কতর্কপটূন্"—'তর্কোঽনিষ্টপ্রসঞ্জনম্'—অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত অর্থের কল্পনা বা সম্ভবতাপ্রতিপাদন 'তর্ক' শব্দের অর্থ। যেমন, পর্ব্বতে অগ্নি থাকিতে পারে না, এইরূপে পর্ব্বতে অগ্নির স্থিতি অস্বীকৃত হইলে, যদি বলা হয়, পর্ব্বতে অগ্নি যদি না থাকিত তাহা হইলে ধূম থাকিত না,—তাহা হইলে এইরূপ উক্তিকে তর্ক বলা যায়। সেই তর্ক যদি অভ্রান্ত বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে সেই তর্ক শ্রুতিরসবিবর্জ্জিত বলিয়া তাহাকে শুষ্কতর্ক বলা হয়। বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের অবিরুদ্ধ হইলেই তর্ক সুতর্ক হয়। যাহারা এইরূপ শুষ্ক তর্ক করিতে কুশল, সেইরূপ "মাধ্যমিকান্"—মাধ্যমিকসম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধগণকে, "অচিন্ত্যে অস্মিন্

সদাত্মনি"—অনাত্মবস্তুর ন্যায় যাঁহাকে চিন্তার অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত করা যায় না, অথচ যাহা মিথ্যা নহে, পরমার্থতঃ সৎস্বরূপ, সেই ব্রহ্মবিষয়ে, "ভ্রান্তান্ আহুঃ"—সগুণ অথবা নির্গুণ কোনও বস্তুতে স্থিতি বা নিশ্চয় লাভ করিতে না পারিয়া শূন্যে স্থিতিলাভ করে এবং এইরূপে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায়,—এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। ৩০

এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য-কৃত সেই বার্ত্তিক* পাঠ করিতেছেন :—

অনাদৃত্য শ্রুতিং মৌর্খ্যাদিমে বৌদ্ধাস্তপস্বিনঃ।
আপেদিরে নিরাত্মত্বমনুমানৈকচক্ষুষঃ॥ ৩১

অন্বয়—তপস্বিনঃ (তমস্বিনঃ ইতি বা পাঠঃ) অনুমানৈকচক্ষুষঃ ইমে বৌদ্ধাঃ মৌর্খ্যাৎ শ্রুতিম্ অনাদৃত্য নিরাত্মত্বম্ আপেদিরে।

অনুবাদ—এই (বেচারা) বৌদ্ধগণ অনুকম্পার পাত্র। ('তমস্বিনঃ' পাঠে—অজ্ঞানাচ্ছন্ন); অনুমান প্রমাণই তাহাদের একমাত্র দর্শনোপায়। এই অনুমান-জনিত অল্পজ্ঞতাকে তাহারা সর্ব্বজ্ঞতা মনে করে বলিয়া, সেই মূর্খতাবশতঃ তাহারা শ্রুতিকে অনাদর করে এবং এই কারণে তাহারা শূন্যভাব বা অসারতা লাভ করিয়া বসিয়া আছে। ৩১

'সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্যই ছিল'—এইরূপ শূন্যবাদে বিকল্প করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) বিকল্প করিয়া শূন্যবাদে দোষপ্রদর্শন।

শূন্যমাসীদিতি ব্রূষে সদ্যোগং বা সদাত্মতাম্।
শূন্যস্য ন তু তদ্যুক্তমুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ॥ ৩২

অন্বয়—"শূন্যম্ আসীৎ" ইতি—সদ্-যোগম্ ব্রূষে বা সদাত্মতাম্ (ব্রূষে)? তৎ উভয়ম্, শূন্যস্য ব্যাহতত্বতঃ ন তু যুক্তম্।

অনুবাদ—হে শূন্যবাদিন্, তুমি যে বল "শূন্য ছিল" (২৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য), সেই বাক্যে 'ছিল' শব্দদ্বারা কি বুঝাইতে চাও? শূন্যের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ হইল? অথবা শূন্যই সদ্রূপ? উভয় পক্ষেই শূন্যের অর্থাৎ শূন্যত্বের ব্যাঘাত ঘটে। এইহেতু সেইরূপ উক্তি যুক্তিবিরুদ্ধ। ৩২

সেই ব্যাঘাতদোষ দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যো নাপি চাসৌ তমোময়ঃ।
সচ্ছূন্যয়োর্বিরোধিত্বাচ্ছূন্যমাসীৎ কথং বদ॥ ৩৩

অন্বয়—সূর্য্যঃ তমসা ন যুক্তঃ, অপি চ অসৌ ন তমোময়ঃ। সচ্ছূন্যয়োঃ বিরোধিত্বাৎ "শূন্যম্ আসীৎ" কথম্ বদ?

অনুবাদ—সূর্য্য অন্ধকারদ্বারা জড়িত নহেন এবং অন্ধকাররূপও নহেন।

* এই "বার্ত্তিকের" (?) অনুসন্ধান করিয়াও পাই নাই।

সৎ ও শূন্য সেইরূপ পরস্পর বিরোধী বলিয়া 'পূর্ব্বে শূন্য ছিল' এইরূপ শূন্যের সত্তার উক্তি কি প্রকারে হইতে পারে, বল ?

টীকা—ব্যাঘাতদোষযুক্ত বলিয়া ঐরূপ উক্তি কোনও প্রকারে সম্ভব নহে। ৩৩

তদুত্তরে শূন্যবাদী পূর্ব্বপক্ষী কহিতেছেন—হে বেদান্তিন্ আপনিও ত' বলিয়া থাকেন—'আকাশ আছে', (অহঙ্কার আছে) ইত্যাদি ; এবং 'কোথায় আছে ?' জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—'সর্ব্ববিকল্পশূন্য ব্রহ্মে'। আপনার এইরূপ উক্তিও ত' ব্যাঘাতদোষযুক্ত !

তদুত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—

বিয়দাদের্নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে।
শূন্যস্য নামরূপে চ তথা চেজ্জীব্যতাং চিরম্ ॥ ৩৪

অন্বয়—বিয়দাদেঃ নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে (ভবতঃ)। শূন্যস্য নামরূপে চ তথা (ইতি) চেৎ, (ত্বয়া) চিরম্ জীব্যতাম্।

অনুবাদ—'আপনিও ত' আকাশ প্রভৃতির নাম ও রূপ মায়াদ্বারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই পরিকল্পিত,'—এইরূপ বলিয়া থাকেন। 'শূন্যেরও নাম-রূপ সেই প্রকার সৎস্বরূপ বস্তুতে পরিকল্পিত'—যদি এইরূপ বল, তবে তুমি চিরজীবী হও ; ('যেহেতু তুমি স্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সেইহেতু তুমি চিরজীবী হও'—এই আশীর্ব্বাদ পরিহাসোক্তি।) ৩৪

ভাল, 'তাহা হইলে শূন্যের ন্যায় আপনার সেই সদ্বস্তুরও নাম এবং রূপ কল্পিত'—এইরূপ মানিতে হইবে, কেননা, আপনার অদ্বৈত মতে নাম ও রূপ বলিয়া কোনও বাস্তব পদার্থ (পারমার্থিক দৃষ্টিতে) থাকিতে পারে না'—পূর্ব্বপক্ষী যদি এইরূপ আশঙ্কা করেন, সেইহেতু বলিতেছেন :—

(ঘ) 'সৎই ছিল'—এই শ্রুত্যর্থবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

সতোঽপি নামরূপে দ্বে কল্পিতে চেত্তদা বদ।
কুত্রেতি নিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ ক্বচিদীক্ষ্যতে ॥ ৩৫

অন্বয়—সতঃ অপি নামরূপে (ইতি) দ্বে কল্পিতে চেৎ, তদা কুত্র ইতি বদ, (যতঃ) নিরধিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ ক্বচিৎ ন ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ—হে পূর্ব্বপক্ষিন্, যদি বল ব্রহ্মেরও 'সৎ' এই নাম বা বাচকশব্দ এবং 'সৎ'-রূপ বা স্থূলাদি আকারও মায়াকল্পিত, তাহা হইলে বল দেখি, কোন্ অধিষ্ঠানে সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে ? কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম ত' কোথাও দেখা যায় না।

টীকা—'হে আশঙ্কাকারিন্, তুমি যে আশঙ্কা উঠাইলে, তাহা যুক্তিহীন বলিয়া টিকিতে পারে না ; তদ্বিষয়ে বিবিধ পক্ষের বিচার করিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে।'

এই অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য প্রশ্ন করিতেছেন ঃ—"সতঃ অপি নামরূপে (ইতি) দ্বে কল্পিতে (ইতি) চেৎ"—যদি বল, নাম ও রূপ এই দুইটি সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুরই; (ভ্রমবশতঃ) সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে, "তদা বদ কুত্র ইতি"—তাহা হইলে বল সেই নাম এবং রূপ কোন্ আধারে কল্পিত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুর নাম ও রূপ, সেই সৎ ব্রহ্মরূপ আধারে কল্পিত হইয়াছে? অথবা কোনও অসৎ আধারে? অথবা (ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট) জগতে? এই তিন পক্ষই সম্ভব। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি যুক্তিসহ নহে, কেননা, যখন শুক্তি প্রভৃতিতে রজত প্রভৃতির ভ্রম হয়, তখন রজত প্রভৃতির নাম ও রজতাদির রূপ শুক্তি হইতে ভিন্ন রজতাদিরূপ কল্পিত আধারেই (ভ্রান্তিবশতঃ) কল্পিত হয়; সেই শুক্তি প্রভৃতি সদ্বস্তুতে সেই নামরূপের কল্পনা বা অসৎ-আরোপ সম্ভবপর হয় না, কেননা, সৎকে সৎ বলিয়া গ্রহণ করিলে, তাহা আর 'কল্পনা' রহিল না। আর দ্বিতীয় পক্ষও টিকে না, কেননা, 'অসৎ-আধার' শব্দের অর্থ শূন্য; তাহা কোন কালেই আধার হইতে পারে না। আবার তৃতীয় পক্ষ টিকে না, কেননা, জগৎ যাহা সেই সৎ ব্রহ্মবস্তু হইতে উৎপন্ন, তাহা সেই 'সৎ'-বস্তুর নামরূপ কল্পনার অধিষ্ঠান হইতেই পারে না, কেননা, তাহা হইলে বলিতে হয়, জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বেই সেই সৎ ব্রহ্মবস্তুর নামরূপ কল্পনা হইয়া গিয়াছে। আর নামরূপ কল্পনার নামই জগৎসৃষ্টি। যদি বল 'অধিষ্ঠান নাই বা রহিল, তাহাতে কি আসিয়া যায়? নামরূপের কল্পনা কেন হইবে না?' তবে এই আশঙ্কার উত্তরে বলি, "নিরধিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ কচিৎ ন ঈক্ষ্যতে"—ভ্রম একেবারেই আশ্রয়বিহীন, ইহা কখনও দেখা যায় না। ৩৫

ভাল, "উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ অসদ্রূপই ছিল"—এই শ্রুতির অর্থে যেমন ব্যাঘাত-দোষ দেখান হইল, সেইরূপ "সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সদ্রূপই ছিল" এই শ্রুতির অর্থেও ত' দোষ রহিয়াছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পূর্ব্বপক্ষী বলিতেছেন ঃ—

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ। *
অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যান্নৈবং লোকে তথেক্ষণাৎ॥ ৩৬

অন্বয়—'সৎ আসীৎ' ইতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যম্ আপতেৎ; অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যাৎ; এবম্ মা, লোকে তথা ঈক্ষণাৎ।

অনুবাদ—'সৎ (সদ্বস্তু ব্রহ্ম) আসীৎ (ছিলেন)' এই শ্রুতি-বচনে 'সৎ' শব্দদ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, এবং 'আসীৎ' বা 'ছিলেন'-শব্দ-দ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, তদুভয় অস্তিত্ব, পরস্পর ভিন্ন হইলে অস্তিত্ব দ্বিগুণ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দুইটি সদ্বস্তু মানিতে হয়; (তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে; 'এক বৈ দুই নাই,' এরূপ বলা চলে না)। আবার সেই দুই অস্তিত্ব যদি একই হয়, তবে "সৎ আসীৎ" এই বাক্যে পুনরুক্তি ঘটে। ইহা শব্দ-পুনরুক্তি নহে যে ভিন্নার্থবোধক একই শব্দের প্রয়োগ বলিয়া

* "দ্বৈগুণ্য" স্থলে 'বৈগুণ্য' পাঠও আছে, "দ্বৈগুণ্য" পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

ইহাকে যমকাদি 'অলঙ্কার' বলিবেন। ইহা, সমানাকার বা ভিন্নাকারশব্দের প্রয়োগ-দ্বারা একই অর্থের বোধক হইলে যে পুনরুক্তিদোষ ঘটে, সেই 'দোষ'-রূপ পুনরুক্তি;—এই শঙ্কার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—'এরূপ বলিও না', ইহা দোষ নহে; এরূপ পুনরুক্তি সংসারে প্রচলিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—পূর্ব্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই "সৎ" (সৎ বস্তু ব্রহ্ম) ও "আসীৎ" (ছিল) এই দুই শব্দের অর্থে দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে অথবা একই সত্তাকে বুঝাইতেছে? যদি বলেন 'দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে' তবে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয়, কেননা, দুইটি সদ্বস্তু মানিতে হয়। আর যদি বলেন—'ভেদ নাই' তবে উক্ত শব্দ দুইটি (ভিন্নাকার হইলেও) একার্থবোধক হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইতেছে। এইহেতু 'আসীৎ' (ছিল) এই শব্দের প্রয়োগ যুক্তিসিদ্ধ নহে—এই দ্বিতীয় পক্ষ বা 'পুনরুক্তি' স্বীকার করিয়া লইয়া সিদ্ধান্তী ইহাকে দোষ বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন:— "এবম্ মা"—'ইহা দোষ', এরূপ বলিও না। তাহা হইলে কি প্রকারে প্রতীত দোষের পরিহার হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন "লোকে তথা ঈক্ষণাৎ"—এই প্রকার প্রয়োগ সংসারে দেখা যায়, (তাহাতে ব্যবহারের বা উপদেশের কোনও বাধা হয় না)। ৩৬

ভাল, সংসারে এই প্রকার পুনরুক্তিপ্রয়োগে দোষাভাব, অর্থাৎ 'সৎ' 'ছিল'—এইরূপ একার্থবিশিষ্ট দুই শব্দের প্রয়োগে দোষ হইল না,—কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:-

কর্ত্তব্যং কুরুতে বাক্যং ব্রূতে ধার্য্যস্য ধারণম্।
ইত্যাদি বাসনাবিষ্টং প্রত্যাসীৎ সদিতীরণম্॥ ৩৭

অন্বয়—'কর্ত্তব্যম্ কুরুতে', 'বাক্যম্ ব্রূতে', 'ধার্য্যস্য ধারণম্' ইত্যাদি বাসনাবিষ্টম্ প্রতি "সৎ আসীৎ" ইতি ঈরণম্।

অনুবাদ—(লোকসমাজে) 'কর্ত্তব্য করিতেছে', 'বাক্য বলিতেছে', 'ধারণীয় বস্তুর ধারণ' ইত্যাদি প্রয়োগের সংস্কার যাহার চিত্তে বিদ্যমান, সেইরূপ শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই, "সৎ ছিল" এইরূপ বাক্য, শ্রুতি উচ্চারণ করিয়াছেন।

টীকা—লোকসমাজে এই দ্বিরুক্তিপ্রয়োগ আরও অনেক প্রকারের আছে বটে (যথা পাণিনি—৮।১।৮,১০ আমন্ত্রিত, অসূয়া, সম্মতি, কোপ, কুৎসন, ভৎর্সন, আবাধ [পীড়া] ইত্যাদি অর্থে), কিন্তু তাহাতে কি হইল? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—এই প্রকার প্রয়োগের সংস্কারবিশিষ্ট শ্রোতার প্রতি শ্রুতি বলিতেছেন—"সৎ আসীৎ" সদ্বস্তু ছিল। ৩৭

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া মানা হইতেছে; আবার 'ছিল' এই অতীত-কাল-সূচক ক্রিয়ার প্রয়োগে কালের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে; ইহার দ্বারা ব্রহ্মের

অদ্বিতীয়ত্বের ত' ব্যাঘাতদোষ ঘটিতেছে; কেননা, 'কালরহিত ব্রহ্মে কাল আছে?' অথবা 'কালবিশিষ্ট ব্রহ্মে কাল আছে?' এইরূপ বিকল্প করিলে, প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত, দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ ঘটে, যেমন পূর্ব্বাধ্যায়ে ৫০ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে সদ্‌বস্তু ব্রহ্ম 'ছিলেন' এইরূপ উক্তি উপপন্ন হয় না; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

কালাভাবে পুরেত্যুক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্।
শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্র দ্বিতীয়ং ন হি শঙ্ক্যতে॥ ৩৮

অন্বয়—কালাভাবে পুরা ইতি উক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্ শিষ্যম্ প্রতি এব (ভবতি)। তেন অত্র দ্বিতীয়ম্ ন হি শঙ্ক্যতে।

অনুবাদ—কালনামক বস্তু না থাকিলেও, 'পূর্ব্বে' এই শব্দদ্বারা যে অতীতকালের সূচনা হইয়াছে, তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালের সংস্কার-বিশিষ্ট শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। তদ্দ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে 'কাল' বলিয়া কোনও দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ আছে। সেইহেতু এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মবিষয়ে দ্বৈতের আশঙ্কা করা অসঙ্গত।

টীকা—ভাল, কালাদিরূপ দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ নাই থাকুক, (নৈয়ায়িকসম্মত) অভাব পদার্থ ত' ছিলই, অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের প্রাগভাবরূপ অভাব ত' ছিল। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সেই প্রাগভাবের অনুযোগী বা আধার এবং জগৎ সেই অভাবের প্রতিযোগী। এইরূপে উক্ত শ্রুতিবচনে দ্বৈতের শঙ্কা ত' থাকিয়াই গেল—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইতে পারে যে উক্ত শ্রুতিবচন, যাহাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই শ্রোতার ভাব ও অভাবরূপ দ্বৈতের সংস্কার রহিয়াছে; তাহা তাহাকে ভূতের (প্রেতের) ন্যায় পাইয়া বসিয়াছে; এইরূপ শ্রোতাকে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতির ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ। অতএব অদ্বৈততত্ত্বে এইরূপ অত্যুৎকট আশঙ্কার অবসর নাই। এই কারণে বলিতেছেন—"তেন অত্র দ্বিতীয়ম্ ন শঙ্ক্যতে"—সেইহেতু উক্ত শ্রুতি-বচনে দ্বৈতের আশঙ্কা করা যায় না। ৩৮

এক্ষণে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের রহস্য বা গূঢ় অভিপ্রায় বলিতেছেন:—

চোদ্যং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া।
অদ্বৈতভাষয়া চোদ্যং নাস্তি নাপি তদুত্তরম্॥ ৩৯

অন্বয়—চোদ্যম্ বা পরিহারঃ বা দ্বৈতভাষয়া ক্রিয়তাম্, অদ্বৈতভাষয়া চোদ্যম্ ন অস্তি, তদুত্তরম্ অপি ন (অস্তি)।

অনুবাদ—দ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া, অদ্বৈতবিষয়ে পূর্ব্বপক্ষের বা আশঙ্কার উত্থাপন করা অথবা তাহার সমাধান করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা

—সকলই সম্ভব হইতে পারে, কেননা, উভয়স্থলেই যে ভাষার প্রয়োগদ্বারা শঙ্কাসমাধান করা যায়, তাহা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আরোপিত দ্বৈতকে—অর্থাৎ মন, বচন ইত্যাদিকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভবপর হয়; কিন্তু অদ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া তদনুসরণে, অর্থাৎ সকল প্রকার আরোপের সহিত মন ও বচনের নিষেধ করিয়া, নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মবিষয়ে যে (মৌনরূপ) ভাষা প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাতে প্রশ্ন ও উত্তর কিছুই সম্ভবপর হয় না।

টীকা—তাৎপর্য্য এই—ব্যবহারকালেই বিকল্প করিয়া প্রশ্ন ও তাহার পরিহার করিতে হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ অদ্বৈতই একমাত্র তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা ও পরিহার চলে না। ৩৯

পরমার্থতঃ দ্বৈত নাই—এই বিষয়ে (বাশিষ্ঠরামায়ণ—উৎপত্তি প্রকরণ, ৮।৯৭) স্মৃতিপ্রমাণ দিতেছেন ঃ—

(৬) বাস্তব দ্বৈত নাই—তদ্বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ।

তদা স্তিমিতগম্ভীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।
অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥ ৪০

অন্বয়—তদা স্তিমিতগম্ভীরম্ ন তেজঃ ন তমঃ ততম্ অনাখ্যম্ অনভিব্যক্তম্ সৎ কিঞ্চিৎ অবশিষ্যতে।

অনুবাদ—এই জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে এক 'সৎ'-মাত্র অনির্দ্দেশ্যবস্তু অবশিষ্ট (অবধিরূপে স্থিত) ছিলেন; তিনি অচল, নিস্তব্ধ, গম্ভীর, বাক্য-মনের অগোচর, সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বদাই একরস; তিনি আলোকও নহেন, তিনি অন্ধকারও নহেন।

টীকা—"তদা"—প্রলয়কালে অর্থাৎ জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বে, "স্তিমিতগম্ভীরম্"—নিশ্চল অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত এবং দুরবগাহ অর্থাৎ অচিন্তনীয়; "ন তেজঃ"—যাহা 'তেজস্ত্ব' জাতির অনাশ্রয় অর্থাৎ সূর্য্য, চন্দ্র, অগ্নি প্রভৃতিতে যে প্রকাশরূপ জাতিধর্ম্ম আছে, সেই জাতিধর্ম্ম যাহাতে নাই, কেননা, তাহা স্বয়ংপ্রকাশ ও সত্য বলিয়া পরপ্রকাশ্য ও মিথ্যা সূর্য্যাদি বস্তু হইতে বিলক্ষণ। "ন তমঃ"—যাহা আবরণরহিতস্বভাব, অন্ধকারের মত আবরণধর্ম্মক নহে; "ততম্"—ব্যাপক (তন্ ধাতুর উত্তর ক্তঃ প্রত্যয়)। "অনাখ্যম্"—যাহাকে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করা যায় না; "অনভিব্যক্তম্"—অপ্রকট অনাবিষ্কৃত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় যাহাকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না, এইরূপ।* "সৎ"—শূন্য হইতে বিলক্ষণ, অতএব "কিঞ্চিৎ"—যাহাকে 'এই' বলিয়া প্রকাশ করা যায় না, এইরূপ যে বস্তু; "অবশিষ্যতে"—অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—'ইহা নহে', 'ইহা নহে', এইরূপে দ্বৈত জগৎ-প্রপঞ্চের নিষেধ করিলে, যাহা সেই নিষেধের অবধি বা সীমারূপে থাকিয়া যায়; তাৎপর্য্য এই—দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চ রজ্জু-সর্পের ন্যায় বিবর্ত্ত এবং সেইহেতু একান্ত মিথ্যা বলিয়া সেই

* "অনাখ্যমনভিব্যক্তমিতি" নামরূপপ্রতিষেধঃ বাশিষ্ঠরামায়ণ টীকাকার।

মিথ্যার অধিষ্ঠান বা নৈয়ায়িকদিগের ভাষায়—'অত্যন্তাভাবের অনুযোগী' আত্মস্বরূপ সেই অচিন্তনীয় বস্তুই থাকিয়া যায়। ৪০

এইরূপ উত্তরের পর, 'পূর্ব্বপক্ষ' দুর্ব্বল হইয়া বৈশেষিকদিগের পক্ষ* অবলম্বন করিয়া বাশিষ্ঠরামায়ণ-স্মৃতির উপর আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন:—ভাল, ক্ষিতিপ্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়; সেইহেতু ইহারা অসৎ মানিলাম, কিন্তু ব্যোম বা আকাশ যে পঞ্চম বস্তু, তাহা ত' নিত্য; তাহাকে কি প্রকারে অসৎ বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে? (কেননা, তাহা না করিলে আপনার অদ্বৈততত্ত্বের সিদ্ধি হয় না)। পূর্ব্বপক্ষের যে এইরূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন:—

(চ) আকাশের অসদ্রূপতা বিষয়ে শঙ্কাসমাধান।

নন্বু ভূম্যাদিকং মাভূৎ পরমাণ্বন্তনাশতঃ।
কথং তে বিয়তোঽসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতীতি চেৎ ॥৪১

অন্বয়—নন্বু পরমাণ্বন্তনাশতঃ ভূম্যাদিকম্ মা ভূৎ। (কিন্তু) বিয়তঃ অসত্ত্বম্ তে বুদ্ধিম্ কথম্ আরোহতি ইতি চেৎ?

অনুবাদ—ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুরূপ চরম অবয়ব নাশ বা অদর্শন প্রাপ্ত হয় বলিয়া সেই ভূতচতুষ্টয় না থাকে, নাই থাকুক; পরন্তু—'হে বেদান্তিন্, আকাশরূপ যে পঞ্চম ভূত আপনি মানেন তাহার অভাব কি প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণা করা যাইতে পারে?' (পূর্ব্বপক্ষীর এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—তবে শ্রবণ কর। ৪১

বাশিষ্ঠ-রামায়ণবচনে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের যে অসত্তা সূচিত হইয়াছে, পূর্ব্বপক্ষী তাহা অদর্শন বা অননুভব অর্থে বুঝিয়াছেন; কেননা, সেইরূপ না বুঝিলে বৈশেষিকপক্ষ অবলম্বন করা যায় না, যেহেতু তাঁহাদের মতে পরমাণু নাশহীন পদার্থ।

এক্ষণে সিদ্ধান্তী এই ভূতচতুষ্টয়ের দৃষ্টান্তকে আশ্রয় করিয়া উক্ত শ্লোকগত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন:—

অত্যন্তং নির্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্।
তথৈব সন্নিরাকাশং কুতো নাশ্রয়তে মতিম্? ॥ ৪২

* বৈশেষিক মতে ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি ভূতের উপাদান পরমাণু নিত্যপদার্থ; তাহার নাশ নাই। সেইহেতু এ স্থলে নাশ শব্দের অর্থ অদর্শন বা অননুভব। অন্ধকারপ্রবিষ্ট সূর্য্যরশ্মির কিরণে যে সকল বিন্দুসদৃশ পদার্থ ভাসিতেছে দেখা যায় তাহাদের সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রটি 'ত্রাসরেণু', কারণ তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ এই তিনই আছে। এইহেতু দৈর্ঘ্যের জন্য এক অণু, বিস্তারের জন্য এক অণু এবং বেধের জন্য এক অণু কল্পনা করিতে হয়। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র দ্ব্যণুকেরও অনুভূতি হইতে পারে, যেহেতু তাহাতে দৈর্ঘ্য ও বিস্তাররূপে এক এক অণু কল্পনা করা যাইতে পারে। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অণু (point) নিরংশ বলিয়া অনুভূতির অতীত।

অন্বয়—অত্যন্তম্ নির্জগৎ ব্যোম যথা তে বুদ্ধিম্ আশ্রিতম্ তথা এব নিরাকাশম্ সৎ, মতিম্ কুতঃ ন আশ্রয়তে?

অনুবাদ—পৃথিবী প্রভৃতি জগৎ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে, জগৎশূন্য আকাশকে তুমি যে প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণা কর, সেইরূপ আকাশেরও নাশ হইলে, আকাশবিহীন 'কেবল', নিত্য সন্মাত্র বস্তুকে বুদ্ধিতে ধারণা করা যাইবে না কেন?

টীকা—"অত্যন্তম্ নির্জগৎ"—যাহাতে জগতের লেশমাত্র নাই, এই অর্থে বুঝিতে হইবে। ৪২

'যে বস্তুর অনুভব হয়, তাহা অসম্ভব হইতে পারে না'—এই নিয়মকে আশ্রয় করিয়া পূর্ব্বপক্ষী যদি আপত্তি করেন, তদুত্তরে বলিতেছেন :—

নির্জগদ্ব্যোম দৃষ্টঞ্চেৎ প্রকাশতমসী বিনা।
ক্ব দৃষ্টং কিঞ্চ তে পক্ষে ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু॥ ৪৩

অন্বয়—নির্জ্জগদ্ব্যোম দৃষ্টম্ চেৎ, প্রকাশতমসী বিনা ক্ব দৃষ্টম্? কিম্ চ তে পক্ষে বিয়ৎ ন খলু প্রত্যক্ষম্।

অনুবাদ—যদি বল, জগৎ-শূন্য আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায়, (এইহেতু তাহাকে বুদ্ধিতে ধারণা করা যায় এবং) সেইহেতু তাহা অসম্ভব নহে, তবে জিজ্ঞাসা করি—আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন পৃথক্ আকাশ তুমি কোথায় দেখিয়াছ? আবার তোমার মতে আকাশ প্রত্যক্ষ পদার্থও নহে।

টীকা—তুমি যে বলিলে 'আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায়'—এই কথাটিই অসিদ্ধ; এই প্রকারে উক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন। "প্রকাশতমসী বিনা (বিয়ৎ) ক্ব দৃষ্টম্"?—সূর্য্যাদির আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন পৃথক্ আকাশ কোথায় দেখিয়াছ? তাহাই আগে বল। অবশ্যই বলিতে হইবে—'কোথাও দেখি নাই'। [যদি বল আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন নীলতা দেখিয়াছি, তবে বলি নীলতা আলোকেরই বিকারবিশেষ; ইহা অধুনাবিষ্কৃত প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা (আচার্য্য বেঙ্কটেশ্বর রমণ) প্রতিপাদন করিয়াছেন]। এই আলোক বা অন্ধকার দেখিয়াই বলিয়া উঠ 'আকাশ দেখিয়াছি'। আবার দেখ আকাশকে প্রত্যক্ষ মানিলে, তোমার অপসিদ্ধান্ত হইবে, এই কথাই বলিতেছেন :—"কিং চ তে পক্ষে বিয়ৎ ন খলু প্রত্যক্ষম্"—আবার তোমাদের মতেই আকাশ নিঃসন্দেহ অপ্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়-গোচর নহে। 'তোমাদের' বলিতে শূন্যবাদী ও নৈয়ায়িক; শূন্যবাদী বলেন—'আকাশ' অর্থে 'আবরণের অভাব' যে আশ্রয়ে থাকে; তাহা ত' আকাশকুসুম বা শশশৃঙ্গের ন্যায় মিথ্যা; এইহেতু তাহা ইন্দ্রিয়গোচর হইতেই পারে না। আবার নৈয়ায়িক বলেন—আকাশ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-গোচর হইতে পারে না, কেননা, আকাশের রূপ ও স্পর্শগুণ নাই। তাঁহাদের মতে উদ্ভূত ক্ষিতি, অপ্ ও তেজ দ্রব্যে অর্থাৎ সেই সেই দ্রব্যে 'রূপ'

প্রকটিত হইলে, তাহারা চক্ষুরিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়; তদনন্তর স্পর্শগুণযুক্ত হইলে ত্বগিন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়; শ্রোত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয় না; কেবল এক এক গুণের গ্রহণ হয়। ৪৩

শঙ্কা—(বাদীর আপত্তি)—'আকাশের দর্শন যেরূপ অসম্ভব, সদ্বস্তুর দর্শনও ত' সেইরূপ'—বাদীর এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া তদুত্তরে বলিতেছেন যে, অজ্ঞানী ও জ্ঞানী সকলেই সেই সদ্বস্তুকে অনুভব করিয়া থাকে, কেননা, সকল লোকেই 'আমি আছি' এইরূপ সামান্যাকারে আত্মানুভব বা সদ্বস্তুর অনুভব করে; জ্ঞানীর এইমাত্র বিশেষ যে জ্ঞানী তদতিরিক্ত 'আমি চিৎস্বরূপ', 'আমি আনন্দস্বরূপ', এইরূপ বিশেষাকারে অনুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং উক্তরূপ আপত্তি চলিতে পারে না; এই কথাই বলিতেছেন:—

(ছ) সদ্বস্তুর দর্শন আকাশদর্শনের ন্যায় অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার সমাধান।

সদ্বস্তু শুদ্ধং ত্বস্মাভির্নিশ্চিতৈরনুভূয়তে।
তূষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেশ্চ বর্জ্জনাৎ ॥৪৪

অন্বয়—শুদ্ধম্ সদ্বস্তু তু নিশ্চিতৈঃ অস্মাভিঃ তূষ্ণীম্ স্থিতৌ অনুভূয়তে। চ (তথা) শূন্যবুদ্ধেঃ বর্জ্জনাৎ (অভাবাৎ—অসম্ভাব্যত্বাৎ) শূন্যত্বম্ (তূষ্ণীম্ স্থিতৌ) ন (অনুভূয়তে)।

অনুবাদ—আমাদের ন্যায় মনুষ্য, সর্ব্বসন্দেহবর্জ্জনপূর্ব্বক কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং বিবিধ ও বিপরীত কল্পনাশূন্য উদাসীন অবস্থায় চুপ করিয়া থাকিলে, সেই সদ্‌বস্তুকে অনুভব করে এবং যেহেতু শূন্যের অনুভব আদৌ হইতে পারে না, সেইহেতু সর্ব্বসঙ্কল্পবর্জ্জিত মৌনাবস্থাতেও সেই শূন্যত্বের অনুভব হয় না। শূন্যত্বের যে অনুভব হইতে পারে না, তাহার কারণ দুইটি; [১] (শূন্যের প্রতিযোগী হইয়া) অনুভবকর্ত্তা স্বয়ং বিদ্যমান না থাকিলে, অনুভব ক্রিয়া হইতে পারে না এবং অনুভবকর্ত্তা বিদ্যমান থাকিলে শূন্য আর শূন্য থাকে না, পূর্ণ হইয়া যায়; [২] যাহা শূন্যই অর্থাৎ যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার অনুভব হইবে কি? তাহা হইলে বন্ধ্যাপুত্রেরও উপলব্ধি সম্ভব।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল নিঃসঙ্কল্প মৌনাবস্থায় যখন কিছুরই অনুভব নাই, তখন শূন্য ভিন্ন আর কি থাকিতে পারে? (সমাধান) শূন্যের যখন প্রতীতিই সম্ভব হয় না, তখন শূন্য কি প্রকারে থাকিতে পারে? এই কথাই বলিতেছেন—"আমাদের ন্যায় মনুষ্য" ইত্যাদিদ্বারা। তাৎপর্য্য এই—শূন্যের অনুভব হয় মানিলে, অনুভবকর্ত্তাই শূন্যের বাধক। অনুভব হয় না, বলিলে শূন্য নিষ্প্রমাণ। নিস্ফুরণ তূষ্ণীংদশায় যেমন সকল বস্তুরই অভাব, সেইরূপ শূন্যেরও অভাব। ৪৪

(শঙ্কা) ভাল, আপনার কথিত তূষ্ণীম্ অবস্থাতে সদ্‌বুদ্ধি বা সতের অনুভব না থাকাতে সদ্বস্তুও নাই,—এই আশঙ্কার উত্থাপন ও পরিহার করিতেছেন:—

(জ) সদ্বস্তুর অস্তিত্বে শঙ্কা ও সমাধান।

সদ্বুদ্ধিরপি চেন্নাস্তি মাঽস্ত্বস্য স্বপ্রভত্বতঃ।
নির্ম্মনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রং সুগমং নৃণাম্॥ ৪৫

অন্বয়—সদ্বুদ্ধিঃ অপি ন অস্তি (ইতি) চেৎ—অস্য স্বপ্রভত্বতঃ মা অস্তু; নির্ম্মনস্কত্ব-সাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রম্ নৃণাম্ সুগমম্।

অনুবাদ—যদি বল নিঃসঙ্কল্পাবস্থায় সদ্বুদ্ধি (সতের অনুভব) যদি নাই রহিল, তাহা হইলে সৎও থাকে না;—তদুত্তরে বলি, সদ্বুদ্ধি নাই বা রহিল, সদ্বস্তু যে স্বপ্রকাশ। আবার সেই নিঃসঙ্কল্পতার সাক্ষিরূপে যে এক সদ্বস্তুই থাকে, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারে।

টীকা—সেই সদ্বস্তুটি স্বপ্রকাশ বলিয়া, তাহার প্রতীতির অভাব. আমার অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর অবাঞ্ছনীয় নহে; এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"অস্য স্বপ্রভত্বতঃ মা অস্তু"—এই সদ্বস্তু স্বপ্রকাশ বলিয়া, ইহার প্রকাশকরূপে বুদ্ধির বা অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকে নাই থাকুক, তাহার অভাবে সদ্বস্তুকে বুঝিবার বাধা হয় না। (শঙ্কা) ভাল, যদি কোনও বস্তুবিষয়ক সঙ্কল্প বা অনুভবই নাই, তাহা হইলে সেই বস্তুর অস্তিত্ব কি প্রকারে বুঝা যাইতে পারে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"নির্ম্মনস্কত্বসাক্ষিত্বাৎ সন্মাত্রম্ নৃণাম্ সুগমম্"—সেই নিঃসঙ্কল্পাবস্থার সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া, সেই 'কেবল' সদ্বস্তু, বিচারশীল মনুষ্যের নিকট সহজেই প্রতীতিযোগ্য; কেননা, তিনি 'আমি ত' রহিয়াছি, (মন নাই বা রহিল)' এইরূপে সামান্যভাবে সেই সদ্বস্তুর প্রতীতি করিয়া থাকেন। ৪৫

এই প্রকারে সঙ্কল্পরহিত উদাসীন অবস্থায় সাক্ষিপ্রত্যগাত্মার যে ভান হয়, তাহা দেখাইয়া সেই তূষ্ণীমবস্থারূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে সদ্বস্তু নিত্য বিদ্যমান, তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, এই কথাই বলিতেছেন:—

মনোজৃম্ভণরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ।
মায়াজৃম্ভণতঃ পূর্ব্বং সৎ তথৈব নিরাকুলম্॥ ৪৬

অন্বয়—মনোজৃম্ভণরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ (ভবতি) তথা এব মায়াজৃম্ভণতঃ পূর্ব্বম্ সৎ নিরাকুলম্ (আসীৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—যখন মনের সঙ্কল্পাদিরূপে স্ফুরণ নাই, তখন সাক্ষী প্রত্যগাত্মা যেমন সঙ্কল্পবিকল্পরূপ বিক্ষেপরহিত হইয়া, "কেবল"-ভাবে অবস্থান করেন, সেইরূপ মায়ার স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চরূপ কার্য্যরূপে পরিণতি হইবার পূর্ব্বে অর্থাৎ জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে, সৎব্রহ্ম, মায়াকার্য্যদ্বারা অবিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। ৪৬

মায়াশক্তির বর্ণন

১। মায়ার লক্ষণ এবং মায়া থাকিতেও দ্বৈতাভাব।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, মায়ার লক্ষণ কি ? অর্থাৎ মায়ার অসাধারণ ধর্ম্ম কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) মায়ার লক্ষণ।

নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্য শক্তির্মায়াগ্নিশক্তিবৎ।
ন হি শক্তিঃ ক্বচিৎ কৈশ্চিদ্বুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ॥ ৪৭

অন্বয়—অস্য (ব্রহ্মণঃ) নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যা শক্তিঃ মায়া, অগ্নিশক্তিবৎ ; কৈশ্চিৎ ক্বচিৎ কার্য্যতঃ পুরা শক্তিঃ ন হি বুধ্যতে।

অনুবাদ—ব্রহ্মের এই মায়ানাম্নী শক্তি বস্তুতঃ মিথ্যা ; সৃষ্টিরূপ কার্য্য দেখিয়া ইহা যে আছে, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তিকে বিস্ফোটনাদি (ফোস্কা ইত্যাদি) কার্য্য দেখিয়া অনুমান করা হয়। কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্ব্বে কেহ কোথাও সেই শক্তিকে জানিতে পারে না।

টীকা—"নিস্তত্ত্বা"—জগতের কারণরূপ বস্তু যে ব্রহ্ম, তাঁহা হইতে ভিন্ন তত্ত্ব অর্থাৎ বস্তুস্বরূপতা যাহার নাই, অথচ "কার্য্যগম্যা"—আকাশাদি কার্য্যরূপ হেতুদ্বারা যাহা আছে, এইরূপে অনুমান করিতে পারা যায়, এইরূপ যে "অস্য শক্তিঃ"—এই সৎ ব্রহ্মবস্তুর শক্তি—আকাশাদি কার্য্যের উপাদান হইবার সামর্থ্য, তাহাই 'মায়া' এই নামে কথিত হইয়া থাকে। 'পরমাত্মার নিস্তত্ত্বা ও কার্য্যানুমেয়া শক্তিকে মায়া বলে।'—মায়ার যে এই লক্ষণ করা হইল তাহাতে কোনও দোষ নাই, কেননা, জগৎও 'নিস্তত্ত্ব', বা মিথ্যা বটে কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর ও স্বয়ং কার্য্যরূপ, 'কার্য্যদ্বারা অনুমেয়' নহে ; এইহেতু উক্ত লক্ষণের মধ্যে 'জগৎ' পড়িল না ; আবার ব্রহ্মও কার্য্যানুমেয় বটে, কেননা, "ব্রহ্মসূত্রে" আছে 'জন্মাদ্যস্য যতঃ' (১।১।২) 'এই জগতের জন্ম প্রভৃতি যাঁহা হইতে' ; তথাপি ব্রহ্ম 'নিস্তত্ত্ব' নহেন, বাস্তবস্বরূপ ; এবং কাহারও শক্তি নহেন, নিজেই শক্তিমান্ বা শক্তির আশ্রয়। এইহেতু ব্রহ্ম উক্ত লক্ষণের মধ্যে পড়িলেন না। আবার মৃত্তিকা প্রভৃতির শক্তিও নিস্তত্ত্ব ও কার্য্যানুমেয় বটে, কিন্তু তাহারা সৎ ব্রহ্মের শক্তি নহে। ইহাই হইল উক্ত লক্ষণের নির্দ্দোষতার পরীক্ষা। কোনও বস্তুর শক্তি যে সেই বস্তুর স্বরূপ হইতে ভিন্ন এবং তাহা যে আছে, এই তত্ত্ব দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—"অগ্নিশক্তিবৎ"—যেমন অগ্নি, মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি শক্তিমান্ পদার্থের স্বরূপ হইতে উহাদের স্ফোট বা ফোস্কা উৎপাদন, ঘটরচনা, বা চূর্ণদ্বারা পিণ্ডাদিরচনা, শীতলতা প্রভৃতিরূপ লিঙ্গ বা হেতু দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতিতে অবস্থিত সামর্থ্যের অনুমান করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও মায়াশক্তির অনুমান করা হয়। শক্তি যে কার্য্যরূপ লিঙ্গ দেখিয়া জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা 'ব্যতিরেক'-মুখে সমর্থন করিতেছেন—"কৈশ্চিৎ ক্বচিৎ কার্য্যতঃ পুরা শক্তিঃ ন হি বুধ্যতে"—যেহেতু কেহ কোথাও অগ্নি প্রভৃতি শক্তিমান্ পদার্থের কার্য্যের পূর্ব্বে তাহাদের শক্তিকে জানিতে পারে না ; এইহেতু শক্তি কার্য্যরূপ হেতুদর্শনে অনুমিত হয়। ৪৭

এইরূপে মায়ারূপ ব্রহ্মশক্তির জগদ্রচনারূপ কার্য্য দেখিয়া, সেই লিঙ্গ বা হেতুদ্বারা মায়ার অস্তিত্ব বুঝা যায়—এই কথাটি যুক্তিপূর্ব্বক বুঝাইয়া, এক্ষণে ব্রহ্মের সত্তাভিন্ন, সেই মায়াশক্তির পৃথক্ সত্তা নাই, এইহেতু সেই মায়াশক্তি যে নিস্তত্ত্ব, এই কথাই বুঝাইতেছেন :—

ন সদ্বস্তু সতঃ শক্তির্ন হি বহ্নেঃ স্বশক্তিতা।
সদ্বিলক্ষণতায়াং তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাম্ ॥ ৪৮

অন্বয়—সদ্বস্তু সতঃ শক্তিঃ ন, হি (যতঃ) বহ্নেঃ ন স্বশক্তিতা, সদ্বিলক্ষণতায়াম্ তু শক্তেঃ কিম্ তত্ত্বম্ উচ্যতাম্। ৪৮

অনুবাদ—ব্রহ্মের শক্তিকে অর্থাৎ মায়াকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না, যেহেতু অগ্নির দাহিকাশক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না। আর যদি সদ্বস্তু ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার কর, তবে সেই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বল।

টীকা—"সদ্বস্তু, সতঃ শক্তিঃ ন"—সদ্বস্তু নিজেই নিজের শক্তি নহেন ; এস্থলে অভিপ্রায় এই,—সদ্বস্তুর শক্তি হয় সদ্রূপ, অথবা অসদ্রূপ—এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম বিকল্পটি অবলম্বন করা চলে না, অর্থাৎ বলা চলে না যে, সদ্বস্তুর শক্তি সদ্রূপ, কেননা, তাহা হইলে বলিতে হয়—যেহেতু সদ্বস্তুর শক্তি সদ্রূপ, সেইহেতু সদ্বস্তুর শক্তি সৎ হইতে অভিন্ন ; তাহা হইলে আর তাহার সদ্বস্তুর 'শক্তি' হওয়া চলে না। সেই শক্তি যে সদ্রূপ নহে—ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—"হি" (যতঃ) যেহেতু, "বহ্নেঃ ন স্বশক্তিতা"—অগ্নির দাহিকা শক্তিই অগ্নির স্বরূপ হইতে পারে না ; কেননা, মণি, মন্ত্র ও ঔষধিদ্বারা, অগ্নি থাকিতেও তাহাতে দাহিকাশক্তির অভাব ঘটাইতে পারা যায় ; আবার প্রতিবন্ধনিরোধক অন্য মণিমন্ত্রৌষধিদ্বারা পূর্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধক থাকিতেও দাহিকা-শক্তির ক্রিয়া—দাহ, ঘটাইতে পারা যায়। দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বরূপ হইলে এরূপ হইত না ; এইহেতু অগ্নির শক্তি অগ্নি হইতে ভিন্ন। আবার দ্বিতীয় পক্ষটিকে অবলম্বন করিলে অর্থাৎ সদ্বস্তুর শক্তি অসদ্রূপ, এইরূপ বলিলে, দুইটি বিকল্প হইতে পারে ; প্রথম বিকল্প—সেই অসদ্রূপ কি মনুষ্যশৃঙ্গের ন্যায় স্বরূপশূন্য বলিয়া একেবারে অস্তিত্ববিহীন ? দ্বিতীয় পক্ষ—অথবা বাধবিহীন সদ্রূপ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বাধযোগ্য ? এইরূপ বিকল্প করিবার উদ্দেশ্যে, সিদ্ধান্তী প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "সদ্বিলক্ষণতায়াম্ তু"—শক্তি যদি সদ্বস্তু হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ অসদ্রূপ হইল, তাহা হইলে শক্তির স্বরূপ কি তাহা বল। ৪৮

তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি অনুবাদ করিয়া তাহাতে দোষ দেখাইতেছেন :—

শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়াকার্য্যমিতীরিতম্।
ন শূন্যং নাপি সদ্‌যাদৃক্ তাদৃক্তত্ত্বমিহেষ্যতাম্ ॥ ৪৯

অন্বয়—শূন্যত্বম্ ইতি চেৎ, শূন্যম্ মায়াকার্য্যম্ ইতি (ত্বয়া) ঈরিতম্। শূন্যম্ ন, সৎ অপি ন, যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বম্ ইহ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি বল শক্তির স্বরূপ 'শূন্য' অর্থাৎ শক্তি নিঃস্বরূপ, তবে বলি শূন্য যে মায়ার কার্য্য, একথা তুমিই পূর্ব্বে (৩৪ সংখ্যক শ্লোকে) স্বীকার করিয়াছ। অতএব সদ্ব্রহ্মের শক্তি শূন্য অর্থাৎ মনুষ্যশৃঙ্গের ন্যায় নিঃস্বরূপ নহে অথবা সৎ অর্থাৎ বাধের অযোগ্যও নহে; কিন্তু এই উভয় হইতে ভিন্ন যাহা হইতে পারে, তাহাই শক্তির স্বরূপ অর্থাৎ শক্তি অনির্ব্বচনীয়-স্বরূপ—এইরূপই মানিতে হয়।

টীকা—"শূন্যম্ মায়াকার্য্যম্ ইতি ঈরিতম্"—'শূন্যেরও নাম, রূপ দুইটিই সেই প্রকার (আকাশাদির ন্যায়) সংস্বরূপ বস্তুতে পরিকল্পিত'—যদি এইরূপ বল, তবে তুমি চিরজীবী হও,—এইস্থলে (উক্ত ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে) তুমি নিজমুখেই শূন্যকে মায়ার কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছ। এইহেতু সেই শূন্যরূপ কার্য্য, মায়াশক্তির স্বরূপ হইতে পারে না, কেননা, মায়াশক্তি স্বকার্য্যের পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ,—ইহাই তাৎপর্য্য। তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ 'শক্তি সদ্বস্তু হইতে বিলক্ষণ'—ইহাই অবশিষ্ট রহিয়া গেল,—এই কথাই বলিতেছেন:— "শূন্যম্ ন, সৎ অপি ন, যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বম্ ইহ ইষ্যতাম্"—তাৎপর্য্য এই যে মায়ার স্বরূপকে সদ্রূপ বলিয়াও, অর্থাৎ 'বাধযোগ্য নহে' এইরূপ বলিয়াও, নির্দ্দেশ করা যায় না—এই উভয় স্বরূপ হইতে ভিন্নস্বরূপ বলিলে, যাহা বুঝায়, তাহাই মায়ার স্বরূপ অর্থাৎ মায়া অনির্ব্বচনীয়।

(শঙ্কা)—ভাল, এই উভয় স্বরূপ হইতে ভিন্নস্বরূপ বলিলে, কিছুই বুঝায় না।

(উত্তর)—কেন বুঝাইবে না? যদি মায়ার স্বরূপকে 'সৎ' বল, তবে জিজ্ঞাসা করি সেই সৎ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন? যদি বল 'ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন', তবে যে শ্রুতিবচন-দ্বারা—ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদিত হয়, তাহার সহিত বিরোধ ঘটে (কিন্তু শ্রুতি অভ্রান্ত সত্য) এবং যে সৎ ও ব্যাপক ব্রহ্মে কিছুমাত্র অবকাশ নাই, তাহাতে অপর এক সদ্বস্তুর অর্থাৎ শক্তির সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। এইহেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সদ্বস্তু থাকিতেই পারে না। পক্ষান্তরে যদি বল, সৎশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে অগ্নিকেই অগ্নির শক্তি বলিলে যে দোষ হয়, তাহা ত' পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; আবার ব্রহ্মশক্তি মায়াকে ব্রহ্মেরই স্বরূপগত বলিয়া মানিলে, জ্ঞানের কোনই উপযোগিতা থাকে না, কেননা, মায়ার নিবৃত্তি করাই জ্ঞানের উপযোগিতা। তাহা হইলে যে বেদ, সাধনসহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের সাধ্য মোক্ষ, প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আবার মায়ার স্বরূপকে অসৎ বলিতেও পার না, কেননা, মায়া যদি আকাশকুসুমের ন্যায় অসৎ বা অত্যন্তাভাবরূপ হইল, তাহা হইলে তাহা ভাবপদার্থের অর্থাৎ জগতের কারণ হইতে পারে না এবং ভগবান যে বলিয়াছেন—'নাসতো বিদ্যতে ভাবঃ' (গীতা ২।১৬)—[Ex nihilo nihil fit (বা out of nothing nothing comes) অথবা 'নাবস্তুনো

বস্তুসিদ্ধিঃ',] সেই সেই বচনের সহিত বিরোধও ঘটে ; এইরূপে মায়ার স্বরূপকে অসৎও বলা যায় না। তাহা হইলে সৎ এবং অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মায়ার স্বরূপকে বর্ণনা করিতে হয় ; এক কথায় বলিতে হয়—'মায়া অনির্ব্বচনীয়'।

(শঙ্কা)—যাহা সৎ হইতে বিলক্ষণ, তাহা অসৎই হইবে ; তাহাকে আবার অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলা চলে না। আবার যাহা অসৎ হইতে বিলক্ষণ, তাহা সৎই হইবে ; তাহাকে আবার সৎ হইতে বিলক্ষণ বলা চলে না। তাহা হইলে সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলিলে, মায়া স্বরূপতঃ নাই—এইরূপই বলিতে হয়। তাহা হইলে জ্ঞানদ্বারা যে প্রপঞ্চের নিবৃত্তি করিতে হইবে, সেই প্রপঞ্চই নাই। এইরূপে জ্ঞানাদি সাধন ব্যর্থ।

(উত্তর)—যখন মায়াকে সৎ হইতে বিলক্ষণ বলা হয়, তখন মায়াকে 'অসৎ' অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় প্রতীতির অযোগ্য, এইরূপ বলা বক্তার অভিপ্রেত নহে ; তখন এইমাত্র বলাই অভিপ্রেত যে 'সৎ' বলিলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালে যাহার বাধা হয় না, এইরূপ যে সদ্বস্তুকে বুঝায়, তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বাধযোগ্য।

আবার মায়াকে যখন অসৎ হইতে বিলক্ষণ বলা হয়, তখন মায়াকে সৎ বলাই বক্তার অভিপ্রেত নহে ; তখন এইমাত্রই অভিপ্রেত যে 'অসৎ' বলিলে আকাশ-কুসুমাদির ন্যায় যে নিঃস্বরূপ বা শূন্য বুঝায়, তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ প্রতীতির যোগ্য।

তাহা হইলে 'সৎ ও অসৎ এই উভয় হইতে বিলক্ষণ' বলার অর্থ হইল—বাধযোগ্য বা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়ের বিষয়, অথচ প্রতীতির যোগ্য বস্তু। ইহারই নাম অনির্ব্বচনীয়। এইরূপে মায়া এবং মায়াকার্য্য—আকাশাদি প্রপঞ্চরূপ ব্যাবহারিক বস্তু এবং স্বপ্ন, রজ্জুসর্প প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বস্তু—অর্থাৎ যাহা যাহা বাধযোগ্য অথচ প্রতীতির বিষয়, তাহাই অনির্ব্বচনীয়। এইরূপে সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণের অর্থ বুঝা গেল। ৪৯

মায়া যে অনির্ব্বচনীয়স্বরূপ তদ্বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ দিতেছেন ঃ—

(খ) মায়ার অনির্ব্বচনীয়তা সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ।

নাসদাসীন্নো সদাসীত্তদানীং কিন্ত্বভূত্তমঃ।
সত্ত্বোগাত্তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতস্তন্নিষেধনাৎ ॥ ৫০

অন্বয়—তদানীম্ ন অসৎ আসীৎ নো সৎ আসীৎ কিন্তু তমঃ অভূৎ। সত্ত্বোগাৎ তমসঃ সত্ত্বম্ স্বতঃ ন, তন্নিষেধনাৎ।

অনুবাদ—"সেই প্রলয়কালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ অর্থাৎ শূন্যও ছিল না কিম্বা সৎও ছিল না কিন্তু অজ্ঞানরূপ তমোদ্বারা আবৃত ব্রহ্মই ছিলেন।" এই শ্রুতিবচনই (ঋগ্বেদে নাসদাসীয় বা নাসদীয় সূক্ত নামে বিখ্যাত মন্ত্র—ঋগ্বেদ অষ্টক ৮, অধ্যায় ৭, বর্গ ১৭, মণ্ডল ১ ; অথবা ১০।১২৯।১, অথবা শতপথব্রাহ্মণ ১০।৫।৩।২, অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।৯।৩)—সৎ ও অসৎ হইতে বিলক্ষণ মায়ার অস্তিত্বে প্রমাণ। (কিন্তু

তদ্দারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয় না ; কেননা) সৎ অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মের সহিত যোগ অর্থাৎ কল্পিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধবশতঃই মায়ার সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সেই অজ্ঞানরূপ মায়ার স্বস্বরূপে পৃথক্ সত্তা নাই। ইহা পরবর্ত্তী ঋগ্বচনদ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে।

টীকা—[শ্রুতিবচনটি এই—'তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে']—'সৃষ্টির পূর্ব্বে তমোদ্বারা আবৃত ব্রহ্মই ছিলেন।' ইহাই মায়ার অনির্ব্বচনীয়ত্বের প্রমাণ ; (শঙ্কা) ভাল "তমঃ আসীৎ"—সেই অজ্ঞানরূপ মায়া ছিল—অর্থাৎ মায়ার সদ্রূপতা ; ইহা কি প্রকারে বলা হইতেছে ? (সমাধান) তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—"সদ্যোগাৎ তমসঃ সত্ত্বম্, স্বতঃ ন"—সদ্বস্তুর সহিত অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যোগ বা সম্বন্ধবশতঃই মায়ার সত্তা ; মায়ার নিজস্বরূপে পৃথক্ সত্তা নাই।

(শঙ্কা) ব্রহ্মের সহিত সেই যোগ বা সম্বন্ধ কিরূপ ?

(উত্তর) প্রথমাধ্যায়ের ৫২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় (৪০-৪১ পৃঃ) ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া গিয়াছে ; সেই স্থলে বলা হইয়াছে—সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি ভেদে 'সম্বন্ধ' অনেক প্রকার। গুণের আশ্রয়কেই দ্রব্য বলে এবং দুইটি দ্রব্যের মধ্যেই সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম নির্গুণ এবং মায়া সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়স্বরূপ, অর্থাৎ গুণই ; মায়া গুণের আশ্রয়স্বরূপ দ্রব্য নহে, সুতরাং তদুভয়ের মধ্যে সংযোগসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার যদি বলা যায় সংযোগসম্বন্ধ নাই বা থাকিল, সমবায়সম্বন্ধ ত' থাকিতে পারে ; তদুত্তরে বলা যাইবে যে ব্রহ্ম ও মায়া এতদুভয়ের মধ্যে গুণগুণিভাব সম্বন্ধ, জাতিব্যক্তিভাব সম্বন্ধ, ক্রিয়াক্রিয়াবান্-ভাব সম্বন্ধ ও কারণকার্য্যভাব সম্বন্ধ নাই ; আর এইগুলির নামই সমবায়সম্বন্ধ। আবার তাদাত্ম্যসম্বন্ধও থাকিতে পারে না, কেননা, স্বরূপসম্বন্ধবিশেষকেই তাদাত্ম্য বলে ; আর ব্রহ্মের স্বরূপ ও মায়ার স্বরূপ পরস্পর বিলক্ষণ ; সুতরাং তদুভয়ের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর যদি বল বৈদান্তিকের তাদাত্ম্য সম্বন্ধের মধ্যে গুণগুণিভাব ইত্যাদি সম্বন্ধও আসিয়া যায়, তবে বলি নৈয়ায়িক ইহাদিগকে ত' সমবায়সম্বন্ধ মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন ; আর সমবায় সম্বন্ধ ত' পূর্ব্বেই নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধ কি প্রকার ? আবার যখন ব্রহ্ম অসঙ্গ বলিয়া বেদে প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তখন মায়া ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বাস্তব সম্বন্ধ হইতে পারে না ; তবে বর্ণহীন আকাশের সহিত নীলতার যে কল্পিত বা আধ্যাসিক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত মায়ার সেইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মায়ার বা ব্রহ্মে কল্পিত সমষ্টিব্যষ্টি প্রপঞ্চের, সেই অনির্ব্বচনীয় তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইতে পারে ; তদ্ভিন্ন অন্য সম্বন্ধ হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—কি কারণে অজ্ঞানের নিজস্বরূপে সত্তা নাই ? তদুত্তরে বলিতেছেন—"তন্নিষেধনাৎ"—'নো সদাসীৎ'—সৎও ছিল না ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা সেই অজ্ঞানের সত্তাও নিষিদ্ধ হইয়াছে।৫০

এক্ষণে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল, তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) শক্তি ও শক্তির কার্য্য শক্তিমান্ হইতে অভিন্ন, এইরূপে দ্বৈতের স্বরূপনির্ণয়।

অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবন্ন হি গণ্যতে।
ন লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোর্জীবিতং লিখ্যতে পৃথক্ ॥৫১

অন্বয়—অতঃ এব শূন্যবৎ দ্বিতীয়ত্বম্ ন হি গণ্যতে। লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোঃ জীবিতম্ পৃথক্ ন লিখ্যতে।

অনুবাদ—অতএব শূন্যের ন্যায় মায়ারও দ্বিতীয়ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নতা স্বীকার করা যায় না। আর দেখ, লোকব্যবহারেও কোন শক্তিমান্ পুরুষের এবং তাহার শক্তির বা কার্য্য করিবার সামর্থ্যের অস্তিত্ব পৃথক্ করিয়া উল্লিখিত হয় না।

টীকা—"অতঃ এব"—যেহেতু মায়ার নিজরূপে অস্তিত্ব নাই, সেইহেতু; "শূন্যবৎ দ্বিতীয়ত্বম্ ন হি গণ্যতে"—শূন্যের ন্যায় মায়ারও দ্বিতীয়তা বা ব্রহ্মকে ধরিয়া দ্বিতীয় বস্তুরূপে গণনা করা হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্যের সহিত গণনা করিয়া দ্বিতীয় বলিয়া না ধরার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোঃ জীবিতম্ পৃথক্ ন লিখ্যতে" ('গণ্যতে' ইতি বা পাঠান্তরম্)—সংসারে কোনও শক্তিমান্ পুরুষকে এবং তাহার শক্তি বা কার্য্য করিবার সামর্থ্যকে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হয় না। ৫১

(শঙ্কা)—ভাল, শক্তির আধিক্য হইলে যখন দেখিতে পাওয়া যায়, পরমায়ুর বৃদ্ধি হয় (এবং শক্তির হ্রাস হইলে যখন পরমায়ুর হ্রাস হয়, দেখা যায়) তখন পুরুষ হইতে ভিন্নরূপে শক্তির অস্তিত্ব মানিতেই হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তর দিতেছেন :—

শক্ত্যাধিক্যে জীবিতঞ্চেদ্বর্দ্ধতে তত্র বৃদ্ধিকৃৎ।
ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃষ্যাদিকং তথা ॥ ৫২

অন্বয়—শক্ত্যাধিক্যে জীবিতম্ বর্দ্ধতে চেৎ তত্র শক্তিঃ বৃদ্ধিকৃৎ ন, কিন্তু তৎকার্য্যম্ যুদ্ধকৃষ্যাদিকম্ তথা (বৃদ্ধিকৃৎ)।

অনুবাদ—যদি বল, শক্তির আধিক্য হইলে যখন পুরুষের পরমায়ুর বৃদ্ধি হয় (এবং শক্তির হ্রাস হইলে যখন পরমায়ুর হ্রাস হয়) তখন পুরুষ হইতে শক্তির পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে,—তবে বলি, শক্তি সেই বৃদ্ধির কারণ নহে; শক্তির কার্য্য যুদ্ধকৃষ্যাদিই সেই বৃদ্ধির কারণ অর্থাৎ শক্তির দ্বারা যুদ্ধ করিয়া আততায়িবিনাশ, কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতির দ্বারা আহারাদির সংস্থান করিলেই আয়ুর্বৃদ্ধি হয়।

টীকা—"তত্র শক্তিঃ বৃদ্ধিকৃৎ ন"—শক্তি আয়ুর্বর্দ্ধনের কারণ নহে কিন্তু শক্তির কার্য্য যুদ্ধ, কৃষি-বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতিই সেই পরমায়ু-বর্দ্ধনের কারণ; এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত

আশঙ্কার পরিহার করিলেন। এই দৃষ্টান্তদ্বারা যাহা বুঝান হইল, তাহা মায়াশক্তিরূপ দার্ষ্টান্তিকে প্রয়োগ করিতেছেন। "তথা"—সেইরূপ মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ৫২

এই তত্ত্বটি সর্ব্বপ্রকার শক্তিসম্বন্ধেই খাটে বলিয়া 'প্রতিজ্ঞা' করিতেছেন :—

সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ন পৃথগ্ গণনা ক্বচিৎ।
শক্তিকার্য্যন্তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শঙ্ক্যতে কথম্?॥ ৫৩

অন্বয়—সর্ব্বথা শক্তিমাত্রস্য ক্বচিৎ পৃথক্ গণনা ন (ভবতি)। শক্তিকার্য্যম্ তু ন এব অস্তি, কথম্ দ্বিতীয়ম্ শঙ্ক্যতে ?

অনুবাদ—কোনও শক্তিকে কোনও স্থলে, কোনও প্রকারে শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ বলিয়া গণনা করা হয় না। (সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে) মায়াশক্তির কার্য্য নামরূপ ত' ছিলই না; সেইহেতু সেই শক্তির কার্য্যদ্বারা কি প্রকারে দ্বৈতের আশঙ্কা হইতে পারে ?

টীকা—ভাল, শক্তিকে লইয়া সেই সদ্বস্তুকে সদ্বিতীয় বলা যায় না, যেন মানিয়া লইলাম; কিন্তু সেই মায়াশক্তির কার্য্য স্থূলসূক্ষ্ম প্রপঞ্চদ্বারা ত' ব্রহ্মের সদ্বিতীয়তা হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রলয়কালে সেই মায়া-কার্য্যের অস্তিত্ব না থাকায়, সেই মায়াকার্য্যদ্বারা সদ্বিতীয়তা হইতেই পারে না; সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়াকার্য্য নামরূপ ত' ছিলই না; তাহা হইলে সে শক্তির কার্য্যদ্বারা কি প্রকারে দ্বৈতের আশঙ্কা হইতে পারে? (কোন প্রকারেই পারে না)। ৫৩

২। ব্রহ্মের একাংশে শক্তির অবস্থিতি।

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মরূপ যে সদ্বস্তু তাঁহার মায়ারূপ শক্তি সেই সদ্বস্তুর সর্ব্বত্র বিদ্যমান অথবা তাঁহার একাংশে বিদ্যমান? (এই দুই বিকল্প হইতে পারে।) তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ সম্ভবপর নহে, কেননা, তাহা হইলে জ্ঞানিরূপ মুক্তপুরুষের প্রাপ্য অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রতি শ্রুতি-কর্ত্তৃক প্রতিশ্রুত যে শুদ্ধব্রহ্মরূপতা, তাহার অভাব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন "জ্ঞানী শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-অবিদ্যাদি-প্রপঞ্চরহিত, ব্রহ্মকেই পাইয়া থাকেন"। সেই অশুদ্ধিকে অর্থাৎ মায়া-অবিদ্যাদি প্রপঞ্চকে যদি ব্রহ্মের সর্ব্বত্র বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের কোথাও শুদ্ধি বা মায়াশূন্যতা পাওয়া যায় না; সুতরাং জীবন্মুক্ত জ্ঞানিপুরুষ বিদেহ-মোক্ষদশাতেও শুদ্ধ ব্রহ্মভাব হইতে বঞ্চিত হন। আবার সেখানেও অবিদ্যা থাকায় মুক্তপুরুষের আত্মা অবিদ্যাবিশিষ্ট হইয়া যায় এবং সেই অবিদ্যায় আত্মপ্রতিবিম্ব পড়িয়া জীবভাব ধারণ করিলে, তাহার সংসারভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আবার সেই মায়াশক্তি ব্রহ্মের একাংশে বিদ্যমান—এই দ্বিতীয় পক্ষও অবলম্বন করা চলে না, কেননা ব্রহ্ম নিরংশ বলিয়া তাঁহার একাংশ বলিলে, কথাটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা এইরূপে ঘটে :—ব্রহ্মের অংশ বলিতে অবয়বই বুঝিতে হইবে এবং তাহাতে মায়ার

অবস্থিতির জন্য তাহাকে অবশ্যই 'দেশ' বলিতে হইবে। সেই দেশ বাস্তব? অথবা কল্পিত? যদি বলা যায় বাস্তব, তাহা হইলে সেই কথাটির, "ব্রহ্ম অনণু, অহ্রস্ব, অদীর্ঘ" ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে এবং এই অধ্যায়ের ২২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত বিরোধ ঘটে। আবার যদি বল সেই দেশ কল্পিত অর্থাৎ অধ্যস্ত, তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—তাহা কি স্থূলসূক্ষ্ম-প্রপঞ্চরূপ? অথবা জীব ও ঈশ্বররূপ? অথবা কালরূপ? অথবা অভাবরূপ? অথবা মায়ারূপ? অথবা অন্যরূপ? যদি বলা যায়—'প্রপঞ্চরূপ', প্রপঞ্চ মায়ার কার্য্য বলিয়া মায়া অর্থাৎ মায়াশক্তি, তাহার আশ্রিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়—জীব ও ঈশ্বররূপ, তদুভয় মায়ার স্থিতির অধীন বলিয়া মায়ার আশ্রয় হইতে পারে না। যদি বলা যায় কালরূপ, কাল মায়ার দ্বারাই কল্পিত বলিয়া কি প্রকারে মায়ার আশ্রয় হইবে? যদি বলা যায় অভাবরূপ, তাহাও মায়ার কার্য্য; অধিকন্তু অভাব কাহারও আশ্রয় হইতে পারে না। আবার যদি বলা যায় মায়া নিজেই নিজের আশ্রয়, তাহা হইলে 'আত্মাশ্রয়' দোষ ঘটে। যদি বলা যায়—অন্য মায়া মায়ার আশ্রয়, তাহা হইলে 'অন্যোন্যাশ্রয়' দোষ; যদি বলা যায় তৃতীয় মায়া, তাহা হইলে 'চক্রিকা' দোষ; যদি বলা যায় চতুর্থ মায়া, তাহা হইলে 'অনবস্থা' দোষ ঘটে অর্থাৎ বিনিগমনবিরহ, প্রাগ্‌লোপ, প্রমাণাভাব ইত্যাদি দোষ ঘটে। আর সেই কল্পিত দেশ এতদ্ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারের হইতে পারে না বলিয়া মানিতে হয়। নিরবয়ব ব্রহ্মে দেশ অসম্ভব বলিয়া, তাঁহার একাংশে মায়া অবস্থিত, একথা বলা চলে না।

এইরূপ আশঙ্কা উঠায়, প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই মায়াশক্তি বিদ্যমান, এই পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয় পক্ষের বিরোধ পরিহার করিয়া অর্থাৎ নিরংশ ব্রহ্মে অংশের বা অবয়বের আরোপ করিয়া, তাহাতেই মায়াশক্তি অবস্থিত, এই কথাই বলিতেছেন—

(ক) শক্তি ব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিন্ত্বেকদেশভাক্।
ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদ্যেব বর্ত্ততে॥ ৫৪

অন্বয়—সা শক্তিঃ ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ, কিন্তু একদেশভাক্, যথা ঘটশক্তিঃ ভূমৌ স্নিগ্ধমৃদি এব বর্ত্ততে।

অনুবাদ—সেই শক্তি সম্পূর্ণ ব্রহ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্ব্বত্র বিদ্যমান নহেন, কিন্তু ব্রহ্মের একাংশেই বিদ্যমান, যেমন সমস্ত মৃত্তিকায় ঘটরূপ কার্য্যের উৎপাদন-শক্তি বিদ্যমান নহে, কেবল আর্দ্রমৃত্তিকাতেই সেই শক্তি অবস্থিত।

টীকা—বস্তুর একাংশে শক্তির অবস্থিতির দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—'যেমন সমস্ত মৃত্তিকায়' ইত্যাদি। (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৫৪

শক্তি যে ব্রহ্মের একাংশে বিদ্যমান. তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন—(ছান্দোগ্য উ, ৩।১২।৬) 'ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'—সমস্ত ভূতবর্গ ইঁহার এক পাদ বা একাংশমাত্র; আর ইঁহার

নির্ব্বিকার তিন অংশ স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত। (শ্রৌতপাঠ—'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি' -পুরুষসূক্ত)।

(খ) তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

পাদোঽস্য সর্ব্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ।
ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ॥ ৫৫

অন্বয়—অস্য পাদঃ সর্ব্বা ভূতানি, ত্রিপাৎ স্বয়ংপ্রভঃ অস্তি, ইতি শ্রুতিঃ মায়ায়াঃ একদেশবৃত্তিত্বং বদতি।

অনুবাদ—এই পরমাত্মার এক পাদ হইতেছে সমস্তভূত (সমগ্র জগৎ)। আর তিন পাদ শুদ্ধমুক্তস্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ। মায়া যে ব্রহ্মের একদেশে অবস্থিত, তাহা শ্রুতি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা—এ বিষয়ে কেবল শ্রুতি-প্রমাণই আছে, এরূপ নহে, স্মৃতি-প্রমাণও আছে, যথা গীতা (১০।৪২):—

বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।
ইতি কৃষ্ণোঽর্জ্জুনায়াহ জগতস্ত্বেকদেশতাম্॥ ৫৬

অন্বয়—'অহম্ কৃৎস্নম্ ইদম্ জগৎ একাংশেন বিষ্টভ্য স্থিতঃ' ইতি কৃষ্ণঃ অর্জ্জুনায় জগতঃ তু একদেশতাম্ আহ।

অনুবাদ—হে অর্জ্জুন! আমি (পরমেশ্বর) সম্পূর্ণ এই পরিদৃশ্যমান স্থূলসূক্ষ্মরূপ জগৎকে আমার একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি অর্থাৎ সর্ব্বভূতপ্রপঞ্চের উপাদানশক্তিস্বরূপ মায়া আমার একাংশের—একাবয়বের উপাধি; আমি সেই পাদ বা অংশদ্বারা এই জগৎ ধারণ করিতেছি। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন জগৎ তাঁহার (ব্রহ্মের) একাংশমাত্র।

টীকা—পুরুষসূক্তের তৃতীয় সূক্ত স্মরণ করিয়া ভগবান্ ঐরূপ উক্তি করিয়াছেন। সেই সূক্তের লক্ষিত অংশ 'পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি'। ইহার সায়নাচার্য্যকৃত ব্যাখ্যার অনুবাদ:—ত্রিকালবর্ত্তী সমস্ত প্রাণী সেই পুরুষের পাদ বা চতুর্থাংশমাত্র। সেই পুরুষের অবশিষ্ট ত্রিপাদ, যাহা অমৃতময় অবিনাশী, তাহা তাঁহার স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত রহিয়াছে। যদ্যপি শ্রুতিপ্রতিপাদিত 'সত্য-জ্ঞান-অনন্ত'-স্বরূপ পরব্রহ্মের ইয়ত্তা (পরিমাণ) না থাকায়, পাদ-চতুষ্টয় কল্পনা করা যায় না, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপের সহিত তুলনা করিলে, এই জগৎ যে অতি তুচ্ছ, ইহাই বুঝাইবার জন্য পাদকল্পনা করা হইয়াছে। ৫৫, ৫৬

এক্ষণে ব্রহ্মের মায়ারহিত স্বয়ংপ্রকাশ ত্রিপাদরূপ স্বরূপ যে আছে, তদ্বিষয়ে শ্রুতি-প্রমাণ ও ব্রহ্মসূত্রপ্রমাণ দিতেছেন:—

(গ) ব্রহ্মের মায়ারহিত অবশিষ্ট স্বরূপ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ।

স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা হ্যত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলম্।
বিকারাবর্ত্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোর্বচঃ॥ ৫৭

অন্বয়—'সঃ ভূমিম্ বিশ্বতঃ বৃত্বা দশাঙ্গুলম্ হি অত্যতিষ্ঠৎ', 'বিকারাবর্ত্তি' চ অস্তি। অত্র শ্রুতিসূত্রকৃতোঃ বচঃ।

অনুবাদ ও টীকা—সেই পরমাত্মা ভূমিকে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চকে আচ্ছাদন করিয়া অর্থাৎ ব্যাপিয়া তাহার বহির্ভাগেও দশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত (অথবা তর্জ্জনীনির্দ্দেশ্য দশ দিকে) অপরিসীম হইয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ অতিক্রম করিয়া অপরিমেয় হইয়া রহিয়াছেন। আর ভগবান্ ব্যাস ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থাধ্যায়ে চতুর্থ পাদের ১৯ সংখ্যক সূত্রে বলিয়াছেন—'বিকারাবর্ত্তি চ তথাহি স্থিতিমাহ' ("বিকারে সবিতৃমণ্ডলাদৌ ন বর্ত্ততে ইতি বিকারাবর্ত্তি, হি যতঃ তেনৈব রূপেণ অস্য স্থিতিম্ আহ আম্নায়ঃ") বিকার বা কার্য্য-প্রপঞ্চ হইতে পৃথক্, ব্রহ্মের সেইরূপ স্থিতি আছে, এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন অর্থাৎ পরমেশ্বরের রূপ কেবল বিকারমাত্রগোচর অর্থাৎ সবিতৃমণ্ডলাদ্যধিষ্ঠিত নহে, ব্রহ্মাণ্ড বহির্ভাগেও তাঁহার শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত রূপ আছে। ৫৭

তাহা হইলে ব্রহ্মের নিরংশতার সহিত যে উক্ত শ্রুতিবচনের বিরোধ হইতেছে, তাহার পরিহার কি প্রকারে হইবে? ব্রহ্মের বাস্তব নিরংশতা অঙ্গীকার করিয়া কল্পিত একাংশে মায়ার অবস্থিতি মানিলে, নিরংশতার সহিত বিরোধ হয় না। এই অভিপ্রায়ে উল্লিখিত শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ঘ) ব্রহ্মের বাস্তব নিরংশতার সহিত "একাংশে" মায়ার অবস্থিতি

নিরংশেঽপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেঽংশে বেতি পৃচ্ছতঃ।
তদ্ভাষয়োত্তরং ব্রূতে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী ॥ ৫৮

অন্বয়—শ্রোতৃহিতৈষিণী শ্রুতিঃ 'কৃৎস্নে, অংশে বা' ইতি পৃচ্ছতঃ তদ্ভাষয়া নিরংশে অপি অংশম্ আরোপ্য উত্তরম্ ব্রূতে।

অনুবাদ—শ্রোতা যে প্রশ্ন করিলেন—'ব্রহ্মশক্তি মায়া, ব্রহ্মের একাংশে অবস্থিত? অথবা সমগ্র ব্রহ্মকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন?—তদুত্তরে জননীসহস্রসদৃশী হিতকারিণী শ্রুতি, শ্রোতাকে 'মায়া আছে' এইরূপে মায়ার অস্তিত্বে বিশ্বাস-পরায়ণ অথচ অধিকারী দেখিয়া, যাহাতে তাহার জ্ঞানলাভ ও মোক্ষলাভ হয়, এইরূপ হিতকামনা করিয়া, তাহার সেই বিশ্বাসের অনুরোধে, মায়ার স্থিতি নির্ব্বাহ করিবার জন্য, বস্তুতঃ নিরংশ ব্রহ্মে অংশের আরোপ করিয়া, দেশরহিত ব্রহ্মে দেশের কল্পনা করিয়া, উত্তর দিতেছেন।

টীকা—ইহা বাশিষ্ঠরামায়ণের উৎপত্তিপ্রকরণের ১০১ অধ্যায়ে বর্ণিত মূঢ় রাজপুত্রত্রয়ের প্রতি ধাত্রীর উপাখ্যানের ন্যায়। মায়ার স্থিতির জন্য নির্দ্দিষ্ট দেশও মায়িক। যদিও এই

বাক্যে যে 'আত্মাশ্রয়-দোষের' আশঙ্কা হয় অর্থাৎ মায়ার উপস্থিতির পূর্ব্বেই আপনার জন্য মায়ার দেশরচনা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তথাপি তাহা বস্তুতঃ দোষাবহ নহে, কেননা মধ্যমাধিকারীকে বুঝাইবার জন্য জগতের অধ্যারোপ সিদ্ধ করিতে, তাহা সবিশেষ উপযোগী এবং আপাততঃ কার্য্যনির্ব্বাহক। সাংখ্য, প্রভাকর প্রভৃতি যেরূপ আত্মা স্বীকার করেন, তাঁহাদের সেই আত্মা নিজেই নিজের প্রকাশক। সেই আত্মার ন্যায় অথবা নৈয়ায়িক-দিগের অভিমত 'অন্যোন্যাভাব'রূপ ভেদের ন্যায়, এস্থলে 'মায়া' একই কালে স্বনির্ব্বাহক ও পরনির্ব্বাহক। ৫৮

যে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য ব্রহ্মে মায়ার অবস্থিতি সমর্থন করিলেন, এক্ষণে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

সদ্‌ব্রহ্ম ও পঞ্চভূতের পৃথক্‌করণ

১। ব্রহ্মের শক্তির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন।

সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা॥ ৫৯

অন্বয়—সৎ-তত্ত্বম্ আশ্রিতা শক্তিঃ সতি বিক্রিয়াঃ কল্পয়েৎ, যথা ভিত্তিগতাঃ বর্ণাঃ ভিত্তৌ নানাবিধম্ চিত্রম্ (কল্পয়েয়ুঃ)।

অনুবাদ—মায়াশক্তি সদ্বস্তু ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই বিবিধ প্রকার কার্য্যপরম্পরা সৃজন করিয়া থাকেন, যেমন রং দেওয়ালকে আশ্রয়রূপে পাইয়া তাহাতে বিবিধ প্রকার চিত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

টীকা—"বিক্রিয়াঃ"—বি অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে যাহা কৃত বা রচিত হয় তাহার নাম বিক্রিয়া অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কার্য্য। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—"বর্ণাঃ"—হিঙ্গুল প্রভৃতি লাল রং, হরিতালাদি পীত রং ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের ধাতুদ্রব্য। ৫৯

২। সদ্বস্তু ও আকাশের বিচার বা পৃথক্‌করণ।

সেই মায়াশক্তির বিকাররূপ বিশেষ বিশেষ কার্য্যের মধ্যে প্রথম কার্য্যরূপে আকাশের উল্লেখ করিতেছেন :—

(ক) মায়াশক্তির প্রথম কার্য্য—আকাশ; ব্রহ্মকার্য্য বলিবার কারণ।

আদ্যো বিকার আকাশঃ সোঽবকাশস্বরূপবান্।
আকাশোঽস্তীতি সৎতত্ত্বমাকাশেঽপ্যনুগচ্ছতি॥ ৬০

অন্বয়—আদ্যঃ বিকারঃ আকাশঃ, সঃ অবকাশস্বরূপবান্, আকাশঃ অস্তি ইতি সৎ-তত্ত্বম্ আকাশে অপি অনুগচ্ছতি।

অনুবাদ—মায়াশক্তির প্রথম বিকার বা কার্য্য হইতেছে আকাশ; আকাশের স্বরূপ হইতেছে অবকাশ অর্থাৎ স্থিতি ও প্রসারের অনুকূল পদার্থ। 'আকাশ

রহিয়াছে' এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে সৎস্বরূপ, আকাশে অনুস্যূত রহিয়াছে। যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্পের অস্তিত্ব রজ্জুর অস্তিত্ব হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মে কল্পিত আকাশের অস্তিত্ব ব্রহ্মাস্তিত্ব হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাব্যতীত আকাশের পৃথক্ সত্তা নাই।

টীকা—আকাশ ব্রহ্মরূপ কারণের কার্য্য, তাহার হেতু বলিতেছেন :—'আকাশ রহিয়াছে' এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে সদ্‌বস্তুর তত্ত্ব আকাশেও অনুস্যূত রহিয়াছে। ৬০

(শঙ্কা) ভাল, আকাশ অবকাশস্বরূপ এবং আকাশে সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে—এইরূপ বলিবার ফলে কি সিদ্ধ হইল ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) সদ্‌বস্তু একস্বভাব ; আকাশ দ্বিস্বভাব।

একস্বভাবং সত্তত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ।
নাবকাশঃ সতি ব্যোম্নি স চৈষোঽপি দ্বয়ং স্থিতম্॥ ৬১

অন্বয়—সৎ-তত্ত্বম্ একস্বভাবম্, আকাশঃ দ্বিস্বভাবকঃ। সতি (বস্তুনি) অবকাশঃ ন (অস্তি), ব্যোম্নি সঃ চ এষঃ অপি দ্বয়ম্ স্থিতম্।

অনুবাদ—সদ্‌বস্তু একমাত্রস্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্তামাত্রস্বভাব। আকাশের স্বভাব দুইরূপবিশিষ্ট, সদ্‌বস্তুতে 'অবকাশ' নাই, আর আকাশে সেই সত্তা এবং এই অবকাশ, এই দুইটিই আছে।

টীকা—"সৎ একস্বভাব এবং আকাশ দ্বিস্বভাব"—এই কথাটিই বিশদ করিয়া বলিতেছেন :—সতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ সদ্বস্তুতে অবকাশ নাই, কিন্তু একমাত্র সৎস্বভাবই রহিয়াছে ; আর আকাশে সেই সৎস্বভাব ত' রহিয়াছেই এবং অবকাশরূপ স্বভাবও রহিয়াছে। এইরূপে দুইটিই বিদ্যমান। ৬১

'সদ্বস্তু একস্বভাব এবং আকাশ দ্বিস্বভাব'—এই কথাটি অন্য প্রকারে বর্ণনা করিতেছেন :—

যদ্বা প্রতিধ্বনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্ষ্যতে।
ব্যোম্নি দ্বৌ সদ্ধ্বনী তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ॥ ৬২

অন্বয়—যদ্বা প্রতিধ্বনিঃ ব্যোম্নঃ গুণঃ, অসৌ সতি ন ঈক্ষ্যতে। ব্যোম্নি সদ্ধ্বনী দ্বৌ (বিদ্যেতে) তেন, সৎ একম্, বিয়ৎ দ্বিগুণম্।

অনুবাদ—অথবা আকাশের গুণ প্রতিধ্বনি ; এই প্রতিধ্বনিরূপ শব্দ সদ্বস্তু ব্রহ্মে দেখা যায় না ; আর আকাশে সৎ ও ধ্বনি এই দুই ধর্ম্ম বিদ্যমান ; সেইহেতু সদ্বস্তু একস্বরূপ এবং আকাশ দুইগুণবিশিষ্ট।

টীকা—প্রতিধ্বনি আকাশের গুণ, ইহা অগ্রে ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে প্রতিপাদিত হইবে। "অসৌ সতি ন ঈক্ষ্যতে"—সেই প্রতিধ্বনি সদ্বস্তুতে (ব্রহ্মে) দৃষ্ট হয় না ; "ব্যোম্নি সদ্ধ্বনী দ্বৌ"—আকাশে সেই সৎ ও ধ্বনি উভয়ই অনুভূত হয়। "তেন"—সেই

কারণ বশতঃ, "সৎ একম্"—সৎ একস্বভাববিশিষ্ট, "বিয়ৎ দ্বিগুণম্"—আকাশ দুইস্বভাব বিশিষ্ট। ৬২

(শঙ্কা) ভাল, আকাশ সদ্‌ব্রহ্মের কার্য্যরূপ হওয়ায় আকাশের সত্তা বা অস্তিত্ব বুঝিলাম; এই প্রকারে সদ্বস্তুর বা ব্রহ্মের আকাশধর্ম্মকতা অর্থাৎ সদ্বস্তুরূপ ধর্ম্মীতে আকাশরূপ ধর্ম্ম, কেন প্রতীত হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) মায়াবশতঃই সদ্বস্তু ও আকাশের বিপরীত ধর্ম্ম-ধর্ম্মিভাব কল্পিত।

যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্ব্যোম সা সদ্ব্যোম্নোরভিন্নতাম্।
আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েনাবকল্পয়েৎ॥ ৬৩

অন্বয়—যা শক্তিঃ ব্যোম কল্পয়েৎ সা সদ্ব্যোম্নোঃ অভিন্নতাম্ আপাদ্য ধর্ম্মধর্ম্মিত্বম্ ব্যত্যয়েন অবকল্পয়েৎ।

অনুবাদ—যে শক্তি সদ্বস্তুতে আকাশের কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিই সদ্বস্তু ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া তদুভয়ের ধর্ম্মধর্ম্মি-ভাব বিপরীতক্রমে কল্পনা করেন।

টীকা—"যা শক্তিঃ"—যে মায়া, "ব্যোম কল্পয়েৎ"—সদ্বস্তু ব্রহ্মে আকাশ রচনা করিয়াছেন; "সা সদ্ব্যোম্নোঃ অভিন্নতাম্ আপাদ্য"—সেই মায়া প্রথমে সেই সদ্বস্তু ও আকাশের অভেদ বা তাদাত্ম্য কল্পনা করিয়া পরে, "ধর্ম্মধর্ম্মিত্বম্ ব্যত্যয়েন অবকল্পয়েৎ"—এতদুভয়ের ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বিপরীতক্রমে কল্পনা করিয়াছেন; এইহেতু আকাশের সত্তা অর্থাৎ আকাশ আছে, এইরূপ প্রতীতি হয়; উত্তমপুরুষ আমি—আত্মা বা ব্রহ্মরূপ বিষয়ীর (জ্ঞাতার) নিকট, প্রথমপুরুষ আকাশ বিষয় (জ্ঞেয়) রূপে অবস্থিত হয়। এই ক্রমবিপরীততা এইরূপে স্পষ্ট হইবে—সদ্বস্তুরূপ যে ধর্ম্মী (অধিষ্ঠান বা আশ্রয়), তাহাতে আকাশরূপ ধর্ম্ম (অধ্যস্ত বা আশ্রিত বস্তু) কল্পিত হইয়াছে এবং আকাশরূপ যে ধর্ম্ম (কল্পিত অধ্যস্ত বা আশ্রিত) তাহাতে ধর্ম্মিরূপ অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কল্পিত হইয়াছে; যেমন রজ্জুদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যের আশ্রিত অর্থাৎ চৈতন্যে অধ্যস্ত বা আরোপিত অবিদ্যা রজ্জুতে সর্প কল্পনা করিয়া থাকে, এবং রজ্জুতে অবস্থিত ইদন্তা ও ('একটা কিছু' এইরূপ ভাব ও) সর্পের সহিত অভেদ বা তাদাত্ম্য, কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ 'ইহা সর্প' এইরূপ প্রতীতি করায়, সেইরূপ ইদন্তারূপ ধর্ম্মীতে (অধিষ্ঠানে বা আশ্রয়ে) ধর্ম্ম (অধ্যস্ত বা আশ্রিতভাব) এবং সর্পত্বরূপ ধর্ম্মে (অধ্যস্তে) ধর্ম্মিভাব (অধিষ্ঠানভাব) বিপরীতক্রমে কল্পনা করে, সেইরূপ সর্ব্বকার্য্যসমর্থা মায়া সদ্বস্তু ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ও অধিষ্ঠান-অধ্যস্তভাব কল্পনা করেন। বায়ু প্রভৃতি অপর প্রপঞ্চ সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৬৩

মায়া কি প্রকারে সেই বিপরীত ভাব ঘটাইলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

সতো ব্যোমত্বমাপন্নং ব্যোম্নঃ সত্তাং তু লৌকিকাঃ।
তার্কিকাশ্চাবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ॥ ৬৪

অন্বয়—সতঃ ব্যোমত্বম্ আপন্নম্ লৌকিকাঃ তু তার্কিকাঃ চ ব্যোম্নঃ সত্তাম্ অবগচ্ছন্তি। তৎ মায়ায়াঃ উচিতম্ হি।

অনুবাদ—যেমন মৃত্তিকা ঘটরূপতা লাভ করে, (বা রজ্জু সর্পরূপতা লাভ করে) ঠিক সেইরূপ সদ্বস্তুর বা পরমব্রহ্মের আকাশরূপতা ঘটে, পরন্তু সাধারণ লোকে, অধিক কি বলিব, তর্কনিপুণ নৈয়ায়িক পর্য্যন্ত আকাশের (পৃথক্) সত্তা জানিতেছেন অর্থাৎ মানিতেছেন। একমাত্র মায়াই এই বিপরীত দর্শনের হেতু হইতে পারেন।

টীকা—বস্তুর যথার্থস্বরূপে বিচার করিতে গেলে, মৃত্তিকার ঘটরূপ প্রাপ্তির ন্যায়, "সতঃ ব্যোমত্বম্ আপন্নম্"—সদ্বস্তুর বা পরমব্রহ্মের আকাশরূপতাপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে। "লৌকিকাঃ" —সাধারণজীব; এবং শাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে "তার্কিকাঃ চ"—তর্কনিপুণ নৈয়ায়িকগণ—যাঁহারা আকাশকে গুণাশ্রয় দ্রব্য বলিয়া থাকেন;—সেই মায়াবিঘটিত বিপরীতভাববশতঃ, "ব্যোম্নঃ" —আকাশরূপ ধর্ম্মীর, "সত্তাম্"—'সৎ'রূপ ধর্ম্মময় জাতিকে, "অবগচ্ছন্তি"—জানেন অর্থাৎ স্বীকার করেন। এস্থলে লৌকিক বা সাধারণ জীব বলিতে, যাঁহারা দধিকে দুগ্ধের বিকারের ন্যায় জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া মানেন, সেই পরিণামবাদী শুদ্ধদ্বৈতমতাবলম্বিগণকে এবং নবীন বৈষ্ণবদিগকেও বুঝিতে হইবে।

(শঙ্কা) ভাল, এক বস্তুর অন্যরূপে প্রতীতি অর্থাৎ সদ্বস্তুরূপ ধর্ম্মী ও আকাশরূপ ধর্ম্মের পরস্পর ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে প্রতীতি ত' যুক্তিসহ হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন "তৎ মায়ায়াঃ উচিতম্ হি"—ইহা মায়ার উপযুক্ত কার্য্যই বটে অর্থাৎ যে মায়া অঘটন ঘটাইতে পারেন, তিনিই এইরূপ বুদ্ধিমানেরও বিপরীত প্রতীতি বা বিপর্য্যয় বুদ্ধির কারণ হইতে পারেন। ৬৪

মায়া যে বিপরীত প্রতীতির হেতু হইতে পারেন, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

যদ্যথা বর্ত্ততে তস্য তথাত্বং ভাতি মানতঃ।
অন্যথাত্বং ভ্রমেণেতি ন্যায়োঽয়ং সার্ব্বলৌকিকঃ ॥৬৫

অন্বয়—যৎ (বস্তু) যথা বর্ত্ততে তস্য তথাত্বম্ মানতঃ ভাতি; অন্যথাত্বম্ ভ্রমেণ (ভাতি) ইতি অয়ম্ ন্যায়ঃ সার্ব্বলৌকিকঃ।

অনুবাদ—যে বস্তু যে রূপে বিদ্যমান, সেই বস্তুর সেই রূপ অর্থাৎ যথার্থরূপটি প্রমাণদ্বারাই প্রতীত হয়, আর সেই বস্তুর অন্যরূপ অর্থাৎ অযথার্থরূপ ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয়, এই যে ন্যায় বা নিয়ম, ইহা সর্ব্বলোকপ্রসিদ্ধ।

টীকা—"যৎ"—যে বস্তু, যেমন শুক্তি প্রভৃতি, "যথা বর্ত্ততে"—যে রূপে অর্থাৎ শুক্তি আদিরূপে থাকে; "তস্য তথাত্বম্ মানতঃ ভাতি"—তাহার সেই রূপটি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ

দ্বারা প্রতীত হইয়া থাকে; "অন্যথাত্বম্ ভ্রমেণ ভাতি"—আর সেই শুক্তি আদির যে রজতাদিরূপ, তাহা ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয়; "অয়ম্ ন্যায়ঃ সার্ব্বলৌকিকঃ"—এই যে ন্যায় বা নিয়ম, ইহা সর্ব্বজনপ্রসিদ্ধ। ৬৫

এইরূপ ভ্রান্তিবশতঃই বিপরীত প্রতীতি ঘটে, ইহা বুঝাইয়া তাহার নিবৃত্তির জন্য সদ্বস্তু ও আকাশের বিবেক বা পৃথক্করণরূপ উপায় বলিতেছেন:—

(ঘ) সদ্বস্তু ও আকাশের বিপরীত প্রতীতির নিবৃত্তির উপায় - বিচার।

এবং শ্রুতিবিচারাৎ প্রাগ্‌যথা যদ্বস্তু ভাসতে।
বিচারেণ বিপর্য্যেতি ততস্তচ্চিন্ত্যতাং বিয়ৎ ॥৬৬

অন্বয়—এবম্ শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্ যৎ বস্তু যথা ভাসতে (তৎ) বিচারেণ বিপর্য্যেতি, ততঃ তৎ বিয়ৎ চিন্ত্যতাম্।

অনুবাদ—এই প্রকার শ্রুত্যর্থ বিচারের পূর্ব্বে যে (ব্রহ্মরূপ) বস্তু যে (অযথার্থ) রূপেই প্রতিভাত হউক না কেন, শ্রুত্যর্থের অর্থাৎ ব্রহ্মের বিচারের পরে তাহা বিপরীত অর্থাৎ যথার্থরূপ বা ব্রহ্মরূপ ধারণ করে। সেইহেতু এক্ষণে আকাশের স্বরূপ চিন্তা কর।

টীকা—"এবম্"—(৬৩ হইতে ৬৫ শ্লোকে) বর্ণিত প্রকারে; "শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্"—শ্রুতির অর্থের (ব্রহ্মের) বিচার করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ বিবেকবিহীন অবস্থায়, "যৎ বস্তু যথা ভাসতে"—যে সদ্রূপ ব্রহ্ম ভ্রান্তিবশতঃ যে আকাশাদিরূপে থাকেন, "তৎ বিচারেণ বিপর্য্যেতি"—তাহা (সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম) শ্রুতির অর্থের পর্য্যালোচনাদ্বারা বিপর্য্যয় প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আকাশাদিরূপ পরিত্যাগ করিয়া সদ্রূপ ব্রহ্মই হইয়া যান। "ততঃ"—সেইহেতু অর্থাৎ শ্রুতির বিচারদ্বারা ব্রহ্মরূপ বস্তু ও আকাশের যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া; "তৎ বিয়ৎ চিন্ত্যতাম্"—সেই আকাশকে বিচার কর অর্থাৎ সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝ; এস্থলে বিচার শব্দের অর্থ 'ভেদজ্ঞান করা'। ৬৬

সেই বিচারের স্বরূপ দেখাইতেছেন:—

(ঙ) সেই বিচারের স্বরূপ।

ভিন্নে বিয়ৎসতী শব্দভেদাদ্বুদ্ধেশ্চ ভেদতঃ।
বায্বাদিষ্বনুবৃত্তং সন্ন তু ব্যোমেতি ভেদধীঃ॥ ৬৭

অন্বয়—বিয়ৎসতী ভিন্নে (ভবতঃ)—(প্রতিজ্ঞা), শব্দভেদাৎ—(হেতু); বুদ্ধেঃ চ ভেদতঃ—(অপর হেতু); বায্বাদিষু সৎ অনুবৃত্তম্, ব্যোম তু ন ইতি ভেদধীঃ।

অনুবাদ—আকাশ পদার্থ ও সৎপদার্থ পরস্পর ভিন্ন, কেননা, আকাশ-বাচক শব্দ ও সদ্বাচক শব্দ এক নহে; আকাশ ও সদ্বস্তুর জ্ঞান বা প্রতীতিও এক নহে। বায়ু প্রভৃতি বস্তুতে সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে, কেননা, লোকে বলে 'বায়ুঃ অস্তি'—(বায়ু অস্তিত্ববান), অস্তিতাই সদ্বস্তু; আকাশ বায়ুতে

অনুস্যূত নাই, কেননা, লোকে বলে না "বায়ুঃ আকাশম্" ; ইহাই তদুভয়ের ভেদপ্রতীতি।

টীকা—"বিয়ৎসতী ভিন্নে"—আকাশ ও সদ্বস্তু পরস্পর ভিন্ন ; এইরূপে প্রতিজ্ঞার আকারে স্থাপিত অর্থের হেতু বলিতেছেন—"শব্দভেদাৎ"—যেহেতু 'আকাশ' ও 'সৎ' এই দুই শব্দ ভিন্ন পর্য্যায়ের অন্তর্গত, সেইহেতু সেই দুইটি ভিন্ন পদার্থ। একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের শ্রেণীকে 'পর্য্যায়' বলে। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ভিন্নার্থবোধক হইলে 'অপর্য্যায়' শব্দ হয়। এস্থলে অনুমানটি এইরূপ হইবে—'সৎ' ও 'আকাশ' পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু উভয়ের নাম অপর্য্যায় শব্দ—(হেতু); যথা ঘট ও পট—(দৃষ্টান্ত)। উক্ত প্রতিজ্ঞাত অর্থের অপর এক হেতু দিতেছেন—"বুদ্ধেঃ চ ভেদতঃ"—আর যেহেতু উভয়ের জ্ঞানেও ভেদ রহিয়াছে ; এস্থলেও যে অনুমান রহিয়াছে তাহার আকার এইরূপ—'সৎ' ও 'আকাশ' পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু উভয়ের জ্ঞানের ভেদ রহিয়াছে—(হেতু) ; যথা ঘট ও পট—(দৃষ্টান্ত)। এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, প্রথমাধ্যায়ে (৩ হইতে ৭ শ্লোকে) জ্ঞানের যে চিরন্তন অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। (সমাধান)—এস্থলে বিরোধ নাই। কেননা, সেস্থলে জ্ঞান বলিতে চেতনরূপ জ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং এস্থলে বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে বুঝান হইতেছে। জ্ঞানের ভেদরূপ সেই হেতুটিকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—"বায়্বাদিষু সৎ অনুবৃত্তম্, ন তু ব্যোম"—বায়ু প্রভৃতিতে সদ্বস্তু অনুগত রহিয়াছে কিন্তু আকাশ অনুগত নাই ; তাৎপর্য্য এই—বায়ু প্রভৃতি চারিভূতে, বায়ু সৎ, তেজ সৎ এইরূপে সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে দেখা যায় ; কেননা, 'বায়ু আকাশ', 'তেজ আকাশ', এইরূপ প্রতীতি হয় না। এইরূপ যে জ্ঞান "ইতি ভেদধীঃ"—ইহাই হইল ভেদবুদ্ধি। ৬৭

এই প্রকারে সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদ সিদ্ধ করিয়া আকাশের সত্তা, যাহা ভ্রান্তি বা অবিচারবশতঃ প্রতীত হয় এবং যাহাতে আকাশকে ধর্ম্মী (আশ্রয়) এবং সত্তাকে ধর্ম্ম (আশ্রিত) বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে উল্টাইয়া যায়। সেই বিচারই দেখাইতেছেন :—

(চ) সদ্বস্তুর ধর্ম্মিভাব এবং আকাশের ধর্ম্মভাব।

সদ্বস্ত্বধিকবৃত্তিত্বাদ্ধর্ম্মি ব্যোম্নস্তু ধর্ম্মতা।
ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্রূহি ব্যোম কিমাত্মকম্ ?॥ ৬৮

অন্বয়—সদ্বস্তু অধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্ম্মি (ভবতি), ব্যোম্নঃ তু ধর্ম্মতা ; ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্যোম কিমাত্মকম্ ব্রূহি।

অনুবাদ—যাহা যদপেক্ষা অধিক দেশে অবস্থিত, তাহা তাহার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু তাহার আশ্রয় বলিয়া ধর্ম্মী। ব্রহ্ম বা সদ্বস্তু অধিক দেশে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন আশ্রয় বা ধর্ম্মী এবং আকাশ হইতেছে ধর্ম্ম ; এখন বুদ্ধি বা

বিচারদ্বারা সদ্বস্তুকে আকাশ হইতে ভিন্ন করিয়া ফেলিলে, আকাশের স্বরূপটি কি তাহা বল, অর্থাৎ কিছুই নহে।

টীকা—রূপ, রস প্রভৃতি গুণসমূহে অনুগত ঘটাদি দ্রব্যের দ্রব্যতার ন্যায়, আকাশ বায়ু ইত্যাদিতে সতের ধর্ম্মিত্ব বা আশ্রয়ভাব অনুগত রহিয়াছে; আবার রস, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ হইতে রূপ-গুণ যেমন ভিন্ন, সেইরূপ বায়ু প্রভৃতি হইতে আকাশের ধর্ম্মরূপতা বা আশ্রিতভাব ভিন্ন। তাৎপর্য্য এই—ব্যাপক বা 'মহৎ' বস্তু অর্থাৎ অধিক দেশে অবস্থিত বস্তু, ব্যাপ্য বা 'অল্প' বস্তুর আধার বা আশ্রয় হইয়া থাকে। এইহেতু সেই ব্যাপক বস্তুটি হয় ধর্ম্মী, এবং সেই ব্যাপ্য বস্তুটি হয় ধর্ম্ম। যেমন রূপরসাদি গুণের আশ্রয়, দ্রব্য; সেই দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্যতা রূপরসাদি গুণের এক একটির অপেক্ষা অধিক দেশে অবস্থিত অর্থাৎ ব্যাপক বলিয়া হইল ধর্ম্মী, এবং রূপরসাদি গুণ অল্পবস্তু অর্থাৎ ন্যূনদেশে অবস্থিত বস্তু, (পরস্পর এবং আপনাপন আশ্রয় দ্রব্য হইতে ব্যভিচারী অননুগত বা ভিন্ন হইয়া) ব্যাপ্য বা আশ্রিত বলিয়া হইল ধর্ম্ম। অর্দ্ধান্ধকারে অবস্থিত রজ্জুখণ্ডে কেহ দেখিল সর্প, কেহ দেখিল জলধারা, কেহ দেখিল ভূমির ফাট, কেহ দেখিল মালা। এই সকলপ্রকার প্রতীতিতে অর্থাৎ সর্পরূপতা, ধারারূপতা, ফাটরূপতা, এবং মালারূপতায় রজ্জুর 'ইদন্তা' অর্থাৎ একটা-কিছু-রূপতা অনুস্যূত রহিয়াছে; এইহেতু রজ্জুর সেই 'ইদন্তা' অধিক দেশে অবস্থিত, ব্যাপক এবং অব্যভিচারী অর্থাৎ উক্ত সকল রূপেই অনুগত বলিয়া হইল ধর্ম্মী এবং সর্পরূপতা প্রভৃতি পরস্পর এবং আপন আশ্রয় হইতে, ভিন্ন বলিয়া এবং ব্যাপ্য বলিয়া হইল ধর্ম্ম।

(শঙ্কা) ভাল, ঘট-দ্রব্য হইতে ভিন্ন রূপগুণের যেমন বাস্তবতা সিদ্ধ, সেইরূপ 'সৎ' হইতে ভিন্ন আকাশেরও বাস্তবতা সিদ্ধ হউক। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, (সমাধান)—সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের নিরূপণ একেবারে অসাধ্য; সেই সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের বাস্তবতা সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বলা চলিবে না। তাৎপর্য্য এই—রূপ এবং আকাশের, আপনাপন আশ্রয় হইতে অর্থাৎ যথাক্রমে ঘটদ্রব্য এবং সদ্বস্তু হইতে যে ভেদ, সেই অংশে পরস্পর সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু বাস্তবতা ও অবাস্তবতা অংশে সাদৃশ্য নাই; এইহেতু ঘটাশ্রিত রূপের ন্যায় সদ্বস্তুর আশ্রিত আকাশের বাস্তবতা নাই। এই কথাই বলিতেছেন: "ধিয়া সতঃ পৃথক্‌কারে ব্যোম কিমাত্মকম্ ব্রূহি"—বুদ্ধি বা বিচারদ্বারা সদ্বস্তুকে ইত্যাদি (অনুবাদে দ্রষ্টব্য)। ৬৮

(শঙ্কা) 'সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া আকাশের নিরূপণ অসাধ্য, এরূপ বলা চলে না' এই বলিয়া বাদী যদি আশঙ্কা করেন, সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন (সমাধান):—

(ছ) সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের অসদ্রূপতা।

অবকাশাত্মকং তচ্চেদসত্ত্বদিতি চিন্ত্যতাম্।
ভিন্নং সতোঽসচ্চ নেতি বক্ষি চেদ্ব্যাহতিস্তব ॥ ৬৯

অন্বয়—'তৎ অবকাশাত্মকম্ চেৎ'—(তৎ) অসৎ ইতি চিন্ত্যতাম্। সতঃ ভিন্নম্ অসৎ চ ন ইতি বক্ষি চেৎ, তব ব্যাহতিঃ (স্যাৎ)।

অনুবাদ—(সিদ্ধান্তী বাদীকে বলিতেছেন) যদি বল, সৎ হইতে ভিন্ন হইলে আকাশ অবকাশরূপই হইবে, তবে বলি, সৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া সেই আকাশকে অসৎ বলিয়াই বুঝিতে হইবে, কেননা, যাহা সৎ নহে তাহাকে আবার 'অসৎ নহে' বলিলে তোমার পক্ষে 'ব্যাঘাত'-দোষ হইবে।

টীকা—"তৎ অবকাশাত্মকম্ চেৎ"—(যদি বাদী বলে) সৎ হইতে ভিন্ন হইলে আকাশ অবকাশরূপই থাকিবে (যেমন কোনও বস্তুকে উঠাইয়া লইলে তাহার স্থানে আকাশই থাকিয়া যায়, সেইরূপ), আকাশকে উঠাইয়া লইলে আকাশই থাকিবে—বাদীর এই আপত্তির পরিহার করিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন:—তাহা হইলে সেই আকাশ সৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া অসৎই হইবে, "তৎ অসৎ ইতি চিন্ত্যতাম্"—সেই অবকাশকে অসৎ বলিয়াই বুঝ। 'সৎ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন আকাশ, অসৎ নহে',—বাদী এইরূপ বলিলে যে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—"সতঃ ভিন্নম্, অসৎ চ ন ইতি বক্ষি চেৎ, তব ব্যাহতিঃ (স্যাৎ)"—'সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নহে, যদি এইরূপ বল তাহা হইলে তোমার 'ব্যাঘাত'-দোষ হয়। ৬৯

(শঙ্কা) ভাল, আকাশ যদি অসৎই হইল, তাহা হইলে ত' তাহার প্রতীতি হওয়া উচিত নহে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, আকাশ তুচ্ছ অর্থাৎ প্রতীতির অযোগ্য শশকশৃঙ্গ প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নস্বভাব—অনির্ব্বচনীয় বলিয়া আকাশের প্রতীতিতে কোনও বিরোধ নাই।

(জ) অসদ্রূপ আকাশের প্রতীতিতে বিরোধ নাই।

ভাতীতি চেদ্ভাতু নাম ভূষণং মায়িকস্য তৎ।
যদসদ্ভাসমানং তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ॥ ৭০

অন্বয়—ভাতি ইতি চেৎ, ভাতু নাম; তৎ মায়িকস্য ভূষণম্। যৎ অসৎ ভাসমানম্ তৎ মিথ্যা, স্বপ্নগজাদিবৎ।

অনুবাদ—যদি বল, যে-আকাশকে অসৎ বলা হইল, তাহার প্রতীতি বা উপলব্ধি হয় কেন? তবে বলি, উপলব্ধি হয়, হউক; সেই উপলব্ধি মায়াকার্য্যের ভূষণস্বরূপ, অর্থাৎ তাহার উপযুক্তই বটে, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি।

টীকা—"ভাতি ইতি চেৎ ভাতু নাম"—যদি বল, তাহা যে প্রতীত হয়, তদুত্তরে বলি, 'হউক না কেন', "তৎ মায়িকস্য ভূষণম্"—তাহাই ত' হইল মায়ার কার্য্যের শোভা-সম্পাদক বা "তারিফ"। আকাশের প্রতীতিতে বিরোধাভাব দেখাইবার জন্য মিথ্যাবস্তুর লক্ষণ দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন:—"যৎ অসৎ (অথ চ) ভাসমানম্ তৎ মিথ্যা, স্বপ্নগজাদিবৎ"

—যাহা অসৎ অথচ প্রতীত হয়, তাহা মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গজ প্রভৃতি। যে বস্তু স্বরূপতঃ অবিদ্যমান অথচ প্রতীত বা উপলব্ধ হয়, তাহাই ত' মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি। ইহাই অর্থ। ৭০

ভাল, অব্যভিচারিভাবে একসঙ্গে প্রতীয়মান দুই বস্তুর ভেদ ত' দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—

(ঋ) অব্যভিচারিভাবে একসঙ্গে প্রতীয়মান সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদপ্রদর্শন —দৃষ্টান্ত সহিত।

জাতিব্যক্তী দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যে যথা পৃথক্।
বিয়ৎসতোস্তথৈবাস্তু পার্থক্যং কোঽত্র বিস্ময়ঃ ॥৭১

অন্বয়—যথা জাতিব্যক্তী, দেহিদেহৌ, গুণদ্রব্যে পৃথক্, তথা এব বিয়ৎসতোঃ পার্থক্যম্ অস্তু, অত্র কঃ বিস্ময়ঃ?

অনুবাদ—জাতি ও ব্যক্তি, দেহী (জীব) ও দেহ, গুণ ও দ্রব্য ইহারা যে প্রকার পরস্পর পৃথক্, ঠিক সেইরূপেই আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ হইবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে? কিছুই নাই।

টীকা—অনেক (একাধিক) ধর্ম্মীতে অনুগত ধর্ম্মের নাম জাতি এবং জাতির আশ্রয়ের নাম ব্যক্তি। এইরূপে জাতি এবং ব্যক্তি যথাক্রমে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী বলিয়া পরস্পর ভিন্ন। দেহী বা আত্মা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-স্বরূপ এবং দেহ মিথ্যা-জড়-পরিচ্ছিন্নস্বরূপ; এইরূপে দেহী ও দেহ পরস্পর ভিন্ন। গুণ ও দ্রব্য গুণভাব ও গুণিভাবদ্বারা পরস্পর ভিন্ন। বেদান্তের সিদ্ধান্তে বাস্তব ভেদ নাই, কেননা, কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন সত্তা নাই। সেই অধিষ্ঠান সকল বস্তুতেই একমাত্র ব্রহ্ম; সুতরাং অভেদই বাস্তব। তথাপি ব্যবহারনির্ব্বাহের জন্য কল্পিত ভেদ মানা হইয়া থাকে। যদ্যপি, 'কল্পিত বস্তুর সত্তা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন নহে'—এই নিয়মানুসারে অধিষ্ঠান সদ্বস্তু হইতে কল্পিত আকাশের ভেদ সম্ভব হয় না, তথাপি যেমন গাছের গুঁড়িতে মানুষ বলিয়া ভ্রম হইলে, সেইস্থলে মানুষের মিথ্যাত্বনিশ্চয় বা বাধ করিলেই মানুষ ও গুঁড়ি অভিন্ন বুঝা যায় এবং সেইরূপ মিথ্যাত্বনিশ্চয় করিয়া ভ্রান্তিদূর না করিলে বুঝা যায় না, কেননা, সেই অভেদ ভ্রান্তিবশতঃই কল্পিত। সেইরূপ আকাশের বাধ করিলেই সদ্বস্তুর সহিত অভেদ বুঝা যায়; সেইরূপ বাধ করিয়া ভ্রান্তিদূর না করিলে, অভেদ বুঝা যায় না; কেননা, সেই অভেদ ভ্রান্তিবশতঃই কল্পিত। যেহেতু বিচার না করিলে আকাশের বাধ হয় না, সেইহেতু সদ্বস্তু ও আকাশের মধ্যে ভেদের কল্পনামাত্র করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আকাশ যখন নাই, তখন আবার সদ্বস্তু হইতে তাহার ভেদ কি? কোন কারণেই ভেদ হইতে পারে না। ভ্রমাপনয়নরূপ ব্যবহারনির্ব্বাহার্থই ভেদের কল্পনা। ৭১

'আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ যদ্যপি বিচারে পাওয়া যাইতেছে, তথাপি অনুভবদ্বারা নিশ্চয় হয় না'—বাদীর এই আশঙ্কার কথা বলিতেছেন ঃ—

(এ) পূর্ব্বগত ছয়টি শ্লোকে বর্ণিত ভেদের নিশ্চয় করিবার জন্য সিদ্ধান্তীর বিকল্পপূর্ব্বক উত্তর।

বুদ্ধোঽপি ভেদো নো চিত্তে নিরূঢ়িং যাতি চেত্তদা।
অনৈকাগ্র্যাৎ সংশয়াদ্বা রূঢ়্যভাবোঽস্য তে বদ ॥৭২

অন্বয়—ভেদঃ বুদ্ধঃ অপি চিত্তে নিরূঢ়িম্ নো যাতি (ইতি) চেৎ, তদা বদ তে অস্য রূঢ়্যভাবঃ অনৈকাগ্র্যাৎ (হেতোঃ) বা সংশয়াৎ?

অনুবাদ—যদি বল 'সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদ বিচারে পাওয়া গেলেও অনুভবে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে ধরিতেছে না', তবে জিজ্ঞাসা করি—মনে না ধরার কারণটি কি একাগ্রতার অভাব, অথবা সংশয়?

টীকা—বাদীর আপত্তির পরিহারের জন্য, সেই নিশ্চয়াভাবের অর্থাৎ মনে না লাগার কারণ সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিকল্প করিয়া; সেই বিকল্পটি বলিতেছেন—একাগ্রতার অভাব, অথবা সংশয়? ৭২

এক্ষণে বিকল্পদ্বয়ের অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবের এবং সংশয়ের প্রতীকার বলিতেছেন:—

অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাদ্যেঽন্যস্মিন্ বিবেচনম্।
কুরু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ ॥ ৭৩

অন্বয়—আদ্যে ধ্যানাৎ অপ্রমত্তঃ ভব, অন্যস্মিন্ প্রমাণযুক্তিভ্যাম্ বিবেচনম কুরু; ততঃ রূঢ়তমঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—যদি প্রথমটিই অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবই কারণ হয়, তবে অবধান-যুক্ত হও; আর যদি অপরটিই অর্থাৎ সংশয়ই কারণ হয়, তবে প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে বিচার কর ও তাহা হইলে সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদ দৃঢ়ভাবে মনে ধরিবে।

টীকা—"আদ্যে"—প্রথম বিকল্পে অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবে, "ধ্যানাৎ"—পতঞ্জলি যে ধ্যানের লক্ষণ করিয়াছেন—("যোগমণিপ্রভা"—১৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য) প্রত্যয়ের বা চিত্তবৃত্তির একতানতাকে ধ্যান বলে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একই বস্তুর (এস্থলে অস্তি-ভাতি-প্রিয়ের) আকার ধরিয়া প্রবাহ চলিতে থাকিলে, তাহাকে ধ্যান বলে,—সেই ধ্যানকে আশ্রয় করিয়া, "অপ্রমত্তঃ ভব"—সাবধানমনা বা একাগ্রচিত্ত হইয়া থাক। দ্বিতীয় বিকল্পে, পরিহারের উপায় অর্থাৎ সংশয়ের প্রতীকার বলিতেছেন:—"বিবেচনম্ কুরু"—বিচার কর। তাহা হইলে কি হইবে? এইহেতু বলিতেছেন:—"ততঃ রূঢ়তমঃ ভবেৎ"—তাহা হইলে সেই ভেদ দৃঢ়তম হইয়া অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে, মনে বসিবে। ৭৩

তাহা হইলেও বা কি হইবে? এইহেতু বলিতেছেন:—

ধ্যানান্মানাদ্ যুক্তিতোঽপি রূঢ়ে ভেদে বিয়ৎসতোঃ
ন কদাচিদ্ বিয়ৎ সত্যং সদ্বস্তু ছিদ্রবন্ন চ ॥ ৭৪

অন্বয়—ধ্যানাৎ মানাৎ যুক্তিতঃ বিয়ৎসতোঃ ভেদে রূঢ়ে (সতি) বিয়ৎ কদাচিৎ সত্যম্ ন (ভাসতে), সদ্বস্তু অপি (কদাচিৎ) ছিদ্রবৎ ন চ (ভাসতে)।

অনুবাদ—ধ্যানাভ্যাস করিলে, এবং শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহকারে বিচার করিলে, যখন আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ দৃঢ়ভাবে মনে ধরিবে, তখন আকাশকে আর সত্যবস্তু বলিয়া মনে হইবে না, বা সদ্বস্তুকে আকাশধর্ম্মক বা অবকাশযুক্ত বলিয়া মনে হইবে না।

টীকা—"ধ্যানাৎ"—যে ধ্যানের লক্ষণ ৭৩ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় উক্ত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে, "মানাৎ"—অনুমানের সাহায্যে, সেই অনুমান পূর্ব্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে এইরূপে:—আকাশ ও সদ্বস্তু এই দুইটি পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা); কেননা, তদুভয়ের বাচক শব্দ ভিন্নপর্য্যায়ের অন্তর্গত, এবং তদুভয়ের প্রতীতিও এক নহে—(হেতু)। অথবা "মানাৎ"—শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে; "যুক্তিতঃ"—৬৮ হইতে ৬টি শ্লোকে উক্ত যুক্তির সাহায্যে—অর্থাৎ সদ্বস্তু বা ব্রহ্ম অধিক দেশে অবস্থিত বলিয়া ধর্ম্মী ইত্যাদি রূপে। এইরূপে ধ্যান (নিদিধ্যাসন) প্রভৃতি তিনটি উপায়ে আকাশ ও সদ্বস্তুর ভেদ মনে দৃঢ়ভাবে স্থিতিলাভ করিলে, আকাশ কখনই সত্য (বলিয়া প্রতীত) হয় না কিন্তু মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হয় এবং সদ্বস্তুও অবকাশযুক্ত বলিয়া, "ন ভাসতে"—প্রতীত হয় না; এইরূপে "ভাসতে" এই প্রকাশার্থক ক্রিয়া উহ্য করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৭৪

(ট) আকাশ ও সদ্বস্তুর পার্থক্যবিচারের ফল।

জ্ঞস্য ভাতি সদা ব্যোম নিস্তত্ত্বোল্লেখপূর্ব্বকম্।
সদ্বস্ত্বপি বিভাত্যস্য নিশ্ছিদ্রত্বপুরঃসরম্॥ ৭৫

অন্বয়—জ্ঞস্য ব্যোম সদা নিস্তত্ত্বোল্লেখপূর্ব্বকম্ ভাতি; সদ্বস্তু অপি অস্য নিশ্ছিদ্রত্বপুরঃসরম্ বিভাতি।

অনুবাদ ও টীকা—বিচারশীল ব্যক্তির নিকট, আকাশ আপনার মিথ্যাত্ব জানাইয়া প্রতিভাত হয়, এবং সদ্বস্তুও সর্ব্বদা আপনার আকাশধর্ম্মশূন্যতা জানাইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৭৫

আকাশের মিথ্যাত্ব এবং সদ্বস্তুর বস্তুতা বা সত্যত্ব নিরন্তর চিন্তা করিয়া সাধকের কি প্রকার অনুভব হয় তাহাই বলিতেছেন:—

বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্।
সন্মাত্রাবোধযুক্তঞ্চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে বুধঃ॥ ৭৬

অন্বয়—বুধঃ বাসনায়াম্ বিবৃদ্ধায়াম্ বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্ সন্মাত্রাবোধযুক্তম্ চ দৃষ্ট্বা বিস্ময়তে।

অনুবাদ—আকাশের অসত্যতা এবং সদ্বস্তুর সত্যতা বারম্বার ধ্যান করিয়া যে সংস্কার জন্মে (এবং যে সংস্কার পরে স্মৃতির কারণ হয়) সেই

সংস্কার যখন দৃঢ়তালাভ করে, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞ, আকাশের সত্যত্ববাদী এবং সেই 'কেবল' সদ্বস্তুবিষয়ে জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হন।

টীকা—"বুধঃ"—যিনি আকাশ ও সদ্বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানেন; "বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্"—আকাশকে সত্য বলিয়া যাঁহার বিশ্বাস, তাঁহাকে; "সন্মাত্রাবোধযুক্তম্"—সেই সদ্বস্তু আকাশধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত একমাত্র সত্য, এই তথ্য যাঁহার অজ্ঞাত, তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হন—(কি প্রকারে ইহার বিশ্বাস অটুট রহিয়াছে?) ইহাই তাৎপর্য্য। ৭৬

৩। সদ্বস্তু হইতে বায়ুর বিবেক।

আকাশাদি বিষয়ে যে সকল ন্যায় বা নিয়ম কথিত হইল, আকাশভিন্ন অন্য ভূতচতুষ্টয়ে—বায়ু প্রভৃতিতে তাহারই অতিদেশ করিতেছেন:—

(ক) পূর্ব্বগত সতেরটি শ্লোকে আকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, বায়ু প্রভৃতিতে তাহার অতিদেশ।

এবমাকাশমিথ্যাত্বে সৎসত্যত্বে চ বাসিতে।
ন্যায়েনানেন বায়্বাদেঃ সদ্বস্তু প্রবিবিচ্যতাম্॥ ৭৭

অন্বয়—আকাশমিথ্যাত্বে সৎসত্যত্বে চ এবম্ বাসিতে (সতি), অনেন ন্যায়েন বায়্বাদেঃ (সকাশাৎ) সদ্বস্তু প্রবিবিচ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে আকাশের মিথ্যাত্বের সংস্কার এবং সদ্বস্তুর সত্যত্বের সংস্কার চিত্তে দৃঢ়ভাবে সমারূঢ় হইলে, সেই প্রণালীতেই অর্থাৎ ধ্যান, প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে, বায়ু প্রভৃতি অন্য চারিভূত হইতে সদ্বস্তুর বিবেচন করিতে হইবে—সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিয়া ধারণা করিতে হইবে। ৭৭

(শঙ্কা) ভাল, বায়ু হইল আকাশের কার্য্য; সদ্বস্তু বায়ুর কারণ নহে, সুতরাং সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর অভেদপ্রতীতি অসম্ভব। এইহেতু বায়ু হইতে সদ্বস্তুর বিবেচন বা পৃথক্‌করণ নিষ্প্রয়োজন। (সমাধান) সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই বটে কিন্তু আকাশদ্বারা পরম্পরাক্রমে সম্বন্ধ রহিয়াছে—এই কথাই বলিতেছেন:—

(খ) সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর পরম্পরাক্রমে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধ।

সদ্বস্তুন্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।
বিয়ত্তত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ॥ ৭৮

অন্বয়—সদ্বস্তুনি একদেশস্থা মায়া, তত্র একদেশগম্ বিয়ৎ; তত্র অপি একদেশগতঃ বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ।

অনুবাদ—মায়া সদ্বস্তুর একাংশে অবস্থিত; আকাশ আবার সেই মায়ার একদেশে অবস্থিত; বায়ু আবার সেই আকাশের একাংশে কল্পিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে 'আকাশের একাংশে'র অর্থ বুঝিতে হইবে—আকাশদ্বারা উপহিত চৈতন্যে বা চৈতন্যের একাংশে, কেননা, আকাশ নিজেই মায়ার দ্বারা উপহিত চৈতন্যে কল্পিত এবং এক কল্পিত বস্তুর পক্ষে অন্য কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হওয়া অসম্ভব; সেইহেতু

এস্থলে এবং অন্যত্র এইরূপই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উপহিত চৈতন্যকেই অধিষ্ঠান বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৭৮

এইরূপে বায়ুর ও সদ্বস্তুর সম্বন্ধ দেখাইয়া সেই সদ্বস্তু ও বায়ুর ধর্ম্মগত ভেদের পরিজ্ঞানজন্য বায়ুতে প্রতীত ধর্ম্মসকল বলিতেছেন :—

(গ) বায়ুর নিজ ধর্ম্ম চারিটি মাত্র এবং কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি, মোট সাতটি।

শোষস্পর্শৌ গতির্বেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ।
ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সন্মায়াব্যোম্নাং যে তেঽপি বায়ুগাঃ ॥৭৯

অন্বয়—শোষস্পর্শৌ গতিঃ বেগঃ ইমে বায়ুধর্ম্মাঃ মতাঃ। সন্মায়াব্যোম্নাম্ যে ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ তে অপি বায়ুগাঃ।

অনুবাদ—শোষণ, স্পর্শ, গতি ও বেগ এই চারিটি বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর সদ্বস্তু, মায়া এবং আকাশ ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি করিয়া তিনটি গুণ বায়ুতে আছে অর্থাৎ সদ্বস্তুর সত্তা, মায়ার মিথ্যাত্ব এবং আকাশের শব্দগুণ বায়ুতে বিদ্যমান।

টীকা—বায়ুর নিজ স্বভাবগত চারিটি ধর্ম্ম—শোষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। এইরূপে বায়ুর নিজস্ব চারিটি ধর্ম্মের উল্লেখ করিয়া বায়ুর কারণ আকাশাদি হইতে প্রাপ্ত তিনটি ধর্ম্ম বলিতেছেন :—"সন্মায়াব্যোম্নাম্ যে ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ"—সদ্বস্তু, মায়া এবং আকাশ যথাক্রমে ইহাদিগের যে বিশেষ বিশেষ তিনটি গুণ, "তে অপি বায়ুগাঃ"—তাহারাও বায়ুতে বিদ্যমান। ৭৯

সেই ধর্ম্মগুলি কি কি? এইহেতু বলিতেছেন :—

বায়ুরস্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্‌কৃতে।
নিস্তত্ত্বরূপতা মায়াস্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ ॥ ৮০

অন্বয়—বায়ুঃ "অস্তি" ইতি সদ্ভাবঃ, সতঃ বায়ৌ পৃথক্‌কৃতে নিস্তত্ত্বরূপতা মায়াস্বভাবঃ, ধ্বনিঃ ব্যোমগঃ।

অনুবাদ—'বায়ু আছে' এই যে বায়ুর অস্তিত্ব, তাহা সদ্বস্তুর স্বভাব এবং সদ্বস্তু হইতে বায়ুকে পৃথক্ করিলে, বায়ুর যে মিথ্যারূপতা, তাহা মায়ার স্বভাব; আর বায়ুতে যে ধ্বনি বা শব্দগুণ উপলব্ধ হয়, তাহা বায়ুর (উৎপত্তির কারণ বা প্রকৃতিরূপ) আকাশের স্বভাব।

টীকা—"বায়ুঃ অস্তি ইতি সদ্ভাবঃ"—'বায়ু আছে' এইরূপ ব্যবহারের বা অনুভবপূর্ব্বক (লোকপ্রসিদ্ধ) কথনের হেতু যে সদ্রূপতা, তাহা বায়ুতে সদ্বস্তুর একটি ধর্ম্ম; আর বায়ুকে সদ্বস্তু হইতে পৃথক্ করিলে, বায়ুর যে মিথ্যারূপতা দ্বিতীয় ধর্ম্ম, তাহা মায়া হইতে প্রাপ্ত; আর বায়ুতে যে 'বীসী' এইরূপ শব্দ (৩য় শ্লোক বর্ণিত) বায়ুর তৃতীয় ধর্ম্ম, তাহা আকাশ হইতে প্রাপ্ত। ৮০

শঙ্কা—(ভাল) আকাশের বিচারকালে (অর্থাৎ ৬৭ শ্লোকে) বলা হইয়াছে বায়ু প্রভৃতিতে সদ্বস্তু অনুবৃত্ত রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ বায়ুতে অনুবৃত্ত (অনুস্যূত) নাই; ইহার দ্বারাই সদ্বস্তু ও আকাশের ভেদ বুঝা যায়—এইরূপে উক্ত শ্লোকে বায়ুপ্রভৃতিতে আকাশের অনুবৃত্তি নিবারণ করা হইয়াছে। এস্থলে (৮০ সংখ্যক শ্লোকে) বলা হইল, আকাশের ধর্ম্ম শব্দ বায়ুতে অনুস্যূত রহিয়াছে। এই প্রকারে বায়ুতে আকাশের অনুবৃত্তি কথিত হইল; সুতরাং পূর্ব্বাপরবিরোধ হইল। এই শঙ্কাই কথিত হইতেছে :—

(ঘ) ৬৭ শ্লোকার্থের সহিত ৮০ শ্লোকার্থের বিরোধ-শঙ্কা ও তাহার সমাধান।

সতোঽনুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র ব্যোম্নো নেতি পুরেরিতম্।
ব্যোমানুবৃত্তিরধুনা কথং ন ব্যাহতং বচঃ ? ॥ ৮১

অন্বয়—সতঃ অনুবৃত্তিঃ সর্ব্বত্র; ব্যোম্নঃ ন ইতি পুরা ঈরিতম্। অধুনা ব্যোমানুবৃত্তিঃ (উচ্যতে)। বচঃ কথম্ ন ব্যাহতম্ ?

অনুবাদ—পূর্ব্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু প্রভৃতি সকল (কার্য্য-) বস্তুতে সদ্বস্তু অনুস্যূত রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ অনুস্যূত নাই। আবার এখানে বলা হইল, বায়ু প্রভৃতিতে (শব্দ-গুণদ্বারা) আকাশের অনুবৃত্তি রহিয়াছে; ইহাতে আপনার বচন ব্যাঘাতদোষযুক্ত কেন হইবে না ?

টীকা—অন্বয় করিবার সময়, "অধুনা ব্যোমানুবৃত্তিঃ 'উচ্যতে' "; এই প্রকারে 'উচ্যতে' শব্দ বাহির হইতে আনিতে হইবে। ৮১

(সমাধান)—পূর্ব্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে, আকাশের অবকাশরূপ স্বরূপের অনুবৃত্তি নিবারিত আর এক্ষণে ৮০ সংখ্যক শ্লোকে আকাশের শব্দরূপ ধর্ম্মের অনুবৃত্তি কথিত হইতেছে; অবকাশরূপ স্বরূপের অনুবৃত্তি কথিত হয় নাই। ইহাতে পূর্ব্বোত্তরবিরোধ না থাকাতে, পূর্ব্বোক্ত বচনে ব্যাঘাতদোষ নাই, এই কথাই বলা হইতেছে :—

ছিদ্রানুবৃত্তির্নেতীতি পূর্ব্বোক্তিরধুনা ত্বিয়ম্।
শব্দানুবৃত্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ? ॥ ৮২

অন্বয়—'ছিদ্রানুবৃত্তিঃ ন ইতি' ইতি পূর্ব্বোক্তিঃ, অধুনা তু ইয়ম্ শব্দানুবৃত্তিঃ এব উক্তা, বচসঃ কুতঃ ব্যাহতিঃ (স্যাৎ) ?

অনুবাদ ও টীকা—পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, বায়ুতে আকাশের অবকাশরূপ স্বরূপ অনুস্যূত নাই; আর এক্ষণে বলা হইল আকাশের শব্দগুণ (মাত্র) বায়ুতে অনুস্যূত রহিয়াছে। ইহাতে বচনে ব্যাঘাতদোষ কি প্রকারে আসিবে ? (কোনও প্রকারে নহে)। ৮২

(শঙ্কা)—ভাল, বায়ুকে যখন সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মিথ্যা এবং মায়াময় বলা হইতেছে, তখন অব্যক্তস্বরূপ মায়া হইতে বিলক্ষণ বলিয়া, (ব্যক্তস্বরূপ) বায়ুকে অমায়াময় অর্থাৎ অমিথ্যারূপ কেন বলা যাইবে না ? সিদ্ধান্ত বিষয়ে এই আশঙ্কারই উত্থাপন করিতেছেন :—

(৬) বায়ু মায়ার কার্য্য হইতে পারে না বলিয়া শঙ্কা উঠাইয়া তাহার সমাধান।

নমু সদ্বস্তুপার্থক্যাদসত্ত্বং চেত্তদা কথম্
অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময়তাপি নো॥ ? ৮৩

অন্বয়--নমু সদ্বস্তুপার্থক্যাৎ অসত্ত্বম্ চেৎ, তদা অব্যক্তমায়াবৈষম্যাৎ অমায়াময়তা অপি কথম্ নো (স্যাৎ)?

অনুবাদ—ভাল, সদ্বস্তু অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বায়ুকে যখন অসত্যস্বরূপ বা মায়িক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তখন শক্তিরূপ অব্যক্ত-স্বরূপা মায়া হইতে পৃথক্ বলিয়া (ব্যক্তস্বরূপ) বায়ুকে অমায়াময় বা অমিথ্যাস্বরূপ কেন বলা হইবে না? ৮৩

(উক্ত শঙ্কার সমাধান)—অব্যক্ততাই যে মায়াময়তার কারণ এরূপ নহে, অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেই যে মায়াময় হইবে এরূপ নিয়ম নাই কিন্তু নিস্তত্ত্বরূপতা অর্থাৎ সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন বাস্তবস্বরূপ না থাকাই মায়াময়তার কারণ। সেই নিস্তত্ত্বরূপতা যেমন মায়ায় বিদ্যমান, সেইরূপ বায়ুপ্রভৃতিতেও বিদ্যমান। এইহেতু বায়ুর মায়াময়ত্বের হানি হইবে না। এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত (৮৩ শ্লোকোক্ত) শঙ্কার পরিহার করিতেছেন ঃ—

নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা।
সা শক্তিকার্য্যয়োস্তুল্যা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ॥ ৮৪

অন্বয়--অত্র নিস্তত্ত্বরূপতা এব মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা, সা ব্যক্তাব্যক্তত্বভেদিনোঃ শক্তি-কার্য্যয়োঃ তুল্যা (ভবতি)।

অনুবাদ—শক্তি ও কার্য্যের ভেদ কেবল অব্যক্ততা ও ব্যক্ততা লইয়া, অর্থাৎ শক্তি অব্যক্ত এবং কার্য্য ব্যক্ত। এই অব্যক্ততা মায়াময়ত্বের হেতু নহে অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেই মায়াময় হইবে, এইরূপ নিশ্চয় নাই। সেই মিথ্যাস্বরূপতাই অর্থাৎ সৎ হইতে ভিন্ন স্বরূপ না থাকাই, মায়াময়তার হেতু। মিথ্যাস্বরূপতা, মায়াশক্তি এবং সেই শক্তির কার্য্যরূপ বায়ু প্রভৃতিতে তুল্যরূপে বিদ্যমান।

টীকা—অব্যক্ততা মায়াময়তার কারণ নহে, কিন্তু "অত্র নিস্তত্ত্বরূপতা এব মায়াত্বস্য প্রয়ো-জিকা"—এস্থলে 'নিস্তত্ত্বরূপতা' অর্থাৎ সৎ হইতে ভিন্ন বাস্তব স্বরূপ না থাকাই মায়াময়তার কারণ। সেই নিস্তত্ত্বরূপতা যেমন মায়াতে বিদ্যমান, সেইরূপ (মায়ার কার্য্য) বায়ু প্রভৃতিতেও বিদ্যমান অর্থাৎ বায়ু প্রকৃতপক্ষে আকাশের কার্য্য হইলেও, আকাশ মায়ার কার্য্য বলিয়া, পরম্পরাক্রমে ব্যাবহারিক দৃষ্টিতে মায়ার কার্য্যরূপ যে বায়ু, তাহাতেও বিদ্যমান। এইহেতু বায়ুপ্রভৃতির মায়াময়তার ব্যাঘাত হয় না। এইরূপে উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিলেন। ৮৪

(শঙ্কা)—ভাল, শক্তি এবং শক্তির কার্য্য যখন উভয়েই তুল্যরূপে নিস্তত্ত্বস্বরূপ, তখন ব্যক্তাব্যক্তরূপ ভেদ কি কারণে ঘটে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান

করিতেছেন—যে ব্যক্তাব্যক্ততার বিচার বর্তমান প্রসঙ্গের অনুপযোগী; এইরূপে উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

সদসত্ত্ববিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ স চিন্ত্যতাম্।
অসতোঽবান্তরো ভেদ আস্তাং তচ্চিন্তয়াত্র কিম্? ॥ ৮৫

অন্বয়—সদসত্ত্ববিবেকস্য প্রস্তুতত্বাৎ সঃ চিন্ত্যতাম্। অসতঃ অবান্তরঃ ভেদঃ আস্তাম্। তচ্চিন্তয়া অত্র কিম্?

অনুবাদ—এস্থলে কোন্ বস্তু সৎ এবং কোন্ বস্তু অসৎ—এই প্রশ্নেরই মীমাংসা হইতেছে; সুতরাং এই প্রস্তাবে তদুভয়েরই বিবেচনা আবশ্যক। 'অসৎ বস্তুর অবান্তর ভেদ কত প্রকার?'—সে প্রশ্ন এখন থাকুক; এস্থলে সেই বিচারের প্রয়োজন কি?

টীকা—অসৎ বস্তুর অর্থাৎ মায়া এবং মায়ার কার্য্য যে বায়ুপ্রভৃতি তাহাদের অবান্তর ভেদ অর্থাৎ ব্যক্ততা বা ইন্দ্রিয়াদিগোচরতা এবং অব্যক্ততা বা ইন্দ্রিয়াদির অগোচরতারূপ যে ভেদ, তাহার বিচার এস্থলে থাকুক। ("ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ" নামক ১৩শ অধ্যায়ের ৩৬ শ্লোকে তাহার বিচার হইবে)। ৮৫

বিচারের ফলে কি দাঁড়াইল তাহাই বলিতেছেন :—

(চ) ফলিত অর্থ।

সদ্বস্তু ব্রহ্ম শিষ্টোঽংশো বায়ুর্মিথ্যা যথা বিয়ৎ।
বাসয়িত্বা চিরং বায়োর্মিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥ ৮৬

অন্বয়—সদ্বস্তু ব্রহ্ম, শিষ্টঃ অংশঃ বায়ুঃ মিথ্যা, যথা বিয়ৎ, বায়োঃ মিথ্যাত্বম্ চিরম্ বাসয়িত্বা মরুতম্ ত্যজেৎ।

অনুবাদ—বায়ুর সৎস্বরূপ অংশ হইতেছে ব্রহ্ম; আর অবশিষ্ট অংশরূপ বায়ু হইতেছে মিথ্যা; যেমন আকাশ মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে, সেইরূপ অর্থাৎ অনুরূপ যুক্তির দ্বারা, বায়ুর মিথ্যাত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া মনে বসাইয়া, মনকে বায়ুমিথ্যাত্বসংস্কারাপন্ন করিয়া বায়ুতে সত্যত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ করিবে।

টীকা—"সদ্বস্তু ব্রহ্ম"—বায়ুতে যে সদংশ রহিয়াছে, তাহাই ব্রহ্মের রূপ; "শিষ্টঃ অংশ"—বায়ুর অবশিষ্ট নিস্তত্ত্বতা, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি অংশ বায়ুর স্বরূপ; আর সেই বায়ু নিস্তত্ত্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে তাহার ভিন্ন সত্তা না থাকাতে তাহা আকাশের ন্যায় মিথ্যা। "বায়োঃ মিথ্যাত্বম্ চিরম্ বাসয়িত্বা"—এইরূপে সাধক বায়ুর মিথ্যারূপতা দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নিশ্চয় করিয়া, মনকে বায়ুমিথ্যাত্বের দৃঢ়সংস্কারাপন্ন করাইয়া, "মরুতম্ ত্যজেৎ"—বায়ুকে সত্য বলিয়া যে বুদ্ধি আছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে। ৮৬

৪। সদ্বস্তু ও অগ্নির পার্থক্যনিরূপণ।

(ক) বায়ু সম্বন্ধে পূর্ব্বগত দশটি শ্লোকোক্ত বিচারের অগ্নিতে অতিদেশ।

চিন্তয়েদ্বহ্নিমপ্যেবং মরুতো ন্যূনবর্ত্তিনম্।
ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্বেষা ন্যূনাধিকবিচারণা॥ ৮৭

অন্বয়—এবম্ মরুতঃ ন্যূনবর্ত্তিনম্ বহ্নিম্ অপি চিন্তয়েৎ। ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু ন্যূনাধিক-বিচারণা এষা।

অনুবাদ—যে প্রকারে বায়ুর বিচার করা গেল, সেই প্রকারে বায়ু হইতে এক-দশমাংশ পরিমিত দেশে অবস্থিত অগ্নির বিচার করিবে। ব্রহ্মাণ্ডের আবরণসমূহে পঞ্চভূতের ন্যূনতা ও আধিক্যের বিচার বর্ণিত হইতেছে।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, সদ্বস্তুর একাংশে মায়া অবস্থিত; আবার মায়ার একাংশে আকাশ অবস্থিত; আবার তাহার একাংশে বায়ু প্রকল্পিত; এইরূপে ৭৮ শ্লোকে যে আকাশাদির ন্যূনাধিকভাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ত' লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থসমূহে কোথাও অনুভূত হয় না; এইহেতু বলিতেছেন:—'ব্রহ্মাণ্ডের উপর্য্যুপরি আবরণসমূহে বিদ্যমান পঞ্চভূতের ন্যূনাধিকতার বিচার করিতেছেন'। ৮৭

অগ্নি বায়ু হইতে কত অংশে কম? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন:—

(খ) অগ্নি বায়ুর একদশ-মাংশমাত্র, তাহার প্রমাণ সহিত বর্ণন।

বায়োর্দশাংশতো ন্যূনো বহ্নির্বায়ৌ প্রকল্পিতঃ
পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈর্ভূতপঞ্চকে॥ ৮৮

অন্বয়—বায়োঃ দশাংশতঃ বহ্নিঃ ন্যূনঃ, বায়ৌ প্রকল্পিতঃ। ভূতপঞ্চকে দশাংশৈঃ তারতম্যম্ পুরাণোক্তম্।

অনুবাদ—অগ্নি বায়ু হইতে এত কম যে বায়ুর এক-দশমাংশমাত্র এবং সেই অগ্নি বায়ুতে (বায়ুর এক দেশে অর্থাৎ বায়ুপহিত চৈতন্যে) কল্পিত। এই প্রকারে পঞ্চভূতের দশম দশম অংশের দ্বারা তারতম্য পুরাণে বর্ণিত আছে।

টীকা—সেই অগ্নিকে সত্য বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহারই নিবারণ করিতেছেন, 'অগ্নি বায়ুতে কল্পিত' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ভাল, পঞ্চভূতের এই যে ন্যূনাধিক-ভাব বা তারতম্য, ইহা ত' গ্রন্থকারের স্বকপোল-কল্পিত হইতে পারে। এইহেতু বলিতেছেন—'ইহা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে'। ৮৮

বহ্নির স্বরূপ বলিতেছেন:—

(গ) বহ্নির স্বরূপবর্ণন এবং সেই স্বরূপে নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্ম-সমূহের উল্লেখ।

বহ্নিরুষ্ণঃ প্রকাশাত্মা, পূর্ব্বানুগতিরত্র চ।
অস্তি বহ্নিঃ স নিস্তত্ত্বঃ শব্দবান্ স্পর্শবানপি॥ ৮৯

অন্বয়—বহ্নিঃ উষ্ণঃ প্রকাশাত্মা, অত্র চ পূর্ব্বানুগতিঃ, সঃ বহ্নিঃ অস্তি, নিস্তত্ত্বঃ, শব্দবান্ অপি স্পর্শবান্।

অনুবাদ—অগ্নি উষ্ণ, প্রকাশস্বভাব এবং এই অগ্নিতে পূর্ব্ববর্ণিত বায়ুর সম্বন্ধে যে সকল অনুবৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল অনুবৃত্তি আছে অর্থাৎ অগ্নির অস্তিত্ব—সদ্বস্তুর অনুবৃত্তি ; অগ্নির অসত্যতা অর্থাৎ সদ্বস্তুর সত্তা ব্যতীত সত্তা না থাকা—মায়ার অনুবৃত্তি ; অগ্নির শব্দবিশিষ্টতা—আকাশের অনুবৃত্তি ; এবং অগ্নির স্পর্শরূপতা অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শবিশিষ্টতা—বায়ুর অনুবৃত্তি।

টীকা—এই অগ্নিতেও বায়ুর ন্যায়, কারণের ধর্ম্মসকল অনুগত রহিয়াছে ; এই কথাই বলিতেছেন—'অত্র চ পূর্ব্বানুগতিঃ'—এই অগ্নিতে পূর্ব্ববর্ণিত অনুবৃত্তিসকল আছে। সেই ধর্ম্মগুলি অর্থাৎ বায়ুতে নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মগুলি কি কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, বলিতেছেন, সেই অগ্নিতে 'আছে'-ভাব অর্থাৎ অগ্নির অস্তিত্ব, সদ্বস্তু হইতে প্রাপ্ত ; অসত্যতা মায়া হইতে প্রাপ্ত ; শব্দবত্তা আকাশ হইতে প্রাপ্ত এবং স্পর্শবত্তা বায়ু হইতে প্রাপ্ত। ৮৯

অগ্নিতে এইরূপে নিজ কারণসমূহের অনুগতির বা অনুস্যূতভাবের উল্লেখ করিয়া অগ্নির স্বকীয় ধর্ম্ম দেখাইতেছেন :—

(ঘ) অগ্নিতে কারণের ধর্ম্ম ; নিজধর্ম্ম ও সদ্বস্তু হইতে ভেদ।

সন্মায়াব্যোমবায্বংশৈর্যুক্তস্যাগ্নের্নিজো গুণঃ।
রূপং তত্র সতঃ সর্ব্বমন্যদ্‌বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্‌ ॥ ৯০

অন্বয়—সন্মায়াব্যোমবাযুংশৈঃ যুক্তস্য অগ্নেঃ নিজঃ গুণঃ রূপম্‌। তত্র সতঃ অন্যৎ সর্ব্বম্‌ বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্‌।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর, মায়ার, আকাশের এবং বায়ুর অংশযুক্ত, অর্থাৎ যথাক্রমে অস্তিত্ব, মিথ্যাত্ব, শব্দ ও স্পর্শরূপ ধর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নির নিজগুণ রূপমাত্র ; এই সমস্ত ধর্ম্মের মধ্যে সদ্বস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন আর সমস্ত ধর্ম্মই মিথ্যা, বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিবে।

টীকা—এইরূপে বিশেষণসহিত অগ্নির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া, এক্ষণে সদ্বস্তু হইতে বহ্নিকে পৃথক্‌ করিতেছেন :—"তত্র"—তাহাদিগের মধ্যে, "সতঃ"—সদ্বস্তুর, "অন্যৎ সর্ব্বম্‌"—অন্য ধর্ম্মসমূহ মিথ্যা বলিয়া ; "বুদ্ধ্যা বিবিচ্যতাম্‌"—বুদ্ধির দ্বারা পৃথক্‌ করিয়া লও, ইহাই অভিপ্রায়। ৯০

৫। সদ্বস্তু হইতে জলের পৃথক্‌করণ।

এইরূপে অগ্নির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া, মুমুক্ষু জলের মিথ্যাত্বচিন্তন করিবেন—এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) জল অগ্নির দশমাংশ মাত্র, অবাস্তব পদার্থ।

সতো বিবেচিতে বহ্নৌ মিথ্যাত্বে সতি বাসিতে।
আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ ॥ ৯১

অন্বয়—সতঃ বহ্নৌ বিবেচিতে, মিথ্যাত্বে বাসিতে সতি, দশাংশতঃ ন্যূনাঃ আপঃ কল্পিতাঃ ইতি চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—সদ্বস্তু হইতে অগ্নি পৃথক্ বলিয়া নিশ্চিত হইলে এবং 'অগ্নি অসত্য' এইরূপ সংস্কার চিত্তে ধরিলে, জল যে অগ্নি হইতে দশমাংশরূপে ন্যূন এবং অগ্নিতে কল্পিত, এইরূপ চিন্তা করিবে। ৯১

এই জলেও নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধর্ম্মসমূহ এবং জলের নিজের ধর্ম্মসমূহ বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(খ) জলে কারণধর্ম্ম ও নিজ ধর্ম্ম।

সন্ত্যাপোঽমূঃ শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ।
রূপবত্যোঽন্যধর্ম্মানুবৃত্ত্যা স্বীয়ো রসো গুণঃ॥ ৯২

অন্বয়—অন্যধর্ম্মানুবৃত্ত্যা অমূঃ আপঃ সন্তি, শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ রূপবত্যঃ; স্বীয়ঃ গুণঃ রসঃ।

অনুবাদ—অন্যের অর্থাৎ সদ্বস্তু হইতে অগ্নি পর্য্যন্ত কারণের ধর্ম্মসকল জলে অনুগত বলিয়া জল 'অস্তি', অসত্য, এবং শব্দ-স্পর্শযুক্ত ও রূপ-বান্; আর জলের নিজগুণ হইতেছে রস।

টীকা—'সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ'—শব্দের সহিত যাহা থাকে তাহা সশব্দ; আর, সশব্দ এইরূপ যে স্পর্শ, তাহা সশব্দস্পর্শ; সেই শব্দের সহিত ও স্পর্শের সহিত যুক্ত জল,' ইহাই অর্থ। ৯২

৬। সদ্বস্তু হইতে ক্ষিতির পৃথক্‌করণ।

বিচার ও ধ্যানদ্বারা জলের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া তদনন্তর ক্ষিতির মিথ্যাত্ব চিন্তা করিতে হইবে; এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) জলের মিথ্যাত্বের নিশ্চয়; ক্ষিতি জলের দশমাংশমাত্র এবং অবাস্তব পদার্থ।

সতো বিবেচিতাস্বপ্‌সু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে।
ভূমির্দশাংশতো ন্যূনা কল্পিতাপ্‌স্বিতি চিন্তয়েৎ॥ ৯৩

অন্বয়—সতঃ অপ্সু বিবেচিতাসু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে, দশাংশতঃ ন্যূনা ভূমিঃ অপ্সু কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—সদ্বস্তু হইতে বিচারদ্বারা জল পৃথক্‌কৃত হইলে এবং তাহার মিথ্যাত্বের সংস্কার হৃদয়ে সমারোপিত হইলে, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে ক্ষিতি জল হইতে এত কম যে জলের দশমাংশমাত্র এবং ক্ষিতি জলদ্বারা উপহিত চৈতন্যে কল্পিত। ৯৩

সেই ক্ষিতির মিথ্যাত্বচিন্তনের জন্য তাহার ধর্ম্মসকল বিভাগ করিতেছেন :—

(খ) ক্ষিতির কারণের ধর্ম্ম, তাহার নিজধর্ম্ম এবং সদ্বস্তু হইতে তাহার পৃথক্করণ।

অস্তি ভূস্তত্ত্বশূন্যাস্যাং শব্দস্পর্শৌ সরূপকৌ
রসশ্চ পরতো নৈজো গন্ধঃ সত্তা বিবিচ্যতাম্ ॥ ৯৪

অন্বয়—ভূঃ অস্তি, তত্ত্বশূন্যা, অস্যাম্ সরূপকৌ শব্দস্পর্শৌ রসঃ চ পরতঃ; নৈজঃ গন্ধঃ; সত্তা বিবিচ্যতাম্।

অনুবাদ—ক্ষিতি পর হইতে—আপনা ভিন্ন বস্তুসমূহ হইতে অর্থাৎ সদ্বস্তু, মায়া, আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলরূপ কারণ হইতে যথাক্রমে অস্তিত্ব, অসত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস পাইয়াছে; পরন্তু গন্ধ ক্ষিতির নিজ গুণ। এই সকলগুলি হইতে সত্তারই বিবেচন অর্থাৎ ক্ষিতি হইতে ভিন্নতা নিশ্চয় করিবে।

টীকা—['সরূপকৌ' রূপেণ সহ বর্ত্তমানৌ শব্দস্পর্শৌ—রূপের সহিত বিদ্যমান শব্দ ও স্পর্শ] "সত্তা বিবিচ্যতাম্"—উক্ত গুণসকল হইতে কেবল সত্তারই বিবেচনা বা পৃথক্-করণ উচিত। ক্ষিতি হইতে সদ্বস্তু পৃথক্, এইরূপ ধারণা করিতে হইবে। ৯৪

৭। সদ্বস্তু ও ভূতকার্য্য-ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্করণ; প্রপঞ্চের ভান অবিরুদ্ধ বলিয়া নিরূপণ।

সত্তাকে পৃথক্ করিবার ফল বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ক্ষিতি হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিবার ফল।

পৃথক্কৃতায়াং সত্তায়াং ভূমির্মিথ্যাবশিষ্যতে।
ভূমের্দশাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্ ॥ ৯৫

অন্বয়—সত্তায়াম্ পৃথক্কৃতায়াম্ ভূমিঃ মিথ্যা অবশিষ্যতে; ভূমেঃ দশাংশতঃ ন্যূনম্ ভূমিমধ্যগম্ ব্রহ্মাণ্ডম্।

অনুবাদ—সত্তাকে ক্ষিতি হইতে পৃথক্ করিলে ক্ষিতি যে মিথ্যা, এই সিদ্ধান্তেরই পর্য্যবসান হয়; (চতুর্দ্দশ ভুবনরূপ) ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষিতি হইতে এত অল্প যে, ক্ষিতির দশমাংশমাত্র এবং তাহা ক্ষিতির মধ্যেই অবস্থিত অর্থাৎ ক্ষিতিতেই কল্পিত।

টীকা—এক্ষণে পঞ্চভূতের কার্য্য ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি হইতে সদ্বস্তুকে পৃথক্ করিবার নিমিত্ত সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কি প্রকারে অবস্থিত, তাহাই দেখাইতেছেন :—'ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি ক্ষিতি হইতে এত অল্প' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এবং পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বারা। ৯৫

(খ) ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তুসমূহের বর্ণন।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দ্দশ।
ভুবনেষু বসন্ত্যেষু প্রাণিদেহা যথাযথম্ ॥ ৯৬

অন্বয় –ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চতুর্দ্দশ ভুবনানি তিষ্ঠন্তি। এষু ভুবনেষু যথাযথম্ প্রাণিদেহাঃ বসন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—সেই ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য (বা ব্রহ্মলোক)—এই সাতটি ঊর্দ্ধদিকে এবং অতল, বিতল, সুতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল, এই সাতটি অধোদিকে—এই চতুর্দ্দশ ভুবন রহিয়াছে। এই চতুর্দ্দশ ভুবনে যথাযোগ্য প্রাণধারী জীবদেহসমূহ বাস করিতেছে। ৯৬

সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতিতে সদ্বস্তুর পৃথক্‌করণের ফল বর্ণন করিতেছেন:—

ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদ্বস্তুনি পৃথক্কৃতে।
অসন্তোঽণ্ডাদয়ো ভান্তু তজ্জ্ঞানেঽপীহ কা ক্ষতিঃ ॥ ৯৭

অন্বয়—ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সদ্বস্তুনি পৃথক্কৃতে অণ্ডাদয়ঃ অসন্তঃ ভান্তু, তজ্জ্ঞানে অপি ইহ কা ক্ষতিঃ (ভবতি)?

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মাণ্ডে, চতুর্দ্দশ ভুবনে ও প্রাণিগণের দেহসমূহে যে সদ্বস্তু রহিয়াছেন, তাঁহাকে পৃথক্ করিলে ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অসৎ বলিয়া প্রতিভাত হয়, হউক। সেই ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতি হইলেও এই অদ্বৈত বস্তুবিষয়ে কি হানি হইতে পারে? কোনও হানি হইতে পারে না, কেননা, মরীচিকায় জলপ্রতীতি হইলেও যেমন তদ্দ্বারা সেই জলের অধিষ্ঠানরূপ পৃথিবী আর্দ্র হয় না, সেইরূপ মিথ্যা জগৎ প্রতীত হইতে থাকিলেও তদ্দ্বারা অধিষ্ঠান অদ্বৈত ব্রহ্মের অদ্বৈততার হানি হয় না অর্থাৎ সদ্বৈততা ঘটে না। ৯৭

সেই ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতি হইলে তাহাতে ক্ষতি কি? এইরূপে ৯৭ সংখ্যক শ্লোকে যে কথা বলা হইল, তাহাই স্পষ্ট করিতেছেন:—

(গ) সদ্বস্তু হইতে ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্‌করণের ফল; ব্রহ্মাণ্ডাদির প্রতীতির সহিত অবিরোধ।

ভূতভৌতিকমায়ানাং সমত্বেঽত্যন্তবাসিতে।
সদ্বস্ত্বদ্বৈতমিত্যেষা ধীর্বিপর্য্যেতি ন ক্বচিৎ ॥ ৯৮

অন্বয়—ভূতভৌতিকমায়ানাম্ সমত্বে (পাঠান্তরে 'অসত্বে') অত্যন্তবাসিতে সদ্বস্তু অদ্বৈতম্ ইতি এষা ধীঃ ক্বচিৎ ন বিপর্য্যেতি।

অনুবাদ—ভূতসকল, ভৌতিক পদার্থসকল এবং মায়া এই তিনের সমতার অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সত্তার অভাবহেতু অধিষ্ঠান রূপতার—ফলতঃ ইহাদিগের মিথ্যাত্বের, সংস্কার বিশেষরূপে হৃদয়ে নিহিত হইলে, সদ্বস্তু অদ্বৈতই (দ্বিতীয়শূন্যই), এইরূপ জ্ঞান কখনই বিপর্য্যয় অর্থাৎ বিপরীতভাবনা প্রাপ্ত হয় না।

টীকা—"ভূতানাম্" আকাশাদি ভূতপঞ্চকের, "ভৌতিকানাম্"—ব্রহ্মাণ্ডাদির, "মায়ায়াঃ চ"—ভূতপঞ্চকের ও ব্রহ্মাণ্ডাদির কারণভূত মায়ার, "সমত্বে" অর্থাৎ তুল্যরূপে মিথ্যাত্ব;

"অত্যন্তবাসিতে"—বিচার ও ধ্যানদ্বারা চিত্তে দৃঢ়সংস্কাররূপে স্থাপিত হইলে, সদ্বস্তুবিষয়ক অদ্বৈতবুদ্ধি কোনও কালে ব্যাহত হয় না, ইহাই ভাবার্থ। ৯৮

(শঙ্কা) ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি মিথ্যা হইলে জ্ঞানীর ব্যবহার ত' বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিচারদ্বারা ভূমি প্রভৃতির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলেও ভূমি প্রভৃতির স্বরূপের নাশ হয় না বলিয়া জ্ঞানীর বর্ণন (কথন), প্রতীতি প্রভৃতিরূপ ব্যবহার বিলোপ প্রাপ্ত হয় না, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) ক্ষিতি প্রভৃতি অসৎ হইলেও জ্ঞানীর ব্যবহারের লোপ হয় না।

সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্‌ভূতে দ্বৈতে ভূম্যাদিরূপিণি
তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা ॥ ৯৯

অন্বয়—ভূম্যাদিরূপিণি দ্বৈতে সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্‌ভূতে তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথা এব সা।

অনুবাদ ও টীকা—ক্ষিতি প্রভৃতিরূপ দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ সদ্রূপ অদ্বৈত হইতে ভিন্ন অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সেই ক্ষিতি প্রভৃতির যে যে নিমিত্তসাধিকা প্রবৃত্তি বা প্রয়োজননির্ব্বাহিকা শক্তি সংসারে অজ্ঞানকালে অনুভূত হইয়াছে, (জ্ঞানকালে) সেইরূপই অনুভূত হইতে থাকে। ৯৯

(শঙ্কা) ভাল, সদ্বস্তু যদি অদ্বৈতরূপই হইল, তাহা হইলে সাংখ্যপ্রভৃতি ভেদবাদিগণ যে ভেদের কথা বলেন বা প্রতিপাদন করেন, তাহা আপনি অদ্বৈতবাদী কেন খণ্ডন করিতেছেন না ?—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—(সমাধান)সেই ব্যাবহারিক বা মিথ্যাভেদ আমরাও মানিয়া থাকি ; এইহেতু সেই ব্যাবহারিক ভেদের খণ্ডনের নিমিত্ত আমরা প্রযত্ন করি না :—

(ঙ) ব্যাবহারিক জগতে ভেদস্বীকার।

সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈর্জ্জগদ্ভেদো যথা যথা।
উৎপ্রেক্ষ্যতেঽনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা ॥ ১০০

অন্বয়—সাংখ্যকাণাদবৌদ্ধাদ্যৈঃ অনেকযুক্ত্যা যথা যথা জগদ্ভেদঃ উৎপ্রেক্ষ্যতে তথা তথা এষঃ ভবতু।

অনুবাদ ও টীকা—কপিলমতাবলম্বী সাংখ্যবাদিগণ, কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিকগণ এবং অবৈদিক মতপ্রবর্ত্তক বুদ্ধের মতাবলম্বিগণ অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণ, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচারগণ, বাহ্যপদার্থের অনুমেয়তাবাদী সৌত্রান্তিকগণ এবং বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী বৈভাষিকগণ (এবং গৌতম-মতাবলম্বী নৈয়ায়িকগণ এবং অন্য অন্য ভেদবাদিগণ) অনেক যুক্তির সাহায্যে জগৎসত্তার যে যে প্রকার ভেদ বা দ্বৈতভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই সেই প্রকার ভেদ থাকুক ;

(অর্থাৎ ব্যবহারক্ষেত্রে তাঁহাদের যুক্তি মানাই সঙ্গত এবং সেই সকল যুক্তির খণ্ডনে প্রয়াস অকর্ত্তব্য)। ১০০

ভাল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ যে সৎ অর্থাৎ বাস্তব ভেদ আছে, তাহার, পূর্ব্বে আকাশাদির বিচার প্রসঙ্গে, উক্ত মিথ্যাবুদ্ধি দ্বারা উপেক্ষারূপ অনাদর করা ত' উচিত হয় না। এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(চ) বাস্তব-ভেদের অনাদরের ক্ষতি নাই।

অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্যবাদিভিঃ।
এবং কা ক্ষতিরস্মাকং তদ্দ্বৈতমবজানতাম্॥ ১০১

অন্বয়—নিঃশঙ্কৈঃ অন্যবাদিভিঃ সদদ্বৈতম্ অবজ্ঞাতম্; এবম্ তদ্দ্বৈতম্ অবজানতাম্ অস্মাকম্ কা ক্ষতিঃ?

অনুবাদ—সাংখ্যবাদিগণ, বৈশেষিকগণ, বৌদ্ধগণ প্রভৃতি শঙ্কাশূন্য হইয়া (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সিদ্ধ) অদ্বৈত সদ্বস্তুকে অবজ্ঞা করেন, তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই; আমরাও (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব আশ্রয় করিয়া, তাঁহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি)।

টীকা—"অন্যবাদিভিঃ"—সাংখ্যবাদী, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা, "নিঃশঙ্কৈঃ"—শঙ্কাশূন্য হইয়া, "সদদ্বৈতম্ অবজ্ঞাতম্"—শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হইলেও সৎ অদ্বৈত বস্তু অবজ্ঞাত হইয়া থাকে; সেইরূপ, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবকে অবলম্বন করিয়া আমরাও তাহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অনাদর করিয়া থাকি। আমাদের হানি কি? কোনও হানি নাই। ১০১

৮। দ্বৈতের অনাদরের ফলের নির্দ্ধারণ।

(শঙ্কা) ভাল, এই যে দ্বৈতের অনাদর তাহা ত' নিষ্প্রয়োজন বা নিষ্ফল? (সমাধান) জীবন্মুক্তিরূপ প্রয়োজন বিদ্যমান থাকিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতে থাকিলেও অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করা বাঞ্ছিত বলিয়া, দ্বৈতের অনাদরকে নিষ্প্রয়োজন বলা চলে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন।

দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেদদ্বৈতে ধীঃ স্থিরা ভবেৎ।
স্থৈর্য্যে তস্যাঃ পুমানেষ জীবন্মুক্ত ইতীর্য্যতে॥ ১০২

অন্বয়—দ্বৈতাবজ্ঞা সুস্থিতা চেৎ, অদ্বৈতে ধীঃ স্থিরা ভবেৎ। তস্যাঃ স্থৈর্য্যে এষঃ পুমান্ জীবন্মুক্তঃ ইতি ঈর্য্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—দ্বৈতের প্রতি অবজ্ঞা যদি সম্যক্ প্রকারে বুদ্ধিতে ধরে, তাহা হইলে অদ্বৈতবিষয়ে বুদ্ধি স্থিরতরা হয়, এবং, সেই অদ্বৈত বুদ্ধি স্থিরতরা হইলে, 'অমুক পুরুষ জীবন্মুক্ত,' এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ১০২

জীবন্মুক্তিই দ্বৈতকে অনাদর করিবার একমাত্র প্রয়োজন বা ফল নহে কিন্তু বিদেহ-মুক্তিও প্রয়োজন, এই কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণবাক্য (গীতা ২।৭২) উদাহরণস্বরূপ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন-বিষয়ে প্রমাণ।

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ১০৩

অন্বয়- (হে) পার্থ এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাম্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি। অস্যাম্ অন্তকালে অপি স্থিত্বা ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ ঋচ্ছতি।

অনুবাদ ও টীকা—হে পৃথাপুত্র অর্জ্জুন ! ইহাই (যাহা গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৫৫ হইতে ৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত) ব্রাহ্মীস্থিতি,—সর্ব্বকর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান বা ব্রহ্মরূপ তাৎপর্য্যে পর্য্যবসান। এই স্থিতি প্রাপ্ত হইলে লোকে আর ভ্রমে পতিত হয় না ; আর অন্তকালেও এই ব্রাহ্মীস্থিতিতে অবস্থিত হইয়া পুরুষ ব্রহ্মভাবরূপ বিদেহমুক্তিময় ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ প্রপঞ্চ-প্রতীতিরহিত অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হন। ইহারই নামান্তর বিদেহমুক্তি। ১০৩

ভাল, 'অন্তকাল' শব্দে ত' বর্ত্তমান দেহের বিনাশ বুঝায়—এইরূপ আশঙ্কার নিবারণের জন্য, 'অন্তকাল' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ বলিতেছেন :—

(গ) জ্ঞানীর 'অন্তকাল' শব্দের দুইটি অর্থ।

সদদ্বৈতেঽনৃতদ্বৈতে যদন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্।
তস্যান্তকালস্তদ্‌ভেদবুদ্ধিরেব ন চেতরঃ ॥ ১০৪

অন্বয়—সদদ্বৈতে অনৃতদ্বৈতে যৎ অন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্ তস্য অন্তকালঃ তদ্ভেদবুদ্ধিঃ এব চ, ইতরঃ ন।

অনুবাদ—অদ্বিতীয় সদ্বস্তু ও নানাত্মক অসৎ পদার্থের পরস্পর ঐক্য-বুদ্ধিরূপ যে ভ্রম, সেই ভ্রমের অন্তকাল হইতেছে সেই অদ্বৈত ও দ্বৈতের (যথাক্রমে) সত্য ও অসত্যরূপে ভেদবুদ্ধি মাত্র, তদ্ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

টীকা - "সদদ্বৈতে অনৃতদ্বৈতে যৎ অন্যোন্যৈক্যবীক্ষণম্"—সদ্রূপ অদ্বৈত বস্তুতে ও মিথ্যারূপ দ্বৈত বস্তুতে যে (অন্যোন্যাধ্যাসরূপ) একতার জ্ঞানরূপ ভ্রম হয়, "তস্য অন্তকালঃ"—সেই একতার ভ্রমের "অন্তকাল" হইতেছে—"তদ্ভেদবুদ্ধিঃ"—সেই সদদ্বৈত ও মিথ্যা দ্বৈতকে যথাক্রমে সত্য ও মিথ্যা বলিয়া যে ভেদবুদ্ধি তাহাই ; অন্য কিছু অর্থাৎ বর্ত্তমান দেহের পতন নহে ; ইহাই অর্থ। ১০৪

এখন বলিতেছেন—'অন্তকাল' শব্দের জনসমাজে প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলেও দোষ নাই ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগোঽস্তু প্রসিদ্ধিতঃ।
তস্মিন্ কালেঽপি ন ভ্রান্তের্গতায়াঃ পুনরাগমঃ ॥ ১০৫

অন্বয়—যদ্বা প্রসিদ্ধিতঃ প্রাণস্য বিয়োগঃ অন্তকালঃ অস্তু। তস্মিন্ কালে অপি গতায়াঃ ভ্রান্তেঃ পুনঃ আগমঃ ন (স্যাৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—কিম্বা জনসমাজে 'অন্তকাল' শব্দের যে অর্থ প্রসিদ্ধ অর্থাৎ প্রাণের বিয়োগ, সেই অর্থ ই হউক। সেই প্রাণবিয়োগকালেও, যে ভ্রান্তি পূর্ব্বে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পুনরাবির্ভাব হয় না। ১০৫

'সেই কালে ভ্রান্তি হয় না', ইহার যে অর্থ উক্ত হইল, তাহারই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) জ্ঞানীর ভ্রান্তির সম্ভাবনা নাই।

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুণ্ঠন্ ভুবি।
মূর্চ্ছিতো বা ত্যজত্বেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্ব্বথা ॥ ১০৬

অন্বয়—নীরোগঃ উপবিষ্টঃ বা রুগ্নঃ বা ভুবি বিলুণ্ঠন্ মূর্চ্ছিতঃ বা এষঃ প্রাণান্ ত্যজতু সর্ব্বথা ভ্রান্তিঃ ন।

অনুবাদ—তিনি নীরোগ হইয়া অথবা সিদ্ধপদ্মাদি আসন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বা ব্রহ্মে স্থিত হইয়া, অথবা রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া অথবা সাতিশয় পীড়াবশতঃ মূর্চ্ছিত হইয়া যে কোনভাবে প্রাণত্যাগ করেন, কোনপ্রকারেই তাঁহার বিনষ্ট ভ্রান্তি ফিরিয়া আইসে না; অর্থাৎ যোগী-পরমহংসের ন্যায় দেহত্যাগকালে "শিবোঽহম্" "শিবোঽহম্" বা 'অহং ব্রহ্মাস্মি' বলিতে বলিতে, অথবা ভক্তের ন্যায় 'রাম রাম' বলিতে বলিতে, কিম্বা পীড়াতিশয্যবশতঃ ব্যাকুল হইয়া "হায় হায়" করিতে করিতে বা রোদন করিতে করিতে, কিম্বা কাশী প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে, অথবা 'মঘা' প্রভৃতি অপবিত্র নক্ষত্রে, কিম্বা উত্তরায়ণ প্রভৃতি উত্তমকালে, অথবা দক্ষিণায়ন প্রভৃতি নিকৃষ্টকালে, জ্ঞানী যদি দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার কখনই এরূপ ভ্রান্তি হইবে না যে—'এই দেহাদিই আমি', অথবা 'আমি হইতেছি জীব' অথবা 'জগৎ সত্য', বা 'আমার সহিত ব্রহ্মের ভেদ বাস্তব' বা 'আমি জন্মমরণাদি ধর্ম্মবান্'। জ্ঞানী সর্ব্বাবস্থাতেই মুক্ত।

টীকা—জ্ঞানীর দেহত্যাগ বিষয়ে দেশকালসম্বন্ধীয় কোনও নিয়ম নাই, কিন্তু 'কেবল-যোগী' বা উপাসকের দেহত্যাগ বিষয়ে দেশকালঘটিত নিয়ম আছে। শেষাচার্য্য-কৃত "পরমার্থসারে" আছে :—

"তীর্থে শ্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহম্।
জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবল্যং যাতি হতশোকঃ ॥ ৮১"

তীর্থস্থানে হউক অথবা চণ্ডালগৃহে হউক, স্মৃতিযুক্ত থাকিয়াই হউক অথবা লুপ্তস্মৃতি

হইয়াই হউক (অর্থাৎ সজ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক) তিনি দেহত্যাগ করিলেও পূর্ব্বে জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত ও হতশোক হইয়া কৈবল্য লাভ করেন। ১০৬

(শঙ্কা) ভাল, মরণকালে, মূর্চ্ছা, সন্নিপাত, ব্যাকুলতাপ্রভৃতিবশতঃ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ত' বিনষ্ট হইয়া যায়; সেইহেতু জ্ঞানীর ভ্রান্তি ত' হইতেই পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে জ্ঞানীর জ্ঞান বিনষ্ট হয় না :—

(ঙ) মরণকালেও জ্ঞানীর ব্রহ্মবিদ্যা বিনষ্ট হয় না।

দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোরধীতে বিস্মৃতেঽপ্যয়ম্।
পরেদ্যুর্নানধীতঃ স্যাত্তদ্বদ্বিদ্যা ন নশ্যতি॥ ১০৭

অন্বয়—দিনে দিনে স্বপ্নসুপ্ত্যোঃ অধীতে বিস্মৃতে অপি অয়ম্ পরেদ্যুঃ অনধীতঃ ন স্যাৎ, তদ্বৎ বিদ্যা ন নশ্যতি।

অনুবাদ—যেমন প্রতিদিনের স্বপ্নকালে ও সুষুপ্তিকালে লোকে অধীতবেদ বিস্মৃত হইলেও পরদিনে (একেবারে) অনধীত বা বেদজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞের প্রাণান্তকালে, তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

টীকা—যেমন বেদ প্রতিদিন পঠিত হইলেও স্বপ্ন, সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় স্মৃতিচ্যুত হইয়াও পরদিনে একেবারে বিলুপ্তস্মরণ হইয়া যায় না অর্থাৎ বেদের অধ্যেতা একেবারে অনধীতবেদ বা 'বৃষল' হইয়া যায় না, সেইরূপ মরণকালেও ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের অনুসন্ধানরূপ স্মরণের অভাব হইলেও সেই জ্ঞানের বিনাশ হয় না। ইহার সূক্ষ্ম মর্ম্ম এই—'অহং ব্রহ্মাস্মি'—'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়ের নাম অপরোক্ষ ব্রহ্মনিষ্ঠা; প্রথমক্ষণে তাহার উদয়, দ্বিতীয়ক্ষণে তাহার স্থিতিলাভ এবং তৎসঙ্গেই অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যের বাধের অর্থাৎ প্রতিরোধের আরম্ভ, এবং তৃতীয়ক্ষণে কার্য্যসহিত অবিদ্যার নিবৃত্তিরূপ বাধ বা প্রতিরোধ, এবং তৎসঙ্গেই 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম'—অন্তঃকরণের এই বৃত্তি, অবিদ্যার নিবৃত্তি করিয়া বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালেই অস্তিত্বহীন বলিয়া সিদ্ধ হইয়া যায়; যেমন নির্ম্মলীবীজের রেণু জলের আবিলতা নষ্ট করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ। এইহেতু জ্ঞান হইলেই জীবন্মুক্তি বা প্রপঞ্চপ্রতীতির সহিত অদ্বৈতব্রহ্মে স্থিতিলাভ।

অতঃপর জ্ঞানী যদি জীবন্মুক্তির বিলক্ষণ বা অনন্যসাধারণ আনন্দভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির আবৃত্তি করিতে হয়। কিন্তু অবিদ্যার একবার বিনাশ ঘটিলে তাহার পুনরুৎপত্তি নাই; এবিষয়ে "তত্ত্বমসি" আদি শ্রৌতপ্রমাণ রহিয়াছে, যাহা সুরেশ্বরাচার্য্যকর্ত্তৃক "বৃহদারণ্যকবার্ত্তিকে" এইরূপে বিন্যস্ত হইয়াছে—

"সকৃৎপ্রবৃত্ত্যা মৃদ্নাতি ক্রিয়াকারকরূপভৃৎ।
অজ্ঞানমাগমজ্ঞানং" (সাঙ্গত্যং নাস্ত্যতোঽনয়োঃ)॥ (অধ্যায় ৩, ব্রা ২, শ্লো ৭১)

'গুরুপরম্পরাগত উপদেশদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা একবারমাত্রই উৎপন্ন হইয়া ক্রিয়া ও কারকরূপে বিভক্তমূর্ত্তি অজ্ঞানকে মর্দ্দিত বা বিনষ্ট করে ইত্যাদি।'

সেইহেতু অবিদ্যানিবৃত্তি করিবার নিমিত্ত জ্ঞানীর ব্রহ্মাকারাবৃত্তির আবৃত্তির প্রয়োজন নাই এবং জ্ঞানীকে এই প্রকারে আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রেরক বা বিধি নাই; আর মরণসময়ে অল্পাধিক কাল ব্যাপিয়া মূর্চ্ছা হইয়াই থাকে; সেই মূর্চ্ছাকালে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির আবৃত্তি করিবার সম্ভাবনাও নাই।

আর জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে অবিদ্যানিবৃত্তির কথা বলা হইল, তদ্বিষয়ে সূক্ষ্মতত্ত্ব এই:—নিবৃত্তির দুইটি ভূমি যথা—বাধ ও নাশ। আর অবিদ্যারও দুইটি শক্তি, একটি আবরণের হেতু, অপরটি বিক্ষেপের হেতু। যে শক্তিটি আবরণের হেতু, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাধ (প্রতিরোধ) ও নাশ উভয়ই ঘটে। আর যে শক্তি বিক্ষেপের হেতু, জ্ঞানোদয় কালে, তদীয় কার্য্যপ্রপঞ্চের সহিত, তাহার বাধ হয় বটে কিন্তু তখন তাহার নাশ হয় না; কেননা, প্রারব্ধের সহায়তা লাভ করিয়া তাহা কার্য্যক্ষম থাকে; আর ভোগদ্বারা প্রারব্ধের অবসান হইলে, সেই বিক্ষেপশক্তির বা 'লেশ-অবিদ্যা'র নাশ হয়, কিন্তু যেহেতু তাহা অবিদ্যা, তাহার নাশ বিদ্যা ভিন্ন অন্য কিছুদ্বারা সম্ভবপর হয় না। এইহেতু তাহার বিনাশের নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠারূপ বিদ্যার অপেক্ষা আছে বটে, তথাপি মূর্চ্ছাকালে, (যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারের ব্রহ্মনিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই) বিদ্যা সংস্কাররূপে থাকে বলিয়া, যে চৈতন্য বিদ্যারূপ বৃত্তিতে আরূঢ় থাকে, সেই চৈতন্যের প্রভাবে, সেই অবিদ্যা-লেশোৎপন্ন প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান, উভয়ই বিনষ্ট হয়। যেমন এক কাষ্ঠে আরূঢ় অগ্নি অন্য কাষ্ঠ ও তৃণের সহিত সেই কাষ্ঠকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সেই বিদ্যার সংস্কারদ্বারা 'বিশিষ্ট' চৈতন্য, অবিদ্যালেশোৎপন্ন প্রপঞ্চকে ও তাহার জ্ঞানকে ত' বিনাশ করেই, অধিকন্তু সেই বিদ্যাসংস্কারকেও বিনাশ করিয়া থাকে। এই কারণেই জ্ঞান হইবার পর জ্ঞানীর আর কর্ত্তব্য থাকে না এবং বিদেহমোক্ষ পর্য্যন্ত স্বরূপানুসন্ধান থাকুক বা না থাকুক, জ্ঞানের অভাব হয় না, পরন্তু সেই জ্ঞান বিশেষভাবে, বা সামান্যভাবে বা সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়। এই কারণেই পূর্ব্ববর্ণিত অন্তকালেও ব্রহ্মনিষ্ঠ-রূপে স্থিতি সম্ভবপর হয় বলিয়া জীবন্মুক্ত জ্ঞানী বিদেহমুক্তি পাইয়া থাকেন, এই কথাটি সিদ্ধ হয়। ১০৭

জ্ঞান যে বিনষ্ট হয় না, তাহাই যুক্তিদ্বারা বুঝাইতেছেন:—

প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রমাণং প্রবলং বিনা।
ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষ্যতে॥ ১০৮

অন্বয়—প্রমাণোৎপাদিতা বিদ্যা প্রবলম্‌ প্রমাণম্‌ বিনা ন নশ্যতি। বেদান্তাৎ প্রবলম্‌ মানম্‌ ন ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যে বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, 'তত্ত্বমসি' প্রভৃতি প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবল প্রমাণ বিনা বিনষ্ট হইতে পারে না। আর উপনিষদ্রূপ বেদান্ত হইতেও প্রবল প্রমাণ দেখা যায় না। ১০৮

যে অর্থটি উপপাদন করিলেন, তাহারই উপসংহার করিতেছেন :—

(চ) পঞ্চভূত বিবেকের ফল—মুক্তির সিদ্ধি।

তস্মাদ্বেদান্তসংসিদ্ধং সদদ্বৈতং ন বাধ্যতে।
অন্তকালেঽপ্যতো ভুতবিবেকান্নির্বৃতিঃ স্থিতা ॥ ১০৯

ইতি পঞ্চভূতবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—তস্মাৎ বেদান্তসংসিদ্ধম্ সদদ্বৈতম্ অন্তকালে অপি ন বাধ্যতে; অতঃ ভূতবিবেকাৎ নির্বৃতিঃ স্থিতা।

অনুবাদ ও টীকা—এইহেতু বেদান্তশাস্ত্রদ্বারা সম্যক্ প্রতিপাদিত যে সদ্রূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম, তিনি অন্তকালেও বাধিত বা প্রতিরুদ্ধ হন না। এইহেতু সদ্বস্তু হইতে পঞ্চভূতের ভেদজ্ঞানসাধক বিচারের ফলে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ মুক্তি নিশ্চিত বা অব্যাহত। ১০৯

ইতি পঞ্চভূতবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চকোশবিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
পঞ্চকোশবিবেকস্য কুর্ব্বে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য—সন্ন্যাসিগণের এই উভয় আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া, 'পঞ্চকোশবিবেক'-নামক পঞ্চদশীর তৃতীয় প্রকরণের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি।

যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদের তাৎপর্য্যের বিশ্লেষণরূপ 'পঞ্চকোশবিবেক'-নামক পঞ্চদশীর তৃতীয় প্রকরণ আরম্ভ করিয়া, তাহাতে, যাহাতে শ্রোতার অর্থাৎ অধিকারী পুরুষের শ্রবণপ্রবৃত্তি জন্মে, সেইজন্য এই প্রকরণের 'প্রয়োজন' ও 'বিষয়' নামক অনুবন্ধ-দ্বয়ের সূচনা করিয়া নিজমুখেই অর্থাৎ বিচার্য্য শ্রুতিবচনোদ্ধার না করিয়া নিজ বচনদ্বারাই, অভীষ্ট গ্রন্থের আরম্ভপ্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা আত্মা ও পঞ্চকোশের পৃথক্‌করণ

গুহাহিতং ব্রহ্ম যৎ তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ।
বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোশপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে॥ ১

অন্বয়—গুহাহিতম্ যৎ ব্রহ্ম তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ বোদ্ধুম্ শক্যম্; ততঃ কোশ-পঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে।

অনুবাদ—যে ব্রহ্ম বেদে অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।১) 'গুহাহিত' বা গুহায় অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, 'গুহা' শব্দদ্বারা সূচিত পঞ্চকোশের বিচারদ্বারাই সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। এইহেতু পঞ্চকোশের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে।

টীকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে :—

"যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্।
সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা॥" (২।১।১)

(হৃদয়াকাশস্থিত) বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে অবস্থিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও 'বিপশ্চিৎ'এর অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত, ঘটাকাশ যেরূপ মহাকাশের সহিত একীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ একীভূত হইয়া সমস্ত কাম্য বিষয় একই কালে ভোগ করেন,—সকল প্রকার আনন্দের রাশীভূত ব্রহ্মানন্দ অনুভব করিয়া তদ্দ্বারা তাহার লেশস্বরূপ

সমস্ত কাম্য বিষয় অর্থাৎ চক্রবর্ত্তী রাজা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেব পর্য্যন্ত সকলেরই অনুভূত ভোগসমূহ একই কালে ভোগ করেন অর্থাৎ পূর্ণকাম হইয়া যান।

এই শ্রুতিবচনে, "গুহাহিতং যৎ ব্রহ্ম তৎ"—গুহায় অবস্থিত বলিয়া যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মকে, "পঞ্চকোশবিবেকতঃ"—সেই 'গুহা' শব্দের বাচ্যার্থরূপ যে পঞ্চকোশ তাহারই বিচার দ্বারা, "বোদ্ধুম্ শক্যম্"—জানিতে পারা যায়; "ততঃ কোশপঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে"—সেইহেতু, সেই কোশপঞ্চক যে, অন্তরাত্মা হইতে পৃথক্ তাহা প্রকৃষ্টরূপে দেখান হইতেছে, ইহাই অর্থ। তাৎপর্য্য এই :—মহাকাশের যতটুকুকে অধিকার করিয়া পর্ব্বত বিদ্যমান, সেই আকাশখণ্ডে যদি একটির অভ্যন্তরে অপরটি, এইরূপ পাঁচটি কক্ষদ্বারযুক্ত একটি পর্ব্বতগুহা থাকে এবং তাহার সর্ব্বাভ্যন্তরে যদি মণিময় ভগবৎপ্রতিমা থাকে—যাহার জ্যোতিঃ, বাহিরে প্রকাশমান জ্যোতির বা তেজস্তত্ত্বেরই অবস্থাবিশেষ বলিয়া, যদি তাহা হইতে অভিন্ন বুঝা যায়—তাহা হইলে পর্ব্বতগুহা যেমন সেই প্রতিমার আচ্ছাদক হয়—সেই প্রকার 'অব্যাকৃত' অর্থাৎ মায়ারূপ আকাশে (যাহাতে আকাশাদি সর্ব্বপ্রপঞ্চই বিদ্যমান, সেই আকাশে) একটির অভ্যন্তরে অপরটি, এইরূপ পাঁচটি কোশ বিদ্যমান রহিয়াছে,—সেই মায়াতে পরমপ্রকাশস্বরূপ পরমব্রহ্মই পঞ্চকোশসাক্ষী অন্তরাত্মরূপে বিদ্যমান; পঞ্চকোশ তাঁহারই আচ্ছাদক; সেইহেতু সেই পঞ্চকোশ গুহারূপে, বর্ণিত হইয়াছে। আর যেমন সেই মণিময় প্রতিমার সেবকের (পাণ্ডার) অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, তিনি চাবি-দ্বারা পাঁচটি দ্বার খুলিয়া প্রতিমার দর্শন করাইয়া দেন, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর অনুগ্রহে পঞ্চকোশের বিবেকরূপ চাবিদ্বারা পঞ্চকোশরূপ আবরণ সরাইয়া প্রত্যগাত্মরূপ ব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়, বিচারদ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে। ১

১। গুহাশব্দের অর্থ ও তাহার প্রকার-ভেদ।

(শঙ্কা) ভাল, শ্রুতিবর্ণিত সেই গুহাটি কি, যে-গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা বুঝিতে পারা যায়? (সমাধান) ইহার উত্তরে 'গুহা'শব্দের শ্রুতির উদ্দিষ্ট অর্থটি বলিতেছেন :—

দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ।
ততঃ কর্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা॥ ২

অন্বয়—দেহাৎ প্রাণঃ অভ্যন্তরঃ, প্রাণাৎ মনঃ অভ্যন্তরম্; ততঃ কর্ত্তা (অভ্যন্তরঃ); ততঃ ভোক্তা (অভ্যন্তরঃ) সা ইয়ম্ পরম্পরা গুহা।

অনুবাদ—এই স্থূলদেহের বা অন্নময়কোশের অভ্যন্তরে প্রাণ অর্থাৎ প্রাণময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে মন অর্থাৎ মনোময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে কর্ত্তা—বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে ভোক্তা বা আনন্দময় কোশ; এই কোশপরম্পরাকে 'গুহা' অর্থাৎ আত্মার আচ্ছাদক কন্দর বলা হইয়া থাকে।

টীকা—"দেহাৎ"—অন্নময় দেহের সম্বন্ধে, অবস্থিতি বিচার করিয়া, "প্রাণঃ"—প্রাণময় কোশ, "অভ্যন্তরঃ"—আন্তর অর্থাৎ ভিতরে অবস্থিত; "প্রাণাৎ"—প্রাণময় কোশ হইতে "মনঃ"—মনোময় কোশ, "অভ্যন্তরম্"—আন্তর; "ততঃ"—সেই মনোময় কোশ হইতে, "কর্ত্তা" —বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ, 'আন্তর',—এই অর্থের অনুবৃত্তি আসিতেছে; "ততঃ"—সেই বিজ্ঞানময় কোশ হইতে, "ভোক্তা"—আনন্দময় কোশ; তাহাও পূর্ব্ব পূর্ব্বটির ন্যায় আন্তর, ইহাই অর্থ। অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পর্য্যন্ত এই কোশের পরম্পরাই "গুহা" শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে। ২

২। পঞ্চকোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

এক্ষণে সেই অন্নময় কোশের স্বরূপ এবং তাহা যে অনাত্মবস্তু, তাহাই দেখাইতেছেন:—

(ক) অন্নময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

পিতৃভুক্তান্নজাদ্ বীর্য্যাজ্জাতোঽন্নেনৈব বর্দ্ধতে।
দেহঃ সোঽন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোর্দ্ধ্বং তদভাবতঃ॥ ৩

অন্বয়—পিতৃভুক্তান্নজাৎ বীর্য্যাৎ জাতঃ (দেহঃ) অন্নেন এব বর্দ্ধতে; সঃ দেহঃ অন্নময়ঃ, ন আত্মা; প্রাক্ ঊর্দ্ধম্ চ তদভাবতঃ।

অনুবাদ—যে স্থূলশরীর পিতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম শুক্র (এবং মাতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম শোণিত) হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নের দ্বারাই বর্দ্ধিত হয়, তাহাকে অন্নময়কোশ বলে। সেই অন্নময় দেহ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা জন্মের পূর্ব্বে ছিল না এবং মরণের পরেও থাকে না।

টীকা—"পিতৃভুক্তান্নজাৎ বীর্য্যাৎ জাতঃ (দেহঃ)"—পিতার (ও মাতার) দ্বারা ভুক্ত ব্রীহি, যব প্রভৃতিরূপ যে অন্ন, সেই অন্ন হইতে জায়মান যে বীর্য্য (ও রজঃ), তাহা হইতে উৎপন্ন যে দেহ, যাহা "অন্নেন এব বর্দ্ধতে"—যাহা জন্মের পর দুগ্ধ প্রভৃতিরূপ অন্নের দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, "সঃ দেহঃ অন্নময়ঃ, ন আত্মা"—সেই দেহ অন্নেরই বিকার; সেই অন্নময় কোশরূপ দেহ আত্মা নহে। এস্থলে গ্রন্থকার যে কেবল পিতৃভুক্ত অন্নেরই উল্লেখ করিলেন, মাতৃভুক্ত অন্নের উল্লেখ করিলেন না, তাহার কারণ এই—পরলোক হইতে জীব বৃষ্টিরূপে সমাগত হইয়া শস্যে প্রবেশ করে (ছান্দোগ্য উ, ৫।১০।৬) এবং শস্যরূপে অন্নে এবং অন্নরূপে বীর্য্যে পরিণত হইয়া পিতৃদেহে অগ্রে গর্ভরূপ ধারণ করে [ঐতরেয় উ, ৪।১—"পুরুষে হ বা অয়মাদিতো গর্ভো ভবতি"]। কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়েরই প্রদত্ত শুক্রশোণিতে যখন শরীরের উৎপত্তি, তখন "পিতৃভুক্তান্ন" শব্দের সমাসের এইরূপ বিগ্রহবাক্য করিতে হইবে—'পিতা চ মাতা চ তৌ পিতরৌ, তাভ্যাম্ ভুক্তম্ অন্নম্ তস্মাৎ জায়তে যৎ তৎ তস্মাৎ' এইরূপে একশেষ দ্বন্দ্ব, তৃতীয়াতৎপুরুষ, কর্ম্মধারয় ও উপপদ সমাস বুঝিতে হইবে, যেহেতু মাতার 'রক্ত'-বীর্য্য হইতে রক্ত, মাংস ও ত্বক্ উৎপন্ন হয় এবং পিতার রেতঃ-রূপ বীর্য্য হইতে হাড়, নাড়ী ও মজ্জা উৎপন্ন হয়। 'শরীর অন্নদ্বারা বৃদ্ধি পায়' এইরূপ যে বলা হইল, তাহাতে

'অন্ন' শব্দে দুগ্ধও বুঝিতে হইবে, কেননা, অন্নের ভক্ষণদ্বারাই প্রসূতির স্তনে দুগ্ধ উৎপন্ন হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "সপ্তান্নব্রাহ্মণে" (১।৫।২) দুগ্ধকে অন্নরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থূলশরীর আত্মা নহে, তাহার হেতু কি? সেই হেতু বলিতেছেন—"প্রাক্ ঊর্দ্ধং চ তদভাবতঃ"—যেহেতু জন্মের পূর্ব্বে এবং মরণের পরে দেহের অভাব হয়, অর্থাৎ দেহের প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাব উভয় প্রকার অভাবই আছে।

(শঙ্কা) ভাল, সাধারণ লোকে ত' দেহকেই আত্মা বলিয়া থাকে, ("এই যে 'আমি'" বলিয়া নিজ বুকে হাত দেয়)। আবার লোকায়তিক দর্শনকার চার্ব্বাকও দেহকে আত্মা বলিয়া মানেন। ইহাতে দেহ লইয়া বিবাদ—সন্দেহ বা অনেককোটিবিশিষ্ট জ্ঞান ত' রহিয়াছে। তাহার অপনোদন হইবে কি প্রকারে?

(সমাধান) যুক্তি বা অনুমানরূপ মীমাংসাদ্বারা দেহের অনাত্মভাব নিশ্চিত হইবে। সেই অনুমান এইরূপ :—বিবাদের বিষয় যে দেহ, (পক্ষ) তাহা আত্মা নহে (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা)। যেহেতু, তাহা কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশবান্ বলিয়া অনিত্য—(হেতু), যেমন, ঘটাদিরূপ কার্য্য—(দৃষ্টান্ত); ইহাই তাৎপর্য্য। ৩

(শঙ্কা) আচ্ছা, পূর্ব্বশ্লোকে যে অনুমান সূচিত হইয়াছে, সেই অনুমানে 'দেহ'রূপ "পক্ষে", "কার্য্য বলিয়া" (অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশবান্ বলিয়া অনিত্যতাহেতু)—এইরূপ যে "হেতু" প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই হেতু যেন মানা গেল, কিন্তু সেই অনুমানে 'দেহ আত্মা নহে'——এইরূপ যে সাধ্য (বা অনুমিতিরূপ যথার্থজ্ঞানের বিষয়) প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ত' সিদ্ধ হয় না; আর 'দেহই হইতেছে আত্মা' এইরূপ যে বিরুদ্ধ পক্ষ, তাহাতে দোষরূপ কোনও বাধক না থাকাতে এই—"যেহেতু কার্য্য"—"হেতু" নিরর্থক,—এইরূপে চার্ব্বাক-মতানুসারে আশঙ্কা তুলিয়া, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যে সেই বিরুদ্ধপক্ষে দোষ ত' রহিয়াছে; সেই দোষ দুইটি (১) অকৃতাভ্যাগম অর্থাৎ কর্ম্ম না করিয়াও তাহার ফলপ্রাপ্তি, এবং (২) কৃতবিপ্রণাশ অর্থাৎ কর্ম্ম করিয়াও তাহার ফলের অপ্রাপ্তি। (৪র্থ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সেইহেতু এরূপ বলা চলে না যে সেই সাধ্যটি অর্থাৎ 'দেহ আত্মা নহে'—ইহা অসিদ্ধ। এইরূপে সিদ্ধান্তী চার্ব্বাক-মতানুযায়ী আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

পূর্ব্বজন্মন্যসন্নেতজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্?।
ভাবিজন্মন্যসন্ কর্ম্ম ন ভূঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্ ॥ ৪

অন্বয়—পূর্ব্বজন্মনি অসন্ এতৎ কথম্ জন্ম সম্পাদয়েৎ; ভাবিজন্মনি অসন্ ইহ সঞ্চিতম্ কর্ম্ম ন ভুঞ্জীত।

অনুবাদ—যে স্থূল দেহরূপ আত্মা পূর্ব্বজন্মে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান ছিল, তাহা কি প্রকারে বর্ত্তমান জন্মকে সম্পাদন করিবে? আবার আগামী জন্মে যে স্থূলদেহরূপ আত্মা অসৎ অর্থাৎ থাকিবে না, তাহাও বর্ত্তমান জন্মে সম্পাদিত কর্ম্মকে (কর্ম্মের ফলকে) ভোগ করিতে পারে না।

টীকা—এই দেহরূপ আত্মার পূর্ব্বজন্মে অসত্তাহেতু অর্থাৎ এই দেহ ছিল না বলিয়া, সেই কারণে বর্ত্তমান দেহের নিমিত্তকারণের অর্থাৎ পুণ্যপাপরূপ অদৃষ্টের উৎপত্তি অসম্ভব। সেইহেতু বর্ত্তমান জন্মকে অঙ্গীকার করিলে 'অকৃতাভ্যাগম'-দোষ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হয় নাই তাহারই ফলভোগ হয়, মানিতে হয়। সেইরূপ ভাবিজন্মে অর্থাৎ মরণের পর দেহরূপ আত্মার অভাবহেতু বর্ত্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত যে পুণ্য ও পাপ, তদুভয়ের ফল-ভোক্তা এই দেহরূপ আত্মা থাকিবে না বলিয়া, পুণ্যপাপরূপ কর্ম্ম, ভোগবিনাই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, মানিতে হয়। তাহাতে 'কৃতবিপ্রণাশ'রূপ দোষ হয় অর্থাৎ যে কর্ম্ম করা হইয়াছে তাহা, ফল ভোগ না করাইয়াই বিনষ্ট হয়, বলিতে হয়। এইরূপে 'অকৃতাভ্যাগম' ও 'কৃতবিপ্রণাশ'রূপ বাধক থাকিতে আত্মার কার্য্যরূপতা অর্থাৎ আত্মাকে দেহরূপ অন্নবিকার বলিয়া মানা চলে না। ইহাই তাৎপর্য্য। ৪

অন্নময়কোশ যে আত্মা নহে, তাহা এইরূপে দেখাইয়া এক্ষণে প্রাণময় কোশের স্বরূপ এবং তাহাও যে আত্মা নহে, ইহাই দেখাইতেছেন :—

(খ) প্রাণময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্ত্তকঃ।
বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জ্জনাৎ ॥ ৫

অন্বয়—যঃ দেহে পূর্ণঃ, বলম্ যচ্ছন্ অক্ষাণাম্ প্রবর্ত্তকঃ, (সঃ) বায়ুঃ প্রাণময়ঃ। অসৌ আত্মা ন; চৈতন্যবর্জ্জনাৎ॥

অনুবাদ—যে প্রাণময় বায়ু (প্রাণ, অপান প্রভৃতি) সমস্ত স্থূলদেহ ব্যাপিয়া, সেই দেহে বলাধান করিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, সেই দেহাভ্যন্তরবর্ত্তী বায়ুকে প্রাণময় কোশ বলা হইয়া থাকে। এই প্রাণময় কোশ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা চৈতন্যরহিত।

টীকা—"যঃ দেহে পূর্ণঃ"—যে বায়ু স্থূল দেহের মধ্যে, চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান ভরিয়া ব্যানবায়ুরূপে, "বলম্ যচ্ছন্"—দেহে বলাধান করিয়া, "অক্ষাণাম্ প্রবর্ত্তকঃ"—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে অবস্থিত, "সঃ বায়ুঃ প্রাণময়ঃ"—সেই বায়ুকে 'প্রাণময় কোশ' এই নাম দেওয়া হইয়া থাকে। "অসৌ আত্মা ন"—সেই প্রাণময় বায়ুও আত্মা হইতে পারে না; আত্মা না হইবার কারণ বলিতেছেন :—"চৈতন্যবর্জ্জনাৎ"—যেহেতু তাহা চৈতন্যরহিত। অনুমানপ্রয়োগে ইহার তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—বিবাদের বিষয় যে প্রাণময় কোশ (পক্ষ) তাহা আত্মা নহে (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহা জড়,—হেতু; যেমন ঘটাদি,—দৃষ্টান্ত। ৫

এক্ষণে মনোময় কোশের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাহা যে আত্মা নহে, তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) মনোময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ করোতি যঃ।
কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬

অন্বয়—দেহে অহন্তাম্ গৃহাদৌ মমতাম্ চ যঃ করোতি (সঃ) মনোময়ঃ; অসৌ আত্মা ন, (যতঃ) কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তঃ।

অনুবাদ—যাহা, অন্নময় (প্রাণময় প্রভৃতিরূপ) শরীরে 'আমি'-বুদ্ধি করে, গৃহ, ধন প্রভৃতিতে 'আমার'-বুদ্ধি করে, তাহাকে মনোময় কোশ বলে। সেই মনোময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, তাহা কামক্রোধাদি বৃত্তিমান্ বলিয়া স্থিরস্বভাব নহে অর্থাৎ বিকারী।

টীকা—"দেহে অহন্তাম্"—অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতিরূপ শরীরে যে অহন্তাব বা 'আমি' বলিয়া বুদ্ধি, "গৃহাদৌ মমতাম্ চ"—এবং গৃহপ্রভৃতিতে 'আমার' বলিয়া অভিমান, "যঃ করোতি সঃ মনোময়ঃ"—যে করে সেই মনোময় কোশ ; "অসৌ আত্মা ন"—সেই মনোময় কোশ আত্মা নহে ; কারণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"কামাদ্যবস্থয়া ভ্রান্তঃ"—এই মনোময়কোশ কামক্রোধপ্রভৃতি বৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া অনিয়ত-স্বভাব—বিকারী—পূর্ব্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা বা বৃত্তি গ্রহণ করে; আত্মা কিন্তু সর্ব্বদাই একাবস্থ। এস্থলে অনুমান এইরূপ হইবেঃ—মনোময় কোশ (পক্ষ) আত্মা নহে (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তাহা বিকারী,—হেতু; যেমন দেহ—দৃষ্টান্ত; অর্থাৎ দেহ যেমন বাল্য, কৌমার, জরা প্রভৃতি অবস্থাবিশিষ্ট অর্থাৎ বিকারী বলিয়া আত্মা নহে, এই মনোময় কোশও সেইরূপ, কেননা, ইহার কামাদি অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে। ৬

এক্ষণে যাহা 'কর্ত্তা'-নামে অভিহিত হয়, সেই বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা প্রদর্শন করিতেছেনঃ—

(ঘ) বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাত্মতা।

লীনা সুপ্তৌ বপুর্বোধে ব্যাপ্নুয়াদানখাগ্রগা।
চিচ্ছায়োপেতধীর্নাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৭

অন্বয়—(যা) চিচ্ছায়োপেতধীঃ সুপ্তৌ লীনা, বোধে আনখাগ্রগা (সতী) বপুঃ ব্যাপ্নুয়াৎ, (সা) বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (ভবতি)। (সা) আত্মা ন (ভবতি)।

অনুবাদ—যে চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্তা বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে (অজ্ঞানে) লীন হইয়া যায় এবং জাগ্রদবস্থায় নখাগ্র পর্য্যন্ত দেহকে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে। তাহাও আত্মা নহে।

টীকা—"(যা) চিচ্ছায়োপেতধীঃ"—চৈতন্যের প্রতিবিম্বস্বরূপ চিদাভাসের সহিত মিলিতা বুদ্ধি, "সুপ্তৌ লীনা"—সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে লীন থাকিয়া, "বোধে আনখাগ্রগা সতী বপুঃ ব্যাপ্নুয়াৎ"—জাগরণাবস্থায় নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিয়া, সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, "সা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (ভবতি)"—সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোশ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। "(সা) আত্মা ন"—সেই বিজ্ঞানময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, ঘটাদির ন্যায় তাহারও বিলয় প্রভৃতি অবস্থা আছে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৭

(শঙ্কা) ভাল, মন ও বুদ্ধি তুল্যরূপে অন্তঃকরণরূপ বলিয়া, তদুভয়ের মধ্যে

উপাদানগত প্রভেদ না থাকাতে, মনোময় ও বিজ্ঞানময় রূপে, একই অন্তঃকরণের ভেদকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান)—বুদ্ধির ও মনের যথাক্রমে কর্ত্তৃত্বরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয়ত্বরূপে এবং করণত্বরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার সাধনতারূপে, একই অন্তঃকরণে ভেদ থাকায় মনোময়াদিরূপে ভেদ করা অসঙ্গত নহে।

(ঙ) মনোময় কোশ ও বিজ্ঞানময় কোশের প্রভেদ।

কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্।
বিজ্ঞানমনসী অন্তর্বহিশ্চৈতে পরস্পরম্ ॥ ৮

অন্বয়—অন্তরিন্দ্রিয়ম্ কর্ত্তৃত্বকরণত্বাভ্যাম্ বিক্রিয়েত, এতে বিজ্ঞানমনসী; এতে চ পরস্পরম্ অন্তঃ বহিঃ।

অনুবাদ—মন ও বুদ্ধি উভয়েই অন্তঃকরণরূপ দ্রব্য হইলেও, বুদ্ধি কর্ত্তৃরূপে এবং মন করণরূপে, পরিণত হয় বলিয়া বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোশ নামে এবং মনকে (পূর্ব্বোক্তরূপে) মনোময়কোশ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন একই ব্রাহ্মণ বেদীর উপর বসিয়া পুরাণব্যাখ্যা করিলে, 'কথক' (বা পাঠক) নামে এবং পাকশালায় বসিয়া রন্ধন করিলে 'পাচক' নামে অভিহিত হন, সেইরূপ। অন্তঃকরণ কর্ত্তৃভাব লইয়া 'বুদ্ধি' নামে এবং করণভাব লইয়া 'মন' নামে অভিহিত হয়।

টীকা—"অন্তরিন্দ্রিয়ম্"—অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ যে দ্রব্য, তাহা কর্ত্তার ভাব লইয়া—কর্ত্তা সাজিয়া এবং করণের ভাব লইয়া—যন্ত্র সাজিয়া, বিকার অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত হয়; ইহাই অর্থ। "এতে"—এই দুইটি অর্থাৎ কর্ত্তা ও করণ যথাক্রমে বিজ্ঞান (বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়রূপ বৃত্তি) এবং মন (অর্থাৎ সংশয়রূপ বৃত্তি) এই দুই শব্দে উল্লিখিত হয়। এই দুইটি অর্থাৎ বুদ্ধি ও মন পরস্পর আন্তর ও বাহ্য রূপে অবস্থিত আছে। অভিপ্রায় এই—মন সংশয়রূপ উভয়-কোটিকবৃত্তি বলিয়া গতিশীল (Dynamic); এই কারণে বাহির হইয়া থাকে; এবং বুদ্ধি নিশ্চয়রূপ এককোটিকবৃত্তি বলিয়া স্থিতিশীল (Static); এই কারণে আন্তর হইয়াই থাকে। বহির্বৃত্তিক মনের অপেক্ষায় বুদ্ধিকে আন্তর এবং অন্তর্বৃত্তিক বুদ্ধির অপেক্ষায় মনকে 'বাহির' বলা হইয়া থাকে। ৮

এক্ষণে—"ভোক্তা" এই শব্দদ্বারা যে আনন্দময় কোশের বর্ণনা করা হয়, তাহা আত্মা নহে, ইহা দেখাইবার জন্য আনন্দময় কোশের স্বরূপ অর্থাৎ আকার বর্ণনা করিতেছেন ঃ—

(চ) আনন্দময় কোশের স্বরূপ।

কাচিদন্তর্মুখাবৃত্তিরানন্দপ্রতিবিম্বভাক্।
পুণ্যভোগে ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥ ৯

অন্বয়—পুণ্যভোগে কাচিৎ বৃত্তিঃ অন্তর্মুখা (সতী) আনন্দপ্রতিবিম্বভাক্ (ভবতি), ভোগশান্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে।

অনুবাদ—পুণ্যের ফলভোগের সময় কোনও বৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া চিদানন্দের প্রতিবিম্ব ধারণ করে এবং সেই ভোগের সমাপ্তি হইলে নিদ্রারূপে বিলীন হইয়া যায়।

টীকা—"পুণ্যভোগে"—পুণ্যকর্ম্মের ফলের অনুভবকালে, "কাচিৎ বৃত্তিঃ"—কোনও বুদ্ধিবৃত্তি, "অন্তর্মুখা সতী"—একাগ্র হইয়া, "আনন্দপ্রতিবিম্বভাক্ ভবতি"—আত্মস্বরূপ আনন্দের প্রতিবিম্ব ধারণ করে। সেই বৃত্তিই "ভোগশান্তৌ"—পুণ্যকর্ম্মের ফলের অনুভবরূপ ভোগ নিবৃত্ত হইলে, "নিদ্রারূপেণ লীয়তে"—নিদ্রারূপে তাহার প্রকৃতিতে (মূল উপাদানে) অর্থাৎ অজ্ঞানে সংস্কাররূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করে। সেই বৃত্তিই আনন্দময় কোশ; ইহাই অভিপ্রায়। ৯

সেই আনন্দময় কোশও যে আত্মা নহে, তাহা দেখাইতেছেন ঃ—

(ছ) আনন্দময় কোশের অনাত্মতা। **কাদাচিৎকত্বতো নাত্মা স্যাদানন্দময়োঽপ্যয়ম্।**
বিম্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্ব্বদা স্থিতেঃ ॥ ১০

অন্বয়—অয়ম্ আনন্দময়ঃ অপি কাদাচিৎকত্বতঃ আত্মা ন স্যাৎ; বিম্বভূতঃ যঃ আনন্দঃ অসৌ আত্মা, সর্ব্বদা স্থিতেঃ।

অনুবাদ—এই আনন্দময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, ইহা কখনও আছে, কখনও নাই; ইহা অস্থায়ী, কিন্তু তদতিরিক্ত প্রতিবিম্বের কারণস্বরূপ—বিম্বরূপ যে চিদানন্দ, তাহাই আত্মা, কেননা, তাহা স্থায়ী বা সনাতন।

টীকা—"অয়ম্ আনন্দময়ঃ অপি"—এই বর্ণিত আনন্দময় কোশও, "আত্মা ন স্যাৎ"—আত্মা হইতে পারে না; "কাদাচিৎকত্বতঃ"—যেহেতু ইহা কদাচিৎস্থায়ী—কিছুকালমাত্র ধরিয়া অবস্থান করে, যেমন মেঘ, ধূম, কুয়াশা, রামধনু প্রভৃতি। ১০

আত্মার স্বরূপ

১। আত্মা আনন্দস্বরূপ।

(শঙ্কা)—ভাল, আনন্দময় প্রভৃতি কোশপঞ্চক বিদ্যমান থাকিতেও যখন তাহাদের কোনটিই আত্মা নহে, এই বলিয়া তাহাদের আত্মরূপতার নিষেধ করা হইল, তখন নিরাত্মতা অর্থাৎ শূন্যতাই ত' আসিয়া পড়িল—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ঃ—"বিম্বভূতঃ যঃ আনন্দঃ অসৌ আত্মা"—বুদ্ধি প্রভৃতিতে যাহা প্রতিবিম্বরূপ ধরিয়া অবস্থান করে, 'প্রিয়' প্রভৃতি শব্দদ্বারা যে আনন্দময় কোশের উল্লেখ করা হয়, তাহারই বিম্বভূত অর্থাৎ কারণস্বরূপ যে আনন্দ, তিনিই হইতেছেন আত্মা। যদি বল, সেই বিম্বরূপ আনন্দই বা আত্মা হইতে পারেন কি প্রকারে? তদুত্তরে বলিতেছেন ঃ—"সর্ব্বদা স্থিতেঃ"—যেহেতু তাহা সর্ব্বদাই বিদ্যমান অর্থাৎ নিত্য বলিয়া। অভিপ্রায় এই—(অনুমান) বিবাদের বিষয় যে 'আনন্দ' (যাহার আনন্দরূপতা লইয়া আপত্তি) তাহাই (পক্ষ) আত্মা হইতে পারে (সাধ্য)

—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তাহা নিত্য—(হেতু); যাহা আত্মা নহে, তাহা নিত্যও নহে, যেমন দেহাদি বস্তু।

(শঙ্কা)—ভাল, বিম্বরূপ আনন্দের আত্মরূপতা সিদ্ধ করিবার জন্য, নিত্যতারূপ যে হেতু দেওয়া হইল, সেই হেতু ত' অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী, কেননা, আকাশও ত' সেইরূপ নিত্যপদার্থ? (সমাধান) না; কেননা, আকাশের উৎপত্তি শ্রুতিমুখে শুনা যায় বলিয়া আকাশ অনিত্য; সেই কারণে নিত্যতারূপহেতু আকাশাদিতে বিদ্যমান নাই বলিয়া 'অতিব্যাপ্তি' দোষ হইল না। (একস্মিন্ 'অন্তে' বিদ্যতে ইতি ঐকান্তিকঃ, বিপর্য্যাৎ অনৈকান্তিকঃ, উভয়ান্তব্যাপকত্বাৎ ইতি বাৎস্যায়নভাষ্যে ১।২।৪৬—'অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ'—কোনও একপক্ষে যাহার অন্ত অর্থাৎ নিয়ম বা নিশ্চয় নাই, তাহাই 'অনেকান্ত', যেমন, যেহেতু এই প্রাণীটি শৃঙ্গবিশিষ্ট, সেইহেতু এইটি গো; এস্থলে শৃঙ্গবিশিষ্টতা হরিণ-মহিষাদিতে বিদ্যমান বলিয়া হেতুটি অনৈকান্তিক হইল।)।

২। আত্মা জ্ঞানরূপ।

প্রতিপাদ্য মূল বস্তুতে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন:—

(ক) বাদীর শঙ্কা—আত্মা বলিয়া বস্তু নাই।

ননু দেহমুপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু।
মা ভূদাত্মত্বমন্যস্তু ন কশ্চিদনুভূয়তে॥ ১১

অন্বয়—ননু দেহম্ উপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু আত্মত্বম্ মা ভূৎ। অন্যঃ তু কশ্চিৎ ন অনুভূয়তে।

অনুবাদ—ভাল, স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া পুণ্যভোগ বা নিদ্রারূপী আনন্দময় কোশ পর্য্যন্ত বস্তু আত্মা না হয় না-ই হউক; কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোনও বস্তু ত' অনুভবে পাওয়া যায় না।

টীকা—পূর্ব্বকথিত হেতুবশতঃ অর্থাৎ "কার্য্য"রূপ বলিয়া অন্নময় কোশ, "জড়"রূপ বলিয়া প্রাণময় কোশ, "বিকারবান্" বলিয়া মনোময় কোশ, "বিলয়াদি"-অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিজ্ঞানময় কোশ এবং "কাদাচিৎক" বলিয়া অর্থাৎ কখন আছে, কখন নাই বলিয়া আনন্দময় কোশ—এই কোশপঞ্চকের আত্মরূপতা না ঘটে না-ই ঘটুক, কিন্তু তদতিরিক্ত ত' অন্য কোনও আত্মা অনুভূত হয় না; সেইহেতু সেইরূপ আত্মা থাকা সম্ভবপরও নহে—ইহাই আশঙ্কা। ১১

পূর্ব্বপক্ষীর আশঙ্কা অর্দ্ধাঙ্গীকার করিয়া সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন:—

(খ) পূর্ব্বোক্ত আশঙ্কার সমাধান।

বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বেঽনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ।
তথাপ্যেতেঽনুভূয়ন্তে যেন তং কো নিবারয়েৎ॥ ১২

অন্বয়—নিদ্রাদয়ঃ সর্ব্বে অনুভূয়ন্তে চ ইতরঃ ন; বাঢ়ম্। তথাপি যেন এতে অনুভূয়ন্তে তম্ কঃ নিবারয়েৎ?

অনুবাদ—আনন্দময় প্রভৃতি সকল কোশই অনুভবের বিষয় হয় বটে, তদ্ভিন্ন অন্য কোনপ্রকার আত্মা অনুভূত হয় না—এইরূপ কথন সত্য বটে, (অর্থাৎ এই হেতুটি মাত্র অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্য অঙ্গীকার করিব না) তথাপি যে অনুভবদ্বারা এই পঞ্চকোশের অনুভব হয়, সেই অনুভবকে কে নিবারণ বা অস্বীকার করিবে? কেহই করিতে পারে না।

টীকা—এস্থলে মূল শ্লোকে যে 'নিদ্রা'-পদ রহিয়াছে, তাহাতে 'লক্ষণা'দ্বারা নিদ্রাগত আনন্দকেই বুঝিতে হইবে। এইহেতু, নিদ্রা বা আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্নময় কোশ পর্য্যন্ত পঞ্চকোশের অনুভব হয় বটে অর্থাৎ 'অন্য' বলিয়া প্রতীতি হয় বটে—হে বাদিন্! তোমার এইরূপ আপত্তি, অন্যরূপ সিদ্ধান্তের হেতু। "বাঢ়ম্"—'সত্য বটে'—তোমার আপত্তির অর্দ্ধাঙ্গীকার করিতেছি অর্থাৎ ত্বদুক্ত 'হেতু'টি মাত্র মানিতেছি, কিন্তু তোমার 'সাধ্য' মানিব না। ভাল, তাহা হইলে, কি প্রকারে উক্ত কোশপঞ্চকের অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকার করা হইতেছে? এইহেতু বলিতেছেন—"তথাপি যেন এতে অনুভূয়ন্তে তম্ কঃ নিবারয়েৎ"—কোশপঞ্চকের অতিরিক্ত কিছু প্রতীত না হইলেও, যাহার বলে এই আনন্দময়াদি কোশপঞ্চকের প্রতীতি হয়, সেই অনুভব কি প্রকারে অস্বীকার করা যাইতে পারে? অর্থাৎ সেই অনুভবরূপ আত্মার অঙ্গীকার করিতেই হইবে, ইহাই অভিপ্রায়।১২

(শঙ্কা) ভাল, পঞ্চকোশের অতিরিক্ত কোনও আত্মা যদি থাকিত, তাহা হইলে ত' অনুভূত হইত। যখন তাহা অনুভূত হয় না, তখন তাহা নাই, বলিতে হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) আত্মা জ্ঞানের 'বিষয়' নহে, কেননা আত্মা জ্ঞানস্বরূপ।

স্বয়মেবানুভূতিত্বাদ্বিদ্যতে নানুভাব্যতা।
জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাদজ্ঞেয়ো ন ত্বসত্তয়া ॥ ১৩

অন্বয়—স্বয়ম্ এব অনুভূতিত্বাৎ (আত্মনঃ) অনুভাব্যতা ন বিদ্যতে; জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ (আত্মা) অজ্ঞেয়ঃ, ন তু অসত্তয়া।

অনুবাদ—আত্মা নিজেই অনুভূতিরূপ অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ ; সেইহেতু তিনি জ্ঞেয়রূপ নহেন। যেহেতু আত্মা হইতে অন্য, জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই, সেইহেতু আত্মা জ্ঞানের অবিষয়, নতুবা অসত্তাহেতু অর্থাৎ আত্মা নাই বলিয়াই যে জ্ঞানের অবিষয়, তাহা নহে।

টীকা—আনন্দময় প্রভৃতি কোশসমূহের যিনি সাক্ষী, সেই আত্মা নিজেই অনুভব-স্বরূপ বলিয়া অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না। (শঙ্কা) ভাল, আত্মা অনুভবস্বরূপ হইলেও আত্মার জ্ঞেয়তা—অনুভববিষয়তা কিহেতু নাই? (সমাধান) "জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ" —জ্ঞাতা ও জ্ঞান—জ্ঞাতৃজ্ঞান, অন্য জ্ঞাতৃজ্ঞান—জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তর,—তদুভয়ের অভাব হেতু, "অজ্ঞেয়ঃ" —আত্মা জ্ঞানের বিষয় হন না। (শঙ্কা) ভাল, অন্যজ্ঞাতা ও অন্য জ্ঞান নাই বলিয়াই,

আত্মা জ্ঞাত হন না? অথবা আত্মা নিজেই নাই বলিয়া আত্মা জ্ঞাত হন না? এই দুই পক্ষের এক পক্ষের নিশ্চয়রূপ যে বিনিগমন, সিদ্ধান্ত বা নির্ণীতার্থপ্রকাশক বাক্য, তাহার (যুক্তিরূপ) কারণ কি? এইহেতু বলিতেছেন "ন তু অসত্তয়া"—পূর্ব্বে অর্থাৎ দ্বাদশ শ্লোকে আনন্দময় প্রভৃতি কোশের সাক্ষী হন বলিয়াই, এই হেতুর বলে আত্মার অসত্তা নিষিদ্ধ হইয়াছে—'আত্মা নাই', এরূপ বলা চলে না, দেখান হইয়াছে; এইহেতু আত্মার 'অসত্তা'র কথা উত্থাপন করা যায় না। এই কারণে আত্মা নিজে নাই বলিয়া অজ্ঞেয়, এইরূপ হইতে পারেন না। অজ্ঞেয়তা কেবল তিন প্রকারেই ঘটিতে পারে, যথা (১) বন্ধ্যাপুত্র, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় একান্ত অসৎ হইলে, (২) বৃত্তির সহিত সম্বন্ধরহিত এবং অজ্ঞানের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, হইলে এবং (৩) স্বপ্রকাশ হইলে। তন্মধ্যে আত্মা অসৎ নহেন বলিয়া এবং কোনও কালে বৃত্তিসম্বন্ধরহিত এবং অজ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন না বলিয়া, অর্থাৎ সৎ বলিয়া এবং সর্ব্বদা বৃত্তি ও অজ্ঞানের সহিত বাস্তবসম্বন্ধরহিত বলিয়া বন্ধ্যাপুত্র ও ঘটাদির ন্যায় অজ্ঞেয় নহেন কিন্তু স্বপ্রকাশ বলিয়াই অজ্ঞেয়। ১৩

আত্মা নিজে অনুভবরূপ বলিয়া অনুভবের অর্থাৎ জ্ঞানের যে বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন :—

(ঘ) আত্মা যে জ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

মাধুর্য্যাদিস্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্।
স্বস্মিংস্তদর্পণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদর্পকম্ ॥ ১৪

অন্বয়—অন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্ মাধুর্য্যাদিস্বভাবানাম্ স্বস্মিন্ তদর্পণাপেক্ষা নো, অন্যৎ চ অর্পকম্ ন অস্তি।

অনুবাদ—শর্করা, নিম্ব প্রভৃতি মধুরতিক্তাদি-স্বভাব বস্তু স্ব স্ব সংসৃষ্ট বস্তুতে মাধুর্য্যতিক্তাদি গুণ প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু আপনাকে সেই সেই গুণসম্পন্ন করিবার জন্য অন্য মধুরতিক্তাদিগুণসম্পন্ন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, আর সেই সেই গুণপ্রদ অন্যবস্তুও নাই। (গুড়ের মাধুর্য্য গুড়েরই, চিনির তাহা নাই)।

টীকা—"মাধুর্য্যাদিস্বভাবানাম্"—মাধুর্য্য হইয়াছে 'আদি' যাহাদিগের তাহারা মাধুর্য্যাদি; এস্থলে 'আদি' শব্দদ্বারা তিক্ততা, অম্লতা প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। সেই মাধুর্য্যাদি হইয়াছে স্বভাব অর্থাৎ সহজাত ধর্ম্মবিশেষ যাহাদিগের, তাহারা মাধুর্য্যাদিস্বভাব, যথা, গুড় প্রভৃতি; তাহাদিগের হইতে "অন্যত্র"—নিজের নিজের সহিত সংসর্গবিশিষ্ট পদার্থে—যেমন ছোলা, মুড়ি প্রভৃতি পদার্থে, "স্বগুণার্পিণাম্"—স্বগুণ অর্থাৎ নিজ মাধুর্য্যাদিগুণসমূহকে অর্পণ করে—প্রদান করে, এইরূপ তাহাদিগের, "স্বস্মিন্"—নিজ নিজ গুড়াদিস্বভাবে, "তদর্পণাপেক্ষা" —সেই সেই মাধুর্য্যাদির অর্পণের অর্থাৎ সম্পাদনের অপেক্ষা অর্থাৎ অন্য কোনও মধুরাদি বস্তুর দ্বারা মাধুর্য্যাদি সম্পাদন করিতে হইবে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা, "নো"—নাই; "অন্যৎ-অর্পকম্ চ ন অস্তি"—আর গুড়াদিতে মাধুর্য্যাদিপ্রদ অন্য কোন বস্তুও নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৪

ফলিতার্থ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ঙ) ফলিতার্থ – আত্মা জ্ঞানের বিষয় না হইলেও জ্ঞানরূপ।

অর্পকান্তররাহিত্যেঽপ্যস্ত্যেষাং তৎস্বভাবতা।
মা ভূত্তথানুভাব্যত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে॥ ১৫

অন্বয়—অর্পকান্তররাহিত্যে অপি এষাম্ তৎস্বভাবতা অস্তি। তথা অনুভাব্যত্বম্ মা ভূৎ, বোধাত্মা তু ন হীয়তে।

অনুবাদ—যেমন শর্করাদিতে মধুরতাদির অর্পক (সঞ্চারক) কোনও বস্তু না থাকিলেও শর্করাদির মাধুর্য্যাদিস্বভাব থাকিতে পারে, সেইরূপ আত্মার অনুভাব্যতা না থাকে না-ই থাকুক, তাহাতে আত্মার অনুভবরূপতার ক্ষতি হয় না।

টীকা—"অর্পকান্তররাহিত্যে অপি"—মাধুর্য্যাদিপ্রদ অন্য বস্তু না থাকিলেও, "এষাম্"—এই গুড় প্রভৃতি বস্তুর, "তৎস্বভাবতা"—মাধুর্য্যাদিস্বভাবতা যেমন থাকে, "তথা"—সেইরূপ, আত্মারও "অনুভাব্যত্বম্"—অনুভবের বিষয় হওয়ারূপ স্বভাব, "মা ভূৎ"—না থাকে না-ই থাকুক, "বোধাত্মা তু ন হীয়তে"—স্বতঃসিদ্ধ নিত্যজ্ঞান-রূপতার হানি হয় না। ১৫

১৩—১৫ শ্লোকে বর্ণিত হইল যে অনুভবস্বরূপ আত্মা অজ্ঞেয় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ; তদ্বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ বলিতেছেন :–

(চ) উক্ত শ্লোক-দ্বয়ে বর্ণিত অর্থে শ্রুতি-প্রমাণ।

স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেষ পুরোঽস্মাদ্ভাসতেঽখিলাৎ।
তমেব ভান্তমন্বেতি তদ্ভাসা ভাস্যতে জগৎ॥ ১৬

অন্বয়—এষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি, অস্মাৎ অখিলাৎ পুরঃ ভাসতে; তম্ এব ভান্তম্ অন্বেতি, তদ্ভাসা জগৎ ভাস্যতে।

অনুবাদ—এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশরূপ; এই দৃশ্যমান অখিল জগতের উৎপত্তির পূর্ব্বেও ইনি বিদ্যমান; সমস্ত জগতের প্রকাশ তাঁহার প্রকাশেরই অনুগমন করিয়া থাকে; তাঁহার প্রকাশদ্বারাই সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয়।

টীকা—[অত্র অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি—বৃহদা ৪।৩।৯ ও ১৪]—বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ে 'জ্যোতির্ব্রাহ্মণ' নামক তৃতীয় ব্রাহ্মণে আছে—এই স্বপ্নাবস্থায় এই পুরুষ বা আত্মা নিজেই 'জ্যোতিঃ'—বিষয়ের প্রকাশক হন; কেননা, তখন সূর্য্য প্রভৃতি না থাকায়, ইন্দ্রিয়সমূহ উপসংহৃত হওয়াতে, মনও স্বাপ্নবিষয়াকারে উপক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া, পরিশেষে আত্মা নিজেই জ্যোতিঃস্বরূপ বা স্বপ্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যান। [অস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ পুরতঃ সুবিভাতি (? সুবিভাতম্)—নৃসিংহোত্তরতা, উ—২, ৫, ৬, ৮] ('অস্মাৎ সচ্চিদাদিবাচ্যাভেদপ্রত্যয়াৎ পুরতঃ পূর্ব্বম্ এব সুষ্ঠু বিস্পষ্টং তদ্ভেদসাক্ষিত্বেন ভবতি ইতি অনৃতাদিবিরুদ্ধরূপঃ আত্মা তথোক্তঃ'—ভাষ্য)—'সচ্চিদাদি' শব্দদ্বারা বাচ্যবস্তুতে

ভেদ প্রতীতির পূর্ব্বেই বিস্পষ্টরূপে, সেই ভেদের সাক্ষিরূপে প্রকাশিত হন, এইহেতু মিথ্যা-জড়-দুঃখ-স্বভাবের বিপরীতস্বভাব আত্মা ; [তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি—কঠ উ, ৫।১৫, মুণ্ডক উ ২।২।১০, শ্বেতাশ্বতর উ ৬।১৪]—চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ, সেই আত্মার প্রকাশের পর প্রকাশিত হইয়া থাকে ; এই সমস্ত জগৎই তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়—এই সকল শ্রুতিবচন আত্মার স্বপ্রকাশতা বুঝাইতেছে—ইহাই তাৎপর্য্য। সেই 'জ্যোতির্ব্রাহ্মণে' আছে—যাজ্ঞবল্ক্য রাজা জনককে বুঝাইলেন – জাগ্রদবস্থায় ব্যবহৃত সূর্য্য, চন্দ্র (তদুপলক্ষিত বিদ্যুৎ, তারকা), অগ্নি ও লোকের বচনরূপ জ্যোতিঃ, স্বপ্নাবস্থায় তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতির দ্বারা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসকল প্রকাশিত হয়। আত্মজ্যোতিঃ তিন অবস্থাতেই তুল্যরূপে বিদ্যমান বটে, কিন্তু জাগ্রদবস্থায় অপরজ্যোতির দ্বারা অর্থাৎ সূর্য্যাদির জ্যোতির দ্বারা লোকের বুদ্ধি আচ্ছন্ন হইয়া থাকে বলিয়া এবং সুষুপ্তির অবস্থায় অজ্ঞানের অনুভবরূপ সামান্য চেতন স্বয়ং-প্রকাশরূপে বিদ্যমান থাকিলেও, মন্দবুদ্ধি লোকে তাহাকে বুঝিতে চাহিলে, তাহাকে অনুমান প্রয়োগে বা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে হয় বলিয়া, অর্থাৎ অনায়াসে বুঝিতে পারে না বলিয়া, এই শ্লোকে 'অত্র' শব্দে কেবল 'স্বপ্নাবস্থাতেই' বুঝিতে হইবে, কেননা, সে অবস্থায় সূর্য্যাদির জ্যোতির দ্বারা বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় না, এবং সেই সকল জ্যোতির সাহায্যবিনাই স্বপ্নে অনুভূত বস্তুসকল প্রত্যক্ষ হয়। ১৬

[যেন ইদং সর্ব্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ? বিজ্ঞাতারম অরে কেন বিজানীয়াৎ ? —বৃহদা, উ ৪।৫।১৫] – 'লোকে যাহার দ্বারা এই সমস্ত জানিতেছে, তাহাকে অপর কিসের দ্বারা জানিবে?' '(অরে মৈত্রেয়ী) বিজ্ঞাতাকে—সর্ব্বজ্ঞানের কর্ত্তাকে আবার কিসের দ্বারা জানিবে ?'—এই শ্রুতিবচনদ্বয়ের অর্থের অনুবাদ করিয়া শ্লোকপাঠ করিতেছেন :—

যেনেদং জানতে সর্ব্বং তৎ কেনান্যেন জানতাম্।
বিজ্ঞাতারং কেন বিদ্যাচ্ছক্তং বেদ্যে তু সাধনম্ ॥ ১৭

অন্বয়—যেন ইদম্ সর্ব্বম্ জানতে, তৎ কেন অন্যেন জানতাম্ ? বিজ্ঞাতারম্ কেন বিদ্যাৎ, সাধনম্ তু বেদ্যে শক্তম্।

অনুবাদ—যে সাক্ষিস্বরূপ নিত্য চৈতন্যের ব'লে লোকে এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ জানিতেছে, সেই নিত্য চৈতন্যকে লোকে অন্য কাহার অর্থাৎ কোন দৃশ্য পদার্থের বা জড়ের সাহায্যে জানিবে ? অন্য কিছুর দ্বারাই জানিতে পারে না, কেননা, যিনি নিজেই বিজ্ঞাতা তাঁহার বিজ্ঞাতা হইবে কে ? জ্ঞানের সাধন যে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, তাহারা জ্ঞাতব্য বিষয়েই কার্য্যকর হয় ; তাহারা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশনে অসমর্থ।

টীকা—"যেন"—যে সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার দ্বারা, "ইদম্"—সমস্ত দৃশ্য অর্থাৎ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, "জানতে"—প্রাণিগণ জানিতে সমর্থ হয়, "তৎ"—সেই সাক্ষিরূপ পদার্থকে অর্থাৎ আত্মাকে, "অন্যেন কেন"—অন্য কোন্ দৃশ্যরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যপদার্থের বা জড়ের সাহায্যে, "জানতাম্"—অবগত হইতে পারে, 'লোকে' কর্তা উহ্য। এই বাক্যেরই তাৎপর্য্য, "বিজ্ঞাতারম্" ইত্যাদি শব্দত্রয়দ্বারা বলিতেছেন—"বিজ্ঞাতারম্"—যাবতীয় দৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বিজ্ঞাতাকে, "কেন"—কাহার দ্বারা (বিজ্ঞাতৃচৈতন্য ভিন্ন) কোন্ দৃশ্যস্বরূপ জড়পদার্থদ্বারা, "বিদ্যাৎ"—জানিতে সমর্থ হইবে? অন্য কোনও পদার্থদ্বারা জানিতে পারে না। ভাল, মনের দ্বারা ত' জানিতে পারে; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, "সাধনম্ তু বেদ্যে শক্তম্"—সাধন অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন মন, মনের বেদ্য বা জ্ঞাতব্য বিষয়েই 'শক্ত' সমর্থ হয়, কিন্তু জ্ঞাতা যে আত্মা, তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। এস্থলে 'জ্ঞাতা আত্মা' বলিতে নিরপেক্ষ কোনরূপ আত্মাকে বুঝিতে হইবে না, পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত আত্মা, যিনি বৃত্তিজ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কর্তা বা আশ্রয়, তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে, কেননা, শ্রুতিবচন রহিয়াছে [নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ইত্যাদি কঠ উ, ৬।১৩]—'এই আত্মাকে বাগিন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া যায় না, মনদ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না অর্থাৎ অসংস্কৃত মনদ্বারা সঙ্কল্পাদি রূপে আত্মাকে জানা যায় না, চক্ষুর দ্বারাও নহে।' আর যদি বলা যায় আত্মা নিজেই নিজের জ্ঞেয় হন, তবে 'কর্ম্মকর্তৃবিরোধ' হয় অর্থাৎ একই বস্তুকে একই ক্রিয়ার কর্তা ও কর্ম্ম বলিয়া মানিতে হয়, তাহা অসম্ভব। যেমন কুম্ভকারকে আপনি আপনার কর্ম্ম ও আপনি আপনার কর্তা বলা চলে না, সেইরূপ। ১৭

আত্মা স্বপ্রকাশ; তদ্বিষয়ে প্রমাণরূপ দুইটি শ্রুতিবাক্য উল্লেখ করিবার জন্য, তদুভয় (অক্ষরতঃ পাঠ না করিয়া) অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

স বেত্তি বেদ্যং তৎ সর্ব্বং নান্যস্তস্যাস্তি বেদিতা।
বিদিতাবিদিতাভ্যাং তৎ পৃথগ্‌বোধস্বরূপকম্॥১৮

অন্বয়—সঃ তৎ সর্ব্বম্ বেদ্যম্ বেত্তি; তস্য বেদিতা অন্যঃ ন অস্তি; তৎ বোধস্বরূপকম্ বিদিতাবিদিতাভ্যাম্ পৃথক্।

অনুবাদ—যাহা কিছু জ্ঞেয় পদার্থ সংসারে আছে, তাহার সমস্তই তিনি জানেন; তাঁহাকে জানিতে পারে, তিনি ভিন্ন অন্য কেহ নাই (শ্বেতাশ্বতর উ, ৩।১৯)। সেই নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সমস্ত বিদিত পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত বস্তু হইতেও পৃথক্ (কেন উ, ৩)।

টীকা—সেই আত্মা যাহা কিছু জ্ঞেয় পদার্থ আছে, তৎসমস্তই জানেন; সেই আত্মার জ্ঞাতা তদ্ভিন্ন অন্য কেহ নাই। সেই বোধস্বরূপ অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম, বিদিত অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ্য—ব্যাকৃত বস্তু এবং যাহা অজ্ঞাত—ব্যাকৃতস্বরূপ জগতের বীজ—অবিদ্যা বা অব্যাকৃত বস্তু, তদুভয় হইতে বিলক্ষণ, কেননা, তদুভয় জড়, আর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৮

(শঙ্কা) ভাল, বিদিত অর্থাৎ যাহা কখন কখন জ্ঞানের বিষয় হয়, এই প্রকার কার্য্যরূপ বস্তু এবং অবিদিত অর্থাৎ কারণরূপ বস্তু, এই দুই হইতে ভিন্ন বোধকে ত' অনুভবে পাওয়া যায় না। (সমাধান) বিদিত বা জ্ঞাত বস্তু যখন অবিদিত বা অজ্ঞাত বস্তু হইতে ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথক্‌কৃত হইতেছে, (যেমন দণ্ডিপুরুষ পুরুষান্তর হইতে দণ্ডদ্বারা পৃথক্‌কৃত হয়,) তখন জ্ঞানরূপ বিশেষণ অর্থাৎ স্বরূপে প্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তকই (দণ্ডের ন্যায়) সেই পার্থক্য ঘটাইতেছে, মানিতে হইবে। বিদিত বস্তুতে সেই বিশেষণটি বোধস্বরূপ। জ্ঞাতবস্তুর বিশেষণ যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞাতবস্তুর স্বরূপে প্রবিষ্ট বলিয়া তাহার অনুভবের অভাব হইলে জ্ঞাতবস্তুরও অনুভবের অভাব ঘটে, তাহাকে আর 'জ্ঞাত বস্তু' বলা যায় না। যেমন দণ্ডের জ্ঞানের অভাব হইলে, "দণ্ডীর" জ্ঞানের অভাব হয় সেইরূপ। এইহেতু সেই জ্ঞানের বা বোধের অনুভব অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এই কথাই উপহাস পূর্ব্বক এই শ্লোকে বলিতেছেন :—

(ছ) অনুভবস্বরূপ আত্মায় অনুভবের অভাবাশঙ্কা ও তাহার সমাধান।

বোধেঽপ্যনুভবো যস্য ন কথঞ্চন জায়তে।
তং কথং বোধয়েচ্ছাস্ত্রং লোষ্টং নরসমাকৃতিম্॥ ১৯

অন্বয়—যস্য বোধে অপি অনুভবঃ কথঞ্চন ন জায়তে তম্ নরসমাকৃতিম্ লোষ্টম্ শাস্ত্রম্ কথম্ বোধয়েৎ ?

অনুবাদ—যে মূঢ়ের (ঘটাদির) বোধেও কোনও প্রকার (বোধের) অনুভব হয় না, সেই মনুষ্যসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ঢেলাকে কি প্রকারে শাস্ত্র বুঝাইবে ? (কোন প্রকারেই পারা যায় না।)

টীকা—"যস্য"—যে মন্দবুদ্ধি লোকের, "বোধে অপি"-ঘটাদির স্ফুরণরূপ, চৈতন্যস্বরূপ বোধেও, "অনুভবঃ"—(জ্ঞানের) সাক্ষাৎকার, "কথঞ্চন"—কোনও প্রকারে, "ন জায়তে"-হয় না, "তম্ নরসমাকৃতিম্ লোষ্টম্"—সেই মনুষ্যের ন্যায় আকারধারী ঢেলাকে—যাহা মৃত্তিকালেপনাদির পর পাষাণাদির মত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তদ্রূপ মনুষ্যকে, "শাস্ত্রম্ কথম্ বোধয়েৎ" -কি প্রকারে শাস্ত্র বুঝাইবে ?—কোন প্রকারেই পারা যায় না ; ইহাই ভাবার্থ। ১৯

'আমি কাহাকে 'বোধ' বলে তাহা জানি না' এইরূপ উক্তি 'ব্যাঘাত'-দোষযুক্ত—এই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

জিহ্বা মেঽস্তি ন বেত্যুক্তির্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা।
ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী॥ ২০

অন্বয়—'মে (মম) জিহ্বা অস্তি ন বা' ইতি উক্তিঃ যথা কেবলম্ লজ্জায়ৈ ; 'ময়া বোধঃ ন বুধ্যতে, বোদ্ধব্যঃ', ইতি তাদৃশী।

অনুবাদ—'আমার জিহ্বা আছে কি নাই' এইরূপ উক্তিটি যেমন লজ্জারই কারণ হয়, 'আমার বোধ যে আছে, তাহা বুঝিতেছি না, এখন তাহা বুঝিতে হইবে'—এই উক্তিও সেইরূপ লজ্জার কারণ।

টীকা—"জিহ্বা মে অস্তি, ন বা ইতি উক্তিঃ"—'আমার জিহ্বা আছে কি নাই' এইরূপ কথন, "যথা লজ্জায়ৈ"—যেমন লজ্জারই উৎপাদক হয়, সংশয়োত্তোলন বা অভিগ্রহ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হয় না, কেননা, জিহ্বা না থাকিলে উক্তরূপ প্রশ্নের উচ্চারণই সম্ভবপর হয় না; "ময়া বোধঃ ন বুধ্যতে, বোদ্ধব্যঃ ইতি" (উক্তিঃ)—'আমি বোধ কাহাকে বলে বুঝি না, পরে বুঝিব', এইরূপ উক্তিও, "তাদৃশী"—সেইরূপ লজ্জারই কারণ হয়, কেননা, বোধ বা ঘটাদির স্ফুরণরূপ জ্ঞানকে 'জানিনা, ইহার পরে জানিব' বলিলে সেই প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া যায়। অবশ্য 'জ্ঞান' শব্দের মুখ্য অর্থ 'চৈতন্য' বটে, আর যে বুদ্ধিবৃত্তি ঘটাদি বিষয়ের আকারে আকারিত হয় তাহা সেই বিষয়নিষ্ঠ চৈতন্যেরই অভিব্যঞ্জক বা প্রকাশক হয় বলিয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তিও উপচারক্রমে 'জ্ঞান' শব্দের গৌণ অর্থ হয়। ২০

ভাল, সেই ঘটাদির বোধ এই প্রকার—ইহা বুঝিলাম বটে; কিন্তু যে বিষয়টি লইয়া এই প্রকরণের আরম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধ, তদ্বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত হইল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(জ) ব্রহ্মেরজ্ঞান বৃত্তিরূপ।

যস্মিন্ যস্মিন্নস্তি লোকে বোধস্তত্তদুপেক্ষণে।
যদ্ বোধমাত্রং তদ্ ব্রহ্মেত্যেবং ধীর্ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ ॥২১

অন্বয়—লোকে যস্মিন্ যস্মিন্ বোধঃ অস্তি, তত্তদুপেক্ষণে যৎ বোধমাত্রম্ তৎ ব্রহ্ম ইতি এবম্ ধীঃ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—সংসারে যে যে বস্তুবিষয়ে জ্ঞান হয়, সেই সেই বস্তুজ্ঞান হইতে সেই সেই বিষয়কে অর্থাৎ বস্তুমাত্রকে উপেক্ষা করিলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম—এই প্রকার বুদ্ধিকেই ব্রহ্মনিশ্চয় বলে।

টীকা—"লোকে"—ইহ সংসারে, "যস্মিন্ যস্মিন্ বোধঃ অস্তি"—ঘটাদিরূপ যে যে বস্তু লইয়া জ্ঞান হয়, তাহাতে, "তত্তদুপেক্ষণে"—সেই সেই ঘটাদি বস্তুর অনাদর করিলে অর্থাৎ মিথ্যা জানিয়া তাহাকে ভুলিয়া গেলে, (সমুদ্রতরঙ্গে কেবল জলদৃষ্টির দ্বারা তরঙ্গকে যেমন ভুলিয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ ভুলিয়া গেলে), "যৎ বোধমাত্রম্, তৎ ব্রহ্ম"—কেবল জ্ঞানস্বরূপ যাহা ঘটাদি সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়, সেই 'ভাতি'-রূপে সকল বস্তুতে অনুস্যূত যে স্ফুরণ, তাহাই হইতেছে ব্রহ্ম, "ইতি এবম্ ধীঃ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ (ভবতি)"—এই প্রকার যে বুদ্ধি, তাহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাই অর্থ। ২১

(শঙ্কা) ভাল, ঘটাদি বিষয়ের উপেক্ষাদ্বারা যদি সেই ঘটাদি বিষয়ের অনুভবরূপ ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহা হইলে ত' এই প্রকরণগত পঞ্চকোশের বিচার নিষ্প্রয়োজন বা ব্যর্থ হইয়া যায়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান) ঘটাদি বিষয়রূপ বস্তুর স্ফুরণরূপ ব্রহ্ম, বিষয়িরূপ বস্তুর স্ফুরণ হইতে অভিন্ন, ইহা না বুঝিলে, কেবল সেই জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ পরিপূর্ণ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের অন্তরাত্মরূপতার জ্ঞান বিনা, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বরূপ, জন্মমরণাদি-রূপ এবং শোকমোহাদিরূপ সংসারের নিবৃত্তি হইতে পারে না: সেই কারণে প্রথমোক্ত-

প্রকার ব্রহ্মের অন্তরাত্মতার উপলব্ধির জন্য পঞ্চকোশবিচারের উপযোগিতা আছে, সেই-হেতু সেই বিচারও ব্যর্থ নহে—ইহাই কহিতেছেন :—

(ঝ) ব্রহ্মজ্ঞানে পঞ্চকোশ বিচারের উপযোগিতা।

পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ।
স্বস্বরূপং স এব স্যাচ্ছূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্॥ ২২

অন্বয়—পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ সঃ এব স্বস্বরূপম্ স্যাৎ, তস্য শূন্যত্বম্ দুর্ঘটম্।

অনুবাদ—পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিলে পঞ্চকোশের সাক্ষিস্বরূপ যে জ্ঞান অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নিজরূপ অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্ম উভয়েরই স্বরূপ, কেননা, তদুভয় অভিন্ন; তাহার শূন্যত্ব অসম্ভব।

টীকা—"পঞ্চকোশপরিত্যাগে"—অন্নময়প্রভৃতি পঞ্চকোশকে বুদ্ধিদ্বারা অনাত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিলে পর, "সাক্ষিবোধাবশেষতঃ" তাহাদের সাক্ষিস্বরূপ যে বোধ অবশিষ্ট থাকে, "সঃ এব"—সেই সাক্ষিরূপ বোধই, "স্বস্বরূপম্ স্যাৎ"—আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই হইবে।

(ক) সাক্ষিরূপ বোধকে শূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না।

৩। আত্মা শূন্য নহেন, আত্মা স্বপ্রকাশ।

(শঙ্কা) ভাল, অন্নময়াদি কোশ ত' অনুভবসিদ্ধ; তাহাদিগকে অনাত্মা বলিয়া নিশ্চয় করিলে, শূন্যই ত' অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ;—"তস্য শূন্যত্বম্ দুর্ঘটম্"—সেই সাক্ষিরূপ বোধকে শূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না। ২২

আত্মার শূন্যতা যে প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই যুক্তিদ্বারা নিরূপণ করিতেছেন :—

(খ) আত্মার শূন্যতা অসম্ভাব্য।

অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদাবিষয়ত্বতঃ।
স্বস্মিন্নপি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদ্যত্র কো ভবেৎ? ॥২৩

অন্বয়—স্বয়ম্ তাবৎ অস্তি নাম, বিবাদাবিষয়ত্বতঃ। স্বস্মিন্ অপি বিবাদঃ চেৎ, অত্র কঃ প্রতিবাদী ভবেৎ?

অনুবাদ—নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও বিবাদ নাই অর্থাৎ 'আমি আছি বা নাই' এইরূপে কেহই সন্দেহ করে না। (যাহার অস্তিত্ববিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই, তাহা অবশ্যই আছে; এইহেতু নিজের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়, শূন্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না) নিজের অস্তিত্ব লইয়া যদি কেহ বিবাদ উঠায়—সন্দেহ করে, তবে কে প্রতিবাদী হইবে? সেই প্রতিবাদী বিবাদকর্ত্তা বা সংশয়িতা নিজেরই স্বরূপ। (সে সংশয়িতা হইয়া নিজেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছে)।

টীকা—"স্বয়ম্"—শব্দের বাক্যার্থ 'স্বস্বরূপ', তাহা শাস্ত্রবেত্তা কি অশাস্ত্রবেত্তা বা প্রাকৃত সকলেরই মতে প্রথম বিদ্যমান। যদি বল কি প্রকারে? এইহেতু বলিতেছেন, "বিবাদা-বিষয়ত্বতঃ"—তাহা বিবাদের অবিষয় হেতু; 'স্ব-স্বরূপ', 'আমি আছি অথবা নাই' এইরূপ বিবাদের বিষয় হয় না। সকলের নিকটেই নিজ নিজ স্বরূপ বিদ্যমান, ইহাই তাৎপর্য্য।

যদি কেহ বলেন স্বস্বরূপ বিবাদের বিষয় হইবে না কেন ? এইরূপ বিরুদ্ধ পক্ষে যে দোষ আছে তাহাই বলিতেছেন—"স্বস্মিন্ অপি বিবাদঃ চেৎ"—আপনার অস্তিত্ব লইয়া যদি কেহ বিবাদ উত্থাপন করে, "অত্র কঃ প্রতিবাদী ভবেৎ"—তাহা হইলে সেই বিবাদের প্রতিবাদী—জবাব করিবার জন্য প্রতিপক্ষ, কে হইবে ? 'স্বাত্মনিরূপণ' নামক গ্রন্থে আছে, 'আমি, অর্থাৎ নিজে আছি' এ বিষয়ে বিবাদের কারণ বা সংশয় হইবে কাহার ?' উত্তর—'কাহারও নহে'। যদি কাহারও নিজের অস্তিত্ব লইয়া সংশয় হয়, তবে যে সংশয়কর্ত্তা হইবে, তাহাকে বলা যাইবে—সেই সংশয়কর্ত্তাই ত' তুমি (অর্থাৎ সংশয় ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে তোমার অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতেছে)। ২৩

ভাল, যদি বলা যায়—যে বলে 'আমি নাই, সেই প্রতিবাদী হইবে' ; তাহা হইলে এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইবে 'সেইরূপ কেহ নাই।' এই কথাই বলিতেছেন :—

স্বাসত্ত্বন্তু ন কস্মৈচিদ্রোচতে বিভ্রমং বিনা।
অতএব শ্রুতির্বাধং ব্রূতে চাসত্ত্ববাদিনঃ ॥ ২৪

অন্বয়—স্বাসত্ত্বম্ তু বিভ্রমম্ বিনা কস্মৈচিৎ ন রোচতে ; অতএব চ শ্রুতিঃ অসত্ত্ববাদিনঃ বাধম্ ব্রূতে।

অনুবাদ—আপনার অসত্তা অর্থাৎ 'আমি নাই' এইরূপ ধারণা করা ভ্রান্তিরূপ কারণ বিনা অন্য অবস্থায় কাহারও রুচিকর হয় না—কেহই অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এই নিমিত্তই শ্রুতি শূন্যবাদীর নিষেধ করিতেছেন।

টীকা—"বিভ্রমম্ বিনা"—একমাত্র ভ্রান্তিরূপ কারণ ছাড়িয়া দিলে, অন্য কোনও অবস্থায়, "স্বাসত্ত্বম্"—নিজের অভাব, 'আমি নাই' এইরূপ ধারণা, "কস্মৈচিৎ ন রোচতে"—কেহই অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহে। যদি বল কি প্রকারে এইরূপ নিশ্চয় করিতেছেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন—'এই নিমিত্তই' ইত্যাদি। যেহেতু নিজের অভাব কাহারও নিকট রুচিকর অর্থাৎ গ্রাহ্য হয় না, সেইহেতু শ্রুতিও শূন্যবাদীর নিষেধ করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন 'শূন্যই তত্ত্ব' এইরূপ বলা চলে না। ২৪

'সেই শ্রুতিবচনটি কি ?'—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, সেই শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। তাহার অক্ষরতঃ পাঠ এইরূপ :—

অসন্নেব স ভবতি অসদ্‌ব্রহ্মেতি বেদ চেৎ।
অস্তি ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ সন্তমেনং ততো বিদুঃ॥ তৈত্তিরীয় উ, ব্রহ্মবল্লী ৬।১

যদি কেহ ব্রহ্মকে 'অসৎ' অর্থাৎ সর্ব্বব্যবহারাতীত বলিয়া অবিদ্যমান, এইরূপে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই অসদ্রূপ ব্রহ্মের বেত্তা, জ্ঞাতব্যাভাবে পুরুষার্থশূন্য বলিয়া অসদ্রূপই হইয়া যান, অথবা নিজেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মানিলে, নিজেই অসৎ হইয়া যান ; আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সর্ব্বদ্বৈতের অধিষ্ঠান, সর্ব্বজগৎকর্ত্তা সর্ব্বলয়াধারভূত, এইহেতু 'আছেন' বলিয়া জানেন, তাঁহাকে ব্রহ্মবিদ্‌গণ 'সৎ' অর্থাৎ পরমার্থস্বরূপে আত্ম-ভাবাপন্ন বলিয়া জানেন।

অসদ্‌ব্রহ্মেতি চেদ্বেদ স্বয়মেব ভবেদসৎ।
অতোঽস্য মা ভূদ্বেদ্যত্বং স্বসত্ত্বন্ত্বভ্যুপেয়তাম্‌॥ ২৫

অন্বয়—ব্রহ্ম অসৎ ইতি বেদ চেৎ, স্বয়ম্‌ এব অসৎ ভবেৎ। অতঃ অস্য বেদ্যত্বম্‌ মা ভূৎ, স্বসত্ত্বম্‌ তু অভ্যুপেয়তাম্‌।

অনুবাদ—যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান বলিয়া জানেন, তাহা হইলে তিনি নিজেই অসৎ হইয়া যান (কেননা, নিজের চৈতন্যই ব্রহ্মের স্বরূপ; সেইহেতু নিজের অস্তিত্ব মানিলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানা হইয়া যায়।) অতএব 'ব্রহ্ম, জ্ঞানের বিষয় নহেন,' এইরূপ বলিতে পার বটে, কিন্তু নিজের অস্তিত্বরূপ ব্রহ্মের যে অস্তিত্ব তাহা ত' মানিতেই হইবে।

টীকা—"ব্রহ্ম অসৎ ইতি বেদ চেৎ"—যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ—অবিদ্যমান-অসৎ—বলিয়া জানেন, (তর্হি) "স্বয়ম্‌ এব অসৎ ভবেৎ"-তাহা হইলে তিনি আপনাকে অবিদ্যমান বলিয়া জানিয়া অবিদ্যমানস্বরূপ হইয়া যান, যেহেতু তিনি নিজেই (নিজের চৈতন্যই) ব্রহ্মের স্বরূপ। এখন যে সিদ্ধান্ত দাঁড়াইল, তাহাই বলিতেছেন—অতএব ইত্যাদি (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২৫

এক্ষণে গ্রন্থকার আত্মার স্বপ্রকাশতা বর্ণন করিবার অভিপ্রায়ে, আত্মার বেদ্যতা নাই অর্থাৎ আত্মা অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না, বলিয়া, 'তবে আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?' এই পূর্ব্বপক্ষপ্রশ্নের উত্থাপন করিতেছেন:—

(গ) আত্মার স্বরূপ কি প্রকার? উত্তর।

কীদৃক্‌ তর্হীতি চেৎ পৃচ্ছেরীদৃক্তা নাস্তি তত্র হি।
যদনীদৃগতাদৃক্‌ চ তৎস্বরূপং বিনিশ্চিনু॥ ২৬

অন্বয়—কীদৃক্‌ ইতি পৃচ্ছেঃ চেৎ, তর্হি তত্র ঈদৃক্তা ন হি অস্তি; যৎ অনীদৃক্‌ চ অতাদৃক্‌ তৎ স্বরূপম্‌ বিনিশ্চিনু।

অনুবাদ—যদি জিজ্ঞাসা কর 'সেই আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?' তবে তদুত্তরে বলি, সেই আত্মার ঈদৃক্‌তা নাই অর্থাৎ 'আত্মা এইরূপ' এইভাবে আত্মার নির্দ্দেশ করা যায় না। (তাহার সহিত উপলক্ষণে বুঝিতে হইবে 'আত্মা সেইরূপ' এই ভাবেও আত্মার নির্দ্দেশ করা যায় না।) যে বস্তুকে 'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না, তাহাকে অবশেষে নিজেরই স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় কর।

টীকা—'তবে আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?' পূর্ব্বপক্ষীর এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই যে আত্মার 'এইরূপ' 'সেইরূপ' ইত্যাদি কোনও রূপে (বিশেষণদ্বারা) বিশিষ্টতা অঙ্গীকার করিলে, সেইরূপ বিশিষ্টতাদ্বারাই আত্মার বেদ্যতা বা জ্ঞানের বিষয়তা (সিদ্ধ) হইয়া যাইবে; আর সেইরূপ অঙ্গীকার না করিলে আত্মার শূন্যতা সিদ্ধ হইয়া যাইবে। সেইহেতু

পূর্ব্বপক্ষীকে বলিতেছেন—সত্য বটে, 'আত্মা এইরূপ' অথবা 'আত্মা সেইরূপ', এইরূপ মানিলে আত্মার বেদ্যতা আসিয়া পড়ে; আর তাহা না মানিলে আত্মা শূন্য হইয়া পড়েন; কিন্তু অদ্বৈতবাদী আত্মাকে 'এইরূপ' 'সেইরূপ' বলিয়া অঙ্গীকার করেন না—এই কথাই বলিতেছেন 'আত্মার ঈদৃক্তা নাই' ইত্যাদিদ্বারা। 'ঈদৃক্তা', 'তাদৃক্তার' উপলক্ষণ, তাহাও বুঝিতে হইবে। আত্মার স্বরূপে, ঈদৃক্তাও নাই, তাদৃক্তাও নাই—এই কথাই বলিতেছেন—"যে বস্তুকে 'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' বলিয়া" ইত্যাদি (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২৬

ভাল, কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা অর্থাৎ 'এইরূপ বুঝিতে হইবে'—এইরূপ নির্দ্দেশবাক্য-দ্বারা বস্তুর সিদ্ধি হয় না—'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' বলিয়া বস্তুর অসন্দিগ্ধ জ্ঞান জন্মে না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, 'এইরূপ' ও 'সেইরূপ' এই শব্দদ্বয়ের অর্থ বলিয়া, আত্মার স্বরূপ উক্ত দুই শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, ইহাই উপপাদন করিতেছেন :—

অক্ষাণাং বিষয়স্ত্বীদৃক্ পরোক্ষস্তাদৃগুচ্যতে।
বিষয়ী নাক্ষবিষয়ঃ স্বত্বান্নাস্য পরোক্ষতা॥ ২৭

অন্বয়—অক্ষাণাম্ বিষয়ঃ তু ঈদৃক্, পরোক্ষঃ তাদৃক্ উচ্যতে; বিষয়ী অক্ষবিষয়ঃ ন (ভবতি), স্বত্বাৎ অস্য পরোক্ষতা ন।

অনুবাদ—যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহাকে 'ঈদৃক্' বা 'এইরূপ' এই শব্দদ্বারা বুঝান যায়; যাহা পরোক্ষ বস্তু, 'তাদৃক্' বা 'সেইরূপ' এই শব্দদ্বারা তাহাকে বুঝান যায়; আর যাহা বিষয়ী—সর্ব্ববস্তু প্রকাশক সাক্ষী, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না; তাহা আপনারই স্বরূপ বলিয়া সেই সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অপ্রত্যক্ষও নহেন।

টীকা—ঘটাদি প্রত্যক্ষ বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাদিগকে যে 'ঈদৃক্' ('এইরূপ') শব্দদ্বারা বুঝান যায়, তাহা সর্ব্বজনবিদিত; আর ধর্ম্ম, অধর্ম্ম (স্বর্গ, নরক) প্রভৃতি পরোক্ষ বস্তু, তাহাদিগকে 'তাদৃক্' (সেইরূপ) শব্দদ্বারা বুঝান যায়, তাহাও সকলে জানে। আর দ্রষ্টা ইন্দ্রিয়াদির সাক্ষী যে আত্মা, তিনি ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় হন না বলিয়া, তাঁহাকে 'ঈদৃক্' শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এবং নিজেরই স্বরূপ বলিয়া তিনি পরোক্ষও নহেন; এইজন্য 'তাদৃক্' শব্দদ্বারা তাঁহাকে বুঝান যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ২৭

পূর্ব্বে ২৬ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাকে 'এইরূপ' বা 'সেইরূপ' বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না; সেই স্থলে যে সূচিত হইয়াছে, 'তাহা হইলে আত্মাকে শূন্য বলিতে হয়'—এই দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থনকারীকে ফলিতার্থ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বুঝাইবার ছলে, তাহার সেই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঘ) আত্মা স্বপ্রকাশ, —শূন্য নহেন।

(ঙ) আত্মার 'সত্য জ্ঞান অনন্ত' এই ব্রহ্মলক্ষণ-যোজনা।

অবেদ্যোহপ্যপরোক্ষোহতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চেত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্॥ ২৮

অন্বয়—অয়ম্ অবেদ্যঃ অপি অপরোক্ষঃ ; অতঃ স্বপ্রকাশঃ ভবতি ; "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" চ ইতি ব্রহ্মলক্ষণম্ ইহ অস্তি।

অনুবাদ—এই আত্মা অবেদ্য হইয়াও অর্থাৎ জ্ঞানের অবিষয় হইয়াও প্রত্যক্ষস্বরূপ ; সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ ; আর শ্রুতিতে (তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১) যে "সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্" বলিয়া ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে, তাহাও আত্মায় বিদ্যমান। (সুতরাং আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে, আত্মা শূন্য নহেন।)

টীকা—এই আত্মা ইন্দ্রিয়জন্য জ্ঞানের বিষয় না হইলেও, অপরোক্ষ (প্রত্যক্ষ), এই-হেতু স্বপ্রকাশস্বরূপ, ইহাই অর্থ। এস্থলে 'অনুমান' এইরূপ হইবে :—আত্মা (পক্ষ) স্বপ্রকাশ (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু সম্বিৎ কর্ম্মতাবিনাই (অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়ার কর্ম্ম বা বিষয় না হইয়াই) অপরোক্ষ—(হেতু) ; যেমন সম্বেদন (ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিজ্ঞান)—দৃষ্টান্ত। এই অনুমানে যদি কেহ 'বিশেষণাসিদ্ধ' দোষ ধরেন অর্থাৎ যদি কেহ বলেন যে 'জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম বা বিষয় না হইয়াই অপরোক্ষ' এই যে হেতু কথিত হইয়াছে এবং তাহার যে, 'আত্মার সম্বিতের অকর্ম্মতা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিজ্ঞানের অবিষয়তা' রূপ বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ অর্থাৎ তাঁহারা যদি বলিতে চাহেন—আত্মা ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তি জ্ঞানের বিষয়,—তাহা হইলে কিন্তু একই আত্মা একই কালে জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইয়া যান.—তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি সেই প্রতিবাদী বলেন যে 'কর্তৃকর্ম্ম-বিরোধ'-রূপ দোষ ঘটে না, কেননা, আত্মা কেবল চৈতন্যমাত্র সাক্ষিরূপ নিজ-স্বরূপে জ্ঞানের কর্ত্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন এবং অন্তঃকরণবিশিষ্টরূপদ্বারা জ্ঞানের বিষয়রূপে কর্ম্মভাব পাইতে পারেন এইরূপে বিরোধ হয় না, দেখান যাইতে পারে ; তদুত্তরে বলা যাইবে, তাহা হইলে বলিতে হয় 'দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি' দেবদত্ত গ্রামকে যাইতেছে (পাইতেছে) —এস্থলে একই দেবদত্ত জীবরূপ নিজ-স্বরূপে গমন ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতেছে এবং দেহবিশিষ্ট রূপে গমন ক্রিয়ার কর্ম্ম 'গ্রাম' হইতেছে এইরূপে 'অতিপ্রসঙ্গ'-দোষ অথবা ("reductio ad absurdum" –reduction to absurdity) আসিয়া পড়ে। (যে স্থলে যে বস্তুর বোধ অভিপ্রেত, সেই স্থলে যদি তদ্ভিন্ন বস্তুর বোধের সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে 'অতি-প্রসঙ্গ' দোষ হয়।) আবার যদি এইরূপ আপত্তি উঠে যে উক্ত অনুমানের দৃষ্টান্তটি 'সাধনবিকল' বা অসিদ্ধ অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশতাসিদ্ধির জন্য ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিজ্ঞানরূপ যে সম্বেদনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিজের প্রকাশের জন্য অন্য সম্বেদনের অপেক্ষা করে, তবে বলি সেই সম্বেদনও আবার দ্বিতীয় সম্বেদনের এবং তাহা আবার তৃতীয় সম্বেদনের, এইরূপে সম্বেদনপরম্পরার অপেক্ষা করিবে। এইরূপে উপপাদ্য-উপপাদকরূপ অবধিরহিত প্রবাহের সম্ভাবনা বা অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়িবে। (শঙ্কা) ভাল, ন্যায়শাস্ত্রে বলে, ঘট ঘটাকার বৃত্তিরূপ জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হয় ; সেই জ্ঞান আবার 'অনুব্যবসায়'দ্বারা—জ্ঞান-বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা (আমার ঘটজ্ঞান হইতেছে, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা—যাহাকে বেদান্তে

সাক্ষিরূপজ্ঞান বলে, সেই জ্ঞানদ্বারা) প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে আত্মার স্বপ্রকাশতা বিষয়ে যে সম্বেদনের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, সেই দৃষ্টান্তও অসিদ্ধ, কেননা, তাহাও পরপ্রকাশ্য (জ্ঞানান্তরদ্বারা প্রকাশ্য), সুতরাং 'সাধনবিকলতা' দোষ থাকিয়াই গেল। তদুত্তরে বলিতেছেন—না, এইরূপ বলা চলে না, কেননা. এক ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে অন্য ইন্দ্রিয়জন্য বৃত্তিরূপ জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং সাধনবিকলতা দোষ ঘটিতে পারে না।

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা স্বপ্রকাশ, ইহা সিদ্ধ হইল, মানিলাম; তথাপি সেই আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ না খাটিলে আত্মার ত' ব্রহ্মত্বসিদ্ধি হইল না।

(সমাধান) সেইজন্য আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ যোজনা করিতেছেন :—"সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্" --এই যে ব্রহ্মলক্ষণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।১) প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আত্মায় বিদ্যমান। ব্রহ্মলক্ষণের 'পদকৃতি' এইরূপ হইবে—ব্রহ্মলক্ষণে যে তিনটি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহাদের সার্থকতা এইরূপে দেখান যাইতে পারে। ব্রহ্মকে কেবল 'সত্য' বলিয়া বুঝাইতে গেলে, নৈয়ায়িকগণ যে আকাশাদিকে সত্য বলিয়া মানেন, তাহারাও ব্রহ্মলক্ষণের অন্তর্ভূত হইয়া যায় এবং লক্ষণটি 'অতিব্যাপ্তি'-দোষাক্রান্ত বা "too wide" হইয়া পড়ে; সেইহেতু 'জ্ঞান' শব্দের সন্নিবেশ। ব্রহ্মকে কেবল 'জ্ঞানস্বরূপ' বলিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিসম্মত বুদ্ধিরূপ জ্ঞান, নৈয়ায়িকের আত্মগুণ-স্বরূপ জ্ঞান, এবং অপরাপরসম্মত সত্ত্বগুণরূপ জ্ঞান অথবা সত্ত্বগুণকার্য্য অন্তঃকরণরূপ জ্ঞানদ্বারা পূর্ব্বোক্তরূপে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিতে পারে; সেইহেতু 'অনন্ত'পদের সমাবেশ। নৈয়ায়িকগণ যদ্যপি আত্মাকে বিভু বলিয়া থাকেন, তথাপি সেই 'বিভু' ও 'অনন্ত' একই পদার্থ নহে; কেননা, দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদরহিতকেই 'অনন্ত' বলা হয়, যাহার নামান্তর 'আনন্দ', কেননা, ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন—[যদ্বৈ ভূমা তদ্বৈ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি]—যাহা বৃহৎ বা অপরিচ্ছিন্ন তাহাই আনন্দ, যাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহা দুঃখজনক। আর 'বিভু' শব্দের অর্থ সর্ব্বমূর্ত্তদ্রব্যসংযোগী বা সর্ব্বদেশবৃত্তি। আবার উপাসকগণ আত্মাকে সত্য অর্থাৎ নিত্য এবং জ্ঞানরূপ বা চেতন বলিয়া মানেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে আত্মা 'বিভু' বা 'অনন্ত' নহেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন আত্মা অণুপরিমাণ, কেহ বলেন, মধ্যমপরিমাণ। এইহেতু পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মলক্ষণটি নির্দ্দোষ। ২৮

৪। আত্মা সত্যস্বরূপ।

আত্মার সত্যরূপতাপ্রতিপাদনের জন্য সত্যত্বের লক্ষণ বলিতেছেন :—

সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ।
বাধঃ কিংসাক্ষিকো ব্রূহি ন ত্বসাক্ষিক ইষ্যতে॥ ২৯

অন্বয়—বাধরাহিত্যম্ সত্যত্বম্; জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ বাধঃ কিংসাক্ষিকঃ ব্রূহি; অসাক্ষিকঃ তু ন ইষ্যতে।

অনুবাদ—বাধশূন্যতাকেই সত্যতা বলে *; সমস্ত জগতের বাধ ঘটিলে, যিনি একমাত্র সাক্ষিরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহার যদি বাধ বা বিনাশ ঘটে, তবে সেই বাধের সাক্ষী কে হইবে, বল; কেননা, সাক্ষিরহিত বাধ বা বিনাশ কেহ কোথাও দেখে নাই। সাক্ষী না মানিলে সেই মর্য্যাদার অর্থাৎ নিয়মের উল্লঙ্ঘন করা হইবে।

টীকা—পূর্ব্বাচার্য্যগণ অবধারণ করিয়াছেন, যাহা বাধের অযোগ্য (যাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না) তাহাই সত্য; যাহা বাধের যোগ্য তাহা অসত্য বা মিথ্যা—এইহেতু সত্যতা বলিতে বাধরাহিত্য মানিতে হইবে। ভাল, তাহাই সত্যতার লক্ষণ হইল, মানা গেল; তাহাতে আলোচ্য আত্মস্বরূপে কি ফল দাঁড়াইল? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—"জগদ্বাধৈকসাক্ষিণঃ বাধঃ"—স্থূলসূক্ষ্মশরীরাদিরূপ যে জগৎ তাহার যে বাধ—সুষুপ্তি, মূর্চ্ছা ও সমাধিতে যে অবিদ্যমানতা, তাহার সাক্ষিরূপে বিদ্যমান আত্মার বাধ, "কিংসাক্ষিকঃ" (স্যাৎ)—কে সাক্ষী যাহার অর্থাৎ যে বাধের, তাহা "কিংসাক্ষিকঃ"—কে তাহার সাক্ষিরূপে রহিবে? (উত্তর) তাহার কোনও সাক্ষী থাকিবে না। ভাল, সাক্ষী পাইবার জন্য এত নির্ব্বন্ধ কেন? আত্মার বাধ সাক্ষিরহিত হইলই বা, তাহাতে কি আসিয়া গেল? (উত্তর) "অসাক্ষিকঃ বাধঃ ন ইষ্যতে" সাক্ষিরহিত বাধ (নাশ) মানিতে পারা যায় না, কেননা, তাহা মানিলে 'অতিপ্রসঙ্গ' হয়—'সাক্ষিরহিত নাশ নাই' এই নির্দ্দিষ্ট নিয়ম অস্বীকার করিতে হয়। ২৯

এই কথাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন:—

(খ) সাক্ষির বাধরাহিত্য।

অপনীতেষু মূর্ত্তেষু হ্যমূর্ত্তং শিষ্যতে বিয়ৎ।
শক্যেষু বাধিতেষ্বন্তে শিষ্যতে যত্তদেব তৎ॥ ৩০

অন্বয়—মূর্ত্তেষু অপনীতেষু অমূর্ত্তম্ বিয়ৎ হি শিষ্যতে। শক্যেষু বাধিতেষু অন্তে যৎ শিষ্যতে তৎ এব তৎ।

অনুবাদ—মূর্ত্তিমান পদার্থসকল (গৃহ হইতে) বাহির করিয়া ফেলিলে, যেমন মূর্ত্তিহীন আকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ বাধযোগ্য সকল পদার্থেরই বাধ হইলে অন্তে বাধের সাক্ষী যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই হইল সেই (আত্মা বা ব্রহ্ম)।

---

* 'বাধ' শব্দের অর্থ অপরোক্ষমিথ্যাত্বনিশ্চয়; অথবা প্রতীতার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যার্থ কল্পনা। প্রথমোক্ত বাধ তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা (১) শাস্ত্রীয় বাধ যেমন ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্চের বাধ বা অভাবনিশ্চয়, "অথাত আদেশো নেতি নেতি"—ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা। ২) যৌক্তিক বাধ - যেমন মৃত্তিকাব্যতিরিক্ত ঘট বলিয়া বস্তু নাই, সেইরূপ সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্চ নাই, এইরূপ নিশ্চয়। (৩ প্রত্যক্ষবাধ "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য হইতে যে আত্মসাক্ষাৎকার হয়, তদ্দ্বারা অজ্ঞান ও তৎকার্য্য নাই, এইরূপ নিশ্চয়।

টীকা—"মূর্ত্তেষু অপনীতেষু"—গৃহাদিগত আকারবান্ ঘটাদি পদার্থমাত্রই গৃহাদি হইতে নিঃসারিত হইলে, "হি"--যথা, "অমূর্ত্তম্ বিয়ৎ শিষ্যতে"--নিঃসারণের অযোগ্য (অসাধ্য) মূর্ত্তিহীন আকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ, "শক্যেষু বাধিতেষু"—আত্মভিন্ন মূর্ত্তিমান্ দেহ এবং মূর্ত্তিরহিত ইন্দ্রিয়াদি, যাহারা বাধ করিবার যোগ্য পদার্থ, তাহারা, "নেতি নেতি" —ইহা নহে ইহা নহে (বৃহদা উ ২।৩।৬, ৩।৯।২৬, ৪।২।৪ ; ৪।৪।২২, ৪।৫।১৫)—এই শ্রুতিবচনবলে নিরাকৃত হইলে "অন্তে যৎ শিষ্যতে"—পরিশেষে সকল অনাত্মপদার্থের নিরাকরণের সাক্ষী বলিয়া যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, "তৎ এব তৎ"—তাহাই বাধরহিত আত্মা ! উক্ত (বৃহদা উ ৪।৪।২২) শ্রুতিবচনটি এই—[স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে, অশীর্য্যো ন হি শীর্য্যতে, অসঙ্গো ন হি সজ্যতে ইত্যাদি]—ইহা নহে, ইহা নহে বলিয়া সর্ব্বনিষেধের অবধিরূপে অভিহিত সেই এই আত্মা স্বভাবতঃই গ্রহণের অযোগ্য, এই জন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হন না ; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এইজন্য শীর্ণ হন না ; অসঙ্গ এইজন্য কিছুতেই আসক্ত হন না, ইত্যাদি। অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্য প্রথম 'নেতি', স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চরূপ অজ্ঞানকার্য্যনিবৃত্তির জন্য দ্বিতীয় 'নেতি'। ৩০

ভাল, যে সকল বস্তু প্রতীত হইতে থাকে, সেই সকল বস্তুরই নিষেধ হইলে, কিছুই ত' অবশিষ্ট থাকে না ; অতএব কি হেতু বলা হইতেছে—যাহা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই তাহা ? এই শঙ্কার উত্তরে অবশিষ্ট বস্তুর আত্মরূপতা সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতেছেন :—

সর্ব্ববাধে ন কিঞ্চিচ্চেদ্ যন্ন কিঞ্চিৎ তদেব তৎ।
ভাষা এবাত্র ভিদ্যন্তে, নির্বাধং তাবদস্তি হি॥ ৩১

অন্বয়—সর্ব্ববাধে 'ন কিঞ্চিৎ' চেৎ, 'ন কিঞ্চিৎ' যৎ, তৎ এব তৎ ; অত্র ভাষাঃ এব ভিদ্যন্তে, নির্বাধম্ তাবৎ অস্তি হি।

অনুবাদ—সকল পদার্থের নিষেধ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা কিছুই না, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে, যাহাকে 'কিছুই না' বলিয়া বর্ণনা করিতেছ, তাহাই তাহা (আত্মা বা ব্রহ্ম), এই স্থলে আত্মরূপ বস্তুর নির্দ্দেশ করিতে গিয়া, ভাষাই ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অবাধিত আত্মচৈতন্যের অস্তিত্ব ত' সিদ্ধ হইতেছে ; যেমন, বাঙ্গালা দেশে যে বস্তুকে জল বলে, তৈলঙ্গদেশে তাহাকে 'নীলু' (নীর) বলে ; সেস্থলে কেবল শব্দ মাত্রেরই ভেদ ; বারিরূপ অর্থের ভেদ নাই। সাক্ষিরূপ অর্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে।

টীকা--'কিছুই অবশিষ্ট থাকে না'—এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া যখন তুমি শূন্য প্রতিপাদন করিতে চাহিতেছ, তখন এই শব্দগুলির উচ্চারণ সিদ্ধির জন্য, সকল বস্তুর অভাববিষয়ক জ্ঞান, তোমাকে অবশ্যই মানিতে হইবে। এইহেতু সর্ব্ববস্তুর অভাববিষয়ক জ্ঞানই

আমার অভিমত আত্মার স্বরূপ; এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"যাহাকে 'কিছু নয়' বলিয়া বর্ণনা করিতেছ" ইত্যাদিদ্বারা। 'কিছু নয়' এই শব্দগুলিদ্বারা যে চৈতন্য বুঝা যাইতেছে, তাহাই সেই ব্রহ্ম, ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা), ভাল, 'কিছু নয়' এই শব্দগুলিদ্বারা 'চৈতন্য' বুঝা যাইতেছে কি প্রকারে? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেই অভাবের কোনও সাক্ষী আছে, এইরূপ অবশ্যই মানিতে হইবে। তাহা হইলে বিবাদ কেবল সেই সাক্ষিবোধক শব্দ লইয়া, সেই সাক্ষী আত্মরূপ বিষয় লইয়া নহে। এইরূপ উক্ত আশঙ্কার পরিহারের জন্য বলিতেছেন—"এস্থলে ভাষাই ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে" ইত্যাদি। এস্থলে সমস্ত অভাবের সাক্ষিরূপ অন্তরাত্মবিষয়ে "কিছুই নয়" ও "সাক্ষী" ইত্যাদি শব্দবশেই ভাষায় ভেদ ঘটিতেছে, কিন্তু বাধরহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপ বস্তু থাকিয়াই যাইতেছে; ইহাই অর্থ। ৩১

এই কথাই শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা দৃঢ় করিতেছেন:—

অতএব শ্রুতির্ব্বাধ্যং বাধিত্বা শেষয়ত্যদঃ।
স এষ নেতি নেত্যাত্মেত্যতদ্ব্যাবৃত্তিরূপতঃ ॥ ৩২

অন্বয়—অতএব "সঃ এষঃ আত্মা ন ইতি, ন ইতি" ইতি শ্রুতিঃ অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপতঃ বাধ্যম্ বাধিত্বা অদঃ শেষয়তি।

অনুবাদ—এইহেতু, সেই এই (সর্ব্বনিষেধের অবধিভূত) আত্মা, 'ইহা নহে', 'ইহা নহে' এইরূপে শ্রুতি 'অতৎ'-এর অর্থাৎ অনাত্মরূপ জগতের, নিষেধরূপ ব্যাবৃত্তিদ্বারা বাধযোগ্য সকল বস্তুর বাধ করিয়া, অবশিষ্টরূপে এই আত্মস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন।

টীকা—যেহেতু সাক্ষিচৈতন্য বাধের অযোগ্য অর্থাৎ কোনক্রমেই নিষিদ্ধ হইবার নহে, সেইহেতু, এই আত্মা 'ইহা নহে' 'ইহা নহে'—এই শ্রুতিবচন 'অতদ্ব্যাবৃত্তি'দ্বারা, 'অতৎ'-এর অর্থাৎ অনাত্ম সকল পদার্থের নিষেধ করিয়া, "বাধ্যম্ বাধিত্বা"—বাধযোগ্য সকল পদার্থের বাধ অর্থাৎ নিষেধ করিয়া, "অদঃ"—নিষেধকরণের অযোগ্য প্রত্যক্স্বরূপ সাক্ষি-চৈতন্যকে, "শেষয়তি"—অবশিষ্টরূপে—বাধের অযোগ্যরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন। ৩২

আচ্ছা, "নেতি নেতি" এই শ্রুতিবচন, বাধযোগ্য সকল বস্তুর বাধ বা নিষেধ করিয়া, বাধের অযোগ্য বলিয়া অবশিষ্ট যে আত্মবস্তুকে প্রতিপাদন করিতেছে, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি,—কোন্ বস্তু বাধের যোগ্য, আর কোন্ বস্তু বাধের অযোগ্য?—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছায় তদুভয়ের বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন:—

(গ) বাধের যোগ্য ও বাধের অযোগ্য।

ইদংরূপন্তু যদ্ যাবৎ তৎ ত্যক্তুং শক্যতেঽখিলম্।
অশক্যো হ্যনিদংরূপঃ স আত্মা বাধবর্জ্জিতঃ ॥ ৩৩

অন্বয়—ইদংরূপম্ যৎ যাবৎ তৎ তু অখিলম্ ত্যক্তুম্ শক্যতে; অনিদংরূপঃ হি অশক্যঃ। সঃ আত্মা বাধবর্জ্জিতঃ।

অনুবাদ—'এই'—এই শব্দদ্বারা যে পরিমাণ, যে যে, বা যত বস্তুর নির্দ্দেশ করা যায়, তৎসমুদায়কে অর্থাৎ দৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডকেই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যে বস্তুকে 'এই' বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায় না, (কিন্তু 'আমি' বা সাক্ষী বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়) সেই জ্ঞানের অবিষয় আত্মবস্তু অপরিত্যাজ্য অর্থাৎ বাধের অযোগ্য।

টীকা—"ইদংরূপম্"—'ইদম্' বা 'এই'—এইরূপে অর্থাৎ দৃশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অনুভূত হয় রূপ বা স্বরূপ যাহার—যে দেহাদির, তাহা 'ইদংরূপ'। মূলে যে 'তু' শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ 'নিশ্চয়'। "যৎ যাবৎ"—'যে কিছু' ও 'যে পর্য্যন্ত' এই দুই দুই পদদ্বারা সমস্ত দৃশ্যপদার্থকে বুদ্ধিতে একত্র করাই উদ্দেশ্য। তাহা হইলে যাহা কিছু দৃশ্য, তৎসমুদায়কেই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, এই অর্থই সিদ্ধ হয়। আর "অনিদম্" শব্দে 'যাহা এই নহে' অর্থাৎ সর্ব্বান্তর বলিয়া যাহাকে 'এই' বলিয়া জানা যায় না অর্থাৎ যাহা সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া ত্যাগের অযোগ্য—এই অর্থ পাওয়া যায়। মূলে 'হি' এই নিপাত অব্যয়-শব্দ প্রসিদ্ধির সূচনা করিতেছে, অর্থাৎ 'ত্যক্তা' আত্মার স্বরূপ যে ত্যাগের অযোগ্য, ইহা সর্ব্বজনবিদিত, ইহাই সূচনা করিতেছে। এক্ষণে যে ফলিতার্থ দাঁড়াইল, তাহাই বলিতেছেন—"সঃ আত্মা বাধবর্জ্জিতঃ"—সেই যে বাধরহিত সাক্ষী বস্তু, তাহাই হইতেছেন আত্মা; অহঙ্কারাদি দৃশ্য অর্থাৎ অনুভাব্য বস্তু আত্মা নহে—ইহাই অর্থ। ৩৩

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা যে বাধযোগ্য নহে, ইহা মানিলাম; কিন্তু আলোচ্য আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণের সিদ্ধিবিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(ঘ) আত্মার জ্ঞান-রূপতার পুনরুল্লেখ করিয়া আত্মায়—ব্রহ্মলক্ষণ 'সত্যতা'র সিদ্ধি।

সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বন্তু পুরেরিতম্।
স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্ ॥ ৩৪

অন্বয়—ব্রহ্মণি সত্যত্বম্ সিদ্ধম্; "স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ" ইত্যাদি (ত্রয়োদশশ্লোকোক্ত-) বচনৈঃ জ্ঞানত্বম্ তু পুরা স্ফুটম্ ঈরিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মের লক্ষণ করিতে শ্রুতি যে 'সত্যতা'র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আত্মায় সিদ্ধ হইয়াছে; আর ত্রয়োদশ শ্লোকে "আত্মা নিজেই অনুভব-স্বরূপ বলিয়া" ইত্যাদি বচনে পূর্ব্বেই আত্মার জ্ঞানরূপতা স্পষ্ট করিয়া প্রতি-পাদিত হইয়াছে।

টীকা—"ব্রহ্মণি সত্যত্বম্"—'সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্'—ব্রহ্মের এই লক্ষণে উল্লিখিত যে সত্যত্ব, "সিদ্ধম্"—তাহা আত্মায় সিদ্ধ হইয়াছে। ভাল, আত্মায় ব্রহ্মের সত্যরূপতা যেন সিদ্ধ হইল, জ্ঞানরূপতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? তদুত্তরে বলিতেছেন, যে 'জ্ঞানরূপতা' পূর্ব্বে (১১ হইতে ২২ সংখ্যক শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইয়াছে—ইহাই, "জ্ঞানত্বম্ তু পুরেরিতম্" —ইত্যাদি বচনদ্বারা বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে পূর্ব্বেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শ্লোকে আত্মার চিদ্রূপতা স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ৩৪

৫। আত্মা অনন্তস্বরূপ।

(শঙ্কা) ভাল, সত্যরূপতা ও জ্ঞানরূপতা আত্মবিষয়ে সিদ্ধ হইলেও আত্মার অনন্তরূপতা ত' সিদ্ধ হইতেছে না; কেননা, ব্রহ্মেও সেই অনন্তরূপতা অসিদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া (সমাধান)—অগ্রে ব্রহ্মে সেই অনন্তরূপতা সিদ্ধ করিতেছেন :—

(ক) প্রথমে শ্রুতিপ্রমাণ-দ্বারা ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততার সিদ্ধি।

ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোঽন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ।
ন বস্তুতোঽপি সার্ব্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা ॥ ৩৫

অন্বয়—ব্যাপিত্বাৎ দেশতঃ অন্তঃ ন (ভবতি), নিত্যত্বাৎ কালতঃ অপি (অন্তঃ) ন (ভবতি); সার্ব্বাত্ম্যাৎ বস্তুতঃ অপি (অন্তঃ) ন (ভবতি)। ব্রহ্মণি আনন্ত্যম্ ত্রিধা।

অনুবাদ—ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্মের দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; নিত্য বলিয়া ব্রহ্মের কালদ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; আর সর্ব্ববস্তুরূপ বলিয়া ব্রহ্মের বস্তুদ্বারাও পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। ব্রহ্মের অনন্ততা এই তিন প্রকার।

টীকা—[নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মম্—মুণ্ডক উ, ১।১।৬]—'যে বিদ্যাবলে বিবেকি-পুরুষগণ, সেই নাশরহিত, বিবিধ-প্রাণিরূপে বিদ্যমান, ব্যাপক, (স্থূলত্বের কারণ যে) শব্দাদি-গুণ, তদ্রহিত বলিয়া অতি সূক্ষ্ম ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে জানিতে পারেন, তাহা পরাবিদ্যা'; 'আকাশবৎ' (গৌড়পাদীয় মাণ্ডুক্যকারিকা ৩।৩)—আত্মা, আকাশের ন্যায় সূক্ষ্ম, নিরবয়ব ও সর্ব্বগত বলিয়া 'আকাশবৎ' (ভাষ্য); 'সর্ব্বগতশ্চ' (গীতা ২।২৪) বিভু বলিয়া অবিকারী; 'নিত্যঃ' (গীতা ২।২৪)—পূর্ব্বাপরকোটিরহিত, এইহেতু অনুৎপাদ্য (মধুসূদন); [নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্—শ্বেতাশ্ব উ, ৬।১৩]—লোকপ্রসিদ্ধ অবিনাশী আকাশাদির মধ্যে অবিনাশী, সোপাধিক জ্ঞানবান্ জীবসমূহমধ্যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ (শঙ্করানন্দ); [সর্ব্বং হ্যেতদ্ব্রহ্ম—মাণ্ডুক্য উ, ২]—এই প্রপঞ্চসমূহ সমস্তই ওঁকারলক্ষণ ব্রহ্ম, [ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্—নৃসিংহ তা উ ৭, মুণ্ডক উ ২।২।১১, বৃহদা উ ৪।৫।৭, ৫।৩।১] এই দৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম,—এই সকল শ্রুতিবচনে ব্রহ্মের ব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব, সর্ব্বাত্মত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মের তিন প্রকার অনন্ততা (দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদরাহিত্য) মানিতেই হইবে। তাৎপর্য্য এই—অভাব চারি প্রকারের যথা, (১) প্রাগভাব, (২) প্রধ্বংসাভাব, (৩) অত্যন্তাভাব, (৪) অন্যোন্যাভাব। তন্মধ্যে যাহা দেশদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কোনও দেশে আছে, কোনও দেশে নাই, তাহা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, যেমন ঘট। যে বস্তু কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কোনও কালে থাকে, কোনও কালে থাকে না, তাহা প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের প্রতিযোগী, যেমন বিদ্যুৎ। যে বস্তু অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন, তাহা বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন; তাহা অন্যোন্যাভাবের প্রতিযোগী। সেই ভেদ তিন প্রকারের, যথা স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত; অথবা পাঁচ প্রকারের, যথা (১) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (২) জীবে

জীবে ভেদ (৩) ঈশ্বর ও জড়ের ভেদ, (৪) জীব ও জড়ের ভেদ, (৫) জড়ে ও জড়ে ভেদ, যেমন আকাশাদি অন্যান্য পদার্থ হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম সমস্ত (কল্পিত) বস্তুর অধিষ্ঠান বা বিবর্ত্তোপাদান বলিয়া ব্রহ্ম সকল বস্তুরই স্বরূপ। যেহেতু কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠানসত্তা হইতে ভিন্ন সত্তা হইতে পারে না, সেইহেতু ব্রহ্মের বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা ভিন্নতা হইতে পারে না। ব্রহ্মের প্রথমোক্ত তিন প্রকার পরিচ্ছেদরাহিত্য বিষয়ে তিনটি অনুমান এইরূপ হইবে:—

(১) ব্রহ্ম (পক্ষ) দেশকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য),—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু ব্রহ্ম ব্যাপক—(হেতু)। যে বস্তু দেশকৃত পরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা ব্যাপকও নহে, যেমন ঘটাদি—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। (২) ব্রহ্ম (পক্ষ) কালকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য) —(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য (প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাভাবের অপ্রতিযোগী)—(হেতু)। যে বস্তু কালকৃত পরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা নিত্যও নহে, যেমন বিদ্যুৎ—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। (৩) ব্রহ্ম (পক্ষ) বস্তুকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু ব্রহ্ম সর্ব্বাত্মা (সকলবস্তুস্বরূপ)—(হেতু)। যে বস্তু বস্তুকৃতপরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা সর্ব্বাত্মাও নহে যেমন আকাশাদি—(ব্যতিরেকী উদাহরণ। ৩৫

ব্রহ্মের অনন্ততা কেবল শ্রুতিদ্বারাই সিদ্ধ হয় না, যুক্তিদ্বারাও হয়; এই কথাই বলিতেছেন:—

(খ) আত্ম-স্বরূপ ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততা যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ।

দেশকালান্যবস্তূনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া।
ন দেশাদিকৃতোঽন্তোঽস্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটং ততঃ॥৩৬

অন্বয়—চ (তথা) দেশকালান্যবস্তূনাম্ মায়য়া কল্পিতত্বাৎ দেশাদিকৃতঃ অন্তঃ ন অস্তি, ততঃ ব্রহ্মানন্ত্যম্ স্ফুটম্।

অনুবাদ—দেশ, কাল এবং অন্য অনাত্মবস্তু সকল মায়ার দ্বারা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের দেশাদিকৃত অন্ত নাই। সেইহেতু ব্রহ্মের অনন্ততা স্পষ্ট।

টীকা—দেশ, (অতীতাদি-) কাল এবং (ব্রহ্মভিন্ন) অপর বস্তু, যদ্দ্বারা ব্রহ্ম অন্তবান্ বা পরিচ্ছিন্ন হইবেন, তৎসমস্তই মায়ারূপ অজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া তদ্দ্বারা ব্রহ্মের পারমার্থিক বা বাস্তব পরিচ্ছেদ সম্ভব হইতে পারে না যেমন আকাশে দৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরাদির দ্বারা আকাশের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, তদ্রূপ। শৈত্যোত্তাপাদি কারণবশতঃ বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ অসমানঘনতা প্রাপ্ত হইলে, সেই সকল স্তরের মধ্য দিয়া আসিবার কালে দূরবর্ত্তী নগরাদির প্রকাশক আলোক-রশ্মি নয়নে পৌছিবার পূর্ব্বে ক্রমে ক্রমে বক্রীভাব প্রাপ্ত হয়; তখন আকাশে যে মরীচিকাবিরচিত নগরাদির অধরোত্তর প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাকেই 'গন্ধর্ব্বনগর' বলা হয়। বস্তুতঃ ইহা মরীচিকাবিশেষ বা দৃষ্টিভ্রম; আলোকবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহা Mirage নামে পরিচিত; (তথায় সবিস্তর দ্রষ্টব্য)। গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় আকাশের নীলতা, কটাহাকারতা ইত্যাদিও দৃষ্টিভ্রম। যেহেতু ব্রহ্মের বাস্তব পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, সেইহেতু

ব্রহ্মের ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরাহিত্যরূপ অনন্ততা শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা স্পষ্টতঃ সিদ্ধ হইল। [তৎ এতৎ সত্যম্ আত্মা ব্রহ্ম এব, অত্র হি এবম্ ন বিচিকিৎস্যম্ ইতি ওঁ সত্যম্—নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উ, ৫]—অতএব ইহা সত্য যে আত্মা ব্রহ্মই এবং ব্রহ্ম আত্মাই। এই একতা বিষয়ে কোনও সংশয় করিতে নাই; হাঁ, উক্ত একতা নিঃসন্দেহ সত্য। [আত্মা এব নৃসিংহদেবঃ ভবতি—নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উ, ৫]—অকারে অনুষ্টুপ্ (বাক্‌শক্তি) অন্তর্ভাবিত করিলে সেই জ্ঞানকালে প্রত্যক্‌স্বরূপ চিদাত্মা সর্ব্বসম্বন্ধরহিত নৃসিংহদেব বা স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম হইয়া যান। ('নুঃ'—নৃ শব্দ ষষ্ঠীর একবচন—মনুষ্যের, 'সিং'—জন্মাদিরূপ সংসার-বন্ধনকে, 'হঃ'—যিনি হনন বা স্বকীয় জ্ঞানরূপতাদ্বারা বিনষ্ট করেন, তিনি নৃসিংহঃ) [অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ২।৫।১৯]—'সর্ব্বানুভূঃ' অর্থাৎ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা যে প্রত্যগাত্মা তাহা ব্রহ্মই—এই সকল শ্রুতিবচনদ্বারা আত্মার ব্রহ্ম হইতে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া আত্মারও অনন্ততা সিদ্ধ; ইহাই গ্রন্থকর্ত্তার অভিপ্রায়। তাৎপর্য্য এই—আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণের যোজনাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মের যে অনন্ততা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই অনন্ততা মহাকাশ হইতে অভিন্ন ঘটাকাশের ন্যায়, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া আত্মারও সিদ্ধি হইল। এইরূপে পূর্ব্বপ্রসঙ্গদ্বারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় নির্ণীত হইল। ৩৬

জীব-ব্রহ্মের অভেদতা

১। উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব।

(শঙ্কা) ভাল, মানা গেল, জড়রূপ জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া তাহা ব্রহ্মে পরিচ্ছেদ ঘটাইতে পারে না, কিন্তু জীব ও ঈশ্বর চেতন, তদুভয়কে সেই ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া ধরা যায় না; আর চেতন বলিয়া তদুভয় ব্রহ্মের সজাতীয় এবং তদুভয়দ্বারা ব্রহ্মে সজাতীয়ভেদ বা পরিচ্ছেদ সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মের অনন্ততা অসঙ্গত। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান)—ঈশ্বর ও জীব যথাক্রমে মায়া ও মায়িক পঞ্চকোশরূপ উপাধিদ্বারা রচিত বলিয়া তদুভয়ের পারমার্থিক সত্তা নাই। সেইহেতু তদুভয় ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেরও কারণ হইতে পারে না; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(ক) ব্রহ্মের অনন্ততা-বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান; ব্রহ্মে জীবভাব ও ঈশ্বর-ভাব কল্পিত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্‌ব্রহ্ম তদ্বস্তু তস্য তৎ।
ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্॥ ৩৭

অন্বয়—যৎ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম তৎ বস্তু; তস্য তৎ ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বম্ চ উপাধিদ্বয়কল্পিতম্।

অনুবাদ—সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই বস্তু অর্থাৎ পারমার্থিক; ব্রহ্মের যে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরভাব ও জীবভাব তাহা দুইটিই উপাধিদ্বারা কল্পিতমাত্র।

টীকা—"যৎ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ তৎ বস্তু"—যে সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ ব্রহ্ম, তাহাই বস্তু অর্থাৎ তাহাই পারমার্থিক; "তস্য ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বম্ চ"—সেই ব্রহ্মের যে লোকপ্রসিদ্ধ ঈশ্বরভাব ও জীবভাব, "তৎ উপাধিদ্বয়কল্পিতম্"—তাহা অগ্রে (৩৮ হইতে ৪১ শ্লোকে)

যে উপাধিদ্বয় বর্ণিত আছে অর্থাৎ মায়া ও পঞ্চকোশ, তদুভয়দ্বারা কল্পিত; এইহেতু অর্থাৎ কল্পিত বলিয়া, জড়কে লইয়া যেমন ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ কল্পিত হইতে পারে না, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বরকে লইয়া—ব্রহ্ম হইতে অন্যবস্তুরূপে ধরিয়া, ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না—ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৭

ভাল, যে উপাধি দুইটি লইয়া ব্রহ্মে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব কল্পিত হইয়াছে, সেই উপাধি দুইটি কি কি? এইরূপ জিজ্ঞাস্য হইতে পারে বলিয়া, সেই দুইটি যথাক্রমে দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্ত্তা অগ্রে ঈশ্বরের উপাধিরূপ শক্তি যে মায়া, তাহার নিরূপণ করিতেছেন :—

শক্তিরস্ত্যৈশ্বরী কাচিৎ সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা।

(খ) শক্তির নিরূপণ।

আনন্দময়মারভ্য গূঢ়া সর্ব্বেষু বস্তুষু॥ ৩৮

অন্বয়—সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা কাচিৎ ঐশ্বরী শক্তিঃ অস্তি, আনন্দময়ম্ আরভ্য সা সর্ব্বেষু বস্তুষু গূঢ়া।

অনুবাদ—ঈশ্বরের উপাধিরূপ সকল বস্তুরই নিয়ামিকা কোন শক্তি আছে; তাহা আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বস্তুতেই নিগূঢ় আছে।

টীকা—"কাচিৎ ঐশ্বরী শক্তিঃ"—ঈশ্বরের 'উপাধি' বলিয়া ঈশ্বরসম্বন্ধিনী এরূপ এক শক্তি আছে, যাহাকে সৎ, অসৎ বা সদসৎ বলিয়া এবং অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন, অভিন্ন, অথবা ভিন্নাভিন্ন এই উভয়স্বরূপ বলিয়া, অথবা সাবয়ব, নিরবয়ব অথবা নিরবয়ব-সাবয়ব এই অসম্ভব রূপেও, নির্ণয় করা যায় না বলিয়া অনির্ব্বচনীয়, "সর্ব্ববস্তুনিয়ামিকা"—বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের 'অন্তর্য্যামিব্রাহ্মণ'নামক সপ্তম প্রকরণে বর্ণিত, পৃথিবী প্রভৃতি নিয়ম্যবস্তুর নিয়মনকর্ত্রী, "শক্তিঃ অস্তি"—এইরূপ এক শক্তি আছে। (শঙ্কা) ভাল, সেই শক্তি কোথায় থাকে এবং কেনই বা প্রতীত হয় না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—(সমাধান) "আনন্দময়ম্ আরভ্য সর্ব্বেষু বস্তুষু গূঢ়া"—সেই শক্তি আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুতেই গুপ্তভাবে রহিয়াছেন; এইহেতু প্রতীত হন না, ইহাই অর্থ। ৩৮

(শঙ্কা) ভাল, যে শক্তি অব্যভিচারিভাবে প্রতীতির অগোচর থাকেন, সেই শক্তি আদৌ নাই, এইরূপ বলা কেন চলিবে না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) এইরূপ শক্তির অস্তিত্ব না মানিলে, জগতের নিয়মনের বা শৃঙ্খলারক্ষার অন্য কোনও প্রকারে কারণনির্দ্দেশ করা যায় না; সেইহেতু সেই শক্তিকে অবশ্যই মানিতে হয়।

বস্তুধর্ম্মা নিয়ম্যেরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা।

অন্যোন্যধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাদ্ বিপ্লবেত জগৎ খলু॥ ৩৯

অন্বয়—বস্তুধর্ম্মাঃ যদা শক্ত্যা এব ন নিয়ম্যেরন্, তদা অন্যোন্যধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাৎ জগৎ বিপ্লবেত খলু।

অনুবাদ—বস্তুর ধর্ম্মসমূহ যদি শক্তিদ্বারা না নিয়মিত হয়, তাহা হইলে

একের ধর্ম্ম অপরের ধর্ম্মের সহিত একাধারে মিশ্রিত হইবে এবং জগতের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, একথা ত' সকলেই বুঝে।

টীকা—"বস্তুধর্ম্মাঃ যদা শক্ত্যা এব ন নিয়ম্যেরন্"—পৃথিব্যাদি বস্তুর কাঠিন্য, দ্রবত্ব প্রভৃতি ধর্ম্মসমূহ যদি শক্তিদ্বারা ব্যবস্থাপিত বা নির্দ্ধারিত না হয়, "তদা অন্যোন্যধর্ম্মসাঙ্কর্য্যাৎ"—তাহা হইলে ধর্ম্মসমূহ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া এক আধারে অবস্থান করিতে থাকিলে, "জগৎ বিপ্লবেত খলু"—জগৎ অনির্দ্দিষ্ট ব্যবহারের বিষয় হইয়া যাইত; বস্তুধর্ম্মের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইত না; "Uniformity of nature" ভঙ্গ হইয়া যাইত, ইহা সকলেই জানে বা বুঝিতে পারে। এস্থলে 'খলু' শব্দ প্রসিদ্ধিদ্যোতক। ৩৯

(শঙ্কা) ভাল, সেই শক্তি ত' জড়; তাহা কি প্রকারে জগতের নিয়ামক হইতে পারে? তাহাতে ত' জগতের নিয়মকর্ত্তৃত্ব সম্ভবে না। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) ব্রহ্ম মায়া-রূপ উপাধিদ্বারা ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত।

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেব বিভাতি সা।
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ্ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥ ৪০

অন্বয়—সা শক্তিঃ চিচ্ছায়াবেশতঃ চেতনা ইব বিভাতি; তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্ম এব ঈশ্বরতাম্ ব্রজেৎ।

অনুবাদ—সেই শক্তি অদ্বিতীয় নিত্যচৈতন্য ব্রহ্মের আভাসের (চিদাভাসের) আবেশবশতঃ, চেতনের ন্যায় প্রতীত হন; সেইহেতু সেই শক্তিতে জগতের নিয়মকর্ত্তৃত্ব অসম্ভব নহে। সেই শক্তিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের ঈশ্বরতা-প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে।

টীকা—"সা শক্তিঃ চিচ্ছায়াবেশতঃ"—সেই শক্তিতে চিদাভাসের প্রবেশবশতঃ, "চেতনা ইব বিভাতি"—চেতনত্বপ্রাপ্তের ন্যায় প্রতীত হয়। এইহেতু সেই শক্তির নিয়মকর্ত্তৃত্ব সম্ভব হয়। (শঙ্কা) ভাল, বুঝিলাম যে,—শক্তির নিয়ামকতা এইরূপে ঘটে; ইহার দ্বারা 'ব্রহ্মের ঈশ্বরভাবপ্রাপ্তি'-রূপ প্রসঙ্গে কি পাওয়া গেল? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন "তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ—'তচ্ছক্তিঃ'—'সা'—সেই চিদাভাসযুক্তা যে 'শক্তিঃ'—তচ্ছক্তিঃ, কর্ম্মধারয় সমাস; তাহাই উপাধি, তাহার সহিত যে 'সংযোগ' অর্থাৎ কল্পিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধবশতঃই সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন, অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের সম্বন্ধিতা প্রাপ্ত হন। ৪০

জীবভাবের উপাধিরূপ পঞ্চকোশের বিবরণ পূর্ব্বেই ২ হইতে ১০ পর্য্যন্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই পঞ্চকোশরূপ নিমিত্তবশতঃ ব্রহ্মের যে জীবভাব, তাহাই এখন বর্ণনা করিতেছেন:—

(ঘ) পঞ্চকোশরূপ উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব।
(ঙ) একই ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন।

কোশোপাধিবিবক্ষায়াং যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্।
পিতা পিতামহশ্চৈকঃ পুত্রপৌত্রৌ যথা প্রতি ॥ ৪১

অন্বয়—কোশোপাধিবিবক্ষায়াম্ ব্রহ্ম এব জীবতাম্ যাতি, যথা একঃ পুত্রপৌত্রৌ প্রতি পিতা পিতামহঃ চ।

অনুবাদ—পঞ্চকোশরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলেই ব্রহ্ম জীবভাব প্রাপ্ত হন, যেমন একই পুরুষ, পুত্রে দৃষ্টি রাখিলে পিতা এবং পৌত্রে দৃষ্টি রাখিলে পিতামহ হন।

টীকা—"কোশোপাধিবিবক্ষায়াম্"—(পঞ্চ) কোশই উপাধি কোশোপাধি, তাহার যে বিবক্ষা পর্য্যালোচনা, তাহা করিলেই অর্থাৎ তাহাতে দৃষ্টি রাখিলেই; (এস্থলে 'উপাধি'—ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক হইলেও জীবস্বরূপে প্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তক বলিয়া, 'বিশেষণ'-অর্থে বুঝিতে হইবে।) "ব্রহ্ম এব জীবতাম্ যাতি"—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-লক্ষণ ব্রহ্ম 'জীবভাব' অর্থাৎ 'জীব' শব্দদ্বারা কথনের এবং 'জীব' এই প্রতীতিরূপ ব্যবহারের, বিষয়তা প্রাপ্ত হন। (শঙ্কা) ভাল, একই বস্তুর—একই কালে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ ঘটা কোথাও দেখা যায় নাই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান) "যথা একঃ পুত্রপৌত্রৌ প্রতি পিতা পিতামহঃ চ"—যেমন একই 'চৈত্রনামক' পুরুষ একই কালে 'যজ্ঞদত্ত' নামক পুত্রের পিতা এবং 'বিষ্ণুদত্ত' নামক পৌত্রের পিতামহ, হইতে পারেন, সেইরূপ ব্রহ্ম পঞ্চকোশরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলে জীব বলিয়া প্রতীত হন এবং শক্তিরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন; ইহাই অর্থ। ৪১

২। ব্রহ্মে বাস্তব জীবত্ব ও বাস্তব ঈশ্বরত্ব নাই।

(ক) ব্রহ্মে উপাধি বিনা ঈশ্বরভাব বা জীবভাব কিছুই নাই।

পুত্রাদেরবিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।
তদ্বন্নেশো নাপি জীবঃ শক্তিকোশাবিবক্ষণে॥ ৪২

অন্বয়—পুত্রাদেঃ অবিবক্ষায়াম্ পিতা ন, পিতামহঃ ন; তদ্বৎ শক্তিকোশাবিবক্ষণে ঈশঃ ন, জীবঃ অপি ন।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন (যজ্ঞদত্তরূপ) পুত্রে এবং (বিষ্ণুদত্তরূপ) পৌত্রে দৃষ্টি না দিলে, (চৈত্রনামক) পুরুষ পিতাও নহেন, পিতামহও নহেন, সেইরূপ শক্তি ও পঞ্চকোশে দৃষ্টি না দিলে, ব্রহ্ম ঈশ্বরও নহেন, জীবও নহেন। ৪২

এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত জীব ও ব্রহ্মের অভেদনিশ্চয়রূপ জ্ঞানের ফল বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মের জ্ঞানের ফল।

য এবং ব্রহ্ম বেদৈষ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্।
ব্রহ্মণো নাস্তি জন্মাতঃ পুনরেষ ন জায়তে॥ ৪৩

ইতি পঞ্চকোশবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—যঃ এবম্ ব্রহ্ম বেদ এষঃ স্বয়ম্ ব্রহ্ম এব ভবতি, ব্রহ্মণঃ জন্ম নাস্তি; অতঃ এষঃ পুনঃ ন জায়তে।

অনুবাদ—যিনি পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা ব্রহ্মকে

জানিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই হইয়া যান, এবং যেহেতু ব্রহ্মের জন্ম নাই, সেইহেতু তিনিও আর জন্মগ্রহণ করেন না।

টীকা—"যঃ"—বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা এই চারিটি সাধনসম্পন্ন যে অধিকারী, "এবম্ বেদ"—কথিত প্রকারে পঞ্চকোশের বিচারপূর্ব্বক প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দলক্ষণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করেন, "এষঃ স্বয়ম্ ব্রহ্ম এব ভবতি"—এই পুরুষ নিজে ব্রহ্মই হইয়া যান, কেননা, এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে [যো হ বৈ এতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।২।৯] যে কেহ নিঃসন্দেহে সেই আলোচ্য পরব্রহ্মকে 'আমিই সেই ব্রহ্ম' এইরূপে সাক্ষাৎকার করেন, সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান; [ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—ব্রহ্মবেত্তা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন; ইত্যাদি। সেই ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইলে কি হয়? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন "ব্রহ্মণঃ জন্ম নাস্তি"—ব্রহ্মের জন্ম নাই, কেননা, এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে ঃ—[ন জায়তে ম্রিয়তে বৈ বিপশ্চিৎ—কঠ উ, ২.১৮]—'নিত্য চৈতন্যস্বরূপ এই ব্রহ্ম জন্মেন না বা মরেন না।' অতএব বিদ্বান্ বা জ্ঞানীও আপনাকে তদ্রূপ জানিয়া আর জন্মগ্রহণ করেন না; অভিপ্রায় এই ঃ—যেমন কুন্তীর (কানীন-) পুত্র কর্ণ একেবারে অবিকৃত থাকিয়াও আপনাকে রাধাপুত্র মানিয়া আপনার দাসভাব অনুভব করিয়াছিলেন, অথবা কথাখ্যায়িকায় যেমন শার্দ্দূলশাবক ছাগপালের মধ্যে পতিত হইয়া আপনাকে ছাগশিশু বলিয়া মনে করিত (এবং ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয়ে পলাইত), সেইরূপ নির্ব্বিকার চিদানন্দঘন ব্রহ্ম অবিদ্যাবশতঃ আপনার জীবভাব অনুভব করেন (এবং দাসভাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ চিন্তা করিতে ভয় পান); এইহেতু, সকলে সর্ব্বদা ব্রহ্মরূপ বলিয়া, বাস্তবিক জন্মমরণাদিরূপ সংসার আদৌ নাই; তথাপি অজ্ঞানী অবিদ্যাকৃত জীবভাববশতঃ আপনাতে জন্মমরণাদিভাব অনুভব করেন। আবার কর্ণের (বীজপ্রদ-) পিতা সূর্য্য যেমন কর্ণকে কুন্তীপুত্র বলিয়া জানাইয়া দিলে কর্ণের আপনাকে রাধাপুত্র বলিয়া ভ্রমের অবসান হইয়াছিল, এবং ছাগপালমধ্য হইতে বাহির করিয়া এক আক্রমণকারী শার্দ্দূল, সেই শিশুব্যাঘ্রকে ধরিয়া রক্তের আস্বাদন প্রদান করিয়া তাহাকে যেমন আপনার ব্যাঘ্রত্ব প্রতীত করাইয়াছিল এবং ছাগভাবের অবসান করাইয়াছিল, সেইরূপ জ্ঞানী, গুরূপদেশ হইতে আপনার নির্ব্বিকার ব্রহ্মভাব অবগত হইয়া, নেত্রপটল (ছানী) দূরীকরণের ন্যায়, আত্মার আবরক সংশয়বিপর্য্যয়-রূপ অবিদ্যাংশের নিবৃত্তি করিয়া, জন্মমরণাদিরূপ সংসারের অবসান অনুভব করেন। আর শ্রুতিবচনও রহিয়াছে [ন চ পুনরাবর্ত্ততে—ছান্দোগ্য উ, ৮।১৫।১]—তিনি আর ফিরেন না, ফিরেন না (?) দেহপাতের পর ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করেন না। অথবা [ন স পুনরাবর্ত্ততে—কালাগ্নিরুদ্র উ, ২]—তিনি দেহত্যাগ করিয়া শিবসাযুজ্য লাভের পর আর ফিরেন না। ৪৩

ইতি পঞ্চকোশবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বৈতবিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

দ্বিধা ইতম্ দ্বীতম্ তস্য ভাবঃ স্বার্থে অণ্ দ্বৈতম্। যাহা দুইটি প্রকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দ্বীত অর্থাৎ জগৎ বা সৃষ্টি, তাহারই নামান্তর দ্বৈত অর্থাৎ জীবকৃত জগৎ ও ঈশ্বরকৃত জগৎ; তাহারই বিবেক বা বিচার "দ্বৈতবিবেক"।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
ময়া দ্বৈতবিবেকস্য ক্রিয়তে পদযোজনা॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া, আমি দ্বৈতবিবেক নামক প্রকরণের পদযোজনা বা অর্থনির্ণায়িকা টীকা করিতেছি।

আচার্য্য যে গ্রন্থখানি রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তির জন্য, ইষ্টদেবতার তত্ত্বের অর্থাৎ পরমেশ্বরের স্বরূপের অনুস্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ, প্রথম শ্লোকোক্ত 'ঈশ্বরেণ' এই শব্দদ্বারা সম্পাদন করিলেন এবং এই দ্বৈতবিবেক "শারীরকসূত্রা"দি বেদান্ত-শাস্ত্রের 'প্রকরণ'স্বরূপ গ্রন্থ বলিয়া, সেই সেই বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণে সিদ্ধ অনুবন্ধ-চতুষ্টয়, সুতরাং এই প্রকরণগ্রন্থেও সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া, এই দ্বৈতবিবেক গ্রন্থের আরম্ভ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে।
বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ॥ ১

অন্বয়—ঈশ্বরেণ জীবেন অপি সৃষ্টম্ দ্বৈতম্ বিবিচ্যতে। বিবেকে সতি জীবেন হেয়ঃ বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ।

অনুবাদ—ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট এবং জীবকর্ত্তৃক কল্পিত দ্বৈতরূপ জগতের বিচারপূর্ব্বক বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করা যাইতেছে, কেননা, তদ্দ্বারা জীবের পরিত্যাজ্য (বন্ধনকারণ) দ্বৈত 'এই পর্য্যন্ত', এইপ্রকারে স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইবে।

টীকা—"ঈশ্বরেণ"—মায়ারূপ কারণোপাধিযুক্ত অন্তর্য্যামী ঈশ্বরদ্বারা, "জীবেন অপি"—অন্তঃকরণরূপ কার্য্যোপাধিযুক্ত এবং 'আমি' এইরূপ প্রতীতিবিশিষ্ট জীবদ্বারাও, "সৃষ্টম্ দ্বৈতম্"—উৎপাদিত বা রচিত যে দ্বৈত বা জগৎ তাহারই, "বিবিচ্যতে"—বিচারদ্বারা বিভাগপূর্ব্বক প্রদর্শন করা হইতেছে। এই দ্বৈতের বিচার কাকদন্তপরীক্ষার ন্যায় একান্ত নিরর্থক হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার নিবারণের জন্য বলিতেছেন :—"বিবেকে সতি"—সেইরূপ বিচার-

পূর্ব্বক বিভাগ করিলে পর, "জীবেন হেয়ঃ বন্ধঃ"—পূর্ব্বপ্রকরণে বর্ণিত পঞ্চকোশরূপ উপাধিবিশিষ্ট জীবের পরিত্যাজ্য বন্ধের অর্থাৎ সুখ-দুঃখরূপ বন্ধনের হেতু দ্বৈত বা জগৎ, "স্ফুটীভবেৎ"—স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তাহা 'এই পর্য্যন্ত', এইরূপে নির্ণীত হইবে। ১

ঈশ্বর ও জীব-রচিত (জগদ্রূপ) দ্বৈতের স্পষ্টীকরণ প্রতিজ্ঞা

১। ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত।

ভাল, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট দ্বারা জীবই জগতের কারণ হয়, মীমাংসক প্রভৃতি কয়েকজন বাদী এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন। অতএব কি হেতু বলা হইতেছে যে ঈশ্বরই জগতের স্রষ্টা? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে এইরূপ না মানিলে বহু শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে বলিয়া, 'এই জগৎ জীব-রচিত, ঈশ্বর-রচিত নহে'—এইরূপ অদ্ভুত আশঙ্কারূপ "চোদ্যের" উত্থাপনা করা চলে না। এই অভিপ্রায়ে (কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের দশম মন্ত্রটির পূর্ব্বার্দ্ধ অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

(ক) ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা, তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

মায়াস্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্।
স মায়ী সৃজতীত্যাহুঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ॥ ২

অন্বয়—"মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাৎ মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ (বিদ্যাৎ)"। সঃ মায়ী সৃজতি ইতি শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ আহুঃ।

অনুবাদ—(কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত) শ্বেতাশ্বতরশাখাধ্যায়িগণ পাঠ করেন—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে অর্থাৎ যিনি মায়ার সত্তাস্ফূর্ত্ত্যাদিপ্রদ এবং অধিষ্ঠানরূপে প্রেরয়িতা, তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সেই মায়াই জগৎ সৃজন করেন।

টীকা—মায়ারূপ উপাধিযুক্ত ঈশ্বরের প্রসঙ্গ তুলিয়া, (তুলিবার পূর্ব্বেই ?) শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন—[অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৯]-এই আলোচ্য অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বেদসমূহ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত, ভব্য সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইয়াছে। অবিকারী ব্রহ্ম কি প্রকারে প্রপঞ্চের উপাদান হইতে পারেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, মায়ী স্বয়ং কূটস্থ হইলেও নিজ শক্তিবলে সমস্ত উৎপাদন করিতে পারেন—এই প্রকারে সেই মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বরেরই জগন্নির্ম্মাতৃত্বের কথা শ্বেতাশ্বতরশাখী ব্রাহ্মণগণ বর্ণনা করিয়া থাকেন, ইহাই অর্থ। ২

তদনন্তর উক্ত শ্বেতাশ্বতরবচনের সহিত ঐকমত্য দেখাইয়া ঋগ্বেদান্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদের বচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

আত্মা বা ইদমগ্রেঽভূৎ স ঈক্ষত সৃজা ইতি।
সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ ॥ ৩

অন্বয়—ইদম্ অগ্রে আত্মা বৈ অভূৎ। সঃ 'সৃজৈ' ইতি ঈক্ষত। সঃ সঙ্কল্পেন এতান্ লোকান্ অসৃজৎ ইতি বহ্বৃচাঃ (পঠন্তি)।

অনুবাদ—ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষৎপাঠিগণ পড়িয়া থাকেন—এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে আত্মাই ছিল। তিনি ঈক্ষণ করিলেন অর্থাৎ আলোচনা পূর্ব্বক সঙ্কল্প করিলেন—'আমি লোকসমূহ সৃজন করি'। তিনি সেই সঙ্কল্পের দ্বারা এই লোকসকল সৃজন করিলেন।

টীকা—"বহ্বৃচাঃ"—ঋক্‌শাখাধ্যায়িগণ (পাঠ করিয়া থাকেন) [আত্মা বা ইদম্ এক এব অগ্রে আসীৎ ন অন্তৎ কিঞ্চন মিষৎ, সঃ ঈক্ষত 'লোকান্ নু সৃজৈ' * * * ইমান্ লোকান্ অসৃজত ইতি—ঐতরেয় উ, ১।১]—অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ আত্মাই ছিল; তদ্ভিন্ন সক্রিয় অন্য কিছুই ছিল না; তিনি আলোচনরূপ সঙ্কল্প করিলেন—আমি 'অম্ভঃ' প্রভৃতি লোক বা ভোগস্থানসকল সৃজন করিব। তিনি এই লোকসকল সৃজন করিলেন। এইরূপে ঋক্‌শাখাধ্যায়িগণ এই বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন যে অদ্বিতীয় পরমাত্মাই এই জগতের স্রষ্টা। ৩

ঈশ্বর যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় শ্রুতিও প্রমাণ। দুইটি শ্লোকে সেই বাক্যের অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন ঃ—

খং বায্বগ্নিজলোর্ব্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ ক্রমাদমী।
সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোঽখিলাঃ ॥ ৪

অন্বয়—খং বায্বগ্নিজলোর্ব্ব্যোষধ্যন্নদেহাঃ অমী অখিলাঃ ক্রমাৎ তস্মাৎ এতস্মাৎ আত্মনঃ ব্রহ্মণঃ সম্ভূতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, ওষধি, অন্ন ও দেহ এই সমস্তই সেই (মন্ত্রভাগপ্রতিপাদিত) এই (ব্রাহ্মণভাগপ্রতিপাদিত) আত্ম-রূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৪

বহুস্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ।
তপস্তপ্ত্বাসৃজৎ সর্ব্বং জগদিত্যাহ তিত্তিরিঃ ॥ ৫

অন্বয়—'অহম্ এব বহুস্যাম্ অতঃ প্রজায়েয় ইতি কামতঃ তপঃ তপ্ত্বা সর্ব্বম্ জগৎ অসৃজৎ' ইতি তিত্তিরিঃ আহ। (তৈত্তিরীয় উ, ২।৬।১)

অনুবাদ—'আমি বহু হইব, এইহেতু প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব', এই ইচ্ছা-বশতঃ (আত্মা) তপশ্চরণ করিয়া সমস্ত জগৎ সৃজন করিলেন—ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিতেছেন।

টীকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে—'ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ' এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া "সেই (অর্থাৎ পরিমিতাক্ষর মন্ত্রভাগদ্বারা প্রতিপাদিত) এই (অপরিমিতাক্ষর ব্রাহ্মণভাগদ্বারা

প্রতিপাদিত) আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল"—এইরূপ বলিয়া "অন্ন হইতে বীর্য্যদ্বারা পুরুষ বা দেহ উৎপন্ন হইল"—এই পর্য্যন্ত যে বাক্য আছে (ব্রহ্মবল্লী প্রথম অনুবাকে)—তদ্দ্বারা, পঞ্চকোশরূপ গুহায় অবস্থিত বলিয়া প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম হইতে,—আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত জগৎ উৎপন্ন হইল—এইরূপ পূর্ব্বে প্রথম অনুবাকে বলিয়াও পরে ষষ্ঠ অনুবাকে বলিলেন,—"পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—প্রকৃষ্টরূপে হইব বা জন্মিব", তদনন্তর তিনি (পরমেশ্বর) তপ করিলেন—বিচারদ্বারা ঈক্ষণরূপ পর্য্যালোচনা করিলেন। সেইরূপ তপ করিয়া এই যাহা কিছু পরিদৃশ্যমান পদার্থরূপ জগৎ সমস্তই সৃজন করিলেন"—এই বাক্যদ্বারা সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের জগৎসৃজনের ইচ্ছাপূর্ব্বক পর্য্যালোচনার দ্বারা অর্থাৎ মায়ার পরিণামরূপ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা জগৎস্রষ্টৃত্ব—তৈত্তিরীয় শ্রুতি-কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। "তিত্তিরিঃ"—কৃষ্ণ-যজুর্ব্বেদের প্রথম প্রবক্তা, তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধরিয়া বান্তাশন (উদ্গীর্ণ-ভক্ষণ) দ্বারা বেদমন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেন, এইরূপ আখ্যান প্রচলিত আছে। ৫

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের মুখেও ব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্বের কথা শুনা যায় ইহাই বলিতেছেন :—

ইদমগ্রে সদেবাসীদ্ বহুত্বায় তদৈক্ষত।
তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জ্জেতি চ সামগাঃ ॥ ৬

অন্বয়—অগ্রে ইদম্ সৎ এব আসীৎ, তৎ বহুত্বায় ঐক্ষত চ তেজোঽবন্নাণ্ডজাদীনি সসর্জ্জ ইতি সামগাঃ।

অনুবাদ—'এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে কেবল সৎস্বরূপই ছিল ; তিনি (সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম) বহু হইবার জন্য পর্য্যালোচনা করিলেন—মায়াপরিণাম-রূপ জ্ঞানদৃষ্টি করিলেন ; তিনি অগ্নি, জল, অন্ন ও অণ্ডজাদি বিবিধপ্রকার জীবদেহ সৃজন করিলেন',—সামবেদিগণ এইরূপ বর্ণন করেন।

টীকা—[সদেব সোম্য ইদমগ্রে আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১]—হে প্রিয়দর্শন শ্বেতকেতো! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্ব্বে একমাত্র অদ্বিতীয় (বিবর্ত্তোপাদান) যে 'সৎ'-বস্তু, তদ্রূপই ছিল—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপে সদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা পাড়িয়া [তদৈক্ষত বহুস্যাম্ প্রজায়েয় ইতি তৎ তেজঃ অসৃজত—৬।২।৩]—'সেই সদ্রূপ ব্রহ্ম পর্য্যালোচনা করিলেন—'আমি বহু হইব এইহেতু 'প্রকৃষ্টরূপে হইব বা জন্মিব—এই প্রকারে তিনি সেই তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব সৃজন করিলেন'—ইত্যাদিক্রমে সেই ব্রহ্মেরই (মায়াপরিণাম) জ্ঞানদৃষ্টিরূপ ঈক্ষণদ্বারা তেজ, জল ও পৃথ্বীর স্রষ্টৃত্ব বর্ণিত হইয়াছে ; তদনন্তর [তেষাং খল্বেষাং ভূতানাং ত্রীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যণ্ডজং জীবজমুদ্ভিজ্জম্ ইতি--৬।৩।১] পূর্ব্ববর্ণিত এই সকল প্রসিদ্ধ প্রাণিশরীররূপ ভূতসমূহের তিনটি, (উপলক্ষণে, স্বেদজ ধরিয়া চারিটি) বীজ আছে ; যথা অণ্ডজ—পক্ষি-সর্পাদিরূপ, জরায়ুজ—মনুষ্য-পশ্বাদিরূপ, উদ্ভিজ্জ—বৃক্ষাদিরূপ,

(স্বেদজ—যূকাদিরূপ)—এইরূপ বাক্যদ্বারা (ব্রহ্মের) অণ্ডজ প্রভৃতি শরীরসমূহের স্রষ্টৃত্বও সামবেদগায়ক ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বর্ণিত হইয়া থাকে। ৬

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদেও আছেঃ

বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহ্নের্জ্জায়ন্তেঽক্ষরতস্তথা।
বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যাথর্ব্বণিকা শ্রুতিঃ॥ ৭

অন্বয়—'যথা বহ্নেঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ জায়ন্তে, তথা অক্ষরতঃ বিবিধাঃ চিজ্জড়াঃ ভাবাঃ' ইতি আথর্ব্বণিকা শ্রুতিঃ।

অনুবাদ—অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদেও (২।১।১) বর্ণিত হইয়াছে—যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বা বহ্নিকণাসকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অক্ষর হইতে অর্থাৎ মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে নানা দেহোপাধিভেদে ভিন্ন, চেতন জীব ও নানাবিধ জড় পদার্থসকল উৎপন্ন হইয়াছে।

টীকা—মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্রটি এই—[তদেতৎ সত্যং যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথাক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোম্য ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি।] —এই অক্ষর ব্রহ্ম (কালত্রয়দ্বারা অবাধিত বলিয়া) সত্য—নিরপেক্ষ সত্য—(কর্ম্মফলের ন্যায় আপেক্ষিক সত্য নহে); যেমন সম্যক্‌প্রকারে প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে সহস্র সহস্র তুল্য-জ্যোতির্বিশিষ্ট বিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়, সেইরূপ, হে প্রিয়দর্শন ! সেই অক্ষর অর্থাৎ মায়াশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম হইতে নানাদেহোপাধিভেদে ভিন্ন জীব ও জড় পদার্থ উৎপন্ন হয়,—উৎপদ্যমান দেহোপাধির অনুবর্ত্তন-ক্রমে উৎপন্ন হয় এবং সেই সেই দেহোপাধির বিলয়ের অনুবর্ত্তন-ক্রমে সেই অক্ষর ব্রহ্মেই বিলীন হইয়া যায় ; ভিন্ন ভিন্ন দেশদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া বিস্ফুলিঙ্গসমূহকে অবয়ব বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু তাহাদের 'উষ্ণপ্রকাশ', বহ্নি হইতে অভিন্ন বলিয়া তাহারা অগ্নিস্বরূপই বটে ; সেইরূপ জীবাদির চিদ্রূপতা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া, জীবাদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই বটে -এইরূপে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি শ্রুতিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এইঃ--পঞ্চমহাভূতের অন্যতম 'তেজে'র বা অগ্নির দুইটি রূপ আছে ; যথা —সামান্য ও বিশেষ। তন্মধ্যে নিরুপাধিক বা সামান্য রূপ অগ্নি, জল হইতে সূক্ষ্ম এবং দশগুণ ব্যাপক—ইহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৯১ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। অগ্নির যেটি বিশেষ রূপ, তাহা সোপাধিক অর্থাৎ কাষ্ঠ প্রভৃতি উপাধির দ্বারাই প্রকটিত হয় ; সেই বিশেষ-রূপ অগ্নি উপাধিভেদে বিবিধ এবং পরিচ্ছিন্ন। পূর্ব্বোক্ত মন্ত্রে সেই সোপাধিক অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই সোপাধিক অগ্নির পুঞ্জ হইতেই উপাধির অংশসমূহ অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গরূপ অংশ হইয়া অগ্নির অংশের আকার ধারণ করে এবং কাষ্ঠাদিরূপ উপাধির অংশের বিলয় ঘটিলেই অগ্নির যেন বিলয় হইল বলা হয় ; বস্তুতঃ অগ্নির নানা আকার থাকায়, উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সেইরূপ চৈতন্যের দুইটি রূপ আছে ; যেটি নিরুপাধিক ব্রহ্মচৈতন্যের সামান্যরূপ, তাহা এক এবং ব্যাপক ; আর মায়া ও অবিদ্যারূপ উপাধিবিশিষ্ট চিদাভাস চৈতন্যের বিশেষ রূপ ; তাহা নানা এবং পরিচ্ছিন্ন। সেই

বিশেষ চৈতন্য উপাধি অংশের নানাত্ব-দ্বারা নানাত্ব এবং উৎপত্তি-নাশাদিরূপ বিকার প্রাপ্ত হয়; বস্তুতঃ চৈতন্যের নানাত্ব এবং উৎপত্তি-বিলয়াদি নাই। এইহেতু জীবব্রহ্মের বস্তুতঃ অংশাংশিভাব নাই। ৭

এইরূপে শুক্লযজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক নামক উপনিষদেও শুনা যায় যে অব্যাকৃত শব্দের বাচ্যার্থ ব্রহ্ম হইতে নামরূপময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই পরবর্ত্তী দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন :—

জগদব্যাকৃতং পূর্ব্বমাসীদ্ ব্যাক্রিয়তাধুনা।
দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাড়াদিষু তে স্ফুটে ॥ ৮

অন্বয়—পূর্ব্বম্ জগৎ অব্যাকৃতম্ আসীৎ। অধুনা দৃশ্যাভ্যাম্ নামরূপাভ্যাম্ ব্যাক্রিয়ত, তে বিরাড়াদিষু স্ফুটে।

বিরাণ্মনুর্নরো গাবঃ খরাশ্বাজাবয়স্তথা।
পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ ॥ ৯

অন্বয়—"বিরাট্ মনুঃ নরঃ গাবঃ খরাশ্বাজাবয়ঃ তথা পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বম্" ইতি বাজসনেয়িনঃ।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মরূপই ছিল; অধুনা অর্থাৎ সৃষ্টির পর জগৎ নামরূপদ্বারা ব্যাকৃত বা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে; সেই নামরূপ উভয়ই দ্রষ্টার গোচর বা দৃশ্য বলিয়া তদ্দ্বারা জগতের ব্যাকরণ বা স্পষ্টীকরণ হইয়াছে অর্থাৎ বিরাট্ প্রভৃতি কার্য্যপদার্থে সেই নামরূপ পরিস্ফুট হইয়াছে; সেই সেই কার্য্যপদার্থ— বিরাট্, মনু, নর, গো, গর্দ্দভ, অশ্ব, অজ, পক্ষী, (অথবা মেষ) এবং পিপীলিকা পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষময় সমস্ত এই জগৎ। ইহা বাজসনেয়ী শাখায় অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঠিত হইয়া থাকে।

টীকা—[তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ তন্নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদংরূপ ইতি—বৃহদা উ, ১।৪।৭]—সেই (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে অপ্রত্যক্ষ বীজাবস্থ) এই (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামরূপদ্বারা অভিব্যক্ত) জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল অর্থাৎ বীজভাবেই বর্ত্তমান ছিল। সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল—দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নাম এবং শ্বেতপীতাদিরূপ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল, —এই বাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে 'অব্যাকৃত' হইতে—অর্থাৎ নামরূপদ্বারা অনভিব্যক্ত বলিয়া অস্পষ্ট মায়োপাধিক ব্রহ্ম হইতে, সৃষ্টি অর্থাৎ নামরূপদ্বারা স্পষ্টীকরণ হইল; আর সেই নামরূপ এতদুভয়ের, বিরাড়াদি পঞ্চীকৃতভূতোৎপন্ন স্থূলকার্য্যে, স্পষ্টতা সম্পাদিত হইল; সেই স্পষ্টতা [তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাভ্যামেব ব্যাক্রিয়তেঽসৌ নামায়মিদং রূপ ইতি—বৃহদা উ, ১।৪।৭] এইজন্যই বর্ত্তমান সময়েও ঘটাদিরূপ বিশেষ বিশেষ

নাম ও এই এই বিশেষ বিশেষ আকার দ্বারাই অভিব্যক্ত হইয়া থাকে ;—এই বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। আর, সেই বিরাট্ প্রভৃতি স্থূলকার্য্যসমূহ, [আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ—বৃহদা উ, ১।৪।১]—এই শরীরসমূহ অগ্রে (যখন অন্য কোনও শরীর প্রাদুর্ভূত হয় নাই, তখন) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট (হস্তপদাদিযুক্ত)—আত্মা—বিরাট্ প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন ; এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া—[এবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভ্যস্তং সর্ব্বমসৃজত —বৃহদা উ, ১।৪।৪]—'এইরূপেই পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু স্ত্রী-পুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন'—এই পর্য্যন্ত বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই অর্থ। [অজাবয়ঃ=অজ+অবয়ঃ (মেষাঃ) অথবা অজা+বয়ঃ (পক্ষী) "ক্ষুদ্রজন্তবঃ" (পা, ২।৪।৮) ইতি একবচনান্তঃ] । ৮, ৯

উদাহরণরূপে উদ্ধৃত পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিবচনসমূহদ্বারা দ্বৈতের অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া তদনন্তর ব্রহ্মের জীবরূপে সেই বিরাড্‌দেহ প্রভৃতি জগতে প্রবেশ অর্থাৎ সেই দেহাদিতে অভিমান (শ্রুতিতে) বর্ণিত হইয়াছে, এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) জীবরূপ ধরিয়া ব্রহ্মের সেই দ্বৈতমধ্যে প্রবেশ

কৃত্বা রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ।
ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুর্জীবত্বং প্রাণধারণাৎ ॥ ১০

অন্বয়—ঈশ্বরঃ জৈবম্ রূপান্তরম্ কৃত্বা দেহে প্রাবিশৎ ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ, প্রাণধারণাৎ জীবত্বম্।

অনুবাদ—পরমেশ্বর জীবসম্বন্ধীয় অন্যরূপে অর্থাৎ চিদাভাসরূপে দেহে প্রবেশ করিলেন—ইহাই পূর্ব্বোক্ত সৃষ্টিপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনসমূহে কথিত হইয়াছে ; প্রাণধারণ হেতু তাঁহারই জীবসংজ্ঞা হইয়াছে।

টীকা—"ঈশ্বরঃ"—পরমেশ্বর, "রূপান্তরম্"—জীবসম্বন্ধীয় অন্যরূপ—নির্ব্বিকার ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বিকারিরূপ ধরিয়া, "দেহে"—দেহসমূহে, "প্রাবিশৎ"—প্রবেশ করিলেন, "ইতি তাঃ শ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ"—ইহাই উক্ত শ্রুতিবচনসমূহে উক্ত হইয়াছে। সেই বিকারী রূপের জীবভাব কি হেতু হইল ? এইহেতু বলিতেছেন :—"প্রাণধারণাৎ জীবত্বম্"—প্রাণাদির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অভিমানী স্বামী হইয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কর্ম্মে প্রেরণের কর্ত্তা হওয়াই 'প্রাণধারণ' শব্দের অর্থ ; সেইহেতু পরমেশ্বর জীবভাবদ্বারা অর্থাৎ জীবসম্বন্ধিরূপে প্রবেশ করিলেন—ইহাই কথিত হইয়াছে। ১০

সেই জীবভাবটি কিরূপ ?—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(গ) জীবের স্বরূপ।

চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।
চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসঙ্ঘো জীব উচ্যতে ॥ ১১

অন্বয়—যৎ অধিষ্ঠানম্ চৈতন্যম্ পুনঃ যঃ চ লিঙ্গদেহঃ, লিঙ্গদেহস্থা চিচ্ছায়া, তৎসঙ্ঘঃ জীবঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—যে আধারে লিঙ্গদেহ কল্পিত, সেই আধার-চৈতন্য, আর সেই চৈতন্যাধারে কল্পিত যে লিঙ্গদেহ, আর সেই লিঙ্গদেহে বিদ্যমান চিদাভাস—এই তিনের সমষ্টিকে জীব বলে।

টীকা—"যৎ অধিষ্ঠানম্ চৈতন্যম্"—লিঙ্গদেহ কল্পনার আধাররূপ যে চৈতন্য অর্থাৎ (ঘটাকাশস্থানীয়) কূটস্থ চৈতন্য, "পুনঃ যঃ চ লিঙ্গদেহঃ"—আর সেই কূটস্থ চৈতন্যে অধ্যস্ত লিঙ্গদেহ (যাহা জলপূর্ণ ঘটস্থানীয়), "লিঙ্গদেহস্থা চিচ্ছায়া"—সেই লিঙ্গদেহে বিদ্যমান চিদাভাস (যাহা মহাকাশ প্রতিবিম্বস্থানীয়) ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব, "তৎসঙ্ঘঃ" এই তিনের সমষ্টি, "জীবঃ উচ্যতে"—জীব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ১১

(শঙ্কা) ভাল, পরমেশ্বরই যদি জীবরূপে দেহসমূহে প্রবিষ্ট হইলেন, তাহা হইলে সেই জীবরূপধারী পরমেশ্বরের অজ্ঞতা দুঃখিতা প্রভৃতি বিরুদ্ধধর্ম্মযুক্ততা কিরূপে সম্ভব ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :

(ঘ) মায়াবশতঃ জীবের অজ্ঞতা দুঃখিতাদিরূপ মোহ।

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্ম্মাণশক্তিবৎ।
বিদ্যতে মোহশক্তিশ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ॥ ১২

অন্বয়—মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যাঃ নির্ম্মাণশক্তিবৎ মোহশক্তিঃ চ বিদ্যতে, অসৌ তম্ জীবম্ মোহয়তি।

অনুবাদ—পরমেশ্বরের মায়াশক্তিরূপ যে উপাধি, তাহার যেমন জগৎসৃজন-সামর্থ্য আছে, সেইরূপ মোহকারিণী শক্তিও আছে ; সেই শক্তিই জীবকে ভ্রান্ত করিয়া রাখে।

টীকা—"মাহেশ্বরী তু যা মায়া" [মায়িনং তু মহেশ্বরম্—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ—৪।১০] —সেই মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে—এইরূপে মহেশ্বর-সম্বন্ধিনী মায়া বা মূলপ্রকৃতি কথিত হইয়াছে, "তস্যাঃ নির্ম্মাণশক্তিবৎ"—সেই মায়ার জগৎসৃজন-সামর্থ্যের ন্যায়, "মোহশক্তিঃ চ বিদ্যতে"—মোহ উৎপাদন করিবার সামর্থ্যও আছে, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—[তৎ এতজ্জড়ং মোহাত্মকম্—নৃসিংহোত্তরতাপনীয়—৯]—তাহা এই অজ্ঞানের কার্য্য জড়রূপ এবং মোহরূপ। (মায়ার তমোগুণের দ্বারা সুষুপ্তি প্রভৃতি কালে, জীব যে জড়রূপতা প্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। ইহার দ্বারাই তমঃপ্রধান প্রকৃতির সৃষ্ট জড়রূপ জগতের কারণ যে মোহ, তাহা সিদ্ধ হয়।) তদ্দ্বারা কি পাওয়া গেল ? এইহেতু বলিতেছেন—"অসৌ তম্ জীবম্ মোহয়তি"—সেই মোহোৎপাদিনী শক্তি, সেই (পূর্ব্বোক্ত) জীবকে নিজ চিদানন্দ-স্বরূপতা জানিতে দেয় না। ১২

মায়ার মুগ্ধকারিণী শক্তি সেই জীবের মোহোৎপাদন করে—ইহার দ্বারা কি সিদ্ধ হইল ?

(ঙ) মোহ হইতেই জীবের অনীশ্বরতারূপ দীনতা।

মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি।
ঈশসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সর্ব্বমুক্তং সমাসতঃ॥ ১৩

অন্বয়—মোহাৎ অনীশতাম্ প্রাপ্য বপুষি মগ্নঃ শোচতি, ইদম্ ঈশসৃষ্টম্ সর্ব্বম্ দ্বৈতম্ সমাসতঃ উক্তম্।

অনুবাদ—জীব মোহবশতঃ নিজের ঈশ্বরত্ব বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মানিয়া শরীরের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া শোক করিয়া থাকে। এইরূপে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চ সংক্ষেপে কথিত হইল।

টীকা—"মোহাৎ"—দ্বাদশ শ্লোকে বর্ণিত মোহবশতঃ, "অনীশতাম্ প্রাপ্য"—বাঞ্ছিত অনুকূল বস্তুরূপ ইষ্টের প্রাপ্তিতে ও অবাঞ্ছিত প্রতিকূল অপ্রিয় বস্তুর পরিহারে শক্তিহীন হইয়া, "বপুষি মগ্নঃ"—শরীরের মোহে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ শরীরের সহিত তাদাত্ম্যাভিমান প্রাপ্ত হইয়া, "শোচতি"—আমি দুঃখী এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে। এই অর্থে শ্রুতি-বচন রহিয়াছে [সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোঽনীশয়া শোচতি মুহ্যমানঃ—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৭, মুণ্ডক উ, ৩।২।১]—একটি সাধারণ বৃক্ষরূপ দেহে, নিমগ্ন বা কর্তৃত্বের আধ্যানবশতঃ আনন্দবিরহিত পুরুষ বা জীব মোহপ্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক ঈশ্বরভাব হারাইয়া, আমি সুখী, আমি দুঃখী এইরূপ ভাবিয়া—(শরীর, পুত্র, ক্ষেত্র, কলত্র বিনা কি প্রকারে থাকিব ?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া) সম্যগ্‌দর্শন হারাইয়া অথবা স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়া শোক করে। আগামী পঞ্চদশ শ্লোক হইতে যে জীবরচিত দ্বৈতের কথা বলিবেন, তাহার সহিত ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত যাহাতে সম্মিলিত না হইয়া পৃথক্ থাকে, সেইজন্য পূর্ব্বোক্ত ঈশ্বর-বিরচিত দ্বৈতের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতেছেন—"ইদম্ ঈশ্বরসৃষ্টম্ দ্বৈতম্ সমাসতঃ উক্তম্"—১ হইতে ১৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈত অর্থাৎ সমস্ত জড়চেতনরূপ জগৎ সংক্ষেপে বলা হইল, ইহাই অর্থ। ১৩

২। জীব-রচিত দ্বৈত।

(শঙ্কা)—ভাল, জীব যে দ্বৈতজগতের সৃষ্টি করিয়াছে তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ?

(সমাধান) তদুত্তরে বৃহদারণ্যক শ্রুতির অর্থ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন :—

(ক) সপ্তান্ন জীবদ্বৈত বিষয়ে বৃহদারণ্যক শ্রুতির প্রমাণ।

সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্।
অন্নানি সপ্ত জ্ঞানেন কর্ম্মণাজনয়ৎ পিতা ॥ ১৪

অন্বয়—সপ্তান্নব্রাহ্মণে জীবসৃষ্টম্ দ্বৈতম্ প্রপঞ্চিতম্, পিতা সপ্ত অন্নানি জ্ঞানেন কর্ম্মণা অজনয়ৎ।

অনুবাদ—"সপ্তান্নব্রাহ্মণে" অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে, জীবকর্তৃক সৃষ্ট দ্বৈতের সবিস্তর বর্ণনা আছে ; জগতের পিতা বা উৎপাদক জীব, জ্ঞান বা চিন্তনদ্বারা এবং কর্ম্মের দ্বারা সাতপ্রকার অন্ন সৃজন করিয়াছেন।

টীকা—ভাল, সেই "সপ্তান্নব্রাহ্মণে" (মন্ত্রার্থপ্রকাশক ও জ্ঞানোপদেশক বেদাংশে) জীবরচিত দ্বৈত কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে ?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তদুত্তরে

[যৎ সপ্তান্নানি মেধয়া তপসাঽজনয়ৎ পিতা—বৃহদা উ, ১।৫।১]—'পিতা অর্থাৎ আদিকর্ত্তা মেধা ও তপস্যাদ্বারা প্রথমে যে সপ্তবিধ অন্নের সৃষ্টি করিলেন'—এই শ্রুতিবচনটির অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন—জগতের "পিতা বা উৎপাদক" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। এস্থলে উক্ত শ্রুতিবচনে যে 'পিতা' এই শব্দের প্রয়োগ আছে তাহার অর্থ জীব বা জীবসমষ্টি যে নিজের অদৃষ্টরূপ পাপপুণ্যদ্বারা জগৎ উৎপাদন করিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন চালাইতেছে। ১৪

ভাল, 'সপ্ত অন্নের সৃজন কোন্ উদ্দেশ্যে ?'—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া শ্রুতি নিম্নোদ্ধৃত বাক্যে সেই সপ্তান্নের উপযোগ বর্ণন করিয়াছেন—[একম্ অস্য সাধারণম্, দ্বে দেবান্ অভাজয়ৎ, ত্রীণি আত্মনে অকুরুত, পশুভ্যঃ একম্ প্রাযচ্ছৎ ইতি - বৃহদা উ, ১।৫।১]—তাহার একটি অন্ন জীব সর্ব্বসাধারণের জন্য দিল, দুইটি অন্ন দেবতাদিগের জন্য দিল, তিনটি অন্ন নিজের ভোগ্য করিয়া রাখিল, আর পশুগণের উদ্দেশে একটি অন্ন দিল - এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) অধিকারিভেদে সপ্ত অন্নের উপযোগিতা।

মর্ত্ত্যান্নমেকং দেবান্নে দ্বে পশ্বন্নং চতুর্থকম্।
অন্যত্ত্রিতয়মাত্মার্থমন্নানাং বিনিযোজনম্ ॥ ১৫

অন্বয়—একম্ মর্ত্ত্যান্নম্, দ্বে দেবান্নে, চতুর্থকম্ পশ্বন্নম্, অন্যৎ ত্রিতয়ম্ আত্মার্থম্,—(এবম্) অন্নানাম্ বিনিযোজনম্।

অনুবাদ ও টীকা—মর্ত্ত্যজীবের জন্য এক অন্ন (শস্যাদি), দেবতাদিগের জন্য দুইটি অন্ন (দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ), (দুগ্ধরূপ) চতুর্থ অন্ন পশুদিগের জন্য,* আর মন, বচন ও প্রাণরূপ অন্য তিন অন্ন নিজের জন্য, এইরূপে সপ্তান্নের উপযোগ (বেদে বর্ণিত হইয়াছে)। ১৫

সেই সপ্তান্ন কি কি ? তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) সপ্তান্নের নাম।

ব্রীহ্যাদিকং দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরং তথা মনঃ।
বাক্প্রাণাশ্চেতি সপ্তত্বমন্নানামবগম্যতাম্ ॥ ১৬

অন্বয় -ব্রীহ্যাদিকম্ দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরম্ তথা মনঃ বাক্ চ প্রাণাঃ ইতি অন্নানাম্ সপ্তত্বম্ অবগম্যতাম্।

অনুবাদ—তণ্ডুলাদি এক অন্ন (মর্ত্ত্যজীবের জন্য), দর্শপৌর্ণমাসরূপ † দুই অন্ন, (দেবতাদিগের জন্য) দুগ্ধরূপ চতুর্থ প্রকারের অন্ন (পশুদিগের

---

* "পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য" - (মনু ৩।৬৮) গৃহস্থের ঘরে পাঁচটি প্রাণিবধস্থান আছে; "হোমো দৈবো বলির্ভৌতে" (ঐ ৩।৭০) পশুপক্ষ্যাদি মধ্যে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম 'ভূতযজ্ঞ'; "প্রহুতো ভৌতিকো বলিঃ" (ঐ ৩।৭৪)—ভূতযজ্ঞের নাম প্রহুত,—অর্থাৎ পঞ্চসূনাজনিত পাপের প্রায়শ্চিত্ত নির্ব্বাহার্থে ভূতযজ্ঞে পশুপক্ষ্যাদি মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য।

† অমাবস্যায় অগ্ন্যাধান করিয়া (অগ্নিতে সমিধ্ স্থাপন করিয়া) সমস্ত প্রতিপদ ধরিয়া যে যাগ অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম দর্শ। পৌর্ণমাসীতে অগ্ন্যাধান করিয়া প্রতিপদে যে যাগ অনুষ্ঠিত হয় তাহার নাম পৌর্ণমাস।

জন্য) আর মন, বচন ও প্রাণ অন্ন (জীবের নিজের জন্য)—এইরূপে অন্নের সাত প্রকার বুঝিয়া লও।

টীকা—সেই সপ্তান্ন (বৃহদারণ্যক উপনিষদের) পঞ্চমাধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ডিকান্তর্গত—'তাহার সৃষ্ট অন্নের মধ্যে ইহা সাধারণ—সর্ব্বভোজ্য অন্ন যাহা মর্ত্ত্যলোকে সাধারণতঃ ভক্ষণ করে'—এই অর্থের বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় কণ্ডিকান্তর্গত 'আত্মাও এতন্ময়—বাঙ্ময়, মনোময় ও প্রাণময়'—এই অর্থের বাক্যপর্য্যন্ত কিঞ্চিদূন দুই কণ্ডিকারূপ বাক্যাবলির দ্বারা সেই সপ্তান্ন এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১৬

(শঙ্কা) ভাল, উক্ত সপ্তান্ন, জগতের অন্তর্গত বলিয়া তাহা ত' ঈশ্বরকৃত ; তাহাকে জীবকৃত বলা ত' যুক্তিযুক্ত নহে—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, সপ্তান্ন আপন আকারে ঈশ্বর-রচিত হইলেও তাহার জীবভোগ্যতাকার জীবকর্তৃক কল্পিত বলিয়া সপ্তান্নকে জীব-রচিত বলা অনুচিত—এইরূপ বলা চলে না :—

(ঘ) সপ্তান্নের ভোগ্যত্বাকারে রচনা জীবকৃত।

ঈশেন যদ্যপ্যেতানি নির্ম্মিতানি স্বরূপতঃ।
তথাপি জ্ঞানকর্ম্মাভ্যাং জীবোঽকার্ষীত্তদন্নতাম্ ॥ ১৭

অন্বয়—যদ্যপি এতানি স্বরূপতঃ ঈশেন নির্ম্মিতানি তথাপি জীবঃ জ্ঞানকর্ম্মভ্যাম্ তদন্নতাম্ অকার্ষীৎ।

অনুবাদ—যদ্যপি এই সপ্তান্ন স্বরূপতঃ ঈশ্বরদ্বারাই রচিত তথাপি জীব জ্ঞান ও কর্ম্মদ্বারা তাহাদের অন্নত্ব অর্থাৎ ভোগ্যতা স্থাপন করিয়াছে।

টীকা—[তং বিদ্যাকর্ম্মণী সমন্বারভতে—বৃহদা উ, ৪।৪।২]—'পরলোকগমনকালে বিদ্যা ও কর্ম্ম জীবের অনুগমন করিয়া থাকে'—এই শ্রুতিবচনানুসারে, জ্ঞান শব্দের অর্থ বিষয়ের ধ্যান ; তাহা দুই প্রকার, বিহিত ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তন্মধ্যে দেবতাদিবিষয়ক ধ্যান বা উপাসনা হইল বিহিত, আর পরস্ত্রী প্রভৃতি বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তন হইল নিষিদ্ধ। আর কর্ম্মও দুই প্রকার, বিহিত ও নিষিদ্ধ ; যজ্ঞাদিরূপ কর্ম্ম বিহিত এবং হিংসাদিরূপ কর্ম্ম নিষিদ্ধ। সেই জ্ঞান এবং কর্ম্মদ্বারা জীব সেই তণ্ডুল হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্য্যন্ত সপ্তান্নের অন্নভাব অর্থাৎ আপনার ভোগের উপকরণরূপতা কল্পনা করিয়াছে, ইহাই অর্থ। ১৭

৩। উক্ত সপ্তান্নরূপ জগতের স্রষ্টৃত্ব লইয়া জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সম্বন্ধ।

এই পর্য্যন্ত গ্রন্থে কি বলা হইল তাহারই সংগ্রহ করিতেছেন :—

(ক) একই জগতের, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

ঈশকার্য্যং জীবভোগ্যং জগদ্দ্বাভ্যাং সমন্বিতম্।
পিতৃজন্যা ভর্তৃভোগ্যা যথা যোষিত্তথেষ্যতাম্ ॥ ১৮

অন্বয়—ঈশকার্য্যম্ জীবভোগ্যম্ জগৎ দ্বাভ্যাম্ সমন্বিতম্ যথা যোষিৎ পিতৃজন্যা ভর্তৃভোগ্যা তথা ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—ঈশ্বরের কার্য্য এবং জীবের ভোগ্য বলিয়া জগৎ উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ, যেমন একই স্ত্রী পিতা হইতে উৎপন্ন এবং পতিভোগ্য বলিয়া উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ, সেইরূপ বুঝিয়া লও।

টীকা—সপ্তান্নরূপে বর্ণিত তণ্ডুলাদিরূপ জগৎ ঈশ্বরদ্বারা রচিত এবং জীবের ভোগ্য অর্থাৎ জীবের ভোগের সাধন বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উভয়ের সহিত সম্বদ্ধ, ইহাই অর্থ। একই বস্তুর উভয়ের সহিত সম্বদ্ধতার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন 'যেমন একই স্ত্রী' ইত্যাদিদ্বারা।

'অচ্যুতরায়' বলেন জীবের কর্ম্মফলপ্রদাতৃরূপে ঈশ্বর জগন্নিম্মাতা, কিন্তু তিনি পূর্ণকাম বলিয়া অভোক্তা; আর জীব নিজ কর্ম্মাদিদ্বারা জগদ্রচনা সম্পাদন করিয়া থাকে বলিয়া জীবের ভোক্তৃত্ব যুক্তিসিদ্ধ। ১৮

ঈশ্বর ও জীবের জগৎসৃজন বিষয়ে সাধন (সামগ্রী) কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) জীবের ও ঈশ্বরের জগৎসৃজনে সাধন।

মায়াবৃত্ত্যাত্মকো হীশসঙ্কল্পঃ সাধনং জনৌ।
মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীবসঙ্কল্পো ভোগসাধনম্‌॥ ১৯

অন্বয় – মায়াবৃত্ত্যাত্মকঃ হি ঈশসঙ্কল্পঃ জনৌ সাধনম্‌; মনোবৃত্ত্যাত্মকঃ জীবসঙ্কল্পঃ ভোগসাধনম্‌।

অনুবাদ ও টীকা—মায়ার বৃত্তিরূপ ঈশ্বরসঙ্কল্প জগতের উৎপত্তিবিষয়ে সাধন; আর অন্তঃকরণের পরিণামবিশেষ বা বৃত্তিরূপ জীবসঙ্কল্প সুখাদির অনুভবরূপ ভোগের সাধন। ১৯

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর-রচিত বস্তুর যাহা স্বরূপ, সেই স্বরূপ হইতে ভিন্নাকার কোনও ভোগ্যত্বাকারই নাই। তাহা হইলে জীব কোন্‌ আকার সৃজন করিয়া থাকে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন (সমাধান) :—

(গ) ঈশ্বর-রচিত এক আকারে, জীব-রচিত অনেকাকার।

ঈশনির্ম্মিতমণ্যাদৌ বস্তুন্যেকবিধে স্থিতে।
ভোক্তৃধীবৃত্তিনানাত্বাত্তদ্ভোগো বহুধেষ্যতে॥ ২০

অন্বয়—ঈশনির্ম্মিতমণ্যাদৌ একবিধে বস্তুনি স্থিতে, ভোক্তৃধীবৃত্তিনানাত্বাৎ তদ্ভোগঃ বহুধা ইষ্যতে।

অনুবাদ—ঈশ্বর যে বস্তুকে সৃজন করিয়াছেন, তাহা স্বরূপতঃ আবার জীবদ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না বটে, তথাপি ঈশ্বরদ্বারা নির্ম্মিত মণি প্রভৃতি বস্তু একরূপ ধরিয়া থাকিলেও অর্থাৎ রূপান্তর প্রাপ্ত না হইলেও ভোক্তা জীবের বুদ্ধি নানাপ্রকারের হয় বলিয়া, সেই মণি প্রভৃতির ভোগও নানা-প্রকারের হইয়া থাকে—ইহা সকলেই স্বীকার করে।

টীকা—মণি প্রভৃতি একই বস্তুতে যে নানাপ্রকারের ভোগ দেখা যায় (কেহ শোভার্থ, কেহ গ্রহবৈগুণ্যপ্রশমনার্থ ধারণ করে), সেই ভোগের নানা-প্রকারতাদ্বারা তাহার প্রয়োজক বা নিমিত্তকারণ ভোগ্যের নানা-প্রকারতাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ২০

ভাল, ভোগের অর্থাৎ সুখাদির নানাত্ব দেখিয়া, ভোগ্যের অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়ের যে নানাত্ব কল্পিত হইতেছে, সেই ভোগের ভেদ বা নানাত্বই নাই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—'না, এরূপ বলিতে পার না; কেননা, ভোগের সেই নানাত্ব প্রত্যক্ষগোচর হয়' :—

হৃষ্যত্যেকো মণিং লব্ধ্বা ক্রুধ্যত্যন্যো হ্যলাভতঃ।
পশ্যত্যেব বিরক্তোঽত্র ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি॥ ২১

অন্বয়—একঃ মণিম্ লব্ধ্বা হৃষ্যতি হি, অন্যঃ অলাভতঃ ক্রুধ্যতি, অত্রঃ বিরক্তঃ পশ্যতি এব—ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি।

অনুবাদ—কেহ মণি পাইয়া আনন্দিত হয়, কেহ না পাইলে ক্রুদ্ধ হইয়া যায়, আবার বৈরাগ্যবান্ কেহ মণি দর্শন করেন মাত্র, তাহা দেখিয়া তাহার হর্ষ বা ক্রোধ কিছুই হয় না।

টীকা—"একঃ"—কেহ অর্থাৎ যে লোক মণিপ্রার্থী সে, "মণিম্ লব্ধ্বা হৃষ্যতি"—মণি পাইলে হর্ষ অনুভব করে, সেইরূপ "অন্যঃ"—অন্য কেহ, "অলাভতঃ ক্রুধ্যতি"—না পাইলে ক্রোধ অনুভব করে; "অত্র বিরক্তঃ"—এই মণিবিষয়ে যে বৈরাগ্যবান্, "পশ্যতি এব ন হৃষ্যতি ন কুপ্যতি"—সে দেখেমাত্র, তাহার লাভালাভজনিত হর্ষ ক্রোধ কিছুই হয় না, ইহাই অর্থ। ২১

ভাল, সেই ভিন্ন ভিন্ন ভোগের অধীন, জীব-রচিত ভিন্ন ভিন্ন আকার কি কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

প্রিয়োঽপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেত্যাকারা মণিগাস্ত্রয়ঃ।
সৃষ্টা জীবৈরীশসৃষ্টং রূপং সাধারণং ত্রিষু॥ ২২

অন্বয়—মণিগাঃ প্রিয়ঃ অপ্রিয়ঃ উপেক্ষ্যঃ চ ইতি ত্রয়ঃ আকারাঃ জীবৈঃ সৃষ্টাঃ; ত্রিষু সাধারণম্ রূপম্ ঈশসৃষ্টম্।

অনুবাদ—মণিরূপ আধারে অবস্থিত প্রিয়, অপ্রিয় এবং উপেক্ষ্য (রাগদ্বেষ এই উভয় প্রকার বৃত্তি হইতে ভিন্নবৃত্তির বিষয়—বৈরাগ্যবানের নিকট)—এই তিন আকার জীব-রচিত, আর তিন আকারে সাধারণভাবে অবস্থিত যে রূপ অর্থাৎ আকার, তাহাই ঈশ্বর-রচিত।

টীকা—"মণিগাঃ প্রিয়ঃ অপ্রিয়ঃ উপেক্ষ্যঃ চ ইতি ত্রয়ঃ আকারাঃ"—মণিনিষ্ঠ প্রিয় অপ্রিয় ও উপেক্ষ্যরূপ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আকার, "জীবৈঃ সৃষ্টাঃ"—জীবকর্তৃক রচিত হইয়াছে; "ত্রিষু অপি সাধারণম্ রূপম্"—আর এই তিন আকারেই অনুস্যূত যে মণিরূপ, "ঈশসৃষ্টম্"—তাহাই ঈশ্বর-নির্ম্মিত, ইহাই অর্থ। ২২

জীব-রচিত ভিন্ন ভিন্ন আকার অন্য উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—

ভার্য্যা স্নুষা ননান্দা চ যাতা মাতেত্যনেকধা।
প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিদ্যতে ন স্বরূপতঃ॥ ২৩

অন্বয় - ভার্য্যা স্নুষা ননান্দা যাতা মাতা চ ইতি অনেকধা যোষিৎ প্রতিযোগিধিয়া ভিদ্যতে, ন স্বরূপতঃ।

অনুবাদ—একই নারী,—পতি, শ্বশুর, ভ্রাতৃজায়া, দেবর-পত্নী, পুত্রকন্যা প্রভৃতি সম্বন্ধযুক্ত নরনারীর ব্যবহারানুসারে যথাক্রমে পত্নী. পুত্রবধূ, ননান্দা, যাতা, মাতা ইত্যাদি নানা প্রকারের নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বর-রচিত স্ত্রী-আকার সর্ব্বত্র অভিন্ন।

টীকা—"ননান্দা"—ভর্ত্তার ভগিনী, "যাতা"—দেবর-পত্নী, "প্রতিযোগিধিয়া"—ভর্ত্তাশ্বশুর প্রভৃতিরূপ সম্বন্ধমূলা তত্তদ্বিষয়িণী বুদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধ ধরিয়া। অভিপ্রায় এই — একই নারী পতির সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ভার্য্যা, শ্বশুরের সহিত সম্বন্ধ ধরিলে পুত্রবধূ, ভ্রাতার পত্নীর সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ননান্দা, পতির ভ্রাতার পত্নীর সহিত সম্বন্ধ ধরিলে 'যা' (যাতা), পুত্রকন্যার সহিত সম্বন্ধ ধরিলে মা—এইরূপ ভেদপ্রাপ্ত হয়। ২৩

(শঙ্কা) ভাল, একই নারীকে বিষয় করিয়া—সেই নারী ভার্য্যা, পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান ত' ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দেখা যায়; আর ঐ জ্ঞানের বিষয়রূপ যে নারীস্বরূপ বা নারীর আকার, তদ্বিষয়ে কোনও ভেদ দেখা যায় না। এইহেতু পূর্ব্বে ২৩ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল -'সম্বন্ধীর বুদ্ধি লইয়া নারী ভেদপ্রাপ্ত হয়'—এইরূপ বলা ত' অনুচিত। গ্রন্থকর্ত্তা স্বকীয় উক্তিবিষয়ে, এইরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন : -

(ঘ) এই শ্লোক-চতুষ্টয়োক্ত বিষয়ে শঙ্কা।

ননু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তামাকারস্তু ন ভিদ্যতে।
যোষিদ্বপুষ্যতিশয়ো ন দৃষ্টো জীবনির্ম্মিতঃ॥ ২৪

অন্বয় -নন্নু জ্ঞানানি ভিদ্যন্তাম্ আকারঃ ন তু ভিদ্যতে; যোষিদ্বপুষি জীবনির্ম্মিতঃ অতিশয়ঃ ন দৃষ্টঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ভার্য্যা পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হয়, হউক; কিন্তু নারীরূপ আকারের ত' ভেদ হইতেছে না। এইহেতু সেই নারীশরীরে জীব-রচিত অতিশয় বা অধিক কিছু দেখা যায় না; (সুতরাং জীবের ভোগ্য-সৃষ্টির কথা অসঙ্গত। ২৪

জ্ঞেয় বিষয়ে ভেদ না থাকিলে, জ্ঞানে ভেদ হইতেই পারে না,—এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে বলিয়া জ্ঞেয়বস্তুর আকারে ভেদ আছে, মানিতেই হইবে—এই কথা বলিয়া উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঙ) পূর্ব্ব শ্লোকোক্ত শঙ্কার সমাধান।

মৈবং মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী।
মাংসময্যা অভেদেঽপি ভিদ্যতে হি মনোময়ী॥২৫

অন্বয়—সা এবম্, কাচিৎ মাংসময়ী যোষিৎ, অন্যা মনোময়ী, মাংসময্যাঃ অভেদে অপি মনোময়ী হি ভিদ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—'সেই নারীর শরীর বিষয়ে জীব-রচিত অতিশয় (অধিক কিছু) নাই' একথা বলা চলিবে না, কেননা, (ঈশ্বর-রচিত) মাংসময়ী নারীমূর্ত্তি এক ; (জীব-রচিত) মনোময়ী মূর্ত্তি অন্য। মাংসময়ী মূর্ত্তি এক বা অভিন্ন হইলেও মনোময়ী মূর্ত্তি ভিন্ন ভিন্ন। ২৫

(শঙ্কা) ভাল, ভ্রান্তি প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোরাজ্য (reverie), স্মৃতি—এই সকল স্থলে বাহ্যবস্তু নাই বলিয়া ভ্রান্তি প্রভৃতির বস্তুকে মনোময় বস্তু বলিয়া মানিতে পারা যায়, কিন্তু প্রমার অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানের বস্তুকে ত' মনোময় বস্তু বলা চলে না, কেননা, সেস্থলে বস্তু মনের বাহিরে বিদ্যমান। বাদীর এই শঙ্কাই বলিতেছেন ঃ—

(চ) প্রমার বিষয় যে বাহ্যবস্তু, তাহার মনোময়তা বিষয়ে শঙ্কা।

ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিষ্বস্তু মনোময়ম্।
জাগ্রন্মানেন মেয়স্য ন মনোময়তেতি চেৎ ॥ ২৬

অন্বয়—ভ্রান্তিস্বপ্নমনোরাজ্যস্মৃতিষু মনোময়ম্ অস্তু; জাগ্রন্মানেন মেয়স্য মনোময়তা ন, ইতি চেৎ।

অনুবাদ—ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোরাজ্য, স্মৃতি—এই সকল স্থলে তত্তদ্বিষয়ক বস্তুকে মনোময় বলিয়া মানা যাইতে পারে ; কিন্তু জাগ্রৎকালীন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ বস্তু মনোময় হইতে পারে না—যদি এইরূপ বলা যায়—

টীকা—"জাগ্রন্মানেন"—জাগ্রদবস্থায় প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা, "মেয়স্য"—প্রমেয় যে বস্তু তাহার, "মনোময়তা ন"—মনোময়তা স্বীকার করা যায় না ইহাই বাদীর শঙ্কা। ২৬

(সমাধান) প্রমাস্থলে অর্থাৎ যে স্থলে যথাথজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই স্থলে, বাহ্যবস্তু থাকে—ইহা সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিতেছেন ঃ—

(ছ) প্রমাস্থলে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বাঙ্গীকার ও তাহার মনোময়তার প্রমাণ।

বাঢ়ং মানে তু মেয়েন যোগাৎ স্যাদ্ বিষয়াকৃতিঃ।
ভাষ্যবার্ত্তিককারাভ্যাময়মর্থ উদীরিতঃ ॥ ২৭

অন্বয়—বাঢ়ম্, মানে বিষয়াকৃতিঃ তু মেয়েন যোগাৎ স্যাৎ ; ভাষ্যবার্ত্তিককারাভ্যাম্ অয়ম্ অর্থঃ উদীরিতঃ।

অনুবাদ—সত্য বটে (অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানে বাহ্যবস্তুর অস্তিত্বরূপ হেতু অঙ্গীকার করিতেছি, কিন্তু প্রমার বস্তুর অমনোময়ত্ব-রূপ সাধ্যের অঙ্গীকার করিব না, অথবা উক্তরূপ আশঙ্কা ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ ব্যাবহারিক পক্ষে অনুকূল বটে) ; কিন্তু সিদ্ধান্ত এই, যে প্রমাণের বিষয়াকারতা (অর্থাৎ যে মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্গত হইয়া কুল্যার বা নালীর আকারে বিষয় পর্য্যন্ত যাইয়া বিষয়ের সহিত সমানাকারবিশিষ্টা হয়, তাহার) সেই প্রমেয়ের বা বিষয়ের সহিত

সম্বন্ধবশতঃই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও বার্ত্তিককার—ইঁহারা উভয়েই এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা—"বাঢ়ম্"—সত্য বটে, অর্থাৎ ব্যাবহারিক পক্ষে, যথার্থ জ্ঞানের স্থলে, বাহিরে বিষয়ের সত্তা অঙ্গীকার করিতেছি। (শঙ্কা) তাহা হইলে, কি প্রকারে সেই বাহ্যবিষয়কে অর্থাৎ মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুকে, মনোময় বলা হইতেছে ? (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন— "মানে বিষয়াকৃতিঃ তু"—প্রমাণে অর্থাৎ মনের বৃত্তিতে যে বিষয়াকারের কথা বলা হইতেছে, তাহা কিন্তু, "মেয়েন যোগাৎ স্যাৎ"—প্রমেয়ের অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃই অর্থাৎ মনোবৃত্তি (কুল্যাকারে) বাহিরে যাইলে বিষয়ের সহিত সংযোগবশতঃই সেই বিষয়াকৃতি ঘটে। (শঙ্কা) ভাল, ইহা ত' -আপনার স্বকপোলকল্পিত ? (সমাধান)—ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য এবং বার্ত্তিককার—উভয়েই এই একই কথা বলিয়াছেন। ২৭

তদ্বিষয়ে ভাষ্যকারের বচন উদ্ধৃত করিতেছেন :-

(ভাষ্যকার-বিরচিত "উপদেশসাহস্রী"র অন্তর্গত "স্বপ্নস্মৃতি" প্রকরণের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক ; ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যেও—১।১।১২, এই কথা পাওয়া যায়)।

(জ) প্রমার বিষয় যে মনোময়, তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের বচনই প্রমাণ।

মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা।
রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবচ্চিত্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্॥ ২৮

অন্বয়—যথা তাম্রম্ মূষাসিক্তম্ (সৎ) তন্নিভম্ জায়তে, তথা চিত্তম্ রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবৎ ধ্রুবম্ তন্নিভম্ দৃশ্যতে।

অনুবাদ—যেমন অগ্নিদ্বারা দ্রবীকৃত তাম্র ছাঁচে ঢালিলে তাহা ছাঁচেরই আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনও বাহ্যরূপাদি বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া তদ্রূপই হইয়া যায় —ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—"যথা তাম্রম্ মূষাসিক্তম্ তন্নিভম্ জায়তে" যেমন তাম্রকে অগ্নিসংযোগে গলাইয়া মূষাতে অর্থাৎ ছাঁচে ঢালিলে, তাহা সেই ছাঁচেরই আকার ধারণ করে, "তথা চিত্তম্ রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবৎ"—সেইরূপ চিত্ত দেহ হইতে বিনির্গত হইয়া বাহ্যরূপাদি বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া অর্থাৎ সেই সেই রূপাদিকে নিজ বিষয়ীভূত করিয়া, "ধ্রুবম্ তন্নিভম্ জায়তে"—সেই রূপাদির সমান মনোময় আকারবিশিষ্ট হইয়া যায়, ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে ; ইহাই তাৎপর্য্য। ২৮

(শঙ্কা) ভাল, (মূর্ত্তিবিশিষ্ট) তাম্র প্রভৃতি বস্তু অগ্নিসংযোগে গলিয়া তরল হইলে এবং ছাঁচে নিক্ষিপ্ত হইলে, কঠিন ছাঁচের সংযোগে আসিয়া শীতল হইলে, ছাঁচের আকার ধারণ করে, মানিলাম ; কিন্তু মূর্ত্তিহীন এবং তাম্রাদি হইতে বিলক্ষণস্বভাব, চিত্ত বা বুদ্ধি (রূপাদি-) বিষয়ে ব্যাপ্ত হইলে কি প্রকারে সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :---

ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গ্যস্যাকারতামিয়াৎ।
সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্ধীরর্থাকারা প্রদৃশ্যতে॥ ২৯

অন্বয়—যথা বা ব্যঞ্জকঃ আলোকঃ ব্যঙ্গ্যস্য আকারতাম্ ইয়াৎ, ধীঃ সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ অর্থাকারা প্রদৃশ্যতে।

অনুবাদ—অথবা যেমন সাধারণপ্রকাশক সূর্য্যাদির আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন সেই বস্তুরই আকারতা প্রাপ্ত হয়, (তাহা না হইলে সেই বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না) সেইরূপ, বুদ্ধি সকল বস্তুরই প্রকাশক বলিয়া, সেই বস্তুর আকারেই দৃষ্ট হইয়া থাকে।

টীকা—"যথা বা ব্যঞ্জকঃ আলোকঃ"—অথবা যেমন প্রকাশক আতপাদি, "ব্যঙ্গ্যস্য আকারতাম্ ইয়াৎ"—প্রকাশ করিবার যোগ্য ঘটাদি বস্তুর আকারের ন্যায় আকার প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ, "ধীঃ সর্ব্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ অর্থাকারা প্রদৃশ্যতে"—বুদ্ধি বা অন্তঃকরণবৃত্তি সকলপদার্থের প্রকাশকতাহেতু ঘটাদিরূপ বস্তুর আকারের ন্যায় যাহার আকার, সেই প্রকৃষ্টরূপেই দৃষ্ট বা উপলব্ধ হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ২৯

এক্ষণে বার্ত্তিককারের বচন* উদ্ধৃত করিতেছেন ঃ—

(ঝ) উক্ত বিষয়ে বার্ত্তিককারের বচন প্রমাণ।

মাতুর্মানাভিনিষ্পত্তির্নিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ।
মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপদ্যতে॥ ৩০

অন্বয়—মাতুঃ মানাভিনিষ্পত্তিঃ (ভবতি), নিষ্পন্নম্ তৎ মেয়ম্ এতি চ, তৎ মেয়াভিসঙ্গতম্ মেয়াভত্বম্ প্রপদ্যতে।

অনুবাদ—প্রমাতা হইতে প্রমাণের উৎপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ প্রমাণ বা প্রমার করণ উৎপন্ন হয় এবং প্রমাণ উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া বাহ্যবস্তুকে অধিকার করে এবং সেই প্রমেয় বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ হইয়া তাহারই আকারে আকারিত হয়।

টীকা—"মাতুঃ"—কূটস্থরূপ অধিষ্ঠানচৈতন্যের সহিত বুদ্ধিতে অবস্থিত চিদাভাসরূপ প্রমাতা বা প্রমাজ্ঞানের কর্ত্তা যে জীব, তাহা হইতে, "মানাভিনিষ্পত্তিঃ"—চিদাভাস সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ প্রমাণের উৎপত্তি হয়; "নিষ্পন্নম্ তৎ"—সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া সেই প্রমাণ, "মেয়ম্ এতি চ"—তাহার পর ঘটাদিরূপ প্রমেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয়; "তৎ মেয়াভিসঙ্গতম্ মেয়াভত্বম্ প্রপদ্যতে"—আর সেই প্রমাণ প্রমেয়ের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া প্রমেয়ের

* সুরেশ্বরাচার্য্যকৃত বৃহদারণ্যকবার্ত্তিক, তৈত্তিরীয়বার্ত্তিক, পুণাসংস্করণ এবং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধি, পঞ্চীকরণবার্ত্তিক ও স্বরাজ্যসিদ্ধিতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না; ('ব্রহ্মসিদ্ধি' ও 'ব্রহ্মসূত্রবৃত্তি' গ্রন্থদ্বয়ে অন্বেষণ করা হয় নাই।)

'আভা'র বা আকারের ন্যায় আভা বা আকার যাহার এইরূপ ভাব অর্থাৎ প্রমেয়ের সহিত সমান আকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। ৩০

(শঙ্কা) ভাল, মানিলাম প্রমাণ এইরূপে স্বকীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া সমান আকার প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা, বিষয়ের যে ভেদ লইয়া আলোচনা চলিতেছে তাহাতে কি পাওয়া গেল ? তদুত্তরে বলিতেছেন (সমাধান)—

(ঞ) বিষয়ের দুই রূপ ও দুই গ্রাহক।

সত্যেবং বিষয়ৌ দ্বৌ স্তো ঘটৌ মৃন্ময়ধীময়ৌ।
মৃন্ময়ো মানমেয়ঃ স্যাৎ সাক্ষিভাস্যস্তু ধীময়ঃ॥ ৩১

অন্বয়—এবম্ সতি মৃন্ময়ধীময়ৌ ঘটৌ বিষয়ৌ দ্বৌ স্তঃ ; মৃন্ময়ঃ মানমেয়ঃ, সাক্ষিভাস্যঃ স্যাৎ।

অনুবাদ—এইরূপ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইল যে ঘটাদিরূপ বিষয় দুই দুই প্রকারের হইয়া থাকে ;—যথা মৃন্ময়াদি বা পাঞ্চভৌতিক এবং মনোময়। মৃন্ময় ঘট প্রমাণদ্বারা—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা, 'মেয়'—জ্ঞেয় বা প্রমাতৃভাস্য ; অর্থাৎ সাক্ষী চক্ষুরাদি প্রমাণবৃত্তিদ্বারা তাহাকে বাহ্যবস্তুরূপে প্রকাশ করেন ; আর মনোময় ঘট যাহা সাক্ষিভাস্য, অর্থাৎ সাক্ষী যাহাকে (চিত্তবৃত্তি হইতে ভিন্ন) অবিদ্যাবৃত্তিদ্বারা স্বপ্ন, সুখ-দুঃখ ও কামাদির ন্যায় ভিতরে প্রকাশ করিয়া থাকেন।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল, মন যেমন মৃন্ময় ঘটকে গ্রহণ বা উপলব্ধি করিতে পারে, মনোময় ঘটকে ত' সেইরূপে পারে না ; আর মনোময় ঘটের জন্য, সেই মন ভিন্ন অন্য গ্রাহক নাই বলিয়া মানিতে হয় - মনোময় ঘট অসিদ্ধ অর্থাৎ বস্তুতঃ নাই। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে 'মন ভিন্ন অন্য গ্রাহক নাই' এই কথাই অসিদ্ধ। "মৃন্ময়ঃ মানমেয়ঃ"—মৃন্ময় ঘট মনোবৃত্তিরূপ প্রমাণদ্বারা প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য অর্থাৎ প্রমাতার দ্বারা বা অধিষ্ঠানচৈতন্যসহিত চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা প্রকাশ্য ; সেইরূপ, "ধীময়ঃ সাক্ষিভাস্যঃ"—মনোময় ঘট সাক্ষিভাস্য অর্থাৎ অবিদ্যার বৃত্তিদ্বারা অভ্যন্তরে সুখ-দুঃখের ন্যায় কূটস্থের নিকট প্রকাশিত হয়—তাহার প্রকাশের জন্য অন্তঃকরণবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। ৩১

৪। জীব-রচিত দ্বৈতই সুখ-দুঃখরূপ বন্ধের হেতু।

(শঙ্কা) ভাল, এইরূপে অর্থাৎ ঈশ্বর-রচিত ও জীব-রচিত ভেদে দুইপ্রকার দ্বৈতরূপ জগৎ যে আছে, তাহা মানিলাম ; কিন্তু তন্মধ্যে কোন্ দ্বৈতটি পরিত্যাজ্য ও কোন্ দ্বৈতটি গ্রাহ্য, তাহার ত' নির্ণয় হইতেছে না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জীব-রচিত দ্বৈতেরই হেয়তা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে তাহাই যে বন্ধনের হেতু—তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ক) জীব-রচিত দ্বৈতের বন্ধহেতুতাবিষয়ে অন্বয়-ব্যতিরেক।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ধীময়ো জীববন্ধকৃৎ।
সত্যস্মিন্ সুখদুঃখে স্তস্তস্মিন্নসতি ন দ্বয়ম্॥ ৩২

অন্বয়—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ ধীময়ঃ জীববন্ধকৃৎ; অস্মিন্ সতি সুখদুঃখে স্তঃ, তস্মিন্ অসতি ন দ্বয়ম্।

অনুবাদ—অন্বয় ও ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, মনোময় বস্তুই জীবের সুখ-দুঃখরূপ বন্ধনের কারণ; কেননা, এই মনোময় বস্তু থাকিলেই সুখ-দুঃখ উৎপন্ন হয়; ইহা না থাকিলে সেই দুইটি উপস্থিত হয় না।

টীকা—অন্বয়ব্যতিরেক যুক্তি পরিস্ফুট করিতেছেন :—"তস্মিন্ সতি সুখদুঃখে স্তঃ"—সেই মনোময় দ্বৈত অর্থাৎ জীবসৃষ্ট মানসপ্রপঞ্চ থাকিলেই সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয়, আর "তস্মিন্ অসতি দ্বয়ম্ ন"—সেই মনোময় দ্বৈত না থাকিলে সেই দুইটি অর্থাৎ সুখ-দুঃখ থাকে না। ৩২

(শঙ্কা) ভাল, আপনার কথিত অন্বয়ব্যতিরেক, বাহ্যবস্তুর বা ঈশ্বর-কৃত দ্বৈতের সম্বন্ধেও ত' খাটিতে পারে; যথা, ঈশ্বর-রচিত প্রপঞ্চ থাকিলেই সুখ-দুঃখ উপস্থিত হয় আর তাহা না থাকিলে হয় না। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

অসত্যপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ।
সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু সত্যপ্যস্মিন্ন বধ্যতে॥ ৩৩

অন্বয়—নরঃ স্বপ্নাদৌ চ বাহ্যার্থে অসতি অপি বধ্যতে সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু অস্মিন্ সতি অপি ন বধ্যতে।

অনুবাদ—উদাহরণ দেখ—লোকে স্বপ্ন, স্মৃতি, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি প্রভৃতি অবস্থায় বাহ্যবস্তু না থাকিলেও (কেবল মনোময় বস্তু বিদ্যমান থাকায়) (সুখদুঃখরূপ) বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সমাধি, সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছার অবস্থায় বাহ্যবস্তু থাকিলেও (মনোময় বস্তু না থাকায়) বন্ধন প্রাপ্ত হয় না।

টীকা—"নরঃ"—মনুষ্য, ইহা দেবতাদি অন্য জীবেরও উপলক্ষণ, "স্বপ্নাদৌ চ"-স্বপ্ন, স্মৃতি, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি প্রভৃতির কালেও, "বাহ্যার্থে অসতি অপি"—অনুকূল বা সুখসাধন স্ত্রী প্রভৃতি বস্তু এবং প্রতিকূল বা দুঃখসাধক ব্যাঘ্র প্রভৃতি (অপ্রাতিভাসিক সত্য) বস্তু না থাকিলেও, "বধ্যতে"—সুখ-দুঃখের সহিত যুক্ত বা তদ্দ্বারা আক্রান্ত হয়। "সমাধিসুপ্তিমূর্চ্ছাসু অস্মিন্ সতি অপি ন বধ্যতে"—আর সমাধি, সুপ্তি, মূর্চ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় বাহ্যবস্তু থাকিতেও লোকে মনোময়ের অভাবে বন্ধন প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদিভাগী হয় না। এইহেতু ঈশ্বর-রচিত বাহ্যপ্রপঞ্চকে বিষয় করিয়া অন্বয়ব্যতিরেক সুখ-দুঃখাদির সাধক হইতে পারে না, কিন্তু জীব-রচিত মনোময় প্রপঞ্চকে বিষয় করিয়া অন্বয়ব্যতিরেক সুখ-দুঃখাদিরূপ বন্ধনের হেতুতার সাধক হয়—ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৩

মনোময় প্রপঞ্চের বন্ধকারিত্ব অর্থাৎ সুখ-দুঃখাদির উৎপাদকত্বপ্রতিপাদনে প্রযুক্ত অন্বয়ব্যতিরেক যুক্তি দৃষ্টান্তদ্বারা দেড় শ্লোকে পরিস্ফুট করিতেছেন :—

খ) পূর্ব্বোক্ত শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত অন্বয়ব্যতিরেকের উদাহরণ।

দূরদেশং গতে পুত্রে জীবত্যেবাত্র তৎপিতা।
বিপ্রলম্ভকবাক্যেন মৃতং মত্বা প্ররোদিতি॥ ৩৪

অন্বয়—দূরদেশম্ গতে পুত্রে জীবতি এব অত্র তৎপিতা বিপ্রলম্ভকবাক্যেন মৃতম্ মত্বা প্ররোদিতি।

অনুবাদ—কাহারও দূরদেশগত পুত্র জীবিত থাকিলেও, কোনও প্রবঞ্চক এখানে তাহার পিতাকে পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ শুনাইয়া দিল। সেই সংবাদ শুনিয়া পুত্রকে মৃত মনে করিয়া পিতা শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করিল।

টীকা "দূরদেশম্ গতে পুত্রে জীবতি এব"—দেশান্তরগত পুত্র সেখানে জীবিত থাকিলেও; "অত্র তৎপিতা"—তাহার পিতা নিজ গৃহে থাকিয়া, "বিপ্রলম্ভকবাক্যেন"—কোনও প্রতারকের —'তোমার পুত্র জীবিত নাই' -এইরূপ সংবাদপ্রদান হেতু, "মৃতম্ মত্বা প্ররোদিতি"—আপনার পুত্রকে মৃত মনে করিয়া শোকার্ত্ত হইয়া রোদন করে। ৩৪

(গ) ফলিত অর্থ।

মৃতেঽপি তস্মিন্বার্ত্তায়ামশ্রুতায়াং ন রোদিতি।
অতঃ সর্ব্বস্য জীবস্য বন্ধকৃন্মানসং জগৎ॥ ৩৫

অন্বয়—তস্মিন্ মৃতে অপি বার্ত্তায়াম্ অশ্রুতায়াম্ ন রোদিতি। অতঃ সর্ব্বস্য জীবস্য মানসম্ জগৎ বন্ধকৃৎ।

অনুবাদ ও টীকা—আবার সেই দেশান্তরস্থিত পুত্র সত্যসত্যই মরিয়া গেলেও, সেই মৃত্যুর সংবাদ না শুনিতে পাইলে, তাহার পিতা রোদন করে না। (জীবিত আছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে)। এইহেতু সিদ্ধ হইল যে, মনোময় জগৎই সকল জীবের বন্ধনের কারণ। ৩৫

(শঙ্কা) যদি মনোময় জগৎকেই বন্ধের হেতু বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা বা অভাব মানিতে হয়; তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত হয় অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধান্ত ভঙ্গ করিতে হয়—ইহাই বাদীর শঙ্কা।

(ঘ (মনোময় বস্তুর বন্ধহেতুত্ব বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

বিজ্ঞানবাদো বাহ্যার্থে বৈয়র্থ্যাৎ স্যাদিহেতি চেৎ।
ন হৃদ্যাকারমাধাতুং বাহ্যস্যাপেক্ষিতত্বতঃ॥ ৩৬

অন্বয়—বাহ্যার্থে বৈয়র্থ্যাৎ ইহ বিজ্ঞানবাদঃ স্যাৎ ইতি চেৎ? ন; হৃদি আকারম্ আধাতুম্ বাহ্যস্য অপেক্ষিতত্বতঃ।

অনুবাদ—বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা মানিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদ—অর্থাৎ বুদ্ধির বাহিরে বিষয়াভাবপ্রতিপাদক বৌদ্ধমত, মানিতে হয়—যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে বলি সেইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কেননা, বুদ্ধিকে আকার দিবার জন্য বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে।

টীকা—পূর্ব্বোক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"হৃদি আকারম্ আধাতুম্"—বুদ্ধিতে অর্থাৎ মনে বাহ্যবস্তুর আকার স্থাপন করিবার জন্য; যদ্যপি মনোময় প্রপঞ্চই বন্ধনের হেতু,

তথাপি বাহ্যবস্তুকেই সেই মানসপ্রপঞ্চের হেতু বলিয়া মানিয়া লওয়ায়—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদদ্বারা বেদান্তসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইল না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৬

(শঙ্কা) ভাল, বুদ্ধিকে আকার দিবার জন্য বাহ্যবস্তুর ত' প্রয়োজন নাই, কেননা, পূর্ব্ব পূর্ব্ব মানসপ্রপঞ্চের বাসনা বা সংস্কার, বুদ্ধিকে আকার দিয়া পরপরবর্ত্তী মানসপ্রপঞ্চের হেতু হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া প্রৌঢ়িবাদদ্বারা* বাহ্যবস্তুর অভাবরূপ প্রতিবাদীর উক্তি (দুর্জ্জনপরিতোষের ন্যায়) অঙ্গীকার করিয়াও স্বমতে আরোপিত দোষের পরিহার করিতেছেন, অথবা উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষের হেতু কল্পনা করিতেছেন :—

(৬) বাহ্যপ্রপঞ্চের ব্যর্থতাস্বীকার।

বৈয়র্থ্যমস্তু বা বাহ্যং ন বারয়িতুমীশ্মহে।
প্রয়োজনমপেক্ষন্তে ন মানানীতি হি স্থিতিঃ ॥ ৩৭

অন্বয়—বা বৈয়র্থ্যম্ অস্তু, বাহ্যম্ বারয়িতুম্ ন ঈশ্মহে। মানানি প্রয়োজনম্ ন অপেক্ষন্তে ইতি হি স্থিতিঃ।

অনুবাদ—অথবা বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতা হউক, বাহ্যবস্তুকে নিবারণ করিতে আমরা সমর্থ নহি ; যেহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না—ইহাই লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম ; যেমন পথিমধ্যে পতিত কণ্টকের প্রয়োজন নাই বলিয়া, পথে কণ্টক নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি না—কেহ বলে না, সেইরূপ প্রয়োজনরহিত বাহ্যবস্তু, অঙ্গীকার করিলেও, তাহাতে দোষ হয় না।

টীকা (শঙ্কা) ভাল, যদি বাহ্যবস্তুর ব্যর্থতাই মানা হইল, তবে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদরূপ বৌদ্ধমত হইতে বেদান্তমতের ভেদ রহিল কোথায় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন : "বাহ্যম্ বারয়িতুম্ ন ঈশ্মহে"- ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন পদার্থ নাই। ইঁহারা যেরূপ বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা সেইরূপ করি না —এইমাত্র ভেদ। আমরা বাহ্যবস্তুর প্রয়োজনশূন্যতা মাত্র স্বীকার করি। এই অংশেই ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীর মত হইতে আমাদের মতের প্রভেদ, ইহাই অর্থ। (শঙ্কা) ভাল, বাহ্যবস্তু যদি প্রয়োজনশূন্য হইল, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব মানা ত' যুক্তিযুক্ত নহে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—"মানানি প্রয়োজনম্ ন অপেক্ষন্তে ইতি হি স্থিতিঃ"—বস্তুর (অস্তিত্ব-) সিদ্ধি প্রমাণের অধীন, ফলের বা অর্থসাধকতার অধীন নহে ; ইহাই নিয়ম ; কেননা, যে বাহ্য-বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হইল, তাহা প্রয়োজনরহিত বলিয়া অস্তিত্বশূন্য, একথা জনসাধারণ কিম্বা প্রতিপক্ষও স্বীকার করেন না, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৭

(শঙ্কা) ভাল, যদি মানসপ্রপঞ্চ বা মনোময় দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ, বন্ধের হেতু হইল, তাহা হইলে ত' মনের নিরোধরূপ যোগ বা সমাধিদ্বারাই সেই মানসদ্বৈতের নিবৃত্তি সম্ভব ; আর,

* উৎকর্ষস্য অহেতৌ উৎকর্ষহেতুত্বকল্পনম্ প্রৌঢ়িবাদঃ ; অথবা প্রতিবাদ্যুক্তিস্বীকারত্বে সতি স্বমতদোষপরিহারত্বম্।

তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি হয়,—এইরূপ বলিলে কথাটি বিরোধযুক্ত হইয়া পড়ে এই প্রকারে যোগমত ধরিয়া বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(চ) ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি - এ কথায় বিরোধশঙ্কা।

বন্ধশ্চেন্মানসং দ্বৈতং তন্নিরোধেন শাম্যতি।
অভ্যসেদ্যোগমেবাতো ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ ॥ ৩৮

অন্বয়—মানসম্ দ্বৈতম্ বন্ধঃ চেৎ, তৎ নিরোধেন শাম্যতি, অতঃ যোগম্ এব অভ্যসেৎ ; ব্রহ্মজ্ঞানেন কিম্ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—মানসদ্বৈতই যদি বন্ধন হইল, অর্থাৎ বন্ধের কারণ হইল, তাহা হইলে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধির অভ্যাস দ্বারাই ত' সেই মানস-দ্বৈতের নিবৃত্তি হইতে পারে ; এইহেতু যোগেরই অভ্যাস করিতে হয় ; ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন কি ? ৩৮

এই শঙ্কার উত্তরে শঙ্কাকারীকে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যোগের দ্বারা যে মানসদ্বৈতের নিবৃত্তির কথা বলা হইতেছে, তাহা কি তাৎকালিক নিবৃত্তি অর্থাৎ যতক্ষণ চিত্ত নিরুদ্ধ থাকিবে ততক্ষণের জন্য নিবৃত্তি ? অথবা আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ এইরূপে দ্বৈতের নিবৃত্তি হইলে পরে আর তাহার উৎপত্তি হইবে না, অর্থাৎ কারণসহিত দ্বৈতের নিবৃত্তি ?

সিদ্ধান্তী এইরূপ দুই বিকল্প করিয়া প্রথম বিকল্প মানিয়া লইতেছেন এবং দ্বিতীয় বিকল্পের দোষ দেখাইতেছেন :—

(ছ) উক্ত শঙ্কার সমাধান।

তাৎকালিকদ্বৈতশান্তাবপ্যাগামিজনিক্ষয়ঃ।
ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন স্যাদিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ॥ ৩৯

অন্বয়—তাৎকালিকদ্বৈতশান্তৌ অপি আগামিজনিক্ষয়ঃ ব্রহ্মজ্ঞানম্ বিনা ন স্যাৎ ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ।

অনুবাদ—চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা প্রথম প্রকারের অর্থাৎ তাৎকালিক নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্বচন ঢক্কাধ্বনিনির্ঘোষে ঘোষণা করিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ভাবিজন্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কোনক্রমেই হইতে পারে না।

টীকা—সেই সকল ঘোষণা যথা—[জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ—শ্বেতাশ্বতর উ, ২।১৫, ৪।১৬, ৫।১৩, ৬।১৩]—যিনি দেব অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, যাবতীয় সংসার-বন্ধন তাঁহাকে মুক্তি দেয় ; [জ্ঞাত্বা শিবং শান্তিমত্যন্তমেতি—শ্বেতাশ্বতর উ. ৪।১০]—যিনি পরমকল্যাণস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন—তিনি আত্যন্তিক অনর্থ নিবৃত্তি-রূপ শান্তি অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ; [যদা চর্ম্মবদাকাশং বেষ্টয়িষ্যন্তি মানবাঃ। তদা দেব-মবিজ্ঞায় দুঃখস্যান্তো ভবিষ্যতি॥—শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।২০]—যখন লোকে আকাশকে চর্ম্মের ন্যায় (অর্থাৎ মাদুরের মতো) গুটাইতে সমর্থ হইবে তখনই দেবকে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

আত্মাকে না জানিলেও জন্মমরণাদি নিবৃত্তিরূপ দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব হইবে অর্থাৎ নিরবয়ব বিভু, সংস্পর্শরহিত আকাশকে যেমন কোন কালেই কেহ গুটাইতে সমর্থ হইবে না, সেইরূপ আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মকে না জানিয়া কোন কালেই কেহ মুক্ত হইবে না। এতদ্ব্যতীত [তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়—শ্বেতাশ্বতর উ, ৩।৮ ; ৬।১৬]—'প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন। জ্ঞান ভিন্ন, মোক্ষাভিমুখে গমনের জন্য অন্যপথ নাই।' [কৈবল্যমুক্তির্জ্ঞানমাত্রেণোক্তা—কৈবল্যোপনিষৎ ১]—কেবল জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়।—এই সকল শ্রুতিবচনে এবং এই অর্থের স্মৃতিবচনে, অন্বয়ব্যতিরেকমুখে ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র বন্ধনিবৃত্তির কারণ বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য। ৩৯

(শঙ্কা) ভাল, তাহা হইলে ত' বাহ্যদ্বৈতের অর্থাৎ ঈশ্বর-রচিত প্রপঞ্চের নিবারণ না করিলে অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না। (সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, বাহ্যদ্বৈতের নিবারণ না হইলেও, তাহাতে মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা পারমার্থিকসত্য অদ্বৈত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। যেমন রজ্জুতে সর্প অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও সর্পের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা রজ্জুর জ্ঞান হয়, যেমন শুক্তিকায় রজত অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও রজতের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা শুক্তিকার জ্ঞান হয়, যেমন মরুভূমিতে নদীপ্রবাহ অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও প্রবাহের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা মরুভূমির জ্ঞান হয়, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব অভিন্নরূপ দৃষ্ট হইতে থাকিলেও প্রতিবিম্বের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা দর্পণের জ্ঞান হয়, যেমন আকাশে নীলতা অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও, আকাশকে কেবল অবকাশ রূপে গ্রহণ করিতে বাধা হয় না, সেইরূপ ঈশ্বর-রচিত জগৎ যাহা অধিষ্ঠান ব্রহ্মে প্রতীত হয়, তাহার বাধ সম্পাদন করিলেই পরমার্থতঃ সদদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপের উপলব্ধি হয়। এই কথাই বলিতেছেন :—

(জ) বাহ্য দ্বৈতের বিনাশ সম্পাদন বিনাও মিথ্যাত্ব-নিশ্চয়মাত্রদ্বারা ব্রহ্ম জ্ঞানসিদ্ধি হয়।

অনিবৃত্তেঽপীশসৃষ্টে দ্বৈতে তস্য মৃষাত্মতাম্।
বুদ্ধ্বা ব্রহ্মাদ্বয়ং বোদ্ধুং শক্যং বস্ত্বৈক্যবাদিনঃ ॥ ৪০

অন্বয়—ঈশসৃষ্টে দ্বৈতে অনিবৃত্তে অপি তস্য মৃষাত্মতাম্ বুদ্ধ্বা বস্ত্বৈক্যবাদিনঃ অদ্বয়ম্ ব্রহ্ম বোদ্ধুম্ শক্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত নিবৃত্ত না হইলেও তাহার মিথ্যাত্বনিশ্চয় হইলেই বাস্তবাভেদবাদীর অদ্বৈতব্রহ্মকে জানিতে পারা যায়। ৪০

(শঙ্কা) ভাল, দ্বৈতের মিথ্যাত্বনিশ্চয় অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ হইতে পারে না, বরং সেই দ্বৈতের নাশই অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ হইতে পারে—এইরূপ আগ্রহান্বিত প্রতিবাদীর উদ্দেশে বলিতেছেন :—

প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ।
বিরোধিদ্বৈতাভাবেঽপি ন শক্যং বোদ্ধুমদ্বয়ম্ ॥ ৪১

অন্বয়—প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু বিরোধিদ্বৈতাভাবে অপি গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ অদ্বয়ম্ বোদ্ধুম্ শক্যম্ ন।

অনুবাদ—প্রলয়কালে সেই দ্বৈত নিবৃত্ত হইলে, অদ্বৈত-বিরোধী দ্বৈতের অভাবেও, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি না থাকায় অদ্বৈত পরব্রহ্মকে জানা যায় না।

টীকা—(তাহা হইলে দেখ) "প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু"—প্রলয়কালে সেই ঈশ্বর-কৃত দ্বৈতের নিবৃত্তি* হইলে, "বিরোধিদ্বৈতাভাবে অপি"—সেই বিরোধী দ্বৈতের অভাব হইলেও অর্থাৎ তুমি যে দ্বৈতকে অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া মানিতেছ, সেই দ্বৈতের নিবারণ হইলেও, "গুরুশাস্ত্রাদ্যভাবতঃ"—গুরু, শাস্ত্র (প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত, বীজরূপে অবস্থিত শিষ্যের শ্রবণেন্দ্রিয়াদি) প্রভৃতি সাধনের অভাববশতঃ অদ্বৈত বস্তুকে জানা যায় না, এইহেতু সেই ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতের নাশ অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ নহে; ইহাই তাৎপর্য্য। ৪১

(শঙ্কা) যদ্যপি ঈশ্বর-রচিত দ্বৈতের নাশ অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ নহে, তথাপি দ্বৈত থাকিতে অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞান কি প্রকারে হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঝ) ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের অবাধক, বরং সাধক বলিয়া দ্বেষের অপাত্র।

অবাধকং সাধকং চ দ্বৈতমীশ্বরনির্ম্মিতম্।
অপনেতুমশক্যং চেত্যাস্তাং তদ্দ্বিষ্যতে কুতঃ॥ ৪২

অন্বয়—ঈশ্বরনির্ম্মিতম্ দ্বৈতম্ অবাধকম্ সাধকম্ চ অপনেতুম্ অশক্যম্ ইতি তৎ আস্তাম্। কুতঃ দ্বিষ্যতে?

অনুবাদ—ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের বাধক নহে, বরং সাধক। আবার তাহার নিবারণ অসাধ্য; এইহেতু তাহা থাকুক না কেন? তাহার প্রতি দ্বেষ কেন?

টীকা—"ঈশ্বরনির্ম্মিতম্ দ্বৈতম্ অবাধকম্"—ঈশ্বর-বিরচিত বাহ্যপ্রপঞ্চ অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের বাধক নহে; কেননা, সেই বাহ্যপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেই সেই অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়—একথা স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন। আবার শ্রুতিসমর্থনে দৃষ্টান্তও আছে—যেমন সুবর্ণে আকারদাতা স্বয়ং স্বর্ণকার সুবর্ণমাত্রের ক্রয়-বিক্রয়ী হইলে তাহার নিকট কটক-কুণ্ডলাদির আকার সুবর্ণজ্ঞানের বাধক হয় না; যেমন আকাশের নীলিমা অবকাশরূপ আকাশের জ্ঞানের বাধক হয় না; যেমন স্বপ্নপ্রপঞ্চের অনুভব আত্মার অভিন্নতারূপ অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক নহে. সেইপ্রকার, ঈশ্বর-বিরচিত দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক বা অন্তরায় হয় না, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া বিদিত থাকায় অবাধক হয়। "সাধকম্ চ"—আবার সেই ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈত জ্ঞানের সাধক; কেননা, গুরুশাস্ত্রাদিরূপে সেই ঈশ্বররচিত দ্বৈত, জ্ঞানের সাধন; "অপনেতুম্ অশক্যম্ চ"- এবং আকাশাদিরূপ দ্বৈতের নাশ আমাদিগের অসাধ্য; "ইতি তৎ আস্তাম্"—এইহেতু সেই ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত, যেমন আছে তেমনি থাকুক; "কুতঃ দ্বিষ্যতে?"—কি কারণে তাহার প্রতি দ্বেষ করা হইতেছে? ইহাই অর্থ। ৪২

জীব-রচিত দ্বৈতের বিভাগপূর্ব্বক ত্যাজ্যতা

১। জীবকৃত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ব্যবস্থাপূর্ব্বক গ্রহণ ও ত্যাগ।

এক্ষণে জীব-রচিত দ্বৈতের অর্থাৎ মানসজগতের বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) জীবকৃত দুই দ্বৈতের নাম।
(খ) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত হেয় এবং শাস্ত্রীয় দ্বৈত জ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত উপাদেয়।

জীবদ্বৈতং তু শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা।
উপাদদীত শাস্ত্রীয়মা তত্ত্বস্যাববোধনাৎ ॥ ৪৩

অন্বয়—জীবদ্বৈতম্ তু শাস্ত্রীয়ম্ অশাস্ত্রীয়ম্ ইতি দ্বিধা। তত্ত্বস্য অববোধনাৎ আ শাস্ত্রীয়ম্ উপাদদীত।

অনুবাদ—জীব-রচিত দ্বৈত শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য নহে।

টীকা—(শঙ্কা) দুই প্রকার দ্বৈতই কি সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য? (সমাধান)—না, যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈত রাখিতে হইবে। "তু"—ঈশ্বরকৃত দ্বৈতের বিলক্ষণতা বুঝাইতেছে। "তত্ত্বস্য অববোধনাৎ আ"—তত্ত্বজ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত; মর্য্যাদা ও অভিবিধি বুঝাইলে 'আ' এই অব্যয়ের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। ৪৩

শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ কি?—ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ।
(ঘ) জ্ঞানোদয়ের পর শাস্ত্রীয়দ্বৈত পরিত্যাজ্য।

আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যং শাস্ত্রীয়ং মানসং জগৎ।
বুদ্ধে তত্ত্বে তচ্চ হেয়মিতি শ্রুত্যনুশাসনম্ ॥ ৪৪

অন্বয়—আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যম্ শাস্ত্রীয়ম্ মানসম্ জগৎ; তত্ত্বে বুদ্ধে তৎ চ হেয়ম্ ইতি শ্রুত্যনুশাসনম্।

অনুবাদ—আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের বিচার অর্থাৎ শ্রবণাদিই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত মানস জগৎ। তত্ত্বজ্ঞান হইলে পর সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য; ইহা শ্রুতির আদেশ।

টীকা—"আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যম্ শাস্ত্রীয়ম্ মানসম্ জগৎ"—অন্তরাত্মার স্বরূপভূত ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদিরূপ বিচারই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত মনোময় জগৎ; শ্রবণ-মননাদি মনেরই কল্পনা বলিয়া জীবকৃত দ্বৈত। (শঙ্কা) ভাল, পূর্ব্বশ্লোকে যে বলা হইল, যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্তই শাস্ত্রীয় দ্বৈতকে রাখিতে হইবে, ইহা ত' সঙ্গত নহে। কেননা, শাস্ত্রীয় বচন* রহিয়াছে—'আ সুপ্তেরামৃতেঃ কালং নয়েদ্বেদান্তচিন্তয়া'—প্রতিদিন নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুনর্নিদ্রা পর্য্যন্ত, এবং এইরূপে যতদিন না মৃত্যু আসে ততদিন পর্য্যন্ত, জীবনকাল বেদান্তবিচার-দ্বারা অতিবাহিত করিবে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানোদয় হইলেই তদনন্তর শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য, ইহা শ্রুতির আদেশ। "তত্ত্বে বুদ্ধে তৎ চ হেয়ম্ ইতি শ্রুত্যনুশাসনম্"—দৃশ্যের মিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্ব্বক, ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অবাধে অপরোক্ষীকৃত হইলে—'সাক্ষাৎকার' হইলে, সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাগের যোগ্য—ইহা শ্রুতির আদেশ। তাহা

* ভাস্কররায় কর্তৃক 'ললিতাসহস্রনাম'—ভাষ্যে উদ্ধৃত; (আকর সম্ভবতঃ বাশিষ্ঠরামায়ণ।)

হইলে পূর্ব্বোক্ত বচনের গতি কি হইবে? যদি এইরূপ প্রশ্ন কর, তবে আমি (টীকাকার) বলিতেছি, উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ চরণরূপ শাস্ত্রীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ হইতেছে—'দত্যান্নাবসরং কিঞ্চিৎ কামাদীনাং মনাগপি'—যাহাতে কাম-ক্রোধাদি চিত্তে প্রকটিত হইতে পারে, এইরূপ অবসর তাহাদিগকে স্বল্পমাত্রও দিবে না—এই নিষেধই উক্ত শ্লোকার্দ্ধের তাৎপর্য্য, সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাক্যে কোনও অসঙ্গতি নাই, ইহাই ভাবার্থ। ৪৪

তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাজ্যতা-প্রতিপাদক চারিটি শ্রুতিবচন উদাহরণ-স্বরূপ কহিতেছেন :—

(৬) জ্ঞানোদয়ের পর শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাজ্যতা-বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্য চ পুনঃ পুনঃ।
পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উল্কাবত্তান্যথোৎসৃজেৎ ॥ ৪৫

অন্বয়—মেধাবী শাস্ত্রাণি অধীত্য পুনঃ পুনঃ অভ্যস্য চ পরমম্ ব্রহ্ম বিজ্ঞায় অথ উল্কাবৎ তানি উৎসৃজেৎ। (অমৃতনাদ উ, ১)

অনুবাদ—বিবেক-বৈরাগ্যাদিযুক্ত বুদ্ধিমান্ অধিকারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অর্থাৎ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া এবং শ্রুতবিষয়সমূহের বার বার বিচার অর্থাৎ মনন করিয়া পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে অর্থাৎ সংশয়াদি-রহিত হইয়া জানিয়া তদনন্তর, রন্ধনকার্য্যনিবৃত্তির পর জ্বলদিন্ধনত্যাগের ন্যায় অথবা অন্ধকারাবৃত রজনীতে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিয়া মশাল পরিত্যাগের ন্যায়, শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিবেন।

টীকা—যেমন পাচক পাককার্য্য সমাপ্ত করিয়া জ্বলন্ত ইন্ধনাদি পরিত্যাগ করে, সেইরূপ মুমুক্ষু পরব্রহ্মকে জানিয়া, তদনন্তর শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রবাসনা পরিত্যাগ করিবেন, তাহার পূর্ব্বে পরিত্যাগ করিবেন না; যেহেতু ব্রহ্মকে জানিবার পর শাস্ত্র নিষ্প্রয়োজন হইয়া যায়। ভাষ্যকার 'বিবেকচূড়ামণি'গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা। বিজ্ঞাতে তু পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা' ॥ ৬১ ॥ পরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মৈক্য যদি না জানা গেল, তবে শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল; আবার পরতত্ত্ব যদি অবগত হওয়া গেল, তাহা হইলেও অর্থাৎ তদনন্তর শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল। ৪৫

গ্রন্থমভ্যস্য মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ।
পলালমিব ধান্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ ॥ ৪৬

অন্বয়—মেধাবী গ্রন্থম্ অভ্যস্য জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ (সন্) ধান্যার্থী পলালম্ ইব অশেষতঃ গ্রন্থম্ ত্যজেৎ। (ব্রহ্মবিন্দু উ, ১৮)

অনুবাদ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থাভ্যাসদ্বারা জ্ঞানে বা পরোক্ষানুভবে এবং বিজ্ঞানে বা অপরোক্ষানুভবে কুশল হইয়া অর্থাৎ গুরুমুখ এবং শাস্ত্রমুখ হইতে শ্রবণ এবং তদনন্তর মননদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব এবং ব্রহ্ম ও

আত্মার একতা নিশ্চয় করিয়া এবং গুরু-শাস্ত্রমুখ হইতে নির্ণীত অর্থ নিদিধ্যাসন-দ্বারা যথাতথরূপে অনুভব করিয়া, সকল গ্রন্থ পরিত্যাগ করিবেন। যেমন ধান্যার্থী কৃষকগণ ধান ঝাড়িয়া লইয়া খড় বা পোয়াল পরিত্যাগ করে অথবা তণ্ডুল বাহির করিয়া লইয়া তুষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ।

টীকা—অচ্যুতরায় 'পলাল' শব্দে 'তুষ' লিখিয়াছেন। 'পল' শব্দ তুষ ও খড় দুই অর্থেই প্রযুক্ত হয়। ৪৬

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ।
নানুধ্যায়াদ্ বহূঞ্ছব্দান্ বাচো বিগ্লাপনং হি তৎ ॥ ৪৭

অন্বয়—ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ তম্ এব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাম্ কুর্ব্বীত। বহূন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়াৎ, তৎ হি বাচঃ বিগ্লাপনম্। (বৃহদা উ, ৪।৪।২১)।

অনুবাদ ও টীকা—বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মচর্য্যাদি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের ইচ্ছাবশতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে বিশেষরূপে অবগত হইয়া (সন্ন্যাস, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধানের অভ্যাসদ্বারা) তদ্বিষয়ে নিষ্ঠারূপ একাগ্রতাবৃত্তি করিবেন অর্থাৎ সর্ব্বসংশয়-নিবারক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। বহুশব্দের চিন্তন ও কথন করিবেন না, কারণ, বহুশব্দের কথন বাগিন্দ্রিয়ের খেদোৎপাদক এবং অনাত্মচিন্তন-দ্বারা, মনের অবসাদোৎপাদক হইয়া থাকে। ৪৭

তমেবৈকং বিজানীথ হ্যন্যা বাচো বিমুঞ্চথ।
যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ ॥ ৪৮

অন্বয়—একম্ তম্ এব বিজানীথ হি, অন্যাঃ বাচঃ বিমুঞ্চথ। (মুণ্ডক উ, ২।৫) প্রাজ্ঞঃ বাক্ (বাচম্) মনসী (মনসি) যচ্ছেৎ (কঠ উ, ৩।১৩) ইত্যাদ্যাঃ শ্রুতয়ঃ স্ফুটাঃ।

অনুবাদ—'হে শিষ্যগণ, সেই সর্ব্বাশ্রয় এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জান, এবং তাঁহাকে তোমার এবং সর্ব্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া অন্য বাণী অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনা (ভাষ্যকারমতে অপরা-বিদ্যা) পরিত্যাগ কর।' বিবেকশীল ব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন এবং মনকে (জ্ঞানশব্দবাচ্য) অহঙ্কাররূপ আত্মাতে সংযত করিবেন, সেই অহঙ্কারকেও আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ মহত্তত্ত্বে—সামান্যাহঙ্কারে নিয়মিত রাখিবেন এবং তাহাকেও আবার শান্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মায়) নিয়মিত রাখিবেন।

টীকা—প্রথম শ্লোকার্দ্ধদ্বারা মুণ্ডক উপনিষদের ২।৫ মন্ত্রের শেষার্দ্ধ অর্থতঃ পঠিত

হইয়াছে; তাহার অবশিষ্টাংশ [অমৃতস্যৈষ সেতুঃ]—যেহেতু এই আত্মজ্ঞান অমৃতত্বলাভের অর্থাৎ মোক্ষলাভের উপায় বা সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতুর ন্যায় আশ্রয়ণীয় অবলম্বন। বিদ্যারণ্যমুনি স্বকীয় 'জীবন্মুক্তিবিবেক'-নামক গ্রন্থে এই শ্লোকের শেষার্দ্ধে উদ্ধৃত শ্রুতিবচনোক্ত উপদেশের অভ্যাসপরিপাটী সবিস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিলোমক্রমে লয়াভ্যাসে, অব্যক্তে স্বরূপের লয়ের [নিদ্রার] পরিহার করিয়া কিরূপে অভ্যাস করিতে হইবে তাহা ২৬৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর 'জীবন্মুক্তিবিবেক' ২৫৪ পৃঃ হইতে ২৬৪ পৃঃ পর্য্যন্ত দ্রষ্টব্য। ৪৮

২। জীব-রচিত দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ ও ত্যাগের প্রয়োজন।

এক্ষণে অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের অবান্তর ভেদ বর্ণন করিতেছেন :--

(ক) তীব্র ও মন্দভেদে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুই প্রকার।

অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমপি দ্বিধা।
কামক্রোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথেতরৎ ॥ ৪৯

অন্বয়—অশাস্ত্রীয়ম্ দ্বৈতম্ অপি তীব্রম্, মন্দম্ ইতি দ্বিধা। কামক্রোধাদিকম্ তীব্রম্, তথা মনোরাজ্যম্ ইতরৎ।

অনুবাদ—অশাস্ত্রীয় দ্বৈতও দুইপ্রকারে বিভক্ত, তীব্র ও মন্দ; কামক্রোধাদিরূপ মানস দ্বৈতপ্রপঞ্চ তীব্র এবং তদ্ভিন্ন মানসপ্রপঞ্চ, যথা মনোরাজ্য (আকাশে দুর্গনির্ম্মাণ—building castle in the air বা মানস লড্ডুকভক্ষণ) ইত্যাদি, 'অন্য' অর্থাৎ মন্দ।

টীকা—উদাহরণ দিয়া উক্ত দুইপ্রকার দ্বৈত বর্ণন করিলেন। ৪৯

(শঙ্কা) ভাল, উক্ত উভয় প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই কি শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ন্যায় জ্ঞানোদয় হইবার পর পরিত্যাজ্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—না, এরূপ নহে :—

(খ) উভয় মানস দ্বৈত জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে জ্ঞানোদয়ের জন্য পরিত্যাজ্য।

উভয়ং তত্ত্ববোধাৎ প্রাঙ্‌নিবার্য্যং বোধসিদ্ধয়ে।
শমঃ সমাহিতত্বঞ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ ॥ ৫০

অন্বয়—উভয়ম্ তত্ত্ববোধাৎ প্রাক্ বোধসিদ্ধয়ে নিবার্য্যম্, যতঃ শমঃ সমাহিতত্বম্ চ সাধনেষু শ্রুতম্।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই উক্ত উভয় প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের নিবারণ করা প্রয়োজনীয়। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য পূর্ব্বেই উহাদের নিবারণ প্রয়োজনীয়, যেহেতু শম ও সমাধান এই দুইটিই সাধন বলিয়া শ্রুতিমুখে শুনা যায়।

টীকা—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বেই ইহাদের নিবারণ কি জন্য? তদুত্তরে বলিতেছেন—"বোধসিদ্ধয়ে"—তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্য। তদ্বিষয়ে শ্রুত্যুক্ত হেতু বলিতেছেন :—যেহেতু,

তত্ত্ববোধের পূর্ব্বেই সেই দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের বর্জ্জন আবশ্যক, এইহেতু নিত্যানিত্যবস্তুর বিচার প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনসমূহের মধ্যে "শান্তঃ" ও "সমাহিতঃ" (বৃহদা উ, ৪।৪।২৩) এই দুই পদদ্বারা শ্রুতি 'শম' ও 'সমাধান' এই দুইটির বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ 'শমে'র দ্বারা কামাদিরূপ তীব্র জীবদ্বৈতের এবং 'সমাধান'দ্বারা মনোরাজ্যরূপ মন্দ জীবদ্বৈতের নিষেধ করিয়াছেন। ৫০

(শঙ্কা) ভাল, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য বলায়, তত্ত্ব-জ্ঞানোদয়ের পরে সেই দুইটি ত' 'গ্রাহ্য' হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে 'বলিতেছেন :—

(গ) তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরেও জীবন্মুক্তির জন্য অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য।

বোধাদূর্দ্ধং চ তদ্ধেয়ং জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে।
কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য ন হি মুক্ততা ॥ ৫১

অন্বয়—বোধাৎ ঊর্দ্ধম্ চ জীবন্মুক্তিপ্রসিদ্ধয়ে তৎ হেয়ম্ ; কামাদিক্লেশবন্ধেন যুক্তস্য মুক্ততা ন হি (স্যাৎ)।

অনুবাদ—জ্ঞানোদয়ের পরেও জীবন্মুক্তরূপে প্রসিদ্ধ হইবার জন্য সেই অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য, যেহেতু কামাদি-ক্লেশরূপ বন্ধনদ্বারা আক্রান্ত পুরুষের জীবন্মুক্তি হয় না।

টীকা—জীবন্মুক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধিরূপ উক্ত প্রয়োজন, ব্যতিরেক-যুক্তিদ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন—যেহেতু কামাদিরূপ যে ক্লেশ তাহাই 'বন্ধ' বা সংসারবন্ধন, তদ্দ্বারা বদ্ধ পুরুষের জীবন্মুক্তিরূপতা সম্ভব নহে—ইহাই অর্থ। ৫১

(শঙ্কা) ভাল, যে ব্যক্তি জন্মমরণাদিরূপ সংসার-ভয়ে উদ্বিগ্ন, তাহার পক্ষে আত্যন্তিক অর্থাৎ সর্ব্বাভাবরহিত পুরুষার্থরূপ যে নিত্যানন্দ, তাহাই ভাবিজন্মের অভাব-রূপ বিদেহ-মুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে ক্ষণিক সুখরূপ জীবন্মুক্তির প্রয়োজন কি ?—বাদী এইরূপে (মূল উদ্দেশ্য লইয়া) আশঙ্কা তুলিতেছেন :—

(ঘ জীবন্মুক্তির প্রাপ্তি-বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

জীবন্মুক্তিরিয়ং মা ভূজ্জন্মাভাবে ত্বহং কৃতী।
তর্হি জন্মাপি তেঽস্ত্বেব স্বর্গমাত্রাৎ কৃতী ভবান্॥৫২

অন্বয়—(বাদী) ইয়ম্ জীবন্মুক্তিঃ মা ভূৎ, জন্মাভাবে তু অহম্ কৃতী। (সিদ্ধান্তী) তর্হি জন্ম অপি তে অস্তু এব, স্বর্গমাত্রাৎ ভবান্ কৃতী।

অনুবাদ—(বাদী—) এই অর্থাৎ কামক্রোধাদিশূন্য জীবন্মুক্তির প্রসিদ্ধি (আমার) না হয় না-ই হউক ; (জ্ঞানোদয়বশতঃ) ভাবিজন্মনিবৃত্তিদ্বারাই ত' আমি কৃতকৃত্য হইব। (সিদ্ধান্তী—) তাহা হইলে অর্থাৎ ঐহিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে জীবন্মুক্তিত্যাগ ঘটিলে—সূক্ষ্মভাবে ভোগাসক্তি থাকিয়া গেলে, স্বর্গাদিভোগ নিবৃত্তিভয়ে বিদেহমুক্তিও অরুচিকর হইবে। পরিশেষে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। তাহা হইলে তুমি কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি দ্বারাই কৃতার্থ হও।

টীকা—ঐহিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে জীবন্মুক্তিত্যাগ ঘটিলে, পারলৌকিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে বিদেহমুক্তিও অরুচিকর হইয়া যাইবে—এইরূপ উক্তি "প্রতিবন্দি"-নামক বাগ্‌যুক্ত কৌশল-বিশেষ। যে বাক্যে অন্য এক অনিষ্টের সম্ভাবনা প্রতিপাদিত হয়, তাহাকে "প্রতিবন্দি" বলে। অথবা যে ব্যক্তি কল্পবিশেষের প্রস্তাবে প্রবৃত্ত, তাহার উদ্দেশ্যে যদি কল্পান্তরের অনিবার্য্যতাপ্রতিপাদক বাক্য প্রয়োগ করা হয় তবে সেই বাক্যকে 'প্রতিবন্দি' বলে। যেমন 'ঐ ব্যক্তি চোর, যেহেতু—সে পুরুষ' এইরূপ প্রস্তাবকারীর প্রতি, 'তাহা হইলে তুমিও চোর, কেননা, তুমিও পুরুষ'-এইরূপ বাক্য প্রতিবন্দি। সিদ্ধান্তী এই প্রতিবন্দিরূপ কৌশলপ্রয়োগে বাদীর আপত্তির পরিহার করিলেন। (জীবন্মুক্তি বলিয়া যে এক অবস্থা আছে, তদ্বিষয়ে শ্রৌত ও স্মার্ত্তপ্রমাণ, স্বয়ং বিদ্যারণ্যমুনি 'জীবন্মুক্তিবিবেকে'র প্রথম প্রকরণে বিচার করিয়াছেন। মগনীরাম গ্রন্থাবলীর প্রথমরত্নের "দৃগ্‌দৃশ্যবিবেকে"র ৩৩-৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) ৫২

উক্ত প্রতিবন্দি-পরিহারের উদ্দেশ্যে বাদী যদি বলেন:—

(৬) কামাদির ত্যাগ-যোগ্যতা বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গো হেয়ো যদা তদা।
স্বয়ং দোষতমাত্মায়ং কামাদিঃ কিং ন হীয়তে॥ ৫৩

অন্বয়—'ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গঃ হেয়ঃ'—যদা (ত্বয়া এবম্ উচ্যতে) তদা স্বয়ম্ দোষতমাত্মা অয়ম্ কামাদিঃ কিম্ ন হীয়তে?

অনুবাদ—'ক্ষয়িষ্ণুতা এবং অপরের উৎকর্ষাধিক্য হেতু অসূয়োৎপাদকতা—এই দোষদ্বয়দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া স্বর্গ পরিত্যাজ্য'—যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে স্বরূপতঃ দোষস্বভাব কামাদিকেও কেন পরিত্যাগ করিতেছ না?

টীকা—"ক্ষয়াতিশয়দোষেণ"—ঈশ্বরকৃষ্ণরচিত 'সাংখ্যকারিকা'র দ্বিতীয় কারিকাস্থিত 'ক্ষয়াতিশয়' শব্দ দুইটি বাচস্পতি মিশ্র এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন 'ক্ষয়িত্ব'—অনিত্যফলকত্ব, 'অতিশয়'—তারতম্য; এই দুইটি বস্তুতঃ স্বর্গরূপ উপায়ের ফলগত অর্থাৎ সুখেরই অনিত্যতার ও তারতম্যের বোধক, তথাপি উপায়ে অর্থাৎ স্বর্গে তদুভয়ের প্রয়োগ উপচারমাত্র। স্বর্গাদির ক্ষয়িত্ববিষয়ে অনুমান এইরূপ:—স্বর্গাদেঃ সত্ত্বে সতি কার্য্যত্বাৎ ক্ষয়িত্বম্—স্বর্গাদি ধ্বংসরহিত হইলেও যেহেতু কার্য্য—ক্রিয়ানিষ্পন্ন—এইহেতু ক্ষয়ী। 'অতিশয়' দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়াছেন—"জ্যোতিষ্টোম" প্রভৃতি (যজ্ঞ, সুখকর) স্বর্গমাত্রের সাধন; "বাজপেয়" প্রভৃতি (যজ্ঞ, অধিকতর সুখকর) স্বারাজ্যের সাধন; এইরূপে তারতম্য। অপরের সম্পদের উৎকর্ষ, হীনাস্পদ ব্যক্তির নিকট দুঃখদায়ক হইতেই পারে। যদি দোষযুক্ত বলিয়া স্বর্গাদিকে হেয় বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হইল, তবে ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ সকল পুরুষার্থবিনাশক বলিয়া অতীব দোষরূপ কামাদির একান্ত হেয়তা, সুতরাং আসিয়াই গেল—এই কথাই বলিতেছেন "তাহা হইলে" ইত্যাদি বাক্যদ্বারা (অনুবাদ দ্রষ্টব্য) ৫৩।

৩। জীবকৃত তীব্র অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই অনর্থের হেতু বলিয়া তাহা পরিত্যাজ্য।

(শঙ্কা) ভাল, স্বর্গাদি ভোগবিষয়ক কাম, গুরুজন প্রভৃতির প্রতি ক্রোধ, ব্রহ্মস্ব

দেবস্ব প্রভৃতির প্রতি লোভ ইত্যাদি যে চিত্তকুবৃত্তিসমূহ জন্মপ্রভৃতি অত্যন্ত অনর্থের হেতু হয়, সেই কুবৃত্তিসমূহের পরিত্যাগ, বৈরাগ্যাদি সাধনযোগে সম্পাদন করিয়াই ত' সাধক জ্ঞানী হইয়াছেন। এক্ষণে যদি ইহলোক সম্বন্ধীয় যদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত এবং শাস্ত্রদ্বারা অনিষিদ্ধ, পত্নীপ্রভৃতিবিষয়ক কাম এবং ব্যাঘ্র-সর্পাদি আততায়ী জন্তুবিষয়ক ক্রোধ, ন্যায়ার্জ্জিত ধনবিষয়ক লোভ প্রভৃতিরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রারব্ধভোগের উপযোগী বলিয়া রক্ষা করা যায়, তাহাতে কী দোষ হইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) কামাদির ত্যাগ না হইলে জ্ঞানীর যথেচ্ছাচরণের সম্ভাবনা।

তত্ত্বং বুদ্ধ্বাপি কামাদীন্নিঃশেষং ন জহাসি চেৎ।
যথেষ্টাচরণং তে স্যাৎ কর্ম্মশাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনঃ ॥ ৫৪

অন্বয়—তত্ত্বম্ বুদ্ধ্বা অপি নিঃশেষম্ কামাদীন্ ন জহাসি চেৎ কর্ম্মশাস্ত্রাতিলঙ্ঘিনঃ তে যথেষ্টাচরণম্ স্যাৎ।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে কামাদিদোষ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে কর্ম্মশাস্ত্রলঙ্ঘনহেতু অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি কর্ম্মশাস্ত্রের যে বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিবে তদ্দ্বারা তোমার যথেচ্ছাচরণ ঘটিবে।

টীকা—'আমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছি, আমাতে কোনও দোষস্পর্শ ঘটিতে পারে না'—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞতার অভিমানবশতঃ বিধিনিষেধশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কামাদির বশীভূত হইয়া যাইলে, তোমার যথেচ্ছাচরণ হইবে, অর্থাৎ পশু ও পামরের ন্যায় ইচ্ছাপরবশ হইয়া যখন যাহা মনে উঠিবে তখন তাহাই করিবে এবং বিষয়পরবশ হইয়া প্রমাদী হইবে। জ্ঞানীর মোক্ষের জন্য, তত্ত্বজ্ঞানের জন্য অথবা ঐহিক বা পারত্রিক কল্যাণের জন্য কোন কর্ত্তব্য না থাকিলেও 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥' ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশানুসারে, সংসারের জীবগণকে কুমার্গ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্য শাস্ত্র-প্রদিষ্ট মার্গে অবস্থান করাই উচিত অথবা জীবন্মুক্তিসুখের বিশিষ্ট আনন্দলাভের জন্য ব্রহ্মবিচার করাই উচিত। ইহা বিস্মৃত হইয়া যে জ্ঞানী অন্যরূপ ব্যবহার করেন তাঁহাকেই প্রমাদী বলা হইতেছে। এইরূপ প্রমাদ অর্থাৎ সদাচার পরিত্যাগ করিয়া কামচারী হওয়া, শাস্ত্রপ্রদিষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া যথেচ্ছভাষণ করা অথবা নিষিদ্ধ ভক্ষণ করা, ইত্যাদি নানাপ্রকারের হইতে পারে। জ্ঞানী কিন্তু নিরঙ্কুশ অর্থাৎ বিধিনিষেধের অতীত হইলেও প্রমাদী হন না, বিধিনিষেধ অনুসারেই সকল ব্যবহার করেন। এই বিধিনিষেধের পালন বিষয়ে জ্ঞানহীন হইতে জ্ঞানীর প্রভেদ, ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তমাধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, 'দোষবুদ্ধ্যোভয়াতীতো নিষেধান্ন নিবর্ত্ততে। গুণবুদ্ধ্যা চ বিহিতং ন করোতি যথার্ভকঃ॥' ১১ —জ্ঞানী গুণবুদ্ধির ও দোষবুদ্ধির অতীত হইলেও পূর্ব্বতন সংস্কারের বশেই নিষিদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন, দোষবুদ্ধিবশতঃ নিবৃত্ত হন না; বিহিত ব্যবহার প্রায়ই করিয়া থাকেন, কিন্তু গুণবুদ্ধিবশতঃ নহে, যেমন (সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত) বালক কোন একটা কর্ম্ম করিয়া বসে অথবা কোন একটা কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ। 'নাবিরতো দুশ্চরিতাৎ'

কঠ উ, ২।২৪—দুশ্চরিত হইতে বিরত না হইলে আত্মাকে জানিতে পারে না] ইত্যাদি শ্রুতি-অনুসারে কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তিদ্বারাই জ্ঞানী ক্ষীণপাপ হইলে যখন ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিয়াছে, তখন সেই জ্ঞানীর যদি কোনও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই প্রবৃত্তি অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শুভসংস্কারদ্বারা নিয়মিত হইয়াই হইবে। নিষিদ্ধ কর্ম্মের পূর্ব্বসংস্কার জ্ঞানদ্বারা এক প্রকার বিধৌত হইয়া যাওয়ায় তাহা আর জ্ঞানীর প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানীর কদাচারে প্রবৃত্তি না হওয়াই নিয়ম। (এই প্রসঙ্গে ম০ রা০ র০ পি০ গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত "বোধসারে" ৪৮৪ পৃঃ "চর্য্যাচতুষ্টয়ী" দ্রষ্টব্য।) জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে দৈবের দোহাই দিয়া অর্থাৎ প্রারব্ধের ছলনা করিয়া শিথিলপ্রযত্ন হইয়া, জীবন্মুক্তিসুখবিরোধী কামাদিকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নহে—কেননা, প্রারব্ধ পূর্ব্বকালীন পুরুষার্থ মাত্র; বর্ত্তমানকালীন পুরুষার্থদ্বারা তাহার প্রতিরোধ করা যাইতে পারে। বাশিষ্ঠ রামায়ণে, "মুমুক্ষুব্যবহার-প্রকরণে" বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে উপদেশ করিতেছেন (৯।২৫-২৭)
'দ্বিবিধো বাসনাব্যূহঃ শুভশ্চৈবাশুভশ্চ তে। প্রাক্তনো বিদ্যতে রাম দ্বয়োরেকতরোঽথবা॥' ২৫॥
'বাসনৌঘেন শুদ্ধেন তত্র চেদপনীয়সে। তৎক্রমেণ শুভেনৈব পদং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥' ২৬॥
'অথ চেদশুভো ভাবস্ত্বাং যোজয়তি সঙ্কটে। প্রাক্তনস্তদসৌ যত্নাজ্জেতব্যো ভবতা বলাৎ॥' ২৭
হে রাম! শুভ ও অশুভ এই দুইপ্রকার বাসনার বা সংস্কারের মধ্যে দুইটিই কি তোমার প্রাক্তন অথবা একটিমাত্র অর্থাৎ কেবল শুভপ্রাক্তন অথবা কেবল অশুভপ্রাক্তন? এক্ষণে যদি তুমি প্রাক্তন শুভসংস্কারদ্বারাই পরিচালিত হও, তবে সেই প্রাক্তন শুভসংস্কারবশে (চেষ্টা করিতে করিতে) তুমি কালক্রমে সেই নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। আর যদি প্রাক্তন অশুভসংস্কার তোমাকে সঙ্কট পথে পরিচালিত করে, তাহা হইলে প্রযত্নসহকারে বলপূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করিবে। আর যদি বর্ত্তমানে দুইপ্রকারই থাকে, তাহা হইলে শুভসংস্কারের প্রাবল্যপক্ষে, তাহা স্বতঃই তোমাকে চেষ্টার দ্বারা নিত্যপদাভিমুখে লইয়া যাইবে এবং অশুভবাসনাপ্রাবল্যপক্ষে প্রযত্নসহকারে বলপূর্ব্বক তাহাকে পরাজয় করিবে। অন্যত্র অর্থাৎ সপ্তম অধ্যায়ে বলিয়াছেন:—অশুভেষু সমাবিষ্টং শুভেষ্বেবাবতারয়েৎ। প্রযত্নাচ্চিত্তমিত্যেষ সর্ব্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ॥ ১২॥ পৌরুষাদৃশ্যতে সিদ্ধিঃ পৌরুষাদ্ধীমতাং ক্রমঃ। দৈবমাশ্বাসনামাত্রং দুঃখে পেলববুদ্ধিষু॥ ১৫॥ অশুভপথে আসক্তচিত্তকে যত্নবলে শুভপথে লইয়া যাইতে হয়—ইহাই সমস্ত শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। পৌরুষের বলেই সিদ্ধিলাভ হয়; পৌরুষপ্রয়োগে কার্য্য করাই বুদ্ধিমানের পরিপাটী। যাহারা অল্পবুদ্ধি, (দুঃখের সময় রোদন করিতে থাকে,) তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার নিমিত্তই 'দৈব'শব্দের ব্যবহার। ৫৪

(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীর যথেচ্ছাচরণ হউক না কেন, তাহাতে দোষ কি?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই যথেচ্ছাচরণের দোষপ্রতিপাদক সুরেশ্বরাচার্য্য বচন "নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি" (৪।৬২) হইতে উদ্ধৃত করিতেছেন:—

(খ) যথেচ্ছাচরণে অনিষ্টতা ও তাহার প্রমাণ।

বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যথেচ্ছাচরণং যদি।
শুনাং তত্ত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোঽশুচিভক্ষণে॥ ৫৫

অন্বয়—বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য যদি যথেচ্ছাচরণম্ (স্যাৎ), (তর্হি) অশুচিভক্ষণে (সতি) শুনাম্ তত্ত্বদৃশাম্ চ এব কঃ ভেদঃ (স্যাৎ) ? (তত্ত্বেন সহ বর্ত্ততে 'সতত্ত্বং' ব্রহ্ম, 'অতত্ত্বা' মায়া)।

অনুবাদ—অদ্বৈতস্বরূপ ব্রহ্ম যিনি জানিয়াছেন এই তত্ত্ববিৎ পুরুষের যদি যথেচ্ছাচরণ ঘটে, তবে মলাদি অপবিত্র বস্তু ভক্ষণও ঘটিতে পারে। তখন কুকুর ও তত্ত্ববিদের মধ্যে কি প্রভেদ থাকিবে ? (কোনও প্রভেদ থাকিবে না)। (তত্ত্বের অর্থাৎ পারমার্থিক সত্যতার সহিত যাহা বিদ্যমান তাহা সতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম ; অতত্ত্ব—প্রপঞ্চ বা মায়া)।

টীকা—"বুদ্ধাদ্বৈতসতত্ত্বস্য"—বুদ্ধ হইয়াছে অদ্বৈতসতত্ত্ব অর্থাৎ অদ্বৈতস্বরূপ ব্রহ্ম যাঁহার দ্বারা এইরূপ যে তত্ত্ববিৎ পুরুষ, তাঁহার, "যদি যথেচ্ছাচরণম্ স্যাৎ"—আচরণ যদি বিধি-নিষেধ দ্বারা নিয়মিত না হইয়া কেবল রাগদ্বেষাদির প্রেরণাবশতঃ ঘটে, "(তর্হি) অশুচিভক্ষণে (সতি)"—তাহা হইলে, কেবল রাগদ্বেষাদিপরিচালিত কুকুরের ন্যায় মল প্রভৃতি অশুচিবস্তুর ভক্ষণের সম্ভাবনাও আসিয়া পড়ে ; তাহা ঘটিলে, "শুনাম্ তত্ত্বদৃশাম্ চ এব কঃ ভেদঃ (স্যাৎ)"—কুকুর হইতে তত্ত্বদর্শীর কি প্রভেদ থাকে ?

(নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধি-টীকাকার জ্ঞানোত্তমের ব্যাখ্যা)—(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীর যে সকল প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহারা বিধিজনিত নহে, মানিলাম ; তাহা হইলে তাহারা রাগদ্বেষাদি-জনিতই হইবে। তাহা হইলে ত' জ্ঞানীর যথেচ্ছাচরণে দোষ নাই—এইরূপই বলিতে হয়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীর যে সকল প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—সেই সকল প্রবৃত্তিকে আশঙ্কাকারী যেমন মনুষ্যত্বজাতির সংস্কারজনিত বলিয়া মনুষ্যত্বজাত্যুচিত বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন এবং অপর কোনও জাত্যুচিত হইতে পারে না, স্বীকার করিবেন, সেইরূপ তাঁহার প্রবৃত্তি প্রাতিভাসিক বর্ণাশ্রমোচিত সংস্কারবশতঃ প্রাতিভাসিক বর্ণাশ্রমোচিতই হইবে এবং সেই প্রবৃত্তি অন্যরূপ হইতে পারে না, মানিতেই হইবে। তাহা হইলে যথেচ্ছাচরণের সম্ভাবনা নাই—ইহাই দাঁড়ায়। আরও কেন সেইরূপ সম্ভাবনা নাই বলিতেছি—অধর্ম্মাজ্জায়তেঽজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ। ধর্ম্মকার্য্যে কথং তৎ স্যাত্তত্র ধর্ম্মোঽপি নেষ্যতে ? ॥৩৩ অধর্ম্ম হইতে অজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত পাপ হইতেই অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতিতে কর্ত্তব্যতাবুদ্ধি (বা দোষহীনতাবুদ্ধি) জন্মে ; তাহা হইলেই যথেচ্ছাচরণ হয়, আর ধর্ম্মকার্য্যে কি প্রকারে যথেচ্ছাচরণ হইতে পারে ? অর্থাৎ জ্ঞান অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পুণ্যকার্য্য বলিয়া ("ধর্ম্মাৎ সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ" এইরূপ বচন রহিয়াছে বলিয়া) সেই জ্ঞান হইলে অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতেই পারে না, কেননা, অধর্ম্মে প্রবর্ত্তক কামাদিদোষ পূর্ব্বেই একেবারে নির্ম্মূল হইয়া গিয়াছে এবং সেই কামাদিদোষ নির্ম্মূল হইয়া যাওয়ায়, জ্ঞান হইলে (ত্রিবর্গসাধক) ধর্ম্মেও প্রবৃত্তি হয় না। এইহেতু বিদ্যারণ্যস্বামী "অনুভূতিপ্রকাশে" লিখিয়াছেন—'কিঞ্চ পুণ্যরতঃ পূর্ব্বং জ্ঞানমাপ্নোতি নান্যথা। পশ্চাচ্চ তদ্বাসনয়া পুণ্যমেব করোত্যসৌ।' পূর্ব্বে পুণ্যরত না হইলে জ্ঞানলাভই হয় না ; জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী সেই পুণ্যের সংস্কার বশতঃ পুণ্যাচরণই করিয়া থাকেন। ৫৫

ভাল, ইহার দ্বারা কি অনিষ্ট ঘটিল?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উপহাস সহিত তাহার উত্তর দিতেছেন :—

বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিশ্নাস্যথাধুনা।
অশেষলোকনিন্দা চেত্যহো তে বোধবৈভবম্॥ ৫৬

অন্বয়—বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিশ্নাসি; অথ অধুনা চ অশেষলোকনিন্দা; অহো ইতি তে বোধবৈভবম্।

অনুবাদ—জ্ঞানোদয়ের পূর্ব্বে কেবল কামক্রোধাদিদোষে ক্লেশ পাইতেছিলে, আর এখন সর্ব্বলোকসমাজে নিন্দাও হইতে থাকিল; তাহা হইলে, অহো! জ্ঞান হইয়া তোমার ঐশ্বর্য্যের বৃদ্ধি হইল, বলিতে হইবে!

টীকা—"বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিশ্নাসি"—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্ব্বে, অজ্ঞানদশায় কামক্রোধাদি যে সকল দোষ থাকে, সেই সকল দোষবশতঃই তোমার ক্লেশ হইতেছিল; "অথ অধুনা চ অশেষলোকনিন্দা"—আর এখন অর্থাৎ এই জ্ঞানদশায় সর্ব্বলোকসমাজে নিন্দাও সহন কর, "অহো ইতি তে বোধবৈভবম্"—(উপহাস করিয়া বলিতেছেন) তাহা হইলে ত' তোমার জ্ঞান হইয়া (ক্লেশের) ঐশ্বর্য্য দ্বিগুণ হইল, (বলিতে হয়)! ৫৬

(শঙ্কা) তাহা হইলে কর্ত্তব্য কি? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) বুদ্ধির কামাদি সকলপ্রকার দোষেরই বর্জ্জন বিধেয়।

বিড্বরাহাদিতুল্যত্বং মা কাঙ্ক্ষীস্তত্ত্ববিদ্ভবান্।
সর্ব্বধীদোষসন্ত্যাগাল্লোকৈঃ পূজ্যস্ব দেববৎ॥ ৫৭

অন্বয়—তত্ত্ববিৎ ভবান্ বিড্বরাহাদিতুল্যত্বম্ মা কাঙ্ক্ষীঃ; সর্ব্বধীদোষসন্ত্যাগাৎ লোকৈঃ দেববৎ পূজ্যস্ব (পূজ্যতাম্)।

অনুবাদ—তুমি হইতেছ জ্ঞানী; তুমি গ্রাম্য শূকরাদির সহিত সমান পদবী-লাভে ইচ্ছা করিও না; বুদ্ধিদোষ সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে দেবতার ন্যায় পূজিত হও। ('বোধসারে' চর্য্যাচতুষ্টয়ীর প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য।)

টীকা—"তত্ত্ববিৎ ভবান্"—সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার হেতু যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তুমি লাভ করিয়াছ বলিয়া, "বিড্বরাহাদিতুল্যত্বম্ মা কাঙ্ক্ষীঃ"—কামাদিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া বিষ্ঠাভোজী শূকরের তুল্যতা পাইতে ইচ্ছা করিও না, কিন্তু "সর্ব্বধীদোষসন্ত্যাগাৎ"—কামাদি যাবতীয় মানস দোষ পরিত্যাগ করিয়া, "লোকৈঃ দেববৎ (ত্বম্) পূজ্যস্ব (বা ভবান্ পূজ্যতাম্)—সর্ব্বজনসমাজে দেবতার ন্যায় পূজিত হও। ৫৭

সেই কামাদির পরিত্যাগের উপায় বলিতেছেন :—

(ঘ) কামাদির ত্যাগের উপায়।

কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ।
প্রসিদ্ধা মোক্ষশাস্ত্রেষু তানন্বিষ্য সুখী ভব॥ ৫৮

অন্বয়—কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ মোক্ষশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধাঃ ; তান্ অন্বিষ্য সুখী ভব।

অনুবাদ—ভোগসাধন বস্তু প্রভৃতিতে যে দোষদৃষ্টি প্রভৃতি, তাহাই কাম প্রভৃতি ত্যাগের উপায় বলিয়া (শ্রীমদ্ভাগবত, বাশিষ্ঠরামায়ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা প্রভৃতি) মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই সকল উপায়ের অনুসন্ধান করিয়া (অভ্যাসদ্বারা) সুখী হও।

টীকা—"কাম্যাদিদোষদৃষ্ট্যাদ্যাঃ"—কাম্যে অর্থাৎ কামনার বিষয়—মাল্যচন্দনবনিতা প্রভৃতি এবং ('আদি' শব্দদ্বারা সূচিত লোভ, ভয় প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির বিষয়সমূহে) অনিত্যতা ও (অপরে কাম্যবস্তুর আধিক্যজনিত) ঈর্ষ্যোৎপত্তি প্রভৃতি যে দোষসমূহ, তাহাদের 'দৃষ্টি' বিচারদ্বারা অবধারণ, তাহাই হইয়াছে 'আদ্য'—প্রথম—মুখ্য যাহাদিগের —যে কোপস্বরূপাদিবিচারের, তাহাই "কামাদিত্যাগহেতবঃ"—কামাদির ত্যাগের হেতু বলিয়া "মোক্ষশাস্ত্রেষু প্রসিদ্ধাঃ"—শ্রীমদ্ভাগবত, বাশিষ্ঠরামায়ণ প্রভৃতি মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রে বর্ণিত আছে. ইহা সর্ব্বমুমুক্ষুজনবিদিত। তথাপি দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—"কামবিড়ম্বনা" —"বোধসারে" ২৯ পৃঃ। 'নাদাসক্তং মৃগং ব্যাধশ্ছিনত্তি নিশিতৈঃ শরৈঃ। রূপাসক্তং নরং নারী রতিচ্ছুরিকয়াসকৃৎ'॥ ব্যাধ বংশীনাদমুগ্ধ মৃগকে তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা বধ করে, নারী রূপে আসক্ত নরকে কিন্তু রতি-ছুরিকাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তবে বধ করে অর্থাৎ "জবাই" করে। ('বোধসারে' পূর্ব্ববর্ত্তী ১ হইতে ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। 'রুধিরং পিবতি স্বীয়ং দিবা তমসি নৃত্যতি। ভীষয়ত্যাত্মনাত্মানং ক্রূরঃ ক্রোধী ন রাক্ষসঃ॥ "ক্রোধ-বিড়ম্বনা"—"বোধসার"—৩০ পৃঃ। যে ব্যক্তি ক্রোধের অধীন হইয়া পড়ে, সে আপনি আপনার রক্তপান করে, সে দিবাভাগেই ক্রোধান্ধ হইয়া, অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নৃত্য করে ; সে আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয়। অতএব ক্রোধী লোকই প্রকৃত নিষ্ঠুর। লোকে যে রাক্ষসকে নিষ্ঠুর বলে, রাক্ষস বস্তুতঃ তত নিষ্ঠুর নহে, কেননা, সে অপরের রক্তই পান করে এবং রাত্রিকালে নৃত্য করে, এবং নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয় না। 'ফলান্বিতো ধর্ম্মযশোঽর্থনাশনঃ স চেদপার্থঃ স্বশরীর-তাপনঃ। ন চেহ নামুত্র হিতায় যঃ সতাং মনাংসি কোপঃ সমুপাশ্রয়েৎ কথম্?' ("জীবন্মুক্তি-বিবেকে" 'বাসনাক্ষয়প্রকরণে' বিদ্যারণ্য মুনিকর্ত্তৃক উদ্ধৃত) ক্রোধ, সফল হইলেও (অর্থাৎ অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে পারিলেও) ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ধর্ম্ম যশ এবং অর্থের বিনাশ করিয়া থাকে। ক্রোধ নিষ্ফল হইলে (অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে না পারিলে,) কেবল ক্রুদ্ধ ব্যক্তির শরীরকেই সন্তাপ দিয়া থাকে। যে ক্রোধ ইহলোকে বা পরলোকে কোন স্থানেই হিতকর নহে, সেই ক্রোধ কেন সাধুদিগের মনকে আশ্রয় করিতে পায়? 'অপকারিণি কোপশ্চেৎ কোপে কোপঃ কথং ন তে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রসহ্য পরিপন্থিনি॥' (যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২০) অপকারীর উপরেই যদি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে স্বয়ং ক্রোধের উপরেই তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না কেন? ক্রোধ ত' তোমার

ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধনবিষয়ে প্রধান বিঘ্ন ঘটাইয়া (তোমার) অপকার করে। "লোভবিড়ম্বনা"—"বোধসারে"—৩১ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ ও ৬৩ সংখ্যক শ্লোকে (এই অধ্যায়ের ৬০ ও ৬১ শ্লোক,) কামাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে সপ্তমস্কন্ধের ১৫।২২ সংখ্যক শ্লোকে কামাদির প্রতিকার বর্ণিত হইয়াছে:— 'অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিসর্জ্জনাৎ। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ॥' বিষয়ধ্যানরূপ সঙ্কল্পবর্জ্জনদ্বারা কামকে জয় করিতে হয়, আবার কামের বর্জ্জনদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায়; আর ধনাদিতে অনর্থদৃষ্টিদ্বারা লোভকে জয় করা যায়; আর তত্ত্ববিচারদ্বারা অর্থাৎ অদ্বৈতানুসন্ধানদ্বারা ভয়কে জয় করা যায়। (মোহ বা অবিবেকরূপ বীজ হইতে যে গুণবুদ্ধি ও রমণীয়তাবুদ্ধি জন্মে তাহাই সঙ্কল্পের রূপ।) (শঙ্কা) ভাল, মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রের দ্বারা কামাদি জয়ের উপায় বিহিত হইয়াছে, মানিলাম; তদ্দ্বারা কি পাওয়া গেল? তদুত্তরে বলিতেছেন:—"তান্ অন্বিষ্য সুখী ভব"—সেই কামাদিত্যাগের উপায় বিচার করিয়া এবং অভ্যাসে পরিণত করিয়া সুখী হও। ৫৮

৪। জীবকৃত, মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য আর সেই পরিত্যাগের উপায়।

(শঙ্কা) ভাল, কামক্রোধাদি অনর্থের হেতু বলিয়া পরিত্যাজ্য; কিন্তু মনোরাজ্য (reverie) ত' অনর্থের হেতু নহে; সুতরাং তাহার ত্যাগের ত' প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে আপত্তিকারী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে শঙ্কা উঠাইলে, বলিতেছেন:—

(ক) মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাগ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

ত্যজ্যতামেষ কামাদির্মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ।
অশেষদোষবীজত্বাৎ ক্ষতির্ভগবতেরিতা॥ ৫৯

অন্বয়—এষঃ কামাদিঃ ত্যজ্যতাম্, মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ? (সমাধান) অশেষদোষ-বীজত্বাৎ ভগবতা ক্ষতিঃ ঈরিতা।

অনুবাদ—ভাল, কামাদি পরিত্যাগের যোগ্য মানিলাম; কিন্তু মনোরাজ্য থাকিলে ক্ষতি কি? (উত্তর) মনোরাজ্য কামাদি সকল দোষের কারণ; ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে) মনোরাজ্যের অশেষ অনিষ্টকারিতার কথা বলিয়াছেন।

টীকা—মনোরাজ্য সাক্ষাদ্ভাবে অনর্থের হেতু না হইলেও পরম্পরাক্রমে অর্থাৎ কামাদির উৎপাদক হইয়া অনর্থের হেতু হইয়া থাকে। এই কারণে বিষয়চিন্তনরূপ মনোরাজ্যের পরিত্যাগই শ্রেয়ঃ। এই কথা বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"অশেষদোষবীজত্বাৎ ভগবতা ক্ষতিঃ ঈরিতা"—(অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৫৯

পরম্পরাক্রমে কি প্রকারে অনর্থের হেতু, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বচন উদ্ধৃত করিতেছেন:—

(খ) মনোরাজ্য পরম্পরাক্রমে অনর্থের হেতু; তদ্বিষয়ে গীতা-বচন প্রমাণ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥ ৬০
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥ ৬১

অন্বয়—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ (ভবতি), স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (ভবতি) বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি।

অনুবাদ—লোকে বিষয়ের ধ্যান করিতে থাকিলে অর্থাৎ গুণবুদ্ধিতে ও রমণীয়তাবুদ্ধিতে চিত্তের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিতে থাকিলে তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে; সেই আসক্তিবশতঃ তাহার প্রাপ্তির ও ভোগের ইচ্ছা জন্মে; আর সেই কামনার ভঙ্গ হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে লোকের সম্মোহ—কার্য্যাকার্য্যবিচারহীনতা ঘটে; সেইরূপ বিচারহীনতা হইতে শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থের অনুসন্ধানে বিচলন বা বিস্মৃতি (ভ্রংশ) ঘটে; সেইরূপ বিচলন হইতে বুদ্ধিনাশ বা কার্য্যাকার্য্যবিচারে অযোগ্যতা; এবং বুদ্ধির সেইরূপ অযোগ্যতা ঘটিলে, লোকে বিনষ্টপ্রায় অর্থাৎ সকল পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া যায়।

টীকা—"সঙ্গঃ"—শব্দে নিজের হিতসাধন বলিয়া অধ্যাস বা ভ্রান্তবোধ, "কামঃ"—শব্দে তাহার প্রাপ্তি, ভোগ প্রভৃতির ইচ্ছা; "ক্রোধঃ"—শব্দে প্রাপ্তি, ভোগ প্রভৃতির ব্যাঘাত জন্য চিত্তের অভিজ্বলনরূপ পরিণাম। (৬১ সংখ্যক শ্লোকটি পঞ্চদশীর অনেক সংস্করণে নাই।) ৬০, ৬১

তাহা হইলে সেই মনোরাজ্যের নিবৃত্তির উপায় কি? তদুত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) মনোরাজ্যের নিবৃত্তির উপায় দ্বিবিধ।

শক্যং জেতুং মনোরাজ্যং নির্ব্বিকল্পসমাধিতঃ।
সুসম্পাদঃ ক্রমাৎ সোঽপি সবিকল্পসমাধিনা॥ ৬২

অন্বয়—নির্ব্বিকল্পসমাধিতঃ মনোরাজ্যম্ জেতুম্ শক্যম্; সঃ অপি ক্রমাৎ সবিকল্পসমাধিনা সুসম্পাদঃ।

অনুবাদ—মনোরাজ্যকে (বিষয়ধ্যানকে) নির্ব্বিকল্পসমাধিদ্বারা জয় করিতে পারা যায়; সেই নির্ব্বিকল্প সমাধিকে আবার সবিকল্প সমাধিদ্বারা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারা যায়।

টীকা—"সবিকল্পসমাধিনা"—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গসাধ্য সবিকল্প সমাধির দ্বারা। (এই অঙ্গরূপ সমাধি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, অঙ্গী সবিকল্পসমাধির কারণ হয়। "যোগমণিপ্রভা" ৭৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) ৬২

(শঙ্কা) ভাল, যে ব্যক্তি অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস করিতে পারিবে তাহার পক্ষেই

সবিকল্প সমাধি এবং তদ্দ্বারা নির্ব্বিকল্পসমাধি আয়ত্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি সেই অভ্যাস করিতে পারিবে না, তাহার গতি কি? তাহাই বলিতেছেন :–

বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।
দীর্ঘং প্রণবমুচ্চার্য্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে ॥৬৩

অন্বয়– বুদ্ধতত্ত্বেন ধীদোষশূন্যেন একান্তবাসিনা দীর্ঘম্ প্রণবম্ উচ্চার্য্য মনোরাজ্যম্ বিজীয়তে।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতা পরোক্ষভাবে অবগত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কামক্রোধাদি চিত্তদোষশূন্য হইয়া নির্জ্জন স্থানে প্রণবের দীর্ঘোচ্চারণদ্বারা মনোরাজ্য জয় করিতে পারে।

টীকা–"বুদ্ধতত্ত্বেন"—'বুদ্ধ' বিদিত হইয়াছে 'তত্ত্ব' ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতারূপ তথ্য যাঁহার দ্বারা; "ধীদোষশূন্যেন"—কামক্রোধাদিরূপ বুদ্ধিদোষরহিত হইলে, তদ্দ্বারা, "একান্তবাসিনা"—বিজনস্থানে নিবাসশীল হইলে, তদ্দ্বারা, "প্রণবম্"—ওঁকারকে, "দীর্ঘম্ উচ্চার্য্য"—ছয়, দ্বাদশ প্রভৃতি 'মাত্রা'যুক্ত করিয়া উচ্চারণের অভ্যাস করিতে থাকিলে, "মনোরাজ্যম্ বিজীয়তে"—মনোরাজ্যের নিবারণ করিতে পারা যায়। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, মনের চারিটি পাদ বা বহির্গমনোপায় আছে; যথা—(১) বচন বা অন্যের সহিত সম্ভাষণ (২) শ্রোত্রেন্দ্রিয় বা তদ্দ্বারা শ্রবণ (৩) চক্ষু বা তদ্দ্বারা দর্শন, এবং (৪) সঙ্কল্প, বিকল্প, স্মৃতি ইত্যাদিরূপ আন্তর কল্পনা। তন্মধ্যে একান্তনিবাসদ্বারা ভাষণ, শ্রবণ ও দর্শনের বিষয়ের অভাব হইলে, মনোরাজ্যনির্ম্মাণকারী সঙ্কল্প, বিকল্প দুর্ব্বল হইয়া পড়ে; যেমন অবরুদ্ধ নগরের বাহির হইতে খাদ্যসম্ভারপ্রেরণ বন্ধ হইলে অভ্যন্তরস্থ যোদ্ধৃবর্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ। তদনন্তর দীর্ঘোচ্চারণে প্রণবাভ্যাস দ্বারা তাহারা নির্জীব হইয়া পড়ে; যেমন অবরুদ্ধ নগরের বাহির হইতে অভ্যন্তরে গোলাবর্ষণ করিলে যোদ্ধৃবর্গ নিহত হয়, এইরূপে মন সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এইরূপে মনোরাজ্য জয় করা যায়। "মাত্রা"—হস্তের দ্বারা আপনার জানুমণ্ডল একবার চাপড়াইয়া, একবার ছোটিকা (তুড়ি বা চুট্‌কী) দিয়া, সেইরূপ তিনবার করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম 'মাত্রা'। ৬৩

(শঙ্কা) ভাল, মনোরাজ্যকে জয় করিতে পারিলে কি ফললাভ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) মনোরাজ্যজয়ের ফল—চিত্তের উদাসীনতা।

জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মূকবৎ।
এতৎপদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেরিতম্ ॥ ৬৪

অন্বয়—তস্মিন্ জিতে মনঃ বৃত্তিশূন্যম্ মূকবৎ তিষ্ঠতি; এতৎ পদম্ বশিষ্ঠেন রামায় বহুধা ঈরিতম্।

অনুবাদ—সেই মনোরাজ্যের পরাজয় সম্পাদিত হইলে, মন বৃত্তিশূন্য হইয়া মূক বা বোবার ন্যায় অবস্থিত থাকে। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে মনের এই অবস্থা

বিবিধপ্রকারে বুঝাইয়াছেন।

টীকা—"মূকবৎ তিষ্ঠতি"—যেমন, যে ব্যক্তি বোবা সে যাবতীয় বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারে একেবারে অক্ষম থাকিয়া যায়, সেইরূপ "তস্মিন্ জিতে মনঃ বৃত্তিশূন্যম্"—মনোরাজ্যের পরাজয় হইলে মন সেইরূপ সর্ব্বব্যাপার-রহিত হইয়া অবস্থান করে। সাধকপুরুষের বৃত্তিশূন্য মনে অবস্থান যে পরমপুরুষার্থলাভস্বরূপ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন:—"এতৎপদম্"—এই অর্থাৎ বৃত্তিশূন্যমনস্কের অবস্থা, "বশিষ্ঠেন রামচন্দ্রায় বহুধা ঈরিতম্"—গুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন। ৬৪

বশিষ্ঠ মুনির শ্লোকদ্বয়রূপ বাক্য পাঠ করিতেছেন (বাশিষ্ঠ রামায়ণ,—বৈরাগ্যপ্রকরণ ৩।৬):-

(৬) উক্ত অর্থের বশিষ্ঠ-বচনদ্বয় প্রমাণরূপে উদ্ধৃত।

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনম্।
সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্না পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ॥ ৬৫

অন্বয়—দৃশ্যম্ নাস্তি ইতি বোধেন মনসঃ দৃশ্যমার্জ্জনম্ সম্পন্নম্ চেৎ তৎ (তদা) পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ উৎপন্না।

অনুবাদ—'কোন দৃশ্য বস্তুই স্বরূপতঃ নাই'—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা মন হইতে যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর তিরোভাব ঘটাইতে পারিলে, তখন নিরতিশয় মোক্ষসুখ সিদ্ধ হইল (বুঝিতে হইবে)। *

টীকা—["নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—বৃহদা উ, ৪।৪।১৯; কঠ উ, ৪।১১]—ব্রহ্মে স্বল্পমাত্রও ভেদ নাই, ইত্যাদিরূপ শ্রুতিবচন হইতে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জগৎ নাই এইরূপে জগতের অভাব বুঝিয়া মনের নিকট হইতে দ্রষ্টার বিষয়ের অর্থাৎ জগদ্রূপ দৃশ্যের নিবারণ যদি সিদ্ধ হয়; "তৎ পরা নির্ব্বাণনির্বৃতিঃ উৎপন্না"—তৎ (তর্হি) তাহা হইলে অর্থাৎ সেইরূপ নিবারণ সিদ্ধ হইলে, নিরতিশয় মোক্ষসুখ সিদ্ধ হয়—এইরূপ বুঝিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য্য। ৬৫

* বাশিষ্ঠ রামায়ণের প্রকরণসম্বন্ধ লইয়া রামায়ণের টীকাকার যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতর—যথা—জগদ্ভ্রম দৃশ্য হইলেও (বস্তুতঃ) নাই—এই আকারে "যাহা অনুভূত হয়"—এই যে অনুভব, তাহা কি আত্মচৈতন্যই অথবা অন্য কিছু? তাহা অন্য কিছু হইতে পারে না; কেননা, তাহা চৈতন্য হইতে অন্য বা ভিন্ন হইলে তাহা জড় বা বিষয় হইয়া পড়ে; তাহার আর অনুভবরূপতা থাকে না। আবার আত্মাই যদি সেই অনুভব হয়েন, তাহা ত' পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান। তাহা হইলে শাস্ত্র আমার জন্য কি করিবে?—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—'কোন দৃশ্যবস্তুই স্বরূপতঃ নাই' ইত্যাদি (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। তাৎপর্য্য এই—সত্য বটে আত্মা অনুভবস্বরূপ তথাপি সেই অনুভব দৃশ্যসম্বলিত অনুভব নহে। কিন্তু মনের বৃত্তিরূপ যে আত্মতত্ত্বসাক্ষাৎকারজ্ঞান, তদ্দ্বারা অবিদ্যা বিনষ্ট হইলে, যখন সেই অবিদ্যারূপ উপাদানদ্বারা রচিত দৃশ্যবর্গ মুছিয়া যায়—অর্থাৎ ত্রিকালেই তাহা নাই—এই আকারে যখন সেই জ্ঞান আকারিত হয়, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে 'পরমা নির্বৃতি'—নির্ব্বাণ-নামক মোক্ষ—যাহা আত্মার স্বরূপগত ও নিত্যসিদ্ধ, তাহা যেন উৎপন্ন হইল, এইরূপ প্রতীয়মান হয়; তদ্দ্বারা কেবল স্বরূপভূত অনুভবই শাস্ত্রের ফলরূপে লব্ধ হয়—ইহাই অর্থ।

বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদ্‌গ্রাহিতং মিথঃ।
সন্ত্যক্তবাসনান্মৌনাদৃতে নাস্ত্যুত্তমং পদম্‌॥ ৬৬

অন্বয়—শাস্ত্রম্‌ অলম্‌ বিচারিতম্‌ মিথঃ চিরম্‌ উদ্‌গ্রাহিতম্‌ সন্ত্যক্তবাসনাৎ মৌনাৎ ঋতে উত্তমম্‌ পদম্‌ ন অস্তি। (বাশিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতিপ্রকরণ—৫৭।২৮)

অনুবাদ—আমি অদ্বৈত-বেদান্তশাস্ত্রের যথেষ্ট অর্থাৎ মর্ম্ম নিষ্কর্ষণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াছি এবং শিষ্য হইয়া আচার্য্যের সাহায্যে এবং সতীর্থগণের সহিত এবং আচার্য্য হইয়া শিষ্যের সহিত বিচারদ্বারা প্রতীতি করিয়াছি ও করাইয়াছি যে, সমস্ত বাসনা সম্যক্‌ পরিত্যক্ত হইলে, মনে যে, তূষ্ণীম্ভাব আ'সে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আর নাই।

টীকা—"শাস্ত্রম্‌ অলম্‌ বিচারিতম্‌" অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সবিশেষ বিচার করিয়াছি; "মিথঃ চিরম্‌ উদ্‌গ্রাহিতম্‌"—সতীর্থগণের সহিত বাদানুবাদদ্বারা এবং গুরু-শিষ্য সংবাদক্রমে পরস্পরকে বুঝাইয়াছি। এইরূপ করিয়া কি নিশ্চয় হইয়াছে? তদুত্তরে বলিতেছেন—"সন্ত্যক্তবাসনাৎ মৌনাৎ ঋতে উত্তমম্‌ পদম্‌ ন অস্তি"—কামাদির সংস্কারসমূহ সম্যগ্‌রূপে পরিত্যক্ত হইলে মনে যে তূষ্ণীম্ভাব উপস্থিত হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষার্থ আর নাই, এইরূপ নিশ্চয় জন্মিয়াছে। "মৌনাৎ"—[অমৌনঞ্চ মৌনঞ্চ নির্ব্বিদ্যাথ ব্রাহ্মণঃ—বৃহদা উ, ৩।৫।১] 'তাহার পর অমৌন—আত্মজ্ঞানরূপ পাণ্ডিত্য ও অনাত্মচিন্তাবর্জ্জনরূপ বাল্য (আত্মজ্ঞানপ্রভাবে সমস্ত বিষয়াসক্তির অভিভব) নিঃশেষ করিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কৃতকৃত্য হন—তখন তাঁহার সর্ব্বত্র ব্রহ্মময় বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়'—এস্থলে 'মৌন' শব্দের অর্থ অনাত্মবুদ্ধিনিবৃত্তির পর্য্যবসান—ফল। তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে 'মৌন' শব্দের অর্থ দ্বৈতবাধজনিত ও চিত্তনিরোধজনিত সঙ্কল্পবর্জ্জন করিয়া মনের অবস্থান।* ৬৬

* রামায়ণ টীকাকার এই শ্লোকের অর্থ এইরূপে পরিস্ফুট করিয়াছেন—কিছুকাল ধরিয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অনুষ্ঠানদ্বারা বাসনাক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি' এইরূপ ভ্রমবশতঃ যাহাতে সাধনা হইতে নিবৃত্তি না ঘটে, এইজন্য বলিতেছেন—"মিথঃ উদ্‌গ্রাহিতম্‌"—বিদ্বান্‌দিগের সহিত বাদানুবাদ করিয়া শাস্ত্র-তাৎপর্য্য দৃঢ়ভাবে বিচারসহ করিয়া স্থাপনের যোগ্য করিয়াছি; অর্থাৎ বিস্তর আয়াস স্বীকার করিয়া মোক্ষশাস্ত্ররহস্য নির্ণয় করিয়া তাহাতে সকল বিদ্বানের অনুমোদন লাভ করিয়াছি, "মৌনাৎ"—'বাল্য' ও 'পাণ্ডিত্য' শব্দদ্বারা সূচিত শ্রবণ ও মননের পরিপাক হইতে উৎপন্ন নির্ব্বিকল্প অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির পরিপাক পর্য্যন্ত মুনিভাব না আসিলে "পরম্‌ পদম্‌"—'ব্রাহ্মণ' নামক পরিনিষ্ঠিত তত্ত্বজ্ঞান হয় না—ইহাই নির্ণয় করিয়াছি। এই অর্থের শ্রুতিবচন—বৃহদা উ, ৩।৫।১ 'সেইহেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এখনও পাণ্ডিত্য (আত্মতত্ত্ব) সম্যগ্‌রূপে অবগত হইয়া 'বাল্যে'—বালকের ন্যায় নিরভিমান সরলতাদিস্বভাব অথবা জ্ঞানবল, অবলম্বনে অবস্থান করিবে; তাহার পর বাল্য ও পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া মুনি—মননশীল হইবে। শেষে অমৌন ও মৌন উভয়ই পরিসমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মে তন্ময় হইবে। (ঐ ৪।৪।২৩—'ব্রাহ্মণস্য' ইতি—ব্রহ্মবিৎ পুরুষের উক্তপ্রকার মহিমা বা সম্পৎ 'নিত্য'—'উদয়াস্তবর্জ্জিত।')

চিত্ত এইরূপে বৃত্তিহীন হইলে প্রারব্ধকর্ম্মবশতঃ তাহাতে যদি বিক্ষেপ উঠে, তাহা হইলে সেই বিক্ষেপের নিবৃত্তির উপায় কি? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন ঃ—

(চ) বৃত্তিহীন চিত্তে অকস্মাৎ উত্থিত বিক্ষেপের নিবৃত্তির উপায়।

বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্ধীঃ কর্ম্মণা ভোগদায়িনা।
পুনঃ সমাহিতা সা স্যাৎ তদৈবাভ্যাসপাটবাৎ ॥ ৬৭

অন্বয়—ভোগদায়িনা কর্ম্মণা ধীঃ কদাচিৎ বিক্ষিপ্যতে, তদা এব সা অভ্যাসপাটবাৎ পুনঃ সমাহিতা স্যাৎ।

অনুবাদ—যদি ভোগপ্রদ প্রারব্ধের বশে, বুদ্ধি কখনও বিক্ষেপপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অভ্যাসনিপুণতা প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধি আবার একাগ্র হইবে।

টীকা—"ভোগদায়িনা কর্ম্মণা"—ভোগব্যতিরেকে প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় নাই, এইহেতু "ধীঃ কদাচিৎ বিক্ষিপ্যতে"—যদি বুদ্ধি কখনও বিক্ষিপ্ত হয়, "তদা এব সা অভ্যাসপাটবাৎ"—অভ্যাসে দৃঢ়তাবলম্বন করিলে তখনই, "পুনঃ সমাহিতা স্যাৎ"—আবার কামাদিবৃত্তিরহিত হইবে। ৬৭

যিনি সদাই চিত্তবিক্ষেপরহিত, তাঁহাকে যে 'ব্রহ্মবিৎ' বলা হয়, তাহা উপচারক্রমেই বলা হইয়া থাকে,—এই কথাই বলিতেছেন ঃ—

(ছ) অবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ ব্রহ্মরূপ।

বিক্ষেপো যস্য নাস্ত্যস্য ব্রহ্মবিত্ত্বং ন মন্যতে।
ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রাহুর্মুনয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৬৮

অন্বয়—যস্য বিক্ষেপঃ ন অস্তি অস্য ব্রহ্মবিত্ত্বম্ ন মন্যতে, পারদর্শিনঃ মুনয়ঃ 'অয়ম্ ব্রহ্ম এব' ইতি প্রাহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা— যাঁহার অন্তঃকরণে বিক্ষেপ নাই, এইরূপ পুরুষকে বেদান্তবিৎ মুনিগণ 'ব্রহ্মবিৎ' বলিয়া মানেন না; তাঁহারা তাঁহাকে 'ইনি স্বয়ং ব্রহ্ম' এইরূপ বলিয়া থাকেন। ["পারদর্শিনঃ"—বেদান্তকুশল পণ্ডিতগণ।] ৬৮

এই কথার সমর্থনে বশিষ্ঠ-বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন ঃ—

(জ) উক্ত বিষয়ে বাশিষ্ঠরামায়ণ-বচন প্রমাণ।

দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।
যস্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্মন্ ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥ ৬৯

অন্বয়—যঃ দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ম্ কেবলরূপতঃ তিষ্ঠতি, স তু ব্রহ্মন্ স্বয়ম্ ব্রহ্ম, ন ব্রহ্মবিৎ। (মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৪)*

অনুবাদ—যিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত হন, হে ব্রহ্মন্! তিনি নিজেই ব্রহ্ম, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না।

---

* বাশিষ্ঠ রামায়ণে এই বচনের মূলের সন্ধান পাই নাই।

টীকা—যে পুরুষ 'আমি ব্রহ্মকে জানি' এবং 'আমি ব্রহ্মকে জানি না' এই উভয়প্রকার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া স্বয়ম্ অদ্বিতীয় চৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থিত, তিনি নিজেই ব্রহ্ম হইয়াছেন; তাঁহাকে 'ব্রহ্মবিৎ' অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ বলা চলে না—ইহাই অর্থ। ৬৯

সমস্ত দ্বৈতবিচারের উপসংহার করিতেছেন:—

(ঝ) ফলকথন সহিত দ্বৈতবিবেকের সমাপ্তি।

জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা জীবদ্বৈতবিবর্জ্জনাৎ।
লভ্যতেঽসাবতোঽত্রেদমীশদ্বৈতাদ্বিবেচিতম্॥ ৭০

ইতি দ্বৈতবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—অসৌ জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা, জীবদ্বৈতবিবর্জ্জনাৎ লভ্যতে; অতঃ অত্র ইদম্ ঈশদ্বৈতাৎ বিবেচিতম্।

অনুবাদ—জীবসৃষ্ট মনোময় দ্বৈতপ্রপঞ্চকে অন্তঃকরণ হইতে পরিত্যাগ করিতে পারিলে, জীবন্মুক্তির পর্য্যবসানরূপ পূর্ব্বোক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই কারণে ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে বিচারদ্বারা তাহাকে পৃথক্ করা হইল।

টীকা—"অসৌ"—পূর্ব্বোক্ত প্রকার; "জীবন্মুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা"-যাহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আর নাই, জীবন্মুক্তির সেই চরম অবস্থা, "জীবদ্বৈতবিবর্জ্জনাৎ লভ্যতে"—মনোময় প্রপঞ্চরূপ জীবসৃষ্ট দ্বৈতের পরিত্যাগদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; "অতঃ অত্র ইদম্ ঈশদ্বৈতাৎ বিবেচিতম্"-এই কারণে এই জীব-রচিত জগৎ ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্ করিয়া প্রদর্শিত হইল। ৭০

ইতি দ্বৈতবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী

পঞ্চম অধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থ বিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ।
মহাবাক্যবিবেকস্য কুর্ব্বে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ॥

ারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া 'পঞ্চদশী'র পঞ্চম প্রকরণ 'মহাবাক্যবিবেকে'র সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি।

ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞান মুমুক্ষুগণের মোক্ষের সাধন। সেই জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য চারি বেদের যে চারিটি প্রসিদ্ধ মহাবাক্য আছে, তাহাদের অর্থ যথাক্রমে নিরূপণ করিবার জন্য পরম কৃপালু আচার্য্য প্রথমে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়ারণ্যকগত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম"—প্রজ্ঞানই হইতেছে ব্রহ্ম, এই মহাবাক্যের অন্তর্গত "প্রজ্ঞান" শব্দের অর্থ করিতেছেন ঃ—

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদ্গত "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ

১। "প্রজ্ঞানম্" পদের অর্থ।

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিঘ্রতি ব্যাকরোতি চ।
স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্॥ ১

অন্বয় · যেন ইদম্ (দৃশ্যম্) ঈক্ষতে, যেন (শব্দম্) শৃণোতি, যেন (গন্ধম্) জিঘ্রতি, যেন (বাক্যম্) ব্যাকরোতি, যেন স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি চ, তৎ প্রজ্ঞানম্ উদীরিতম্।

অনুবাদ—যে চৈতন্যজ্যোতির্দ্বারা পদার্থের রূপের দর্শন, শব্দের শ্রবণ, গন্ধের আঘ্রাণ, বাক্যের কথন, নিষ্পন্ন হয় এবং সুস্বাদু-অস্বাদু রসের বিজ্ঞান জন্মে, সেই বৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত চৈতন্য (বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্য) 'প্রজ্ঞান' শব্দের বাচ্য অর্থ।

টীকা—"যেন"- চক্ষুর দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাঁহার উপাধি, এইরূপ যাঁহার দ্বারা অর্থাৎ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, "ইদম্"—এই দর্শনযোগ্য রূপাদিকে, "ঈক্ষতে"—(দেহেন্দ্রিয়ের সঙ্ঘাতরূপ) পুরুষ দেখেন, সেইপ্রকার "ইদম্ শৃণোতি"—শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাঁহার উপাধি এইরূপ যাঁহার দ্বারা অর্থাৎ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, এই শব্দসমূহকে শ্রবণ করেন, সেইরূপ "ইদম্ জিঘ্রতি"—ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাঁহার উপাধি, এইরূপ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, (এই গন্ধসমূহ) আঘ্রাণ করেন, "যেন (বাক্যম্) ব্যাকরোতি চ"—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্যদ্বারা, পুরুষ শব্দসমূহ উচ্চারণ করেন, "যেন

"স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি"—রসনেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ যে উপাধি সেই উপাধিযুক্ত যে সাক্ষী-চৈতন্যদ্বারা পুরুষ স্বাদু ও অস্বাদু এই দুইপ্রকার রস অনুভব করেন; "চ" শব্দদ্বারা অপরাপর অনুল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহকে বুঝিতে হইবে; তাহা হইলে সেই উক্ত অনুক্ত সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত যে (কূটস্থ) চৈতন্য, "তৎ প্রজ্ঞানম্ উদীরিতম্"—তাহাই এই 'প্রজ্ঞান' শব্দদ্বারা কথিত হয়, ইহাই অর্থ। ইহার দ্বারা ["যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু চাস্বাদু চ বিজানাতি।" "যদেতদ্ধৃদয়ং মনশ্চৈতৎ। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেধা দৃষ্টির্ধৃতির্মতির্মনীষা জূতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি, সর্ব্বাণ্যে-বৈতানি প্রজ্ঞানস্য নামধেয়ানি ভবন্তি"—ঐতরেয় উ, ৩।১-২]—'(আত্মোপাসনাতৎপর মুমুক্ষু ব্রাহ্মণগণ বিচারপূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—আমরা যে-আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ কি, এবং বেদে যে চক্ষুঃপ্রভৃতি করণরূপে এবং সেই সেই অনুভবের কর্ত্তারূপে যে দুইটি আত্মার কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে] সেই আত্মাটি কে?—উত্তর--) যে আত্মা চক্ষুরূপে রূপ দর্শন করিয়া থাকে, ঘ্রাণরূপে গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে এবং জিহ্বারূপে স্বাদু ও অস্বাদু বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে। এই যে, হৃদয়, মনও ইহারই নাম অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের দুইটি নাম ভেদমাত্র। সংজ্ঞান—চেতনভাব অর্থাৎ যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ চেতন বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি; আজ্ঞান—আজ্ঞা—প্রভুভাব, বিজ্ঞান—নৃত্যগীতাদি চতুঃষষ্টিকলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান—প্রতিভা, মেধা—গ্রন্থার্থধারণক্ষমতা, দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি; ধৃতি—ধারণ, শরীরাদির অবসাদ-নিবারক উত্তম্ভন, মতি—মনন কর্ত্তব্যচিন্তা, মনীষা—কর্ত্তব্যচিন্তায় নিজের স্বাধীনতা, জূতি—রোগাদিজনিত দুঃখ, স্মৃতি—স্মরণ, সঙ্কল্প—শ্বেতপীতাদিবিষয়ক বিতর্ক, ক্রতু--অধ্যবসায় বা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞান, অসু—শ্বাসপ্রশ্বাসাদিনির্ব্বাহক প্রাণবৃত্তি, কাম—তৃষ্ণা, বশ--মনোজ্ঞ বস্তুর স্পর্শাদিকামনা—এই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এই সমস্তই প্রজ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানমাত্র চেতনরূপ উপলব্ধার নামধেয় অর্থাৎ সেই সেই বৃত্তিরূপ উপাধিবিশিষ্টতাদ্বারা উপচারক্রমে ব্রহ্মের নাম'—এই সকল অবান্তর বাক্যদ্বারা (মহাবাক্য ভিন্ন আত্মার স্বরূপবোধক বাক্য-সমূহদ্বারা) সকল ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং সর্ব্বসাক্ষী এবং সকলবৃত্তিতে অনুগত, অদ্বিতীয় আত্মার শোধন সংক্ষেপে প্রদর্শন করা হইল। এই অবান্তর বাক্যসমূহের অর্থ প্রথম শ্লোকে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১

২। "ব্রহ্ম" পদের অর্থ এবং উভয়ের ঐকতারূপ বাক্যার্থ।

এইরূপে 'প্রজ্ঞান' শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ বলিতেছেন ঃ—

চতুর্ম্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু।
চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যপি॥ ২

অন্বয়—চতুর্ম্মুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু (যৎ) একম্ চৈতন্যম্ (তৎ) ব্রহ্ম; অতঃ

ময়ি অপি (স্থিতম্) প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (এব)।

অনুবাদ—ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদিদেবতারূপ পুণ্যাধিক জীবে, মনুষ্যাদি সমপুণ্যপাপ জীবে এবং অশ্বগবাদি পাপাধিকজীবে সর্ব্বত্রই যিনি একমাত্র চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন, তিনিই ব্রহ্ম—সুতরাং আমাতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় প্রজ্ঞানও পরব্রহ্ম।

টীকা—"চতুর্ম্মুখেন্দ্রদেবেষু"—ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ যাঁহারা পাপাপেক্ষা পুণ্যের আধিক্যবশতঃ উত্তম দেহধারী, তাঁহাদিগের মধ্যে, "মনুষ্যাশ্বগবাদিষু"—যাহাদের মধ্যে পুণ্য ও পাপ প্রায় তুল্যপরিমাণ, সেইরূপ মধ্যমদেহধারী মনুষ্যগণমধ্যে এবং যাহাদের মধ্যে পুণ্যাপেক্ষা পাপ অধিক, সেইরূপ অশ্ব, গো প্রভৃতি অধমদেহধারী তির্য্যক্গণের মধ্যে এবং আকাশাদি ভূতসমূহে. "যৎ একম্ চৈতন্যম্"—জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের হেতুভূত যে এক চৈতন্য রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম—ইহাই তাৎপর্য্য। এই শ্লোকদ্বারা ঐতরেয়ারণ্যকের অন্তর্গত দ্বিতীয়ারণ্যকের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের পঞ্চবিংশ কণ্ডিকার—নিম্নলিখিত অংশের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে ঃ—[এষ ব্রহ্মৈষ ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরেতে সর্ব্বে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবীবায়ুরাকাশআপো জ্যোতীংষীত্যেতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণীব বীজানীতরাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চোদ্ভিজ্জানি চাশ্বা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো যৎকিঞ্চেদং প্রাণিজঙ্গমং চ পততি চ যচ্চ স্থাবরং সর্ব্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রমিতি প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্রো লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা ইতি।]—ইনিই হইতেছেন ব্রহ্মা অর্থাৎ শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভরূপ প্রথম শরীরী ; ইনিই ইন্দ্র দেবরাজ ; ইনিই প্রজাপতি—ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াভিমানী দেবতাত্মক বিরাড়্দেহ ; ইনিই অগ্নিবায়্বাদি সমস্ত দেবতা, ইনিই এই পঞ্চমহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজ ; এবং পঞ্চভূতকার্য্য (মশক-পিপীলিকাদি) ক্ষুদ্রদেহের সহিত (মনুষ্যাদি) জীবদেহ যাহা সজাতীয় দেহান্তরোৎপাদনের কারণ হইয়া থাকে, আরও এই এইরূপ পরস্পর বিলক্ষণ বহুভেদযুক্ত যথা—(পক্ষিসর্পাদিরূপ) অণ্ডজ ; (গো-মনুষ্যাদিরূপ) জরায়ুজ ; (ক্রিমি-দংশাদিরূপ) স্বেদজ ; (তরুগুল্মাদিরূপ) উদ্ভিজ্জ ; জরায়ুজ যথা—গো মনুষ্য হস্তী—ইত্যাদি, এবং উক্ত অনুক্ত যে কোনও প্রাণী চরণযোগে চলনশীল, আকাশে উৎপতনশীল কিম্বা অচল, এই সমস্তই "প্রজ্ঞানেত্র" জগতের উৎপত্তিস্থিতিলয়কারণ ব্রহ্মদ্বারা প্রবর্ত্তিত অর্থাৎ এই সমস্তের সমষ্টিরূপ জগৎ নিরুপাধিক চৈতন্যে, (রজ্জুতে সর্পের ন্যায়) আরোপিত। ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তিহেতু, সকল প্রাণীর সমষ্টির "নেত্র" বা ব্যবহারকারণ হইতেছেন ; এই চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই জগতের স্থিতির হেতু। চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই এই জগতের লয়স্থান বা পর্য্যবসানভূমি অর্থাৎ অবশেষবস্তু। সেইহেতু প্রত্যগাত্মাই (জীবাত্মাই) ব্রহ্ম—ইহাই উক্ত মহাবাক্যের অর্থ। এইরূপে 'প্রজ্ঞান' ও 'ব্রহ্ম' দুই পদের অর্থ বলিয়া পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—"অতঃ ময়ি অপি স্থিতম্ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম এব"—যেহেতু সমস্ত দেবতা, মনুষ্য, পশু, আকাশাদিতে অবস্থিত প্রজ্ঞান হইতেছেন ব্রহ্ম, সেইহেতু আমাতে অবস্থিত প্রজ্ঞানও হইতেছেন ব্রহ্ম ; কেননা, প্রজ্ঞানে প্রজ্ঞানে কোনও ভেদ নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ২

যজুর্ব্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদ্গত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যের অর্থ

১। অহম্ পদের অর্থ।

এইরূপে ঋগ্বেদের শাখাবস্থিত মহাবাক্যের অর্থ নিরূপণ করিয়া, যজুর্ব্বেদশাখা-সমূহের অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদ্গত (১।৪।১০)—[ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মান-মেবাবেৎ "অহং ব্রহ্মাস্মীতি", তস্মাত্তৎসর্ব্বমভবৎ, তদ্যো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যত, স এব তদভবৎ তথর্ষীণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্ধৈতৎ পশ্যন্নৃষির্বামদেবঃ প্রতিপেদেঽহং মনুরভবঁ সূর্য্যশ্চেতি। তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মীতি, স ইদঁ সর্ব্বং ভবতি, তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে। আত্মা হ্যেষাঁ স ভবতি। অথ যোঽন্যাং দেবতা-মুপাস্তেঽন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীতি, ন স বেদ; যথা পশুরেবঁ স দেবানাম্। যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যং ভুঞ্জ্যুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেঽপ্রিয়ং ভবতি কিমু বহুষু, তস্মাদেষাং তন্ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যুঃ]—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল; তিনি 'আমি হইতেছি ব্রহ্ম' এইরূপে আত্মাকেই জানিয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষি-গণ, ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন 'আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম'। বর্ত্তমান সময়েও যিনি এইপ্রকার বুঝিতে পারেন 'আমিই হইতেছি ব্রহ্মস্বরূপ' তিনিও এই সর্ব্বাত্মভাব প্রাপ্ত হন; দেবগণও তাঁহার অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হন না; কারণ, তিনি এ সমস্তেরই আত্মা হন; পক্ষান্তরে যে লোক ইঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার উপাসনা করে—'আমি (উপাসক) অন্য এবং ইনি (উপাস্য) অন্য'—এইরূপ ভেদদৃষ্টিতে অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে জানে না। মনুষ্যগণের নিকট যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট তদ্রূপ, অর্থাৎ পশুর ন্যায় দেবগণের উপভোগ্য হন। বহু পশু যেরূপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগসাধন করে, তেমনি সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে; একটি পশুও অপরে লইলে বা হস্তচ্যুত হইলে যখন দুঃখ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু ঐরূপ হইলে ত' কথাই নাই; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয়, যে মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হয়।"—এই কণ্ডিকার অন্তর্গত "অহং ব্রহ্মাস্মি"—আমি হইতেছি ব্রহ্ম—এই মহাবাক্যের অর্থ পরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত "অহম্" শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিদ্যাধিকারিণি।
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্নহমিতীর্য্যতে॥ ৩

অন্বয়—পরিপূর্ণঃ পরাত্মা অস্মিন্ বিদ্যাধিকারিণি দেহে বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা স্ফুরন্ "অহম্" ইতি ঈর্য্যতে।

অনুবাদ—স্বভাবতঃ পরিপূর্ণ (অখণ্ড) পরমাত্মা, এই মায়িক সংসারমধ্যে শম-দমাদি সাধনদ্বারা বিদ্যাসম্পাদনযোগ্য পাঞ্চভৌতিক শরীরে জ্ঞানের অধিকারী

বুদ্ধির সাক্ষিরূপে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান রহিয়াছেন। 'অহং' শব্দের দ্বারা তিনিই সূচিত হন।

টীকা—"পরিপূর্ণঃ পরাত্মা"—দেশকাল ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা; "অস্মিন্"—এই মায়াকল্পিত জগতে, "বিদ্যাধিকারিণি দেহে"—শম-দমাদিসাধনযুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিদ্যাসম্পদের যোগ্য শ্রবণাদি-অনুষ্ঠানসম্পন্ন এই মনুষ্যাদি শরীরে অর্থাৎ মনুষ্য ও ইন্দ্রযমাদি দেবশরীরে, "বুদ্ধেঃ" বুদ্ধির দ্বারা উপলক্ষিত বা সূচিত সূক্ষ্ম শরীরের, "সাক্ষিতয়া স্থিত্বা"—নির্ব্বিকার অবভাসক-রূপে থাকিয়া, "স্ফুরন্"—প্রকাশমান; তিনিই "অহম্ ইতি ঈর্য্যতে"—লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা 'অহম্' এই পদের বাচ্য হন। ৩

২। 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ এবং 'অস্মি'পদের অর্থের দ্বারা 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বলিতেছেন:—

স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ।
অস্মীত্যৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥ ৪

অন্বয়—স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মা অত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ; অস্মি ইতি ঐক্যপরামর্শঃ; তেন অহম্ ব্রহ্ম ভবামি।

অনুবাদ—যিনি স্বভাবতঃ পূর্ণপরমাত্মা, তিনিই এস্থলে 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। 'অস্মি' এই পদ অহং-শব্দবাচ্যচৈতন্যের এবং ব্রহ্মচৈতন্যের একতা প্রতিপাদন করিতেছে। জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের একতা নিশ্চিত হইলে মুক্তপুরুষের 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

টীকা—"স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মা"—স্বভাবতঃ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন যে পরমাত্মা তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছেন তিনি, "অত্র"—এই 'অহম্ ব্রহ্মাস্মি'রূপ মহাবাক্যে "ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ"—'ব্রহ্ম' এই পদদ্বারা লক্ষণাবৃত্তিযোগে সূচিত হইয়াছেন, ইহাই অর্থ। "অস্মি ইতি ঐক্যপরামর্শঃ"—মহাবাক্যের অন্তর্গত 'অস্মি' এই পদ, 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই পদের সামানাধিকরণ্যদ্বারা জীবব্রহ্মের যে একতা পাওয়া যায়, তাহাই স্মরণ করাইতেছে। তাৎপর্য্য এই—যাহারা এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে এইরূপ দুইপদ ভিন্নার্থবোধক হইয়া সমান বিভক্তির বলে একই অর্থ বুঝাইতে সম্বদ্ধ হইলে, সেই সম্বন্ধকে সামানাধিকরণ্য কহে। "অহম্ ব্রহ্মাস্মি" এই বাক্যে 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' এই দুই শব্দ যথাক্রমে আত্মা ও ব্রহ্মরূপ অর্থ বুঝাইতেছে, এইহেতু এই দুই শব্দ ভিন্ন অর্থযুক্ত অপর্য্যায় শব্দ; কিন্তু উভয়পদ সমান অর্থাৎ প্রথমা-বিভক্তিযুক্ত হওয়াতে একই বিভক্তির বলে, উক্ত দুই পদের অখণ্ড একরসতারূপ একই অর্থে লক্ষণারূপ সম্বন্ধদ্বারা সম্বদ্ধ হইয়াছে। তাহাই সামানাধিকরণ্যসম্বন্ধ। তদ্দ্বারাই ব্রহ্ম ও আত্মার একতা সিদ্ধ হইল। উক্ত বাক্যের অন্তর্গত 'অস্মি' পদ কেবল উক্ত একতারই স্মারক;

'অস্মি'পদের অন্য কোনও অর্থ নাই। উক্ত সমগ্র বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—"তেন অহম্ ব্রহ্ম ভবামি"—সেইহেতু আমি হইতেছি ব্রহ্ম। ৪

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদ্গত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ

১। 'তৎ'পদের অর্থ।

এক্ষণে, সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদ্গত "তৎ-ত্বম্-অসি" –'সেই হইতেছ তুমি' এবং 'তুমি হইতেছ সেই' (ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে ঋষি উদ্দালক, পুত্র শ্বেতকেতুকে ইহা নয়বার উপদেশ করিয়াছেন, বর্ণিত আছে।) ('গ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই মহাবাক্যের অর্থ প্রকাশ করিবার জন্য উক্ত 'তৎ' অর্থাৎ 'সেই'পদের লক্ষ্যার্থ, যাহা লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বা সেই পদের বাচ্যার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষদ্বারা নির্ণয় করিয়া বুঝিতে হয়,—তাহাই বলিতেছেন :—

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জ্জিতম্।
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যস্য তাদৃক্ত্বং তদিতীর্য্যতে॥ ৫

অন্বয়–সৃষ্টেঃ পুরা একম্ এব অদ্বিতীয়ম্ নামরূপবিবর্জ্জিতম্ সৎ (আসীৎ), অস্য অধুনা অপি তাদৃক্ত্বম্ 'তৎ' ইতি ঈর্য্যতে।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় নামরূপরহিত যে সৎ (ব্রহ্ম) ছিলেন, সেই সৎ ব্রহ্ম এক্ষণে অর্থাৎ নামরূপাত্মক সৃষ্টির পরেও যে ঠিক সেই অবস্থায় রহিয়াছেন তাহাই—"তৎ" বা 'সেই' পদদ্বারা কথিত হইতেছে।

টীকা—[সদেব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ. ৬৷১] –'হে সোম্য, এই জগৎ অগ্রে একই অদ্বিতীয়রূপ সদ্বস্তুই ছিল'—এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা সৃষ্টির পূর্ব্বে স্বগতাদিভেদশূন্য ও নামরূপরহিত যে সদ্বস্তু প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই সদ্বস্তু এক্ষণে অর্থাৎ সৃষ্টির পরেও, বিচারদৃষ্টিপূর্ব্বক দেখিলে সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ স্বগতাদিভেদরহিত নামরূপ বিবর্জ্জিতাবস্থাতেই রহিয়াছেন; তাঁহার সেই অবস্থাই 'তৎ' বা 'সেই' এই পদের লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা ('খ' পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) বুঝিতে হইবে; ইহাই অর্থ। ৫

২। 'ত্বম্'পদের অর্থ; 'অসি'পদের অর্থদ্বারা একতারূপ বাক্যার্থ।

এক্ষণে ত্বম্ পদের লক্ষ্যার্থ বলিতেছেন :—

শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্ত্বত্র ত্বংপদেরিতম্।
একতা গ্রাহ্যতেঽসীতি তদৈক্যমনুভূয়তাম্॥ ৬

অন্বয়—শ্রোতুঃ দেহেন্দ্রিয়াতীতম্ বস্তু অত্র 'ত্বং'-পদেরিতম্। 'অসি' ইতি একতা গ্রাহ্যতে, তদৈক্যম্ অনুভূয়তাম্।

অনুবাদ—শ্রোতার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত যে বস্তু অর্থাৎ সদ্রূপ আত্মা, তিনিই এইস্থলে 'ত্বম্' পদদ্বারা সূচিত হইয়াছেন। 'অসি'—হইতেছ—

এই পদদ্বারা একতা বুঝান হইতেছে। এইহেতু 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদের একতা অনুভব করিতে হইবে।

টীকা -"শ্রোতুঃ"—শ্রবণাদির অনুষ্ঠানদ্বারা মহাবাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিতে যিনি প্রবৃত্ত, তাঁহার, "দেহেন্দ্রিয়াতীতম্ বস্তু"—দেহের এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলক্ষিত, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিন শরীরের সাক্ষী বলিয়া, যিনি তাহা হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্, সেই সদ্বস্তুই, "ত্বম্-পদেরিতম্"—মহাবাক্যের অন্তর্গত 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থরূপে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা সূচিত হইয়াছেন—ইহাই অর্থ। যদ্যপি উপাধির ভেদবশতঃ আরোপ-দশায়, আভাসবাদী (পৃ ২০৮ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতির মতে, জীবসাক্ষী নানা বা অনেক, এবং সেইহেতু 'ত্বম্' বলিলে প্রত্যেক সঙ্ঘাতকে বা দেহত্রয়ের সমষ্টিকে বুঝায়, তথাপি যিনি অধিকারী, তিনিই মহাবাক্যের অর্থোপলব্ধিবিষয়ে উপযোগী, বাক্যগত পদের অর্থ জানিতে আগ্রহ করিয়া থাকেন, অন্যে করে না। এই কারণে এস্থলে শ্রোতারই দেহত্রয়সমষ্টি হইতে পৃথক্ সাক্ষীকেই 'ত্বম্' পদের অর্থরূপে বুঝাইতেছেন।

এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকোক্ত, যজুর্ব্বেদগত "অহং ব্রহ্মাস্মি" এই মহাবাক্যগত 'অহম্' পদের অর্থও এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

"তত্ত্বমসি" মহাবাক্যে যে "অসি" (হও) এই পদ রহিয়াছে, তাহার দ্বারা "তৎ" ও "ত্বম্" এই দুই পদের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা এই দুই অর্থের যে একতা—সামানাধিকরণ্যের বলে অর্থাৎ সমানবিভক্তিযুক্ত বলিয়া একই অর্থে তাৎপর্য্য, সিদ্ধ হইল, তাহারই অনুবাদমাত্র করিয়া, শিষ্যের বুদ্ধিগম্য করান হইতেছে—এই কথাই বলিতেছেন—"অসি ইতি একতা গ্রাহ্যতে"—'হও' এই পদদ্বারা উভয় পদের একতা বুঝান হইতেছে। এইরূপ নিরূপণদ্বারা যে বাক্যার্থ সিদ্ধ হইল, "তৎ ঐক্যম্ অনুভূয়তাম্"—তাহাই অর্থাৎ 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই পদদ্বয়ের 'ব্রহ্ম ও আত্মা'-রূপ অর্থের সেই প্রমাণসিদ্ধ একতা মুমুক্ষুজন অনুভবের বিষয় করুন, ইহাই অর্থ। কেহ কেহ বলেন 'অসি' এই পদ লক্ষণাশক্তির দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে—অর্থাৎ তাঁহাদের মতে 'তৎ'—ঈশ্বর; 'ত্বম্'—জীব, এবং 'অসি'ও লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা 'ব্রহ্ম'; এইরূপ অর্থ সর্ব্বথা ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং গ্রহণের অযোগ্য। ৬

অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডূক্যোপনিষদ্গত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ

১। 'অয়ম্' ও 'আত্মা' এই পদদ্বয়ের অর্থ।

গ্রন্থকার এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডূক্যোপনিষদ্গত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রটি এই—[সর্ব্বং হ্যেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ] আচার্য্যপাদ শঙ্কর উপনিষদ্ভাষ্যে ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রে যে জগৎকে ওঁকারাত্মক বলা হইয়াছে এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মকে সেস্থলে এবং এই মন্ত্রে, প্রথমে পরোক্ষভাবে নির্দ্দেশ করা হইল; এক্ষণে আবার সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ

করিয়া বলিতেছেন যে, "এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ"। "অয়ম্ আত্মা" ইত্যাদি বাক্যে 'অয়ম্' শব্দদ্বারা চতুষ্পাদবিশিষ্টরূপে যাহার বিভাগ করা হইতেছে, সেই আত্মাকে, (অঙ্গুলিনির্দ্দেশের ন্যায়) অভিনয় করিয়া প্রত্যগ্ (জীব-) আত্মা-রূপে নির্দ্দেশ করিতেছেন। (অভিপ্রায় এই—"ইদমঃ প্রত্যক্ষরূপং সমীপতরবর্ত্তি চৈতদো রূপম্। অদসস্তু বিপ্রকৃষ্টে তদিতি পরোক্ষে বিজানীয়াৎ"॥ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্তু বিষয়ে 'ইদম্' শব্দের, সন্নিহিততর বস্তুবিষয়ে 'এতদ্' শব্দের, বিপ্রকৃষ্ট বা দূরবর্ত্তী বিষয়ে 'অদস্' শব্দের, আর পরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ে 'তদ্' শব্দের প্রয়োগ হয়। এখানে 'অয়ম্' পদটি 'ইদম্' শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; সুতরাং প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থই উহার অর্থ; আত্মাও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অহং-প্রতীতির বিষয়, সুতরাং 'অয়ং' পদবাচ্য হইয়াছে। কোনও প্রত্যক্ষবস্তুকে যেমন 'এই'—'অয়ম্'—বলিয়া অঙ্গুলি প্রভৃতির দ্বারা নির্দ্দেশ করা হয়, তেমনি এখানে 'অয়ম্ আত্মা' বলিয়া আত্মার প্রত্যক্ষবৎ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।) পরাপর ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ওঁকার শব্দার্থ সেই এই আত্মা, কার্ষাপণের ন্যায় (কাহণের) ন্যায় চতুষ্পাৎ (চারি অংশবিশিষ্ট), কিন্তু গো-র মত নহে। (তাৎপর্য্য এই—ষোলপণে এক কাহন কড়ি হয়; তাহার প্রত্যেক চারিপণকে এক এক পাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয়; বস্তুতঃ ঐ কাহণ ও পাদ-ব্যবহার কড়িতে আরোপিত হয় মাত্র; উহা কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম্ম নহে, ব্রহ্ম যখন নিষ্কল [নিরংশ] তখন বাস্তবিকপক্ষে তাহারও পাদব্যবহার আরোপমাত্র, সত্য নহে।)

গ্রন্থকার 'অয়ম্' ও 'আত্মা' এই দুই পদদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বময়মিত্যুক্তিতো মতম্।
অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে॥ ৭

অন্বয়—অয়ম্ ইতি উক্তিতঃ স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বম্ মতম্। অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মা ইতি গীয়তে।

অনুবাদ—'অয়ম্' এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশতার সহিত অপরোক্ষতার সূচনাই অভিপ্রেত। অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত যে সঙ্ঘাত, তাহার অভ্যন্তরে যিনি বিদ্যমান, তিনিই এস্থলে 'আত্মা' এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছেন।

টীকা—"অয়ম্ ইতি উক্তিতঃ"—'অয়ম্' (এই)—এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা, "স্বপ্রকাশাপরোক্ষত্বম্ মতম্"—সাক্ষীর স্বপ্রকাশতাযুক্ত অপরোক্ষতা বুঝানই অভিপ্রেত; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্টাদির ন্যায় নিত্যাপরোক্ষতা এবং ঘটাদির ন্যায় দৃশ্যতা অর্থাৎ পরপ্রকাশ্যতাযুক্ত অপরোক্ষতা এই দুই অনাত্মধর্ম্ম আত্মায় নিবারণ করিবার জন্য উক্ত শ্লোকে 'স্বপ্রকাশত্বম্' ও 'অপরোক্ষত্বম্' এই দুই বিশেষণের প্রয়োগ হইল বুঝিতে হইবে।

ভাল, অভিধানে 'আত্মন্' শব্দের অর্থ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—"আত্মা জীবে ধৃতৌ দেহে স্বভাবে পরমাত্মনি"—দেহ, স্বভাব, ধৃতি, জীব ইত্যাদি অর্থেও 'আত্মন্' শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, এস্থলে 'আত্মন্' শব্দদ্বারা কোন্ অর্থ বুঝান উদ্দেশ্য? এইরূপ

জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—"অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ"—অহঙ্কার হইয়াছে আদি যাহার অর্থাৎ যে প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়-দেহরূপ সঙ্ঘাতের, তাহা 'অহঙ্কারাদি'; সেইরূপ দেহ হইয়াছে 'অন্ত'—শেষ যাহার অর্থাৎ যে সঙ্ঘাতের, তাহা দেহান্ত। সেই অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত সঙ্ঘাতের যিনি 'প্রত্যক্' অর্থাৎ সেই সঙ্ঘাতের অধিষ্ঠান বলিয়া এবং সাক্ষী বলিয়া, আভ্যন্তর চৈতন্য তিনিই উক্ত মহাবাক্যে 'আত্মা' বলিয়া কথিত হইয়াছেন—ইহাই অর্থ। ৭

২। 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ এবং একতারূপ বাক্যার্থ।

অভিধানে 'বেদস্তত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ'—ব্রহ্ম শব্দে বেদ, চৈতন্য, তপস্যা, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ও প্রজাপতি বুঝায়, এইরূপে 'ব্রাহ্মণ' প্রভৃতি অর্থে 'ব্রহ্ম' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া সেই ব্রাহ্মণাদি অর্থ হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্য, এই মহাবাক্যস্থ 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ বলিতেছেন :-

দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতস্তত্ত্বমীর্য্যতে।
ব্রহ্মশব্দেন তদ্‌ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্॥ ৮

ইতি মহাবাক্যবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অন্বয়—দৃশ্যমানস্য সর্ব্বস্য জগতঃ তত্ত্বম্ ব্রহ্মশব্দেন ঈর্য্যতে; তৎ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্।

অনুবাদ—এই দৃশ্যমান জগতের যাহা তত্ত্ব বা মূলকারণ তাহাই এই মহাবাক্যে 'ব্রহ্ম' শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ আত্মস্বরূপ।

টীকা—আকাশাদি সমস্ত জগৎ, দৃশ্য অর্থাৎ অনুভবগ্রাহ্য বলিয়া মিথ্যারূপ; তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ বলিয়া, যাহা সেই জগতের বাধের (নিষেধের) অবধি বা সীমা, এইহেতু পারমার্থিক বা বাস্তবিক—এইরূপ এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণযুক্ত স্বরূপ যাঁহার, তিনিই এই মহাবাক্যে 'ব্রহ্ম' শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছেন, ইহাই অর্থ। এক্ষণে পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—'সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মস্বরূপ'—এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি হইতেছেন আত্মাই। এই ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপই উক্ত মহাবাক্যের অর্থ। ৮

এইপ্রকারে চারিটি মহাবাক্যের যে অর্থ দাঁড়াইল অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা, তাহাই বর্ণিত হইল। তাহার মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় যে অধিকারীর রুচি হইবে, সেই অধিকারী সেই প্রক্রিয়াপ্রদিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিয়া, বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতারূপ সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া বেদান্তশাস্ত্র এবং ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুবদন হইতে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বিচারদ্বারা জীববাচক ও ঈশ্বর-বাচক দুই দুই পদের অর্থ শোধন করিয়া, সেই সেই বাক্যের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া শ্রবণমননাদিদ্বারা সংশয় ও বিপর্য্যয় দূর করিবেন এবং দৃঢ় অপরোক্ষনিষ্ঠাদ্বারা অজ্ঞান ও অজ্ঞানকার্য্যরূপ অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ জীবন্মুক্তি ও বিদেহমুক্তি অনুভব করিবেন।

ইতি মহাবাক্যবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (ক)

দ্রব্য-গুণ-জাতি-কর্ম্ম (পৃঃ ৪০ পং ৩১)

(১) দ্রব্য—["গুণাশ্রয়ঃ দ্রব্যম্"—অন্নম্ভট্টকৃত তর্কদীপিকা পৃঃ ৪] গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলে; কেননা, গুণ নিজেই নিজের আশ্রয় হইতে পারে না; আর জাতি প্রভৃতির আশ্রয় ব্যক্তি প্রভৃতি: তাহারা গুণের আশ্রয় নহে। এইহেতু গুণের আশ্রয়কে 'দ্রব্য' বলে। অথবা ["সমবায়িকারণম্ দ্রব্যম্"—কেশবমিশ্র-কৃত তর্কভাষ্য পৃঃ ২৭] সমবায়িকারণকে দ্রব্য বলে। (নিম্নে কর্ম্মের লক্ষণে সমবায়িকারণের লক্ষন দ্রষ্টব্য)। ইহাই ন্যায়সম্মত দ্রব্যের লক্ষণ।

ন্যায়মতে কারণ তিন প্রকার—(১) সমবায়ী, (২) অসমবায়ী ও (৩) নিমিত্ত। বেদান্তমতে কারণ দুই প্রকার; উপাদানকারণ ও নিমিত্তকারণ। ন্যায়ের সমবায়িকারণই বেদান্তের উপাদানকারণ।

কোনও কার্য্যের সমবায়ী বা উপাদান কারণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া যে সংযোগ বা গুণ বা ক্রিয়া কার্য্যের উৎপাদক হয়, তাহা ন্যায়মতে অসমবায়িকারণ এবং বেদান্তমতে নিমিত্তকারণ। (যাহা কার্য্যের অব্যবহিত পূর্ব্বে থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় এবং সেইরূপ না থাকিলে কার্য্য উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম কারণ; তন্মধ্যে যাহা কার্য্যের কেবল উৎপত্তির কারণ, তাহা নিমিত্তকারণ এবং যাহা কার্য্যের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কারণ, তাহা উপাদানকারণ।)

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট 'দ্রব্য', ন্যায়মতে কেবল ৯ প্রকারেরই হইতে পারে। যথা—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম, দিক্, কাল, আত্মা ও মন।

(২) গুণ—["দ্রব্যকর্ম্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ।" "গুণত্বরূপজাতিমান্ বা" তর্কদীপিকা পৃঃ ৬)] যাহা দ্রব্য নহে, কর্ম্ম নহে, কিন্তু জাতিমাত্রের আশ্রয়, তাহার নাম গুণ। জাতি, সমবায়সম্বন্ধ, অভাব প্রভৃতি কর্ম্ম হইতে ভিন্ন বটে কিন্তু তাহারা জাতির আশ্রয় নহে; আবার কর্ম্ম হইতে ভিন্ন অথচ জাতির আশ্রয়, দ্রব্যও বটে কিন্তু তাহা কেবল জাতির অর্থাৎ জাতিমাত্রের আশ্রয় নহে; তাহা গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি অন্য ধর্ম্মের আশ্রয়; আবার কর্ম্মও কেবল জাতির (জাতিমাত্রের) আশ্রয় বটে, কিন্তু তাহা কর্ম্ম হইতে ভিন্ন নহে; এইরূপে উক্ত লক্ষণ 'অলক্ষ্যে'—লক্ষিত বস্তু ভিন্ন অন্য বস্তুতে, গমন করে না অর্থাৎ 'too wide' নহে। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট গুণ,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা প্রভৃতি হইতে সংস্কার পর্য্যন্ত ২৪ প্রকারের হইতে পারে—ইহা ন্যায়শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৩) জাতি—["নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতং সামান্যম্"] যাহা নিত্য এক হইয়া সমবায় সম্বন্ধে, অনেক ধর্ম্মীতে অনুগত বা অনুস্যূত ধর্ম্ম, তাহার নাম জাতি। ইহাকে 'সামান্য'ও বলে। এই লক্ষণের পরীক্ষা এইরূপে হইবে—মন (ন্যায়মতে) নিত্য বটে, কিন্তু এক না হইয়া এবং অনেক ধর্ম্মীতে অনুগত না হইয়া প্রত্যেক জীবে ভিন্ন ভিন্ন এবং অণুপ্রমাণ।

আত্মাও নিত্য বটে এবং অনেক জীবে অনুগত বা অনুস্যূত বটে কিন্তু এক নহে। আকাশ নিত্য বটে এবং এক হইয়া অনেক বস্তুতে অনুগত বটে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে অনুগত নহে, কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে অনুগত। এইরূপে দেখা গেল জাতির লক্ষণ অলক্ষ্যে গমন করে নাই অর্থাৎ 'too wide' হয় নাই। সেই জাতি অধিক বস্তুতে অনুগত বা 'পর', এবং অল্পবস্তুতে অনুগত বা 'অপর' ভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ পরজাতির দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন—ঘট আছে, পট আছে, এইরূপে 'আছে'-দ্বারা সূচিত অস্তিত্ব—যাহা সর্ব্বপদার্থে বিদ্যমান, তাহা সত্তারূপ 'পর'জাতি। আর তাঁহারা যে ৯ প্রকার মাত্র দ্রব্য স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ২৪ প্রকার মাত্র গুণ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব 'অপর'জাতি। নৈয়ায়িকেরা এই প্রকারে ভেদসহিত জাতির বিবরণ দিয়া থাকেন।

(৪) কর্ম্ম—যাহা সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণ, তাহার সমান জাতীয়ের নাম কর্ম্ম বা ক্রিয়া, যেমন (ঘটের উপাদানভূত) দুইখানি কপালের (খাপরার) সংযোগ ও বিয়োগের নিমিত্ত চেষ্টা (প্রযত্ন) সেই দুই কপালের সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণ। অসমবায়িকারণের লক্ষণ এই—যাহা সমবায়িকারণের (অর্থাৎ উপাদানের) সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া কার্য্যের উৎপাদক হয়, তাহার নাম অসমবায়িকারণ এবং যাহার স্বরূপে কার্য্যের প্রবেশ হয় তাহা সমবায়িকারণ; এস্থলে উক্ত সংযোগ ও বিয়োগের সমবায়ী বা উপাদানকারণ হইতেছে উক্ত দুই কপাল। চেষ্টা বা প্রযত্ন সেই দুই কপালের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া সংযোগ ও বিয়োগরূপ কার্য্যের উৎপাদক হয় বলিয়া, অসমবায়িকারণ এবং সংযোগ ও বিয়োগ সেই দুই কপালের স্বরূপে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া যায় বলিয়া সেই দুই কপাল উক্ত সংযোগ ও বিয়োগরূপ কার্য্যের সমবায়িকারণ (বা উপাদান কারণ)। সেই চেষ্টা ও তাহার সমান জাতীয় চেষ্টাকে "কর্ম্ম" বলে।

এই লক্ষণের পরীক্ষা এইরূপে হইবে :—উক্ত লক্ষণ হইতে "সংযোগ ও বিয়োগের" এই অংশটুকু বাদ দিলে, অর্থাৎ 'অসমবায়িকারণের সমান জাতীয়ের নাম কর্ম্ম বা ক্রিয়া বলিলে', শুক্লবস্ত্রের শুক্লবর্ণের অসমবায়িকারণ যে তন্তুর শুক্লবর্ণ (গুণ), তাহাও কর্ম্মের সংজ্ঞার ভিতর পড়ে এবং ঘটের অসমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়ের সংযোগ, তাহাও কর্ম্মের সংজ্ঞার ভিতরে পড়ে। উক্ত লক্ষণ হইতে "অসমবায়ি"-শব্দ বাদ দিলে, সংযোগ ও বিয়োগের সমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়, তাহাও 'কর্ম্ম'সংজ্ঞার ভিতরে পড়ে। "সমান জাতীয়" এই অংশ বাদ দিলে, সংযোগ ও বিভাগ প্রকৃতপক্ষে না ঘটিলে তদুভয়ের নিমিত্ত চেষ্টা বা প্রযত্ন, 'কর্ম্ম'-লক্ষণের ভিতরে পড়ে না। এইহেতু উক্ত লক্ষণটি নির্দ্দোষ।

কর্ম্ম পাঁচপ্রকার ;—যথা—উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকুঞ্চন, প্রসারণ ও গমন। বেদান্ত-মতে কর্ম্ম তিনপ্রকার ; যথা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক অথবা বচন, গ্রহণ, গমন, রতি ও মলত্যাগ। কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্রিয়া এই তিনটির অথবা পাঁচটিরই অন্তর্গত।

পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (খ)

মহাবাক্য ও মহাবাক্যার্থনির্ণয় (পৃ ২০১ পঃ ২৩)

"আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসন্নিধিমৎপদসমুদায়ঃ বাক্যম্"—যে পদ না থাকিলে অপর কোনও পদের অন্বয় বুঝা যায় না, সেই পদের সহিত তাহার সমভিব্যাহারযোগ্যতা বশতঃ বা একত্র উচ্চারণের যোগ্যতাবশতঃ, সান্নিধ্য ঘটিলে, সেই পদসমুদায়কে বাক্য বলে। যেমন 'গাম্ আনয়'; 'গাম্' 'গরুটিকে' 'আনয়'—'লইয়া আইস' এই দুইটি পদ লইয়া একটি বাক্য হইল। বিলম্বোচ্চারিত পদ-সমুদায় যাহাতে এই লক্ষণের ভিতরে না আসিয়া পড়ে, সেইহেতু বলিতে হইল—"সান্নিধ্য ঘটিলে"। 'অগ্নি দ্বারা সেচন কর'—এইস্থলে 'অগ্নি' শব্দের সহিত 'সেচন' শব্দের একত্র প্রয়োগের অযোগ্যতা-সদৃশ অযোগ্যতা না ঘটে, এইহেতু বলিতে হইল 'সমভিব্যাহারযোগ্যতা'। গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী ইত্যাদি পরস্পর অন্বয়রহিত পদসমষ্টিতে 'বাক্য'শব্দের প্রয়োগ যাহাতে না ঘটে, সেইহেতু 'অন্বয়' শব্দের উল্লেখ করিতে হইল।

তৎ-ত্বংপদার্থৈক্যবোধকবাক্যং মহাবাক্যম্—'তৎ' বা পরব্রহ্ম এবং 'ত্বং' বা জীব এই দুই পদের অর্থের একতাবোধক বাক্যকে মহাবাক্য বলে। বেদে এইরূপ বাক্য সংখ্যায় দ্বাদশটি হইলেও, চারিটিই প্রধানতঃ 'মহাবাক্য'নামে প্রসিদ্ধ।

কোনও বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ না বুঝিলে, সেই বাক্যের অর্থ বুঝা যায় না বলিয়া, পদসমুদায়ের অর্থ অগ্রে জানিতে হয়। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে 'বৃত্তি' বলে। সেই বৃত্তি বা সম্বন্ধ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি। কোনও পদে তাহার অর্থের জ্ঞান করাইবার যে সামর্থ্য থাকে, তাহাকে সেই পদের 'শক্তি' বলে; যেমন 'জন্তু' শব্দে প্রাণীকে বুঝাইবার সামর্থ্য আছে। সেই সামর্থ্যকে 'জন্তু' শব্দেব শক্তি বলে। কোনও পদের শক্তিবৃত্তিদ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে সেই পদের 'শক্যার্থ' বলে। তাহারই নামান্তর 'বাচ্যার্থ'। শক্যার্থের সহিত অন্য অর্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণাবৃত্তি বলে। সেই লক্ষণাবৃত্তি তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—'জহৎ-লক্ষণা', 'অজহৎ-লক্ষণা' ও 'ভাগত্যাগ-লক্ষণা'।

যে স্থলে কোনও পদের বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেই তাহার সম্বন্ধের প্রতীতি হয়, সেইস্থলে সেই সম্বন্ধকে 'জহৎ-লক্ষণা' বলে। (জহৎ-শব্দ ত্যাগার্থক 'হা'-ধাতু-নিষ্পন্ন)। যেমন, 'গঙ্গায় গ্রাম আছে' বলিলে, গঙ্গার জলপ্রবাহে গ্রাম থাকা অসম্ভব বলিয়া, জলপ্রবাহকে পরিত্যাগ করিয়া জলপ্রবাহের সহিত তীরের সংযোগ-সম্বন্ধ ধরিয়া তীরকেই বুঝিতে হয়। এস্থলে 'গঙ্গা' পদের জলপ্রবাহরূপ অর্থটিকে সমগ্র ভাবে পরিত্যাগ করিলেই অর্থসঙ্গতি হয়, সেইহেতু জহৎ-লক্ষণাদ্বারা 'তীর' অর্থ পাওয়া গেল। 'পথ গিয়াছে' 'উনুন জলিতেছে' এইগুলিও জহৎ-লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

যে স্থলে বাচ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সহিত বাচ্যের সম্বন্ধীর প্রতীতি হয়, সেই স্থলে, সেই সম্বন্ধকে 'অজহৎ-লক্ষণা' বলে; যেমন 'লাল দৌড়িতেছে' বলিলে লাল রঙের দৌড়ান অসম্ভব

বলিয়া সেই 'লাল' শব্দের বাচ্যার্থ লালরঙের সহিত অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট অশ্বাদিতে 'লাল' শব্দের অজহতী লক্ষণা হইল। লালগুণের সহিত লাল অশ্বাদি গুণীর যে তাদাত্ম্য (সমবায়) সম্বন্ধ, তাহাই হইল লক্ষণা এবং বাচ্যার্থ লালরঙের পরিত্যাগ হইল না, তদধিক অশ্বাদির গ্রহণ হইল বলিয়া এই লক্ষণা 'অজহতী লক্ষণা'। দধি হইতে পিপীলিকা তাড়াইবার জন্য রৌদ্রে রাখিয়া ভৃত্যকে 'কাক হইতে দধি রক্ষা কর' বলিলে, সেই 'কাক' শব্দে কাকের সহিত বিড়ালাদিকেও বুঝিতে হয়; ইহাও অজহতী লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

যে স্থলে সমগ্র বাচ্যার্থ হইতে এক অংশের ত্যাগ ও অপর অংশের গ্রহণ করিতে হয়, সেই স্থলে সেই লক্ষণার নাম 'ভাগত্যাগলক্ষণা'। ইহার 'নামান্তর জহত্যজহতী' লক্ষণা। যেমন পূর্ব্বদৃষ্ট কোনও ব্যক্তিকে দেখিয়া কেহ বলিল, 'সেই এই'। এস্থলে 'সেই' শব্দের অর্থ অতীতকালে ও অন্যদেশে অবস্থিত, এক কথায় 'পরোক্ষ'। 'এই' শব্দের অর্থ বর্ত্তমানকালে ও সমীপে অবস্থিত; এক কথায় 'অপরোক্ষ'। এই উভয়পদই একবিভক্তি-যুক্ত অর্থাৎ প্রথমান্ত থাকাতে, সেই সমানবিভক্তির বলে, উভয়ের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে অর্থাৎ উভয়ে একই বস্তুকে বুঝাইতেছে। তদুভয়ের একতা প্রতীত হইলেও তাহারা বিরোধিধর্ম্মবান্—একটি পরোক্ষ অপরটি অপরোক্ষ। সুতরাং তদুভয়ের ঐকতা সম্ভবপর হয় না, এই কারণে 'লক্ষণা' করিতে হয়। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত 'জহৎ-লক্ষণা' বা 'অজহৎ-লক্ষণা' এস্থলে খাটে না, কেননা, 'জহৎ-লক্ষণা' করিলে সেই ব্যক্তিটিকেও ছাড়িতে হয়; আর 'অজহৎ-লক্ষণা' করিলে তাৎপর্য্যগ্রহণ অসম্ভব হয়, কেননা, অতীতকাল ও অন্যদেশ উক্ত ব্যক্তির সহিত উপস্থিত নাই। এইহেতু 'সেই' শব্দের অর্থ যে পরোক্ষতাসহিত ব্যক্তি এবং 'এই' শব্দের অর্থ যে অপরোক্ষতাসহিত ব্যক্তি, তদুভয় হইতে পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতা-ভাগ পরিত্যাগ করিলে, অবিরোধী ভাগ 'ব্যক্তি'মাত্রের গ্রহণ করিতে হইল। এই পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতার সহিত 'ব্যক্তির' 'আশ্রয়তা'-সম্বন্ধ। অবিরোধী অংশ 'ব্যক্তির' আপনার স্বরূপের সহিত 'তাদাত্ম্য' সম্বন্ধ।

এই সম্পূর্ণ বাচ্যভাগের ব্যক্তির সহিত যে 'আশ্রয়তা-তাদাত্ম্য সম্বন্ধ', তাহাই লক্ষণা এবং এই স্থলে পরস্পরবিরোধী পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতারূপ বাচ্যভাগের ত্যাগ ও অবিরোধী কেবল ব্যক্তিরূপ বাচ্যভাগের গ্রহণ হইল বলিয়া ইহা ভাগত্যাগ-লক্ষণা।

লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, সেই অর্থের নাম 'লক্ষ্যার্থ'।

মহাবাক্যসমূহে জীব ও ঈশ্বরের যে একতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই একতা কি প্রকার? অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ কিরূপ?

শুদ্ধ ব্রহ্ম সকল মহাবাক্যেরই লক্ষ্যার্থ। সেই লক্ষ্যার্থের ধারণা করাইবার জন্য দ্বাদশটি মহাবাক্যেরই প্রয়াস। সেই প্রয়াস কেবল উপাধিবর্জ্জনপূর্ব্বক একত্বোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্য। বুদ্ধির শুদ্ধতাবশতঃ সর্ব্বাপেক্ষা অল্প প্রয়াসেই অথবা বিনাপ্রয়াসেই যিনি লক্ষ্যার্থে পৌঁছিয়া যান, তিনি উত্তমাধিকারী। এই প্রসঙ্গে তিনি 'অজাতবাদী' বলিয়া খ্যাত অর্থাৎ যিনি ধারণা করিয়াছেন—'উপাধি আদৌ জন্মে নাই'

—তাঁহার বুদ্ধি সৃষ্টি ও সৃষ্টির কারণরূপ উপাধির দ্বারা অব্যাহত থাকিয়া, একেবারেই নিরুপাধিক ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ উপলব্ধি করিতে পারে। যিনি সেই উপাধিকে লঘু করিয়া অল্প প্রয়াসে শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত অভেদ উপলব্ধি করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী। আলোচ্য প্রসঙ্গে তিনি "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী" নামে খ্যাত। যিনি উপাধিবর্জ্জনের প্রয়াস অনুভব করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। তিনি এস্থলে সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী বা ব্যাবহারিক পক্ষবাদী। তিন অধিকারী একই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের অনুসারী বলিয়া এক পল্লবগত তিন পত্রের অনুরূপ।

(১) যিনি চৈতন্যরূপ একই পরমার্থসত্তা স্বীকার করেন (অর্থাৎ বুঝেন চৈতন্যের সত্যতা প্রপঞ্চসংস্কারবর্জ্জিত বুদ্ধিদ্বারাও অনুভব ও অনুমোদননিরপেক্ষ) তিনি, নির্ব্বিকার ব্রহ্মে বিকারস্বরূপ সৃষ্টি হইতেই পারে না এবং বস্তুতঃ কোন কালেই হয় নাই, এইরূপ সংশয়বিপর্য্যয়রহিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহাকে "অজাতবাদী" বলা হয়। সেই উত্তমাধিকারীকে ব্রহ্মে সৃষ্টির অধ্যারোপ ও অপবাদদ্বারা ব্রহ্মানুভব করিতে হয় না। সেইহেতু মহাবাক্যের অন্তর্গত 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদার্থের বাচ্যার্থের ও লক্ষ্যার্থের কল্পনায় তাঁহার প্রয়োজন নাই। মহাবাক্যশ্রবণ মাত্রেই ব্রহ্মের পারমার্থিক সত্তা তাঁহার বুদ্ধিতে আরূঢ় হইয়া যায়।

(২) কিন্তু যিনি বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝিতে হইলে, নিজের বুদ্ধির দ্বারা অনুভব ও অনুমোদনের অপেক্ষা আছে এইরূপ মানেন, এবং জগৎ তাঁহার নিকট প্রতীত হইতেছে বলিয়া, জগতের প্রাতিভাসিক সত্যতাও স্বীকার করেন—এইরূপে পারমার্থিক সত্তা এবং প্রাতিভাসিক সত্তা, এই উভয় সত্তাই স্বীকার করেন, সেই মধ্যমাধিকারীকে "দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী" বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। (মতান্তরে—"সত্তাত্রয় বহির্ভূতত্বেঽপি অসদ্বিলক্ষণত্বম্—দৃষ্টিসৃষ্টিঃ")। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদীর পক্ষে স্বপ্নকল্পিত রাজার ন্যায় জীবকল্পিত ঈশ্বর 'তৎ'পদের, বাচ্যার্থ এবং অবিদ্যাকৃত অজ্ঞাত ব্রহ্মরূপ জীব 'ত্বম' পদের বাচ্যার্থ এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম দুই পদেরই লক্ষ্যার্থ।

(৩) আবার যিনি মানেন—বস্তুকে সত্য বলিয়া মানিতে হইলে নিজের ন্যায় অপরের বুদ্ধির দ্বারা অনুভব ও অনুমোদনের অপেক্ষা আছে এবং জগৎ যেমন তাঁহার নিকট প্রতীত হইতেছে, অপরের নিকটেও সেইরূপ প্রতীত হইতেছে এবং সেইরূপ পারমার্থিক, প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক এই ত্রিবিধ সত্তাই স্বীকার করেন, তাঁহাকে ব্যাবহারিক পক্ষবাদী—বা "সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী" এই আখ্যা দেওয়া হয়।

সৃষ্টিদৃষ্টিবাদরূপ ব্যাবহারিক পক্ষের অন্তর্গত পাঁচটি পক্ষ আছে—যথা (১) বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ, (২) কার্য্যকারণোপাধিবাদ, (৩) অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নবাদ, (৪) অবচ্ছেদবাদ এবং (৫) আভাসবাদ।

(১) **বিম্বপ্রতিবিম্ববাদ**—একই অজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি। অজ্ঞানোপহিত শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ 'বিম্ব' হইতেছেন ঈশ্বর; তিনিই 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ; আর সমষ্টি

অজ্ঞানের সম্বন্ধজনিত ভ্রান্তিবশতঃ 'প্রতিবিম্ব'ভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মরূপ যে একই জীব, তাহাই 'ত্বম্' পদের বাচ্যার্থ, আর বিম্বপ্রতিবিম্বভাবকল্পনা-রহিত অসঙ্গ শুদ্ধ চৈতন্য উভয় পদের লক্ষ্যার্থ।

তাৎপর্য্য এই—অজ্ঞান ঈশ্বরেরও উপাধি বটে; কিন্তু ঈশ্বর জীবের ন্যায় অজ্ঞ নহেন; তাহার কারণ এই—উপাধি আপন স্বভাব প্রতিবিম্বে অর্পণ করিতে পারে কিন্তু বিম্বে পারে না। যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে; কণ্ঠের উপর অবস্থিত মুখ হইল বিম্ব; সেই স্থলে দর্পণ লাল, নীল ইত্যাদি বর্ণের, কিম্বা ফাটা হইলে তজ্জনিত, দোষগুলি প্রতিবিম্বে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কণ্ঠের উপরে স্থিত মুখে উক্তরূপ কোনও দোষ দেখা যায় না। সেই প্রকার অজ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপ জীবে অল্পজ্ঞতাদিরূপ অজ্ঞানকৃত দোষ দেখা যায়, বিম্বরূপ ঈশ্বরে নহে। এইহেতু ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সর্ব্বজ্ঞতা আরোপিতমাত্র, কেননা, এই প্রতিবিম্ব-বাদে শুদ্ধব্রহ্মই ঈশ্বর। তাঁহাতে সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মসম্ভব হয় না, কিন্তু জীবের অল্পজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া, শুদ্ধব্রহ্মে বিম্বতা, ঈশ্বরতা, সর্ব্বজ্ঞতা প্রভৃতির আরোপ করা হয়; পারমার্থিক পক্ষে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই শুদ্ধব্রহ্ম, তদুভয়ে কোন ধর্ম্মই সম্ভবপর হয় না।

(২) **কার্য্যকারণোপাধিবাদ**—মায়ারূপ কারণোপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর; তিনিই 'তৎ'পদের বাচ্য এবং অন্তঃকরণরূপ কার্য্যোপহিত চৈতন্য হইতেছে জীব—'ত্বম্'পদের বাচ্য। উক্ত দুই উপাধিরহিত শুদ্ধব্রহ্ম, 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই উভয় পদের লক্ষ্যার্থ।

(৩) **অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নবাদ**—অন্তঃকরণদ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছেন ঈশ্বর; তিনি 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ এবং অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছে জীব; তাহাই 'ত্বম্'পদের বাচ্য; এবং অনবচ্ছিন্নতা ও অবচ্ছিন্নতারূপ-উপাধিরহিত শুদ্ধব্রহ্ম 'তৎ'-'ত্বম্'—পদদ্বয়ের লক্ষ্যার্থ।

(৪) **অবচ্ছেদবাদ**—মায়াদ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) চৈতন্যরূপ ঈশ্বর, 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ, এবং মায়াদ্বারা অনবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্য 'তৎ'পদের লক্ষ্যার্থ, এবং অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানদ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) চৈতন্যরূপ জীব, 'ত্বম্'পদের বাচ্যার্থ, এবং অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানদ্বারা অনবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য, 'ত্বম্' পদের লক্ষ্যার্থ। সেই দুই লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম ও কূটস্থ অখণ্ডৈকরস।

(৫) **আভাসবাদ**-(এই গ্রন্থে স্বীকৃত) চিদাভাসসহিত মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য হইতেছেন ঈশ্বর। তিনিই 'তৎ'পদের বাচ্যার্থ; এবং চিদাভাসসহিত মায়াভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট শুদ্ধব্রহ্ম, 'তৎ'পদের লক্ষ্যার্থ। চিদাভাসবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানাংশবিশিষ্ট চৈতন্য হইতেছে জীব। সেই জীবই 'ত্বম্'পদের বাচ্যার্থ। আর চিদাভাস-বিশিষ্ট অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানাংশরূপ উপাধি বা বিশেষণভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম অখণ্ডৈকরস।

এই পাঁচ প্রক্রিয়াতেই জীব-ভাব ও ঈশ্বর-ভাবের এবং জগতের আরোপ করিয়া তাহার অপবাদদ্বারা অদ্বৈতব্রহ্ম বুঝানই তাৎপর্য্য। ইহার মধ্যে যে প্রক্রিয়াদ্বারা যাঁহার অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই প্রক্রিয়াই তাঁহার উপযোগী।

——:*:——

পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (গ)

(পঞ্চমাধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক ২০১ পৃ, পঞ্চম শ্লোকের সহিত পাঠ্য)

শ্বেতকেতুবিদ্যাপ্রকাশ

(ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের সারসংগ্রহ—"অনুভূতি-প্রকাশে" তৃতীয়াধ্যায়।)

ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুর্যামারুণেলর্ব্ধবানিমাম্। ব্রহ্মবিদ্যাং সংগ্রহেণ বক্ষ্যেঽহং সুখবুদ্ধয়ে॥

শ্বেতকেতু, পিতা আরুণির নিকট হইতে যে ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, (যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের, ষষ্ঠ প্রপাঠকে বর্ণিত হইয়াছে) ইহাই আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব—যাহাতে লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে। ১।

বেদানধীত্য গর্ব্বেণ শ্বেতকেতুঃ পরাঙ্মুখঃ। আসীৎ প্রত্যঙ্মুখীকর্ত্তুং গুরুরাহাতিবিস্ময়ম্॥ ২

শ্বেতকেতু চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া বিদ্যা-মদবশতঃ বহির্মুখ বা অনাত্মনিষ্ঠই রহিয়া গেলেন। তাঁহাকে আত্মনিষ্ঠ বা অন্তর্মুখ করিবার জন্য, পিতা সাতিশয় বিস্ময়োৎপাদক কথা বলিলেন (অথবা তাঁহাকে অতি-বিস্ময় বা একান্ত গর্ব্বহীন করিয়া অন্তর্মুখ করিবার জন্য বলিলেন।)। ২।

একতত্ত্বে শ্রুতে সর্বমশ্রুতং চ শ্রুতং ভবেৎ। অমতং চ মতং তদ্বদবিজ্ঞাতং চ বুধ্যতে॥ ৩

যে একটিমাত্র তত্ত্ব শ্রবণ করিলে অশ্রুত সমস্ত তত্ত্বেরই শ্রবণ হইয়া যায়, যাহার মনন করিলে অর্থাৎ যুক্তিসহকারে বিচার করিলে সমস্ত তত্ত্বেরই মনন হইয়া যায় এবং যাহার অনুভব করিলে অননুভূত সকল বিষয়েরই অনুভব হইয়া যায়, সেই তত্ত্বটি যে কী, তাহা তুমি কি গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আসিয়াছ ?। ৩।

নর্গ্বেদজ্ঞানমাত্রেণ যজুর্বেদাদি বুধ্যতে। তস্মাদেকধিয়া সর্বজ্ঞানং স্যাদিত্যলৌকিকম্॥ ৪

নৈবং মৃদ্ধেমলোহেষু লৌকিকেষ্বস্য দর্শনাৎ। মৃদাদিজ্ঞানতঃ সর্বং মৃন্ময়ং জ্ঞায়তে স্ফুটম্॥৫

(শ্বেতকেতু ভাবিলেন—) কেবল এক ঋগ্বেদের জ্ঞানদ্বারা যখন যজুর্ব্বেদাদি বুঝা যায় না, তখন একটিমাত্র তত্ত্বের জ্ঞান হইলে, সকল তত্ত্বের জ্ঞান হইবে—ইহা ত' অলৌকিক ব্যাপার— (পরম বিস্ময়কর); (কহিলেন, সেইরূপ উপদেশ ত' পাই নাই ; তাহা কি প্রকার ?) পিতা কহিলেন—ইহা কিছু অলৌকিক নহে ; মৃত্তিকা, স্বর্ণ, লৌহ ইত্যাদি লৌকিক পদার্থবিষয়ে দেখা যায় যে মৃত্তিকাদির জ্ঞান হইলেই যাবতীয় মৃন্ময়াদি বস্তুর জ্ঞান হয়, ইহা ত' স্পষ্ট। ৪,৫।

মৃদো ঘটশরাবাদ্যা বিকারাস্তত্তদাকৃতিঃ। মৃদ্বোধাদ্বুধ্যতে নেতি যদ্যুচ্যেত ন বুধ্যতাম্॥ ৬

হে পুত্র, যদি বল 'ঘটশরাবাদি মৃত্তিকারই বিকার, মৃত্তিকা জানিলেই ঘটশরাবাদির আকৃতি জানা যায়—ইহা যাহা বলিলেন, তাহা ত' মনে লাগে না'—তবে বলি, ঐরূপ ধারণা লইয়া থাকিও না। (যৎ=যদি) ৬।

আকৃত্যাধারভাগো যো ঘটস্যাসৌ তু বুধ্যতে। আধারো মৃত্তিকাধেয় আকারশ্চোভয়ং ঘটঃ॥ ৭

ঘটের আকৃতি দেখিয়া, ঘটের যেটি আধারভাগ তাহা ত' বুঝা যায় ; ঘটের আধারভাগ হইতেছে মৃত্তিকা ; ঘটাকৃতি সেই মৃত্তিকাভাগেরই আধেয়, অর্থাৎ ঘটের আকৃতি মৃত্তিকারূপ আধারেই অবস্থিত ; 'ঘট' বলিতে উভয়কেই বুঝিতে হয়। ৭।

আধারভাগমাত্রেঽপি জ্ঞাতে জ্ঞাতো ঘটো ভবেৎ
গোপুচ্ছমাত্রসংস্পর্শাদ্গোস্পর্শব্রতপূর্ত্তিবৎ ॥ ৮

কেবল আধারভাগটিকে জানিলেই ঘটও জ্ঞাত হইয়া যায়, যেমন ব্রতের অঙ্গরূপ 'গোস্পর্শে'র বিধানে, গো-পুচ্ছমাত্র স্পর্শ করিলেই ব্রত পূর্ণ হয়, সেইরূপ। ৮।

আকৃতের্যদ্বদজ্ঞানে ঘটাজ্ঞানং ত্বয়োচ্যতে। তদ্বদাধারবোধেন ঘটো বুদ্ধঃ কুতো ন হি ॥ ৯
আকৃত্যাধারয়োস্তুল্যংভাগত্বং ন মৃদংবিনা। কেবলাকৃতিমাত্রঃ সন্ ঘটঃকাপিসমীক্ষ্যতে ॥ ১০

তুমি যখন স্বীকার কর—ঘটের আকৃতির জ্ঞান না হইলে, ঘটজ্ঞান হয় না, তখন ঠিক সেইরূপেই ঘটের আধারের জ্ঞান না হইলে ঘটজ্ঞান কিরূপে হইবে? আকৃতি ও আধার ত' তুল্যরূপেই ঘটের 'ভাগ'; মৃত্তিকাকে ছাড়িয়া দিলে, ঘটকে কেবল আকৃতিস্বরূপ বুঝিলে, ঘটকে ত' কোথাও দেখিতে পাও না। ('ন আধারবোধেন' এইরূপ অন্বয় করিতে হইবে)। ৯, ১০।

মৃদ্রূপাৎকারণদ্রব্যাৎকার্য্যদ্রব্যং ঘটাদিকম্। অন্যত্তৎসমবেতং হি মৃদীতি প্রাহ তার্কিকঃ ॥ ১১

তার্কিকগণ (নৈয়ায়িকগণ) বলেন বটে,—'মৃত্তিকারূপ কারণদ্রব্য হইতে সেই ঘটাদিরূপ কার্য্যদ্রব্য পৃথক্, সেই কার্য্যদ্রব্য মৃত্তিকায় সমবেত হইয়া রহিয়াছে'। ১১।

স্বযুক্ত্যাসৌ তথা ব্রূতে নত্বেতল্লোকসম্মতম্। ঘটে মৃদঃ পৃথগ্‌ভূতে কীদৃক্‌তত্ত্বমুদীর্য্যতাম্ ॥ ১২

তাঁহারা আরও বলেন—'মৃত্তিকায় ঘট রহিয়াছে' এইরূপ প্রতীতি অন্য কোনও প্রকারে উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় না বলিয়া বলিতে হইবে ঘটরূপ কার্য্যদ্রব্য মৃত্তিকারূপ কারণদ্রব্য হইতে পৃথক্; কিন্তু তাঁহাদের এ সকল কথা লোকসম্মত নহে; কেননা, মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হইলে ঘটের স্বরূপ কিপ্রকার হইবে, বল। ১২।

বাচৈবারভ্যতে কিংবা পৃথগানীয়তে বদ। বাচৈবারভ্যতে তত্ত্বং কিঞ্চিন্ন স্যাৎ খপুষ্পবৎ ॥ ১৩

ঘটের সেই স্বরূপ, 'ঘট' এই শব্দদ্বারাই আরব্ধ হয় অথবা অন্য কোথা হইতে পৃথগ্‌ভাবে সমানীত হয়, তাহা বল। আর ঘটের সেই স্বরূপ যখন 'ঘট' এই শব্দদ্বারাই আরব্ধ হয়, তখন তাহাকে আকাশকুসুমের ন্যায় 'কিছুই নহে' অর্থাৎ নিস্তত্ত্ব বলিতেই হইবে। [এস্থলে অনুমান এইরূপ হইবে—মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ঘট (পক্ষ)—নিস্তত্ত্ব (সাধ্য); বচনোপাদানক বলিয়া (হেতু); আকাশকুসুমের ন্যায় (দৃষ্টান্ত)]। ১৩।

মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ খপুষ্পকৃতশেখরঃ। বন্ধ্যাপুত্র ইতি প্রোক্তো নিস্তত্ত্বমখিলং খলু ॥ ১৪

সেই নিস্তত্ত্বতা এইরূপ—মৃগতৃষ্ণার অর্থাৎ মরীচিকা-নির্ম্মিত জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুমনির্ম্মিত চূড়া ধারণ করিয়া বন্ধ্যাপুত্র (আসিতেছেন)—এই বন্ধ্যাপুত্র কেবল শব্দেই বিদ্যমান; সেই বন্ধ্যাপুত্র এবং তাহার বিশেষণদ্বয় একেবারেই নিস্তত্ত্ব। ১৪।

পৃথগানয়নংকর্ত্তুং ধীমতাপি ন শক্যতে। অতোঽনৃতো ঘটো নৈব সত্যইত্যভ্যুপেয়তাম্ ॥ ১৫

তুমি সুবুদ্ধিমান্ হইলেও ঘটকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া আনিতে পারিবে না; এই-হেতু ঘট মিথ্যা, সত্য নহে, ইহা তোমাকে মানিতেই হইবে। ১৫।

সমবায়স্ত্বয়া প্রোক্ত আরোপং ব্রূমহে বয়ম্। স্থাণাবারোপিতশ্চৌরোযথা মৃদিঘটস্তথা ॥১৬
আরোপাৎ পূর্ব্বমূর্দ্ধ্বঞ্চ তদভাবাদসত্যতা। আদাবন্তে চ যন্নাস্তিবর্ত্তমানেঽপি তত্তথা ॥ ১৭

তুমি যে-মৃত্তিকার সহিত ঘটের 'সমবায়সম্বন্ধ' বলিলে, তাহাকে আমরা বলি 'আরোপ'; (যেরূপ ভ্রান্তিবশতঃ) স্থাণুতে (গাছের গুঁড়িতে) চোর আরোপিত হয়, ঘট মৃত্তিকায় সেইরূপ আরোপিত। আরোপের পূর্ব্বে এবং পরে, ঘট মৃত্তিকায় অবিদ্যমান বলিয়া ঘট অসত্য; কেননা, যাহা আদিতে ছিল না, অন্তেও থাকিবে না, তাহা মধ্যেও অর্থাৎ বর্ত্তমান কালেও নাই। (এইরূপ নিয়ম রহিয়াছে—গৌড়পাদীয়কারিকা, ২।৬; ৪।৩১)। ১৬, ১৭।

কালত্রয়ানুগঃ স্থাণুঃ সত্যো মৃচ্চ তথেক্ষ্যতাম্। সত্যানৃতে চ মিথুনীকৃত্য কুম্ভ ইতীর্য্যতে ॥১৮

স্থাণু কালত্রয়েই বিদ্যমান। ভাবিয়া দেখ—মৃত্তিকাও ঠিক সেইরূপ। মৃত্তিকাই (ঘট এইরূপ জ্ঞানের বিষয়তাপ্রাপ্ত হইলে), সত্য ও মিথ্যার পরস্পর সম্মেলনে 'ঘট' বলিয়া কথিত হয়। ১৮।

শব্দপ্রত্যয়কার্য্যাণি সন্তি মৃদ্ঘটয়োঃ পৃথক্। স্থাণৌ চৌরে চ দৃষ্টানি পৃথক্তানি তথাত্র চ॥১৯

ভ্রমবশতঃ যখন স্থাণু চোর বলিয়া গৃহীত হয়, তখন 'চোর'শব্দ, 'চোর'-প্রত্যয় এবং 'চোর' বলিয়া ব্যবহার যেমন 'স্থাণু'শব্দ, 'স্থাণু'প্রত্যয় এবং 'স্থাণু' বলিয়া ব্যবহার হইতে ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়, মৃত্তিকা ও (তদুপাদানক) ঘট সম্বন্ধেও শব্দ, প্রত্যয় ও ব্যবহার ঠিক সেইরূপ পৃথক্। ১৯

দ্বিবিধব্যবহারস্য সম্ভাবেঽপি বিবেকিনঃ। সত্যায়াং মৃদি তাৎপর্য্যং নানৃতেঽস্তি ঘটাদিকে ॥২০

স্থাণুর দৃষ্টান্তে 'চোর'শব্দ, 'চোর'প্রত্যয় এবং 'চোর' বলিয়া ব্যবহার মিথ্যা এবং 'স্থাণু'শব্দ, 'স্থাণু'প্রত্যয় এবং 'স্থাণু' বলিয়া ব্যবহার সত্য; এইরূপে সত্য ও মিথ্যারূপ দুই প্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা এবং ঘটের দৃষ্টান্তে সেইরূপ দ্বিবিধ ব্যবহার সম্ভব হইলেও, যিনি (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ) বিচারপ্রবণ, তিনি মৃত্তিকায় প্রযুক্ত শব্দ, মৃত্তিকা-প্রত্যয় এবং মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহারই সত্য এবং সেইহেতু উপাদেয়, বলিয়া তাহাদেরই গ্রহণে প্রবৃত্ত হন, ঘটাদিতে প্রযুক্ত শব্দ, ঘটাদি প্রত্যয়, এবং ঘটাদি বলিয়া ব্যবহার মিথ্যা বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। ২০।

ইক্ষৌ রসোঽস্ত্যৃজীষঞ্চ রসং গৃহ্লাতি বুদ্ধিমান্। নর্জীষমেবং কুম্ভেঽপি মৃদ্ভাগে যুক্ত আদরঃ॥২১

ইক্ষুতে যেমন রস আছে, তেমনি ঋজীষ (ছিব্‌ড়াও) আছে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রসই গ্রহণ করিয়া থাকেন, ছিব্‌ড়া গ্রহণ করেন না। সেইরূপ ঘটের মৃত্তিকাভাগেই (তত্ত্বনির্ণয়ার্থী বিচারশীল ব্যক্তির) আদর সমীচীন। ২১।

যে ঘটাদিষু মৃদ্ভাগা জ্ঞাতব্যা আদরেণ তে। সর্ব্বেঽপি রাশিবিজ্ঞানাদেব জ্ঞাতা ভবন্তি হি ॥ ২২

আধার ও আধেয় এই উভয়ভাগাত্মক ঘটাদিতে মৃত্তিকাদিরূপ আধারভাগসমূহ সত্য বলিয়া আদরে গ্রহণীয়; (সেইগুলি, মিথ্যা আধেয় ভাগসমূহে অনুগত বলিয়া বর্জ্জনীয় নহে;) কেননা, ঘটাদিবিকারসমূহ মৃত্তিকাদিরাশি বলিয়া বিদিত হইলেই বিদিত হইতে পারে। ২২।

মৃদ ঐক্যেঽপি সর্বত্বমাকারৈস্তদুপাধিভিঃ। নিরুপাধিকবিজ্ঞানাৎ সর্বোপহিতধীর্ভবেৎ ॥ ২৩

(শঙ্কা) ভাল, ঘটাদিরূপ সমস্ত মৃদ্বিকারে মৃদাত্মক আধারভাগ একই—মানিলাম; কিন্তু সেই মৃদাত্মক ভাগটিই ত' সব নহে! সেই ভাগটিকে জানিলেও পৃথুবুধ্নোদরাদিরূপ আকৃতিভাগ-সমূহ ত' অবিদিতই থাকিয়া যাইবে। (সমাধান) তদুত্তরে বলিতেছেন—মৃদাত্মক সত্য ভাগটি, সকল প্রকার আকৃতিরূপ উপাধির সহিত (অর্থাৎ সত্যভাগে আরোপিতমাত্র এই মিথ্যাভাগের সহিত) তোমার 'সব'। সেইহেতু উপাধিরহিত মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারাই ঘটাদিরূপ সমস্ত উপহিত ভাগের

জ্ঞান হইয়া যায়। [পূর্ব্বেই অর্থাৎ ২০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে—তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বিবেকীর সত্যাংশেই আদর; মিথ্যাভাগ তাহার দৃষ্টিতে নাই; সত্যভাগই তাহার দৃষ্টিতে আরোপিত মিথ্যাভাগের সহিত 'সব'। আর উপহিত ঘটাদি মিথ্যা বলিয়া তাহাকে 'ভাগ' বলিয়া গৌরবান্বিত করিতে বিবেকী কখনই প্রবৃত্ত হন না, যেমন কায়া ও তাহার ছায়াকে দুইটি বলিয়া মানিতে নিতান্ত অজ্ঞও সম্মত হয় না, সেইরূপ]। ২৩।

কটকাদৌ সত্যভাগা বুদ্ধা হেমধিয়া তথা। কুঠারাদৌ সত্যভাগা বুধ্যন্তে লোহবুদ্ধিতঃ॥ ২৪

ঠিক সেইরূপেই সুবর্ণের জ্ঞান দ্বারাই বলয়াদির সত্যভাগ জ্ঞাত হইয়া যায়; সেইরূপেই লৌহের জ্ঞানদ্বারাই কুঠারাদির সত্যভাগ বিদিত হইয়া যায়। ২৪।

যদ্ যৎ কার্য্যং তস্য তস্য ধীঃ স্বোপাদানবুদ্ধিতঃ।
ইতি ব্যাপ্তিং বিবক্ষিত্বা দৃষ্টান্তা বহবঃ শ্রুতাঃ॥ ২৫

(এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নিয়ম বাহির হইতেছে:—) যাহা যাহা কার্য্যরূপ, তাহার তাহার জ্ঞান, সেই সেই কার্য্যের উপাদানের জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়—এইরূপ ব্যাপ্তি বা সাধ্যসাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ২৫।

সর্ব্বে জগদুপাদানে শ্রুতে সতি ভবেচ্ছ্রুতম্।
মতে জ্ঞাতে মতং জ্ঞাতমিত্যলৌকিকতা কুতঃ॥ ২৬

জগতের যাহা উপাদান তাহা শুনিলেই জগতের যাবতীয় কার্য্যরূপ পদার্থ শ্রুত হইয়া যায়; তাহার মনন করিলে সমস্তেরই মনন হইয়া যায়; তাহা জানিলেই সমস্তই জ্ঞাত হইয়া যায়; ইহাতে অলৌকিকতা কোথা হইতে আসিল?। ২৬।

শ্রবণং গুরুশাস্ত্রাভ্যাং মননন্তু স্বযুক্তিভিঃ। বিজ্ঞানং স্বানুভূত্যেতি শ্রবণাদেরসঙ্করঃ॥ ২৭

গুরুমুখ হইতে এবং শাস্ত্রবচন হইতে শ্রবণ করিতে হয় অর্থাৎ গুরুবচন ও শাস্ত্রবাক্য উভয়েরই তাৎপর্য্য অদ্বিতীয় ব্রহ্ম—এইরূপ অবধারণের অনুকূল মানসবৃত্তি করিতে হয় এবং প্রমাণান্তরের সহিত সেই তাৎপর্য্যের বিরোধপরিহারের নিমিত্ত অনুকূল তর্কের উদ্ভাবন নিজেরই (শুদ্ধ-) বুদ্ধি-প্রয়োগে করিতে হয়; তাহারই নাম মনন এবং তদনন্তর নিজের অনুভূতিদ্বারা বিজ্ঞান লাভ করিতে হয় অর্থাৎ অদ্বৈতাত্মস্বরূপের অনুভব পুনঃপুনঃ ধ্যানযোগে করিতে হয়—এইরূপে শ্রবণাদি প্রক্রিয়াত্রয়ের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। ২৭।

শ্বেতকেতুঃ সর্ব্ববোধমেকবোধেন বিশ্বসন্। প্রত্যঙ্‌মুখোঽভবত্তস্মৈ সর্বোপাদানমীরিতম্॥ ২৮

শ্বেতকেতু যখন বুঝিলেন, এরূপ একটি বস্তু আছে যাহার জ্ঞান হইলে সকল পদার্থেরই জ্ঞান হইয়া যায় এবং সেইরূপ বিশ্বাসবশে অন্তর্মুখ হইলেন, তখন পিতা তাঁহাকে "সৎ এব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদি বাক্যে সকল পদার্থেরই উপাদান সেই সদ্বস্তুর উপদেশ করিলেন। ২৮।

ইদং জগন্নামরূপযুক্তমত্র সদীক্ষ্যতে। সৃষ্টেঃ পুরা সদেবাসীন্নামরূপবিবর্জ্জিতম্॥ ২৯
মৃদ্ধেমলোহবস্তূনি বিকারোৎপত্তিতঃ পুরা। নির্বিকারাণ্যুপাদানমাত্রাণ্যাসন্ যথাতথা॥ ৩০

এই জগৎ যাহা এক্ষণে নামরূপবিশিষ্ট হইয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপরহিত সদ্বস্তুই ছিল, (কেননা, এই জগতে উপাদেয়তা—গ্রহণযোগ্যতা রহিয়াছে

—যাহা যাহা উপাদেয়, তৎসমস্তই উৎপত্তির পূর্ব্বে নির্ব্বিকারোপাদানমাত্র, যেমন মৃদুপাদানক ঘটাদি ; এই জগৎও সেইরূপ, সেইহেতু নির্ব্বিকারোপাদানমাত্র)। যেমন মৃত্তিকা, সুবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি বস্তু ঘটাদিবিকারোৎপত্তির পূর্ব্বে কেবলোপাদানরূপে নির্ব্বিকার, এই জগৎও সৃষ্টির পূর্ব্বে সেইরূপ নির্ব্বিকারোপাদান। ২৯, ৩০।

স্বসজাতিবিজাত্যুত্থভেদত্রয়বিবর্জ্জনাৎ। একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ সদ্বস্ত্বিত্যবগম্যতাম্॥ ৩১

জগতের সেই নির্ব্বিকারোপাদান সজাতীয় বিজাতীয় ও স্বগত ভেদরহিত বলিয়া, তাহা একমাত্র অদ্বিতীয় সদ্বস্তু, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩১।

বৃক্ষস্য স্বগতো ভেদঃ শাখাস্ববয়বৈস্তথা। বৃক্ষান্তরাৎ সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ॥ ৩২

(সেই ভেদত্রয় এইরূপ—) যেমন শাখাদি অবয়ব লইয়া বৃক্ষের স্বগতভেদ, অন্য বৃক্ষ হইতে তাহার সজাতীয় (সমান জাতীয়) ভেদ এবং পাষাণাদি হইতে তাহার বিজাতীয় ভেদ। ৩২।

ন সত্যবয়বাঃ সন্তি তেনৈকং স্যাদখণ্ডকম্। জাত্যভাবাৎসজাতীয়ংবিজাতীয়ঞ্চ দুর্ঘটম্॥৩৩

[(শঙ্কা) ভাল, সেই সদ্বস্তুকে যখন বস্তু বলিয়া নিরূপণ করা হইতেছে, তখন তাহাতে ত' বৃক্ষাদি বস্তুর ন্যায় ত্রিবিধ ভেদ থাকিতে পারে?—এই শঙ্কার নিরাস করিবার জন্য বলিতেছেন—] সদ্বস্তুতে অবয়ব নাই—[অর্থাৎ সদ্বস্তু (পক্ষ)—সাবয়ব হইতে পারে না, (সাধ্য); যেহেতু তাহাকে সাবয়ব বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না (হেতু)। যাহাকে সাবয়ব বলিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় না, তাহা সাবয়ব নহে, যেমন তার্কিকগণের অভিমত আকাশ (কেবলান্বয়ী দৃষ্টান্ত, ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট)—এইরূপে অনুমানের প্রয়োগ হইবে।] সেইহেতু অর্থাৎ সাবয়ব পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া সদ্বস্তু অখণ্ডক বা অবয়বশূন্য; তাহাতে স্বগত ভেদ নাই, ইহাই তাৎপর্য্য। সত্তা, আত্মতা প্রভৃতি-রূপ জাতি নাই বলিয়া 'সদ্বস্তুর সজাতীয়' এরূপ বলা চলে না। (অভিপ্রায় এই—) যাহা এক, নিত্য, অনেকে অনুগত, তাহার নাম জাতি; সেই অনুগতের প্রতীতিদ্বারা গোত্বাদিজাতি সিদ্ধ হয়, কিন্তু আত্মত্বে সেই অনুগতের প্রতীতি নাই যদ্দ্বারা আত্মত্ব বলিয়া 'জাতি' সিদ্ধ হইবে।) (শঙ্কা) ভাল, আত্মত্ব জাতি বলিয়া সিদ্ধ না হইলেও, সত্তা 'সন্ ঘটঃ' 'সন পটঃ'—'ঘট রহিয়াছে, পট রহিয়াছে' এইরূপে ঘটে, পটে অনুগত বলিয়া, সেই অনুগতবুদ্ধিদ্বারা সত্তাজাতি ত' সিদ্ধ হয়। (সমাধান) না, এরূপ বলা চলে না; একটিমাত্র সদ্রূপ (ধর্ম্মিরূপে) সর্ব্বত্র প্রতীত হয়, এইরূপ মানিলে লাঘব হয় বলিয়া, 'উক্ত সদ্রূপ (ধর্ম্মীকে) ছাড়িয়া, বর্ণিত প্রকারে ঘটে পটে অনুগত-বুদ্ধি করিয়া প্রত্যেক বস্তুতে সত্তাধর্ম্ম কল্পনা করা, (গৌরবহেতু) অনুচিত। আবার সদ্বস্তুর যখন জাতিই নাই, তখন তাহার 'সজাতীয়' (সমানজাতীয়) এরূপ বলা চলে না; এইহেতু সেই সজাতীয় সম্বন্ধের প্রতিযোগিনিরূপিত ভেদের কথাও উঠে না। এইরূপে স্বগত ও সজাতীয় ভেদের নিরাস প্রদর্শন করিয়া, বিজাতীয় ভেদের নিরাস প্রদর্শন করিতেছেন—এই সদ্বস্তুর যখন জাতিই নাই, তখন সদ্বস্তুর বিজাতীয় বস্তু 'অসৎ' বা মিথ্যা এবং তাহা মিথ্যা বলিয়া বাস্তবভেদ সিদ্ধ হয় না, কিন্তু আকাশাদিতে যেরূপ কল্পিত ভেদ আছে, সদ্বস্তুতেও সেইরূপ ভেদ কল্পিত হইতে পারে। ৩৩।

একাদিভিঃ পদৈর্ভেদত্রয়মত্র নিবার্য্যতে। সর্ব্বভেদবিহীনং যদখণ্ডং তৎ সদীক্ষ্যতাম্॥৩৪

'একম্' 'এব' 'অদ্বিতীয়ম্'—এই 'এক' প্রভৃতি পদত্রয়দ্বারা উক্ত তিনটি ভেদ নিবারিত হইয়াছে। যে বস্তুটি সর্ব্বভেদবিহীন বলিয়া অখণ্ড, তাহাকেই সেই 'সদ্বস্তু' বলিয়া অবধারণ কর ।৩৪।

অস্তীতি শব্দবুদ্ধী দ্বে দৃশ্যেতে নামরূপয়োঃ। তদভাবাৎপুরা সৃষ্টেঃ শূন্যমাহুরবৈদিকাঃ॥ ৩৫

'অস্তি' এই শব্দ (-প্রয়োগযোগ্যতা) এবং 'অস্তি' এই বুদ্ধি, নাম এবং রূপ এই দুইটিতে প্রতীত হয়। (নামরূপও) নামে এবং রূপে সেই 'অস্তি'রূপশব্দ (-প্রয়োগযোগ্যতা) ও বুদ্ধি ছিল না বলিয়া অবৈদিকগণ, সৃষ্টির পূর্ব্বে শূন্য ছিল এইরূপ মনে করিয়া থাকে। ৩৫।

নামরূপাত্মকং শূন্যাৎ কিলৈতদুপপদ্যতে। তদযুক্তং ন বন্ধ্যায়াঃ পুত্রাৎপুত্রান্তরোদ্ভবঃ॥ ৩৬

নামরূপাত্মক এই জগৎ তাঁহাদের মতে, শূন্য হইতে সিদ্ধ হয়। তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ; কেননা, বন্ধ্যার এক পুত্র হইতে অপর পুত্র জন্মিল, ইহা সম্ভব নহে। ৩৬।

শূন্যজত্বে নাম শূন্যং রূপংশূন্যমিতাদৃশঃ। শূন্যানুবেধো ভাসেত সদ্বেধস্ত্ববভাসতে॥৩৭

যদি নাম এবং রূপ শূন্য হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নাম-শূন্য, রূপ-শূন্য এইরূপে নামরূপ শূন্যদ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া তদুভয় সদ্বস্তুর দ্বারা অনুবিদ্ধ হইয়া—'নাম অস্তি', 'রূপ অস্তি' এইরূপে প্রতীত হয়। ৩৭।

ততঃ সৎকারণং সত্তু সর্ব্বসৃষ্ট্যর্থমৈক্ষত। বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি মায়য়া॥ ৩৮

সদ্বস্তুর দ্বারা অনুবিদ্ধ বলিয়া তদুভয়ের কারণ সদ্বস্তু। সেই সৎকারণ সমস্ত জগতের সৃষ্টির জন্য, আলোচনা বা সঙ্কল্প করিলেন—'আমিই (অর্থাৎ এক থাকিয়াই) বহু হইব'। এই হেতু অর্থাৎ আত্মাকে বহু করিবার জন্য 'প্রকৃষ্টরূপে' জন্মিব (অর্থাৎ মায়ার সাহায্যে, অব্যয় থাকিয়া, বীজাদির ন্যায় বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়া জন্মিব বা বহু হইব)। ৩৮।

বস্তুতো বহুভাবশ্চেদদ্বৈতং সদ্বিনশ্যতি। মা ভূন্নাশ ইতি শ্রুত্যাপ্রকর্ষেণ জনিঃ শ্রুতা॥ ৩৯

স্বরূপতঃ বহুভাবাপন্ন হইলে সেই সদদ্বৈত বস্তুর বিনাশ হয় অর্থাৎ সিদ্ধি হয় না। যাহাতে এইরূপ অসিদ্ধি না ঘটে এইহেতু শ্রুতি "প্র-জায়েয়" —এইরূপে "প্রকর্ষে উৎপত্তি" শুনাইয়াছেন অর্থাৎ 'প্র' উপসর্গের উচ্চারণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ৩৯।

প্রকর্ষো নাম পূর্ব্বস্মাদাধিক্যমধিকা তু যা। সা মায়া ন সতী নাপি শূন্যাস্যাদ্দূষিতত্বতঃ॥৪০

'প্রকর্ষ' শব্দের অর্থ 'পূর্ব্ব হইতে আধিক্য', কিন্তু যতটুকু লইয়া সেই আধিক্য তাহা সর্ব্বৈব মায়া; কেননা, তাহা না সৎ, না শূন্য এইরূপে দূষিত। ৪০।

মায়য়া বহুরূপত্বে সদদ্বৈতং ন নশ্যতি। মায়িকানাং হি রূপাণাং দ্বিতীয়ত্বমসম্ভবি॥ ৪১

মায়াদ্বারা বহুরূপ হইলে সেই সদ্বস্তু, অদ্বৈতরূপে অসিদ্ধ হয়েন না। রূপ সকলই মায়িক, তাহাদিগের দ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হওয়া অসম্ভব। সদসদ্বিলক্ষণা মায়ার ন্যায়, মায়ার কার্য্যদ্বারাও অদ্বিতীয়ের সদ্বিতীয়ত্ব সম্ভব হয় না। ৪১।

অচিন্ত্যশক্তির্মায়াতো দুর্ঘটং ঘটয়ত্যসৌ। উপাদাননিমিত্তত্বে কল্প্যেতে সতি মায়য়া॥ ৪২

মায়া অচিন্ত্যশক্তি; সেইহেতু তিনি দুর্ঘটকেও ঘটাইতে পারেন। সেই কারণে (জগতের নির্ম্মাণে) উপাদানতা ও নিমিত্ততা মায়ার দ্বারাই সদ্বস্তুতে কল্পিত হয়। ৪২।

বহুস্যামিত্যুপাদানভাবঃপ্রোক্তোমৃদাদিবৎ। ঐক্ষতেতি নিমিত্তত্বমিতি প্রোক্তং কুলালবৎ॥৪৩

"বহু স্যাম্"—'বহু হইব' এই দুই শব্দদ্বারা সদ্বস্তুর, মৃত্তিকাদির ন্যায় উপাদানভাব কথিত হইয়াছে। "ঐক্ষত"—আলোচনা করিলেন—এই শব্দদ্বারা সদ্বস্তুর কুম্ভকারের ন্যায় নিমিত্তকারণতা বর্ণিত হইয়াছে। ৪৩।

মায়াবৃত্তিবিশেষে যা চিচ্ছায়াসৌ সদীক্ষণম্। ঈক্ষিত্বা সহজে তেজস্তাদৃক্ সঙ্কল্পলীলয়া॥ ৪৪

মায়ার বৃত্তিবিশেষে যে সদ্বস্তুর অর্থাৎ চৈতন্যের ছায়া তাহাই সেই সদ্বস্তুর 'ঈক্ষণ' (আলোচনা)। তিনি ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া তেজ সৃজন করিলেন; সেই তেজ-সৃজন তাঁহার তেজবিষয়ক সঙ্কল্পলীলা অর্থাৎ নিরায়াস নিরুদ্দেশ্য মানসবৃত্তিমাত্র। ৪৪।

আকাশবায়ু প্রাক্ সৃষ্টাবিতি প্রোবাচ তিত্তিরিঃ। দিঙ্মাত্রমারুণিঃ সৃষ্টেৰ্বক্তুং তেজউদৈরয়ৎ॥৪৫

তিত্তিরি বলিয়াছেন বটে অর্থাৎ তৈত্তিরীয়-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে বটে (ব্রহ্মানন্দবলী ১) যে, আকাশ ও বায়ু তেজের পূর্ব্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। এস্থলে (ছান্দোগ্যের ষষ্ঠ প্রপাঠকে) শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি সৃষ্টির দিগ্দর্শন অর্থাৎ ইঙ্গিতমাত্র করিবার জন্য, (আকাশ ও বায়ুকে পরিত্যাগ করিয়া) কেবল তেজেরই উল্লেখ করিলেন। ৪৫।

ব্রহ্মোপলক্ষণায়ৈব সৃষ্টিঃ সর্ব্বত্র কথ্যতে। জগতা কিয়তাপ্যেতচ্ছক্যং লক্ষয়িতুং খলু॥ ৪৬

বেদের যেখানে যেখানে সৃষ্টির উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থলে ব্রহ্মের সূচনা করাই উদ্দেশ্য। জগতের কিয়দংশের দ্বারাই অর্থাৎ দুই একটি উপাদানের উল্লেখদ্বারা সেই সূচনা নিশ্চিতই সম্পাদিত হইতে পারে। ব্রহ্মের সূচনাই যখন তাৎপর্য্য, (সৃষ্টির উৎপত্তি-প্রক্রিয়াবর্ণনে যখন তাৎপর্য্য নহে) তখন তৈত্তিরীয় শ্রুতির সহিত ছান্দোগ্যশ্রুতির বিরোধ নাই; (বিশেষতঃ যখন ছান্দোগ্যোল্লিখিত তিনটিমাত্র উপাদানদ্বারা জগতের উৎপত্তি অসম্ভব।) ৪৬।

তেজসোঽচেতনত্বেঽপি তেজঃ কঞ্চুকসংযুতম্। সদ্ব্রহ্মপূর্ব্ববদ্বীক্ষ্য সঙ্কল্পাৎ সসৃজে হ্যপঃ॥৪৭

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে আছে—"সেই তেজ আলোচনা করিলেন আমি বহু হইব", তাহাতে শঙ্কা এই যে, অচেতন তেজের পক্ষে আলোচনা অসম্ভব। সেই শঙ্কার নিরাসের জন্য বলিতেছেন —তেজ অচেতন হইলেও সেই সদ্ব্রহ্ম তেজোরূপ কঞ্চুকে (খোলসে) আবৃত হইয়া পূর্ব্ববৎ আলোচনা করিয়া সঙ্কল্পদ্বারাই জলের সৃষ্টি করিলেন। ৪৭।

অপ্‌কঞ্চুকংব্রহ্মপৃথ্বীমন্নহেতুমকল্পয়ৎ। তেজোঽবন্নেভ্যএতেভ্যো দেহবীজানি জজ্ঞিরে॥৪৮

জলরূপ কঞ্চুকদ্বারা আবৃত হইয়া ব্রহ্ম অন্নের কারণ-স্বরূপ 'অন্নরূপ' ক্ষিতির সৃষ্টি করিলেন। (জীবাবিষ্ট ত্রিবৃৎকৃত পক্ষ্যাদিরূপ) এই তেজ, জল এবং অন্ন হইতে জীবদেহের বীজসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ৪৮।

জরায়ুজাণ্ডজোদ্ভিজ্জানীতি বীজত্রয়ং খলু। জীবরূপপ্রবেশার্থ মৈক্ষত ব্রহ্ম দেবতা॥ ৪৯

দৃষ্ট্বা ভূয়ইহোৎপন্নাস্তেজোঽবন্নাখ্যদেবতাঃ। একৈকাংত্রিবৃতং তাসু কুর্ব্বে দেহাদিসৃষ্টয়ে॥৫০

সেই জীবদেহের বীজ তিন প্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং উদ্ভিজ্জ; তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ করিবার জন্য ব্রহ্ম-দেবতা আলোচনা করিলেন। তেজ, জল ও অন্নরূপ এই যে দেবতা-ত্রয় সৃষ্ট হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া "ইহাদের মধ্যে এক একটিকে 'ত্রিবৃৎ' (৫১ শ্লোকে

ব্যাখ্যাত) করি", এইরূপে দেহাদির সৃষ্টির জন্য ব্রহ্মদেবতা আবার তদ্বিষয়ক আলোচনা করিলেন। 'দেবতাঃ'পাঠে—ব্রহ্ম তেজ, জল ও অন্নরূপ এই তিন দেবতা সৃষ্ট হইলে তাহাদিগকে দেখিয়া 'এক্ষণে আমি নাম ও রূপের ব্যাকরণ—বিভাগপূর্ব্বক প্রকাশ—করিয়া, জীবরূপে তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করি' এইরূপ চিন্তা করিলেন)। ৪৯, ৫০। (ভাষ্যকার-কৃত ব্যাখ্যার সহিত প্রভেদ দৃষ্ট হয়)।

তেজস্যবন্নয়োরংশাবল্পৌপ্রক্ষিপ্যামিশ্রণাৎ। তেজস্ত্রিবৃৎকৃতং তদ্বদন্যয়োরপি যোজ্যতাম্ ॥৫১

তেজে জল এবং অন্নের (ক্ষিতির) ক্ষুদ্র অংশদ্বয় প্রক্ষেপ করিয়া মিশ্রণ করায় তেজ ত্রিবৃৎকৃত হইল। অপর দুইটিতেও অর্থাৎ জল এবং অন্নেও অপর অপর দুইটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশদ্বয় মিলিত হইল, এইরূপ বুঝিয়া লও। ৫১।

তেজোঽবন্নৈস্ত্রিবৃৎকৃতৈরণ্ডজাদিবপুস্ত্রয়ম্। নির্ম্মায় জীবরূপেণ প্রাবিশত্তেষু সর্ব্বতঃ ॥ ৫২

এই ব্রহ্মদেবতা ত্রিবৃৎকৃত তেজ, জল ও অন্নের দ্বারা অণ্ডজাদি দেহসকল নির্ম্মাণ করিয়া, সেইসকল দেহে আনখাগ্র জীবরূপে প্রবেশ করিলেন। ৫২।

অহঙ্কারস্তু চৈতন্যসংযুক্তঃ প্রাণধারণাৎ। জীবঃ স্যাৎসর্ব্বদেহেষু ব্যাপ্নোত্যাপাদমস্তকম্ ॥ ৫৩

চৈতন্যযুক্ত অহঙ্কারকেই "জীবতি"—'প্রাণধারণ করেন' বলিয়া জীব বলা হয়। সেই জীব সমস্ত দেহে আপাদমস্তক ব্যাপিয়া থাকেন! ৫৩।

সদ্বস্তুন্যেবমারোপ্য সংসারো মায়য়া কৃতঃ। অবিচারকৃতারোপনিবৃত্ত্যর্থং বিচার্য্যতাম্ ॥ ৫৪

সদ্বস্তুতে আরোপদ্বারা মায়া সংসারসৃজন করিয়াছেন, (অথবা সদ্বস্তুতে আরোপসাধ্য সংসার মায়ারই কার্য্য।) বিচারের অভাবে সঙ্ঘটিত আরোপের নিবৃত্তির জন্য বিচার করা প্রয়োজন। ৫৪।

ত্রিবৃৎকরণমগ্ন্যাদৌ স্পষ্টং তাবদ্বিচারিণঃ। প্রসিদ্ধে তৈজসেঽপ্যগ্নাববন্নাংশাববস্থিতৌ ॥ ৫৫

বিচার করিলে অগ্ন্যাদিতে ত্রিবৃৎকরণ স্পষ্টই প্রতীত হয়। অগ্নি তৈজস বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও, তাহাতে জল ও অন্নের (ক্ষিতির) অংশ অবস্থিত রহিয়াছে। ৫৫।

জ্বালায়াং রোহিতংরূপংবহুলং তত্তু তেজসঃ। কিঞ্চিচ্ছুক্লমপামেতৎকিঞ্চিৎকৃষ্ণন্তুভূমিগম্ ॥৫৬

অগ্নিশিখায় যে রক্তবর্ণ রূপের বাহুল্য, তাহা তেজেরই রূপ। যে অল্প শুক্লরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জলের। আর অল্প যে কৃষ্ণরূপ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ক্ষিতির। ৫৬।

রূপত্রয়ে ভূতগতে বিবিক্তে ভৌতিকোঽনলঃ। কারণব্যতিরেকেণ বাচৈবারভ্যতে বৃথা ॥ ৫৭

তেজ প্রভৃতি ভূতে যে তিনটি রূপ আছে, তাহারা (বিচারদ্বারা) পৃথক্‌কৃত হইলে পর, ভৌতিক অগ্নি বচনদ্বারাই আরব্ধ হয়। এইহেতু অর্থাৎ তাহা বাঙ্মাত্রোপাদানক বলিয়া মিথ্যা, তাহার কারণই সত্য। ৫৭।

জগতশ্চাক্ষুষস্যেত্থং মিথ্যাত্বং বক্তুমাদিতঃ। তেজোঽবন্নত্রয়স্যাত্র চাক্ষুষস্যোদিতা জনিঃ॥৫৮

চাক্ষুষ জগতের এইরূপ মিথ্যাত্ব নির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে তেজ, জল, অন্ন এই তিনটি চাক্ষুষ দ্রব্যের উৎপত্তি, এস্থলে অগ্রে বর্ণিত হইল। ৫৮।

আদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎস্বমিথ্যাত্বংবহ্নিবন্নয়েৎ। গৃহীত্বৈতাবতা ব্যাপ্তিং কার্য্যমিথ্যাত্বমূহ্যতাম্ ॥৫৯

আদিত্যে, চন্দ্রে ও বিদ্যুতে অগ্নির ন্যায় মিথ্যাত্ব অবধারণ করিতে হইবে। এইসকল

দৃষ্টান্তদ্বারা,—'যাহা যাহা কার্য্য তাহা কারণব্যতিরেকে মিথ্যা'—এইরূপ ব্যাপ্তিগ্রহ করিয়া (সাধ্য ও সাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ বাহির করিয়া) কার্য্যের মিথ্যাত্ব বুঝিতে হইবে। ৫৯।

তেজোঽবন্নাখ্যকার্য্যাণাং মিথ্যাত্বে স্যাৎ সদদ্বয়ম্।
কারণং সত্যমেষাং তু পূর্ব্বেষাং জ্ঞানিনাং মতিঃ॥ ৬০

তেজ, জল এবং অন্নরূপ কার্য্যসমূহ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইলে ইহাদিগের কারণ অদ্বয় বস্তুই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়। ইহাই প্রাচীন কুলপতি মহাশ্রোত্রিয় জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত। ৬০।

দৃশ্যেবাহ্যেভৌতিকত্বমস্তুদেহেতুনো তথা। ইতিমূঢ়মতেন্নু ত্ত্যেদেহেভৌতিকতোচ্যতে॥৬১

মূঢ়লোকে ভাবিতে পারে—'ভাল, বাহ্যদৃশ্যসকল ভৌতিক, ইহা মানিলাম; কিন্তু দেহ-বিষয়ে ত' সেইরূপ 'ভৌতিক' বলা চলিবে না'। সেইরূপ মূঢ়জনকে বুঝাইবার জন্য দেহবিষয়ে সেই ভৌতিকতা প্রতিপাদন করিতেছেন। ৬১।

যদন্নং পার্থিবং ভুক্তং তদ্ধীমাংসপুরীষকৈঃ। সূক্ষ্মমধ্যস্থূলভাগৈর্দেহেঽস্মিন্ পরিণম্যতে॥ ৬২

যে পার্থিব অন্ন ভোজন করা হয়, তাহারই সূক্ষ্ম, মধ্যম ও স্থূল ভাগ এই দেহে যথাক্রমে বুদ্ধি, মাংস ও বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। ৬২।

প্রাণলোহিতমূত্রাংশৈরপাং পরিণতিস্ত্রিধা। বাগ্মজ্জাস্থিবিভেদঃ স্যাদ্ঘৃততৈলাদিতেজসঃ॥৬৩

প্রাণ, রক্ত ও মূত্র এই তিনভাগে, পীত (পানকরা) জলের পরিণাম। বাক্, মজ্জা ও অস্থি এই তিন প্রকারে, পীত ঘৃততৈলাদি তৈজস পদার্থের পরিণাম হয়। ৬৩।

স্থূলে চ মধ্যমে ভাগে কারণানুগতিঃ স্ফুটা। ধীপ্রাণবাক্ষু সন্দেহং দধিদৃষ্টান্ততোঽনুদৎ॥৬৪

দেহের মধ্যম এবং স্থূলভাগসমূহে অর্থাৎ মাংসপুরীষে, রক্তমূত্রে, এবং মজ্জাস্থিতে, তাহাদের উপাদানকারণ পার্থিবান্ন, জল এবং তৈজসপদার্থ যে অনুস্যূত থাকে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কেবল সূক্ষ্ম অংশসমূহে অর্থাৎ বুদ্ধি, প্রাণ ও বাগিন্দ্রিয়ে তাহাদের অনুগমন (অনুস্যূতি) লইয়া শ্বেতকেতুর যে সন্দেহ রহিয়া গেল, পিতা আরুণি দধির দৃষ্টান্ত দিয়া তাহারই নিরাস করিলেন। ৬৪।

ঘৃতে বিলীনো দধ্যংশোঽনুগতোভাতি ন স্ফুটঃ। তথাপি দধিকার্য্যত্বংবিদ্যতে সর্বসম্মতম্॥৬৫

ঘৃতে দধির অংশ বিলীন থাকিয়া অনুস্যূত থাকে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না; তথাপি ঘৃত যে দধিরূপ উপাদানের কার্য্য, তাহা সকলেই মানে। ৬৫।

তথা মনঃপ্রাণবাচাং ভবত্বন্নাদিকার্য্যতা। অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষা কারণানুগতির্ন হি॥ ৬৬

সেইরূপ মন প্রাণ ও বচন, অন্ন জল ও তেজের কার্য্যরূপ বলিয়া বুঝিয়া লও। সেই সেই কারনের অনুগমন (অনুস্যূততা) ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না। ৬৬।

নিত্যদ্রব্যং মনো নান্নকার্য্যমিত্যাহ তার্কিকঃ। স এষোঽঙ্গারদৃষ্টান্তদ্বারেণ প্রতিবোধ্যতে॥৬৭

নৈয়ায়িক বলেন মন একটি নিত্যদ্রব্য, তাহা অন্নের কার্য্য নহে। সেইহেতু মন যে অন্নের কার্য্য, তাহাই পিতা আরুণি অঙ্গারের দৃষ্টান্ত দিয়া পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝাইলেন। ৬৭। (সেই দৃষ্টান্তটি এই :—)

যথা খদ্যোতমাত্রঃ স্যাদঙ্গারঃ কাষ্ঠসংক্ষয়ে। কাষ্ঠবৃদ্ধৌ জ্বলত্যগ্নিস্তথা বিদ্যান্মনোঽন্নয়োঃ॥ ৬৮

ইন্ধন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জ্বলন্ত অঙ্গার যেমন একটি খদ্যোতপরিমাণ হইয়া যায় এবং ইন্ধন সংযোগ বর্দ্ধিত হইলে অগ্নি যেমন প্রজ্বলিত হয়, মন ও অন্ন বিষয়েও সেইরূপ বুঝিবে। ৬৮।

ত্যক্তেঽন্নেপঞ্চদশস্থ দিনেষু ক্ষীয়তে মনঃ।তেনস্মর্ত্তুং ন শক্তোঽভূচ্ছ্বেতকেতুঃ স কিঞ্চন॥৬৯

অন্নগ্রহণ নিবৃত্ত হইলে পনের দিনে মন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সেইহেতু শ্বেতকেতু (পনের দিন অভুক্ত থাকিয়া) অধীত বেদাদির কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না। ৬৯।

অন্নেনপুষ্টে মনসি বেদান্ সস্মার তৎক্ষণাৎ। অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং মনোঽন্নময়মিষ্যতাম্॥ ৭০

আবার অন্ন পাইয়া তাঁহার মন পুষ্ট হইলে, তিনি অধীত বেদসকল তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিতে পারিলেন। মন যে অন্নময়, অন্বয় ও ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা, এইরূপে সিদ্ধান্ত কল্পিতে হয়। ৭০

ভৌতিকত্বেঽখিলস্যৈবং স্থিতে ভূতাতিরেকতঃ। তন্নাস্তি তদ্বস্তুতানি নৈব সদ্ব্যতিরেকতঃ॥৭১

সমস্ত জগৎই ভৌতিক অর্থাৎ সম্মিশ্রিত ভূতসমষ্টি বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায়, সেইহেতু ভূত ভিন্ন জগতের অস্তিত্বই নাই। সেইরূপ আবার ভূতসকলের কারণস্বরূপ সদ্বস্তুকে ছাড়িয়া দিলে, সেই ভূতসকলই নাই। ৭১।

জগতঃ কারণং যৎসদদ্বৈতং তদ্বিজজ্ঞিবান্। শ্বেতকেতুস্তাবতাস্য জীবত্বং ন নিবর্ত্ততে॥ ৭২

জগতের কারণ যাহা সদদ্বৈত বস্তু, তাহা শ্বেতকেতু অনুভব করিলেন; কিন্তু সেই পরিমাণ জ্ঞানদ্বারা তাঁহার জীবত্বের নিবৃত্তি হইল না (মুক্তি হইল না)। ৭২।

স্বস্য ব্রহ্মত্ববোধেন জীবত্বমপগচ্ছতি। ইত্যভিপ্রেত্য তং শিষ্যং পুনঃ প্রোৎসাহয়ত্যসৌ॥৭৩

নিজের ব্রহ্মরূপতা ধারণা করিতে পারিলেই জীবের জীবত্ব ঘুচে—এই উদ্দেশ্যেই আরুণি সেই (পুত্ররূপ) শিষ্যকে পরমকল্যাণভাজন করিবার জন্য আবার স্বরূপানুভবের জন্য প্রোৎসাহিত করিতেছেন। ৭৩।

স্বপ্নাবসানং জানীহি মম ব্যাকুর্বতো মুখাৎ। স্বস্য স্বরূপং সত্তত্ত্বমিতি সুপ্তৌ স্ফুটং খলু॥৭৪

(তিনি বলিলেন—আমি তোমার স্বরূপের) অভিব্যক্তি করিতেছি; আমার মুখ হইতে তুমি সুষুপ্তির তত্ত্ব বুঝিয়া লও; কেননা, সেই সদ্বস্তুই যে তোমার নিজের স্বরূপ, তাহা সুষুপ্তিতেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। ৭৪।

যদা সুষুপ্তিমাপ্নোতিপুমানেতং তদা জনাঃ। স্বপিতীত্যাহুরেতস্যতাৎপর্য্যংপ্রবিচিন্ত্যতাম্॥৭৫

যখন কোনও লোকে সুষুপ্তি প্রাপ্ত হয়, তখন লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে "স্বপিতি" (যে এই ঘুমাইতেছে)। এই 'স্বপিতি' শব্দের তাৎপর্য্য প্রকৃষ্টরূপে চিন্তা করিয়া দেখ (—তাহা কি নিদ্রার কর্ত্তাকে বুঝাইতেছে অথবা স্ব-স্বরূপকে বুঝাইতেছে)। ৭৫।

তিঙন্তং পদমজ্ঞানাং সুবন্তং তু বিবেকিনাম্। স্যান্নিদ্রাণস্য নামৈতদ্বস্তুতত্ত্বাবভাসকম্॥ ৭৬

"স্বপিতি"—এই তিঙন্তপদের (ক্রিয়াপদের) প্রয়োগদ্বারা লোকসমাজে অশিক্ষিত লোকে নিদ্রার কর্ত্তাকেই বুঝে; কিন্তু বিচারশীল লোকের নিকট এই "স্বপিতি" শব্দ নিদ্রিত ব্যক্তির নিজস্বরূপের বোধক (তিঙন্তপ্রতিরূপক অব্যয়—যেমন 'স্বস্তি')। ৭৬।

স্বপ্নজাগরয়োর্জীবঃ সত্তত্ত্বাদ্ভিন্নবদ্ভবেৎ। সুষুপ্তৌ সম্যগেকত্বং যাতি সদ্বস্তুনা সহ॥ ৭৭

স্বপ্নাবস্থায় ও জাগ্রদবস্থায় জীব নিজের সৎস্বরূপ হইতে ভিন্নের ন্যায় হইয়া যায়। সুষুপ্তিতে কিন্তু সেই সদ্বস্তুর সহিত সম্যগ্রূপে একত্বপ্রাপ্ত হয়। ৭৭।

জীবত্বমাত্মনঃ প্রাণধারণান্ন স্বভাবতঃ। সদ্রূপত্বং স্বতস্তত্ত্ব স্ফুটং স্বপিতিনামতঃ ॥ ৭৮

প্রাণধারণহেতু আত্মার জীবত্ব ঘটে; (আত্মা "জীব-নাম" বা জীবাত্মা-নাম ধারণ করেন এবং আপনাকে জীব বলিয়া অনুভব করেন।) স্বরূপতঃ আত্মার জীবত্ব নাই। স্বরূপতঃ তিনি সদ্রূপ; 'স্বপিতি' এই নাম হইতেই তাহা পরিস্ফুট হয়। ৭৮।

স্বমপীতীতিনাম্নোঽস্থনিরুক্তিরবগম্যতাম্। স্বরূপং বাস্তবং সুপ্তৌপ্রাপ্যমিত্যুদিতং ভবেৎ॥৭৯

জীবের "স্বঁপিতি" এই নামের নিরুক্তি বা ধাতুপ্রত্যয়দ্বারা অর্থব্যুৎপাদন এইরূপ—"স্বম্" আপনাকে, অপি+ই ধাতু লট্ তি অপীতি; (লৌকিক 'অপ্যেতি') পাইয়া থাকে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। তদ্দ্বারা ইহাই কথিত হয়, যে সুষুপ্তিতে জীব আপনার বাস্তব স্বরূপ পাইতে পারে। ৭৯।

উপাধের্ম্মনসো জাগ্রৎসুপ্ত্যবস্থে হি নাত্মনঃ। ইত্যভিপ্রেত্য শকুনিদৃষ্টান্তঃপ্রোচ্যতেঽধিয়ঃ॥৮০

জাগ্রদবস্থা, (ও জাগ্রত্তুল্য ভোগপ্রদ বলিয়া স্বপ্নাবস্থা) এবং সুষুপ্ত্যবস্থা, এই অবস্থাদ্বয় (ত্রয়) আত্মার নহে কিন্তু তদুপাধি মনের; ইহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে (সূত্রদ্বারা ব্যাধ-করাবদ্ধ) পক্ষীর দৃষ্টান্ত দিতেছেন। ৮০।

শকুনিঃ সূত্রবদ্ধো যঃ স গচ্ছন্ বিবিধা দিশঃ। অলব্ধ্বাধারমাকাশে বন্ধনস্থানমাব্রজেৎ॥ ৮১

যে পক্ষীটি ব্যাধের করজড়িত সূত্রদ্বারা আবদ্ধ, সে মুক্তিলাভের জন্য নানাদিকে উড়িয়া যাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু আকাশে আপনার আধার বা বিশ্রামস্থান লাভ করিতে না পারিয়া সেই ব্যাধহস্তরূপ বন্ধনস্থানেই ফিরিয়া আইসে। ৮১।

সত্তত্ত্বে মায়য়া বদ্ধং মনো জাগরণং ব্রজেৎ। অলব্ধ্বা তত্র বিশ্রান্তিং সত্তত্ত্বে লীয়তে পুনঃ ॥৮২

(সেইরূপ) মন মায়ার দ্বারা সৎস্বরূপ বস্তুতে আবদ্ধ থাকিয়া জাগরণ (ও স্বপ্নাবস্থা) প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই (সেই) অবস্থায় বিশ্রামলাভ করিতে না পারিয়া আবার সেই সৎস্বরূপ বস্তুতে লয়প্রাপ্ত হয়। ৮২।

আত্মচ্ছায়াপি মনসা সদাগচ্ছতি গচ্ছতি। গত্যাগতী তু সংসারঃ স চ স্বাত্মনি কল্পিতঃ ॥ ৮৩

আত্মচ্ছায়া বা চিদাভাসও, মনের সহিত সৎস্বরূপ বস্তুতে ফিরিয়া আইসে এবং মনের সহিত সেই সৎস্বরূপ বস্তু হইতে বাহির হয়। এই গমনাগমনই সংসার; সেই সংসার (বিশ্বরূপ) চিদাত্মায় কল্পিত। ৮৩।

মনোলয়েঽস্ত্বপাধিঃ সন্নাত্মা সংসারবর্জ্জিতঃ। স্বেন বাস্তবরূপেণ সুষুপ্তাববতিষ্ঠতে ॥ ৮৪

সুষুপ্তির অবস্থায় মন লয়প্রাপ্ত হইলে, আত্মা উপাধিশূন্য হন; সেইহেতু সংসার-মুক্ত হইয়া আপনার বাস্তবস্বরূপে অবস্থান করেন। ৮৪।

চিচ্ছায়া চ বপুঃ স্থূলমিন্দ্রিয়াণ্যাত্মবোধনে। দ্বারাণীত্যাহ মন্ত্রোঽয়ং রূপংরূপমিতি স্ফুটম্ ॥৮৫

চিদাভাস, স্থূলশরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল, স্বকীয় আত্মার অনুমানে পরম্পরাক্রমে কারণস্বরূপ। এই তত্ত্বই স্পষ্টতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের (২।৫।১৯) ঋগ্বেদীয় মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে [যথা— "রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়। ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে যুক্তা হ্যস্য হরয়ঃ শতা দশ" ॥ ইতি—(সেই পরমাত্মা) "রূপম্ রূপম্"—সকল বস্তুতে, কোনটিকে না ছাড়িয়া, "প্রতিরূপঃ"—

প্রতিবিম্বস্বরূপ, "বভূব"—হইলেন। কিজন্য তাঁহার প্রতিবিম্বধারণ? এইহেতু বলিতেছেন—"অস্য"—পরমাত্মার, "তৎ রূপম্"—সেই প্রতিবিম্বক্ষেপণ; "প্রতিচক্ষণায়"—আপনার নিকট স্বরূপখ্যাপনের জন্য—আত্মবোধের জন্য। "ইন্দ্রঃ"—পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমাত্মা, "মায়াভিঃ"—নামরূপকৃত বিবিধ মিথ্যাভিমানদ্বারা, "পুরুরূপঃ"—অনেক প্রকার রূপ, "ঈয়তে"—প্রাপিত হ'ন, সেই সেই রূপে প্রতীয়মান হ'ন; সেইসকল বিবিধপ্রকারের রূপ, তাঁহার নহে। "অস্য"—চিদাভাসদ্বারা জীবরূপে অবস্থিত এই পরমাত্মার, "শতা (শতানি) দশ (চ)"—জীবভেদবাহুল্য হেতু, কোন কোন জীবে শত শত, কোন জীবে দশটি মাত্র, কোন জীবে তদল্প, "হরয়ঃ"—বিষয়হরণসাধন ইন্দ্রিয়সকল, "যুক্তাঃ হি" নিয়তসম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। (বিষয়ভেদেও ইন্দ্রিয়সকল দশপ্রকার বা শত শত প্রকার হইতে পারে)। ৮৫।

দেহেদেহেপ্রতিচ্ছায়ারূপোঽভূৎস্বাত্মবুদ্ধয়ে। মায়াভিরিন্দ্রো বহুধাদেহোঽভূৎস্বাত্মবুদ্ধয়ে॥৮৬

(উক্ত মন্ত্রের তাৎপর্য্য এই)—পরমাত্মা দেহে দেহে প্রতিচ্ছায়া বা চিদাভাসরূপ হইলেন—নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য; পরমৈশ্বর্য্যসম্পন্ন পরমাত্মা মায়ার সাহায্যে অর্থাৎ নামরূপ-কৃত বিবিধপ্রকার মিথ্যাভিমানদ্বারা অথবা বিবিধপ্রকারের আবরণ ও বিক্ষেপরূপ শক্তির দ্বারা, বহুপ্রকারের দেহ ধারণ করিলেন—নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য। ৮৬।

ইন্দ্রিয়াশ্বাস্তেন যুক্তাস্তচ্চ স্বাত্মাববুদ্ধয়ে। ছায়ামাশ্রিত্য তত্রাত্মা বোধিতঃ সুপ্তিবর্ণনাৎ॥৮৭

(পরমাত্মা) ইন্দ্রিয়রূপ অশ্বগণকে দেহের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন নিজের আত্মোপলব্ধির জন্য। (শ্রুতি), সুষুপ্তিবর্ণন অবলম্বন করিয়া, চিদাভাসকে ধরিয়া তাহাতে অর্থাৎ চিদাভাস, স্থূলশরীর ও ইন্দ্রিয়মধ্যে আত্মাকেই, (আত্মায় তাহাদের লয় বর্ণন করিয়া, পরম্পরাক্রমে আত্মাকেই) বুঝাইয়াছেন। ৮৭।

অশনায়াপিপাসোক্ত্যা দেহমাশ্রিত্য বোধ্যতে। অশনায়াপিপাসাখ্যাদ্বয়ংস্বপিতিনামবৎ॥৮৮

অশনায় এবং পিপাসার (ক্ষুধা ও পানেচ্ছার) বর্ণনদ্বারা দেহকে আশ্রয় করিয়া 'অশিশিষতি' ও 'পিপাসতি' এই দুই নামধারী পুরুষকে বুঝাইতেছেন, যেমন 'স্বপিতি' শব্দে নিদ্রাগত পুরুষকে বুঝান হইয়াছে। ৮৮।

অশনায়া জলৈঃ প্রোক্তা ক্ষুধা বস্তুবিবেকিভিঃ। নয়ত্যশিতমিত্যেবমপ্সু নির্ব্বচনং ভবেৎ॥৮৯

সাধারণ লোকে 'অশনায়' শব্দদ্বারা ক্ষুধাকেই বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতত্ত্ববিচারশীল ব্যক্তিগণ—'অশিতম্ নয়ন্তি' ভুক্তবস্তুকে লইয়া যায়—(তাহাদিগকে পরিপাক করিবার জন্য) এইরূপ শ্রুতিকৃত নির্ব্বচন (ধাতুপ্রত্যয়নিষ্পন্ন ব্যুৎপত্তি) ধরিয়া জলেই 'অশনায়' শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ৮৯।

পীতা আপোঽশনং ভুক্তংদ্রবীকৃত্যনয়ন্ত্যতঃ। অশনায়েতিশব্দোক্তাবিণ্মাংসোৎপত্তিরন্নতঃ॥৯০

বিণ্মাংসহেতুরন্নংযদেতস্যোৎপাদকংজলম্। জলস্যোৎপাদকং তেজস্তস্য চোৎপাদকংচসৎ॥৯১

অনুমায়াত্র কার্য্যেণ জ্ঞেয়ং তৎকারণং পরং। সন্মূলকারণং জ্ঞেয়ং স্যাদ্বিশ্বাসোঽনুমানতঃ॥৯২

পীত জল ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যকে দ্রবীভূত করিয়া (শরীরের পুষ্টির জন্য) লইয়া যায়, এইহেতু জল 'অশনায়া' এই নামে কথিত হইয়া থাকে। অন্ন হইতে বিষ্ঠা ও মাংসের উৎপত্তি; যে অন্ন

বিষ্ঠা ও মাংসের হেতু হয়, জলই সেই অন্নের উৎপাদক। আবার তেজ জলের উৎপাদক, এবং সদ্বস্তু তেজের উৎপাদক। এস্থলে কার্য্যদ্বারা (পরম্পরাক্রমে) তাহার চরম কারণ—সদ্বস্তুকে অনুমান করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপে বিশ্বাস ও অনুমানদ্বারা সদ্বস্তুকেই মূলকারণ বলিয়া বুঝা যাইবে। ৯০, ৯১, ৯২।

পুরীষাদ্যন্নকার্য্যং স্যাৎ সত্যেবান্নেস্য সম্ভবঃ। সত্যামেব যথা কুম্ভো মৃদি দৃষ্টো ন চান্যথা॥৯৩
ব্রীহ্যাদ্যন্নং সত্যাপেব দৃষ্টমপ্সু ন চান্যথা। আপশ্চ স্বেদরূপাঃস্যুঃসত্যেবোষ্ণেহি তেজসি॥৯৪

[অন্ন হইতে বিষ্ঠামাংসের উৎপত্তি, জল হইতে অন্নের উৎপত্তি এবং তেজ হইতে জলের উৎপত্তি, অন্বয়ব্যতিরেক যুক্তিদ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন:—] পুরীষাদিও অন্নের কার্য্য, যেহেতু অন্নের সত্তায় (অর্থাৎ অন্ন থাকিলেই) পুরীষাদির সত্তা দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন মৃত্তিকা থাকিলেই কুম্ভের সত্তা ঘটিতে পারে, দেখা যায়, অন্যথা নহে। আবার জলের সত্তাবেই ব্রীহ্যাদি অন্নের সত্তা বা উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, অন্যথা নহে। আবার উষ্মারূপ তেজ থাকিলেই স্বেদরূপ জলের উৎপত্তি হয়। ৯৩, ৯৪।

তেজশ্চ ভাবরূপত্বাৎ সম্ভবেন্ন সতা বিনা। সতস্তূৎপত্তিরাহিত্যান্নান্বেষ্যং কারণান্তরম্॥ ৯৫

আবার যেহেতু তেজ ভাবপদার্থ (অভাবরূপ নহে) সেইহেতু সদ্বস্তু বিনা তেজ জন্মিতে পারে না, (কেননা, অভাব পদার্থ হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব।) আর সেই সদ্বস্তু উৎপত্তিরহিত বলিয়া তাহার কারণ অন্বেষণ করা চলে না; (কেননা, তাহার আবার কারণ মানিতে গেলে, কারণের অবধি হয় না, "অনবস্থা" দোষ আসিয়া পড়ে।) ৯৫।

সন্মূলাঃ সকলাদেহা ইদানীং চ সতি স্থিতাঃ। অন্তে সত্যেব লীয়ন্তে বিদ্যাৎসত্ত্বমদ্বয়ম্॥৯৬

সেই সদ্বস্তুই সকল দেহের মূল; সকল দেহই বর্ত্তমানকালে সেই সদ্বস্তুতে অবস্থিত, অবসানে সেই সদ্বস্তুতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সেই সদ্বস্তুকে অদ্বয়স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ৯৬।

যথা ভূতাতিরেকেণ ভৌতিকং নৈববিদ্যতে। ভূতানি চ সতোঽন্যানিতথা নেত্যুপপাদিতম্॥৯৭

যেমন ভূতব্যতিরেকে ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্বই নাই, সেইরূপ সেই সদ্বস্তুব্যতিরেকে ভূতসকলের অস্তিত্বই নাই। এইহেতু ভূতসকল সদ্বস্তু হইতে ভিন্ন নহে -ইহাই সিদ্ধ হইল। (এইরূপে সদ্বস্তুর অদ্বয়তা সপ্রমাণ হইল)। ৯৭।

অশনায়ামুখেনেত্থং সত্তত্ত্বে ধীঃ প্রবেশিতা। পিপাসামুখতোঽপ্যস্মিন্ সতি ধীরবতার্য্যতে॥৯৮

এইরূপে অশনায়াকে অবলম্বন করিয়া শ্রুতি, মনুষ্য-বুদ্ধিকে সংস্বরূপ বস্তুতে প্রবেশ করাইলেন। আবার পিপাসাকেও অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিকে সেই সদ্বস্তুতে পৌছাইয়া দিতেছেন। ৯৮।

উদন্যেতি পিপাসায়াঃ পর্য্যায়স্তং বিবেকিনঃ। উদকং নয়তীত্যেবং তেজস্যেবং প্রযুঞ্জতে॥৯৯

'উদন্যা' পিপাসার পর্য্যায়শব্দ অর্থাৎ তুল্যার্থবোধক। বস্তুতত্ত্ববিচারশীল ব্যক্তিগণ সেই 'উদন্যা' শব্দকে, "উদকং নয়তি"—'জলকে লইয়া যায়'—এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিয়া তেজ-অর্থেই প্রয়োগ করেন। ৯৯।

পীতং জলং শরীরস্থং তেজসা জীর্য্যতে ততঃ। মূত্রং রক্তং চ নিষ্পন্নং দ্রবত্বাজ্জলজে উভে॥১০০

'তেজ জলকে লইয়া যায়'—ইহার অর্থ এই যে জল, পীত হইয়া শরীরস্থ হইলে তেজ

তাহাকে জীর্ণ করে। তাহা হইতে মূত্র ও রক্ত নিষ্পন্ন হয়। রক্ত ও মূত্র দ্রব বলিয়া উভয়ই জলজ। ১০০।

তাভ্যামাপোঽনুমীয়ন্তে তাভিস্তেজস্ততস্তু সৎ।
ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা সর্ব্বত্র যোজনায়োদিতং পুনঃ ॥১০১

সেই রক্ত ও মূত্র ধরিয়া জলের অনুমান করা হয়; আবার জলকে ধরিয়া তেজের অনুমান করা হয়; আবার তেজকে ধরিয়া সদ্বস্তুর অনুমান করা হয়। এইরূপে ব্যাপ্তিগ্রহ হইলে অর্থাৎ সাধ্য ও সাধনের অব্যভিচরিত সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে, সকল স্থলেই তাহার প্রয়োগ করিবার জন্য, শ্রুতি এইরূপ পুনরুক্তি করিয়াছেন। ১০১।

দেহে যেঽবয়বাঃ সন্তি পদার্থাঃ সন্তি তে বহিঃ। তেষু সর্ব্বেষু সন্মাত্ররূপত্বমবধার্য্যতাম্ ॥১০২

(সেইরূপ প্রয়োগ দ্বারা,) অবয়বসকল যাহারা দেহে রহিয়াছে এবং পদার্থসকল যাহারা বাহিরে রহিয়াছে, তাহারা সকলই যে সন্মাত্রস্বরূপ, এইরূপ নিশ্চয় কর। ১০২।

ভৌতিকত্বং পুরা প্রোক্তং তদুক্তং দেহবাহ্যয়োঃ ইন্দ্রিয়দ্বারতো বোদ্ধুং প্রোচ্যতে মরণক্রমঃ॥১০৩

সদ্বস্তুটিকে বুঝাইবার জন্য অগ্রে দেহ ও বাহ্যপদার্থের ভৌতিকতা প্রতিপাদিত হইল। এক্ষণে ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের লয়পরম্পরাদ্বারা সেই সদ্বস্তু বুঝাইবার জন্য মরণের ক্রম বর্ণিত হইতেছে। ১০৩।

ম্রিয়মাণস্য বাগাদিবৃত্তির্ম্মনসি লীয়তে। মনোবৃত্তের্লয়ঃ প্রাণে প্রাণবৃত্তেস্তু তেজসি ॥১০৪

মুমূর্ষু ব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনে লয় পায়; আবার মনোবৃত্তি প্রাণে লয় পায়; আবার প্রাণবৃত্তি তেজে লয় পায়।১০৪।

শ্বাসস্যোপরতাবুষ্ণং স্পৃষ্ট্বা জীবননিশ্চয়ম্। কুর্ব্বন্ত্যুষ্ণং তু তত্তেজঃ সদ্বস্তুনি বিলীয়তে ॥১০৫

(প্রাণবৃত্তি যে তেজে লয় পায়, তাহার প্রমাণ এই যে) শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গেলে, লোক শরীরের উষ্ণতা স্পর্শ করিয়া (ভিতরে) জীবন আছে কিনা, নিশ্চয় করে। সেই উষ্ণতা তেজের ধর্ম্ম। সেই তেজ সদ্বস্তুতে বিলীন হইয়া যায়।১০৫।

ছায়াদেহেন্দ্রিয়দ্বারৈঃ পদার্থো যোঽত্র বোধিতঃ।স এষ সর্ব্বজগতোঽণিমা বস্ত্বন্তরং ন তু॥১০৬

চিদাভাস, দেহ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা যে বস্তুটি এখানে বুঝান হইল, তাহা এই অখিল জগতেরই অণিমা (সূক্ষ্মাবস্থা বা মূল)। তাহা (পরমাণু প্রভৃতি) অন্য কোনও বস্তু নহে।১০৬।

স্থূলত্বাণুত্বরূপাভ্যাং বস্ত্বেকং ভাসতে দ্বিধা। স্থূলমিন্দ্রিয়গম্যত্বান্নামরূপাত্মকং জগৎ ॥ ১০৭

একই বস্তু স্থূলত্ব ও অণুত্ব (সূক্ষ্মতা) এই দুই আকারে প্রতীয়মান হয়। সেই স্থূলত্বাকার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া নামরূপাত্মক জগৎ হইয়াছে।১০৭।

সদদ্বৈতং ভবেৎ সূক্ষ্মমিন্দ্রিয়াবিষয়ত্বতঃ। এতদাত্মকতৈবাস্য স্থূলস্যেতীহ যুজ্যতে ॥ ১০৮

আর অণুত্বাকারটি ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য নয় বলিয়া তাহাই সেই সদদ্বৈত বস্তু। উক্ত স্থূলরূপটির প্রকৃত স্বরূপ, এই সদদ্বৈত বস্তু। এইরূপ সিদ্ধান্ত বা নির্ণয়ই এস্থলে যুক্তিযুক্ত।১০৮।

অণুত্বং বস্তুনঃ প্রোক্তং যত্তৎসত্যমবাধনাৎ। স্থূলত্বং মায়য়াক৯প্তং জ্ঞানেনৈতস্যবাধনম্ ॥১০৯

সদদ্বৈত বস্তুর যে সূক্ষ্মরূপতা বর্ণিত হইল, তাহা অকল্পিত (সত্য), কেননা কোনও বিরুদ্ধ যুক্তি সেই সিদ্ধান্তের বাধা ঘটাইতে পারে না। কিন্তু সেই সদদ্বৈত বস্তুর যে স্থূলরূপ, তাহা মায়ার দ্বারাই রচিত হইয়াছে, কেননা জ্ঞানদ্বারা সেই রূপটি যে মিথ্যা, তাহা প্রতীত হয়।১০৯।

অবাধ্যো যঃ স এবাত্মাসর্ব্বস্য নতু কল্পিতঃ। শ্বেতকেতোষদদ্বৈতং তদসি ত্বং ন মানবঃ॥১১০

যে বস্তুটির কোনও প্রকারে বাধ বা অসত্যতা প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই সকলের আত্মা; তাহা কল্পিত বস্তু নহে। হে শ্বেতকেতো! সেই যে অদ্বিতীয় বস্তু, তুমি হইতেছ তাহাই; তুমি মানব বা এই স্থূলদেহ নহ।১১০।

চিচ্ছায়াবানহংকারোঽধীতে বেদচতুষ্টয়ম্। ত্বংতুসাক্ষ্যেব তস্মাত্তঃ সদসি ত্বং ন চেতরঃ॥ ১১১

চিদাভাসযুক্ত যে অহঙ্কার, তাহাই তোমাতে চারি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকে। তুমি কিন্তু চিদাভাসযুক্ত অহঙ্কারের সাক্ষী বা সাক্ষাৎ দ্রষ্টা। এইহেতু তুমিই সেই সদ্বস্তু। তদ্ভিন্ন বুদ্ধি প্রভৃতি অন্য কিছুই নহ।১১১।

ভিন্নোঽভূদ্ধৃদয়গ্রন্থিঃশ্বেতকেতোর্বিবেকতঃ। ধীদোষংসংশয়ংমার্ষ্টুং ভুয়োব্রূহীত্যবোচত॥১১২

এই বিচার অনুধাবন করিয়া শ্বেতকেতুর হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গেল; কিন্তু সংশয়রূপ বুদ্ধি-দোষের ক্ষালনজন্য তিনি বলিলেন—ভগবন্! আরও বলুন, (আমার এক সংশয় রহিয়াছে)।১১২।

সতাসম্পদ্যতেজীবঃসুষুপ্তাবিত্যুদীরিতম্। তথা চেৎসতি সম্পন্নোঽহমিত্যস্তুকুতো ন ধীঃ॥১১৩

আপনি যে বলিলেন, সুষুপ্তিতে জীব সেই সদ্বস্তুতে মিলিয়া যায়; তাহাই যদি হইল, তবে 'আমি সদ্বস্তুতে মিলিয়া যাই' এইরূপ প্রতীতি কেন হয় না? ১১৩।

নানাবৃক্ষরসৈক্যেন সম্পন্নেমধুনিস্থিতঃ। ন বুধ্যতে রসোঽস্যেতি তথা সর্বলয়াম্ন ধীঃ॥ ১১৪

নানা বৃক্ষের রস এক হইয়া মধুতে মিলিয়া গেলে, সেই রস যেমন বুঝিতে পারে না—'আমি অমুক বৃক্ষের রস, আমি অমুক বৃক্ষের রস', সেইরূপ সকল বস্তুর রস লয়প্রাপ্ত হইয়া এক হইয়া গেলে, উক্তরূপ প্রতীতি হয় না।১১৪।

জীবোপাধিলয়েঽপ্যত্রতদ্বীজস্যাবশেষতঃ। তদুপাধিক এবাস্মিন্ দেহেঽন্যেদ্যুঃ প্রবুধ্যতে॥১১৫

সুষুপ্তিতে জীবত্বসজ্ঘটক উপাধির অর্থাৎ দেহাদিরূপ কার্য্য-কারণসজ্ঘাতের লয় হইলেও—তাহাদের ভান তিরোহিত হইলেও,—সেই উপাধির বীজস্বরূপ ধর্ম্মাধর্ম্মসংস্কার কারণরূপে থাকিয়া যায় বলিয়া, পরদিনে অর্থাৎ জাগিয়া উঠিলেই জীব সেই সেই উপাধি লইয়া—অর্থাৎ সুষুপ্তির পূর্ব্বে যে ব্যাঘ্রাদি দেহ ধারণ করিয়াছিল, সেই সেই দেহেই জাগরিত হয়, (মুক্ত হইয়া যায় না)। (এই কারণেই জীবের 'কৃতহানি' হয় না অর্থাৎ কৃতকর্ম্মের শুভাশুভ ফলভোগ হইতে নিষ্কৃতিলাভ হয় না এবং 'অকৃতাভ্যাগম' অর্থাৎ জাগরণের পরবর্ত্তী কালে অকৃতকর্ম্মের ফলভোগ ঘটে না, এবং সুষুপ্তির পূর্ব্ববর্ত্তী অনুভব—কর্ম্মাদির স্মৃতিরও বিচ্ছেদ ঘটে না।) [কেহ কেহ ইহার দ্বারা বুঝেন—জীব ঠিক সেই উপাধি লইয়াই জাগে না, কিন্তু সুষুপ্তির পূর্ব্বকালিক কার্য্য-কারণসংঘাতরূপ উপাধির সজাতীয় উপাধি লইয়া জাগে।]।১১৫।

চিত্তৈকাগ্র্যায় তচ্ছঙ্কাপরিহার্য্যা তু বস্তুষু। পূর্ব্বোক্তমেব তদ্বোদ্ধুং তদেবাহ পুনর্গুরুঃ॥ ১১৬

চিত্তের একাগ্রতা লাভের জন্য পূর্ব্বোক্ত বস্তুসমূহে উক্তরূপ সন্দেহ বর্জ্জনীয়। এইহেতু গুরু আরুণি, শ্বেতকেতু যাহাতে পূর্ব্বোক্ত সদ্বস্তুটি বুঝিতে পারেন, সেইজন্য আবার সেই কথাই বলিলেন, (নূতন কথা বলিলেন না) ।১১৬।

প্রাজ্ঞম্মন্যতয়া তত্ত্বমবিশ্বস্য স্বশঙ্কয়া। পুনঃ পুনরপৃচ্ছত্তং প্রত্যাহাসৌ পুনঃ পুনঃ॥ ১১৭

কিন্তু শ্বেতকেতু, আপনাকে পণ্ডিত মানিয়া, সেই অভিমানবশতঃ গুরুপ্রতিপাদিত তত্ত্বে বিশ্বাস না করিয়া পুনঃপুনঃ অর্থাৎ **আরও সাতবার** আপনার উদ্ভাবিত সন্দেহ তুলিয়া গুরুকে প্রশ্ন করিলেন। গুরুও বারবার অর্থাৎ আরও সাতবারই (**মোট নয়বার**) প্রশ্নের উত্তর দিলেন ।১১৭।

সুষুপ্তৌ বুদ্ধ্যভাবেঽপি পুনর্জাগরণেঽস্তি ধীঃ। আগচ্ছংসতইত্যেবংতদাকস্মান্নবেত্ত্যসৌ ॥১১৮

(শিষ্য কহিলেন) ভাল, সুষুপ্তিকালে বুদ্ধি না থাকিলেও জাগরণে ত' বুদ্ধি আবার আসিয়া যায়। তখন কেন জীব 'আমি সেই সদ্বস্তু হইতে আসিয়াছি'—এইরূপ জানিতে পারে না? ।১১৮।

সুপ্তৌ সদ্রূপমজ্ঞাত্বা সদৈক্যংপ্রাপ্তবাংস্ততঃ। সতো নাগমনং স্মার্য্যমপামম্বরণং যথা॥ ১১৯

গঙ্গাজলং প্রবিশ্যাব্ধৌ মেঘেনাকৃষ্য সিচ্যতে। নাজ্ঞাতত্বাৎ স্মৃতিস্তত্র তদ্বদত্র স্মৃতির্ন হি ॥ ১২০

(গুরু উত্তর করিলেন) জীব সদ্বস্তুর স্বরূপ অবগত না হইয়া সুষুপ্তিতে সেই সদ্বস্তুর সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু সদ্বস্তু হইতে আপনার আগমন স্মরণ করিতে পারে না, জল যেরূপ পারে না, সেইরূপ; অর্থাৎ গঙ্গাজল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রজলের সহিত মিলিত হইলে, মেঘ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া সেচন করে; সেই জল জানিতে পারে না 'এই আমি গঙ্গাজল', সেইহেতু সেইরূপ স্মৃতিও হয় না। এস্থলেও (সুষুপ্তির পরেও) জীবের স্মৃতির অভাব সেইরূপ ।১১৯,১২০।

ব্যাঘ্রাদিঃ সুপ্ত এবাত্র বুধ্যতে বাসনাবশাৎ। ন নষ্টা বাসনেত্যেবংবিবক্ষিত্বোচ্যতে পুনঃ॥১২১

ব্যাঘ্রাদি সুষুপ্তি লাভ করিয়া এই ব্যাঘ্রাদি শরীরেই জাগিয়া থাকে। পূর্ব্ববাসনা বা সংস্কারই তাহার কারণ। সেই বাসনা বিনষ্ট হয় না। ইহাই বলিবার উদ্দেশ্যে আবার বলিতেছেন:—।১২১।

[পূর্ব্বে ১১৫ সংখ্যক শ্লোকে একথা বলা হইয়া গেলেও, তত্ত্ব বুঝিবার জন্য আগ্রহান্বিত ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্য সেই বাদকথার পুনরুক্তি দোষাবহ হয় না।]

জীবস্যনশ্বরস্যৈক্যং ন নিত্যেন সতেতি চেৎ। জীবো ন নশ্যতিকাপীত্যেবং বৃক্ষবদীক্ষ্যতাম্॥১২২

যদি বল, 'জীব নশ্বর, আর সেই সদ্বস্তু নিত্য; নশ্বর জীবের সেই সদ্বস্তুর সহিত সুষুপ্তিতে একতা হইতে পারে না' - তদুত্তরে বলি—জীব কোথাও বিনষ্ট হয় না। বৃক্ষের সহিত তুলনায় এই তত্ত্ব বুঝিয়া লও। ১২২।

শাখাং বৃক্ষে জীবপূর্ণেজীবস্ত্যজতিযামসৌ। শুষ্যেন্নান্যা তথা জীবেঽপগতেম্রিয়তে বপুঃ॥১২৩

জীবনপূর্ণ বৃক্ষে বৃক্ষ, যে শাখাটি ছেদনাদিবশতঃ হারায়, কেবল সেই শাখাটিই বিনষ্ট হয়। অন্য কোনও শাখা বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ জীবন বিনির্গত হইলে কেবল শরীরটিই বিনষ্ট হইয়া যায়। ১২৩।

নামরূপযুতং স্থূলং তন্মাত্রাৎসদণোঃ কথম্। উৎপন্নমিতি চেদ্বীজাদ্বটবৃক্ষবদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১২৪

(শ্বেতকেতু অপর এক আশঙ্কা তুলিলেন—) ভাল, স্থূলশরীর ত' নামরূপবিশিষ্ট। তাহা নামরূপ-বিহীন অণু অর্থাৎ অতিসূক্ষ্ম, সদ্বস্তু হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? (তদুত্তরে বলি:—)

—(সূক্ষ্ম) বীজ হইতে (বৃহৎ) বটবৃক্ষের উৎপত্তির সহিত তুলনা করিয়া বুঝিয়া লও। ইত্য।

ন্যায়াগমাভ্যাং সিদ্ধং চ শ্রদ্ধাহীনঃপরাঙ্মুখঃ। নবুধ্যতে শ্বেতকেতো শ্রদ্ধৎস্বান্তর্মুখো ভব॥১২৫

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, যাহার চিত্তবৃত্তি বহির্মুখী, সেই ব্যক্তিই যুক্তি এবং আগমপ্রমাণ-দ্বারা সিদ্ধ, এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। হে শ্বেতকেতো। তুমি বেদান্তবাক্যে, যাহা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত তাহাতে, বিশ্বাস কর এবং চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী কর। ১২৫।

তৎসর্ব্বত্র স্থিতং কস্মান্ন সর্বে বিদুরীদৃশম্। মুমুক্ষুস্তু কথং বেত্তীত্যত্র দৃষ্টান্ত উচ্যতে॥ ১২৬

সেই সদ্বস্তু যদি সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, তবে সকলেই তাহাকে সেইরূপ বলিয়া অনুভব করে না কেন? কেবল মুমুক্ষুই কেন তাহাকে সেইরূপ বলিয়া বুঝে?—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দিয়া সংশয়নিবৃত্তি করিতেছেন। ১২৬।

লবণস্য ঘনে নীরে বিলীনং বেত্তি ন ত্বচা। জিহ্বয়া বেত্তি তদ্বৎসত্তুপায়েনৈব বুধ্যতে॥ ১২৭

যে জল লবণমিশ্রিত হইয়া সর্ব্বত্র লবণময় হইয়াছে, তাহাতে কেহ ত্বগিন্দ্রিয়দ্বারা সেই লবণের অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা পারে। সেইরূপ উপায়বিশেষ দ্বারাই সেই সদ্বস্তুকে বুঝা যায়। ১২৭।

সতি সর্ব্বেন্দ্রিয়াগম্যে ক উপায়ঃ স উচ্যতে। উপায় উপদেশোঽত্র ভবেদ্গন্ধারমার্গবৎ॥১২৮

সেই সদ্বস্তু যখন সকল ইন্দ্রিয়েরই অগম্য, তখন কিরূপ উপায়ে তাঁহাকে জানা যাইবে? (উত্তর) এবিষয়ে গুরূপদেশই সেই উপায়। যেমন গন্ধারদেশে পৌঁছিবার পথ উপদেশ-সাপেক্ষ, সেইরূপ। ১২৮।

গন্ধারাত্তো বনে নীতস্তস্করৈর্বদ্ধনেত্রকঃ। তস্য বন্ধং বিমুচ্যাত্র কৃপালুর্মার্গমাদিশৎ॥ ১২৯

চোরে যাহার চক্ষু বাঁধিয়া গন্ধার দেশ হইতে লইয়া গিয়া বনে ছাড়িয়া দিয়াছিল সেই বনে কোনও এক দয়ালু পুরুষ তাহার চক্ষুর বাঁধন খুলিয়া দিয়া বন হইতে বাহির হইবার অথবা গন্ধারে যাইবার পথ বলিয়া দিয়াছিল। ১২৯।

তেনাদিষ্টমবিস্মৃত্য ধীমান্ গন্ধারমাপ্তবান্। অবিদ্যয়াবৃতং তত্ত্বং বেত্ত্যেবমুপদেশতঃ॥ ১৩০

সেই বুদ্ধিমান্ পুরুষ সেই দয়ালু পুরুষের উপদেশ স্মৃতিপথে অবিচলিত রাখিয়া, গন্ধার দেশে পৌঁছিয়া গেল। সেইরূপ সেই সদ্বস্তুর স্বরূপ, যাহা অবিদ্যার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তাহা, তদ্বিষয়ক উপদেশ 'ধ্রুবাস্মৃতি'-যোগে ধরিয়া থাকিলেই, জানিতে পারা যায়। ১৩০।

অশ্লেষনাশৌ বিদুষঃ সঞ্চিতাগামিকর্ম্মণোঃ। প্রারব্ধে ভোগসংক্ষীণে মুচ্যতে ন তু জায়তে॥১৩১

যিনি সেই সদ্বস্তুতত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার সঞ্চিতকর্ম্ম সেই জ্ঞানদ্বারাই বিনষ্ট হয়, এবং আগামী (বা ক্রিয়মাণ কর্ম্ম) তাঁহার সহিত সম্বন্ধলাভ করিতে পারে না। অবশিষ্ট প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সেই জ্ঞানী মুক্ত হইয়া যান; তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১৩১।

কীদৃশী মৃতিরস্যেতি চেদ্বাগাদিলয়াত্তথা। মৃতস্য তদ্বদেবাস্য বৈলক্ষণ্যং ন কিঞ্চন॥ ১৩২

জ্ঞানীর কিরূপ মৃত্যু হয়, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি -বাগিন্দ্রিয়াদির লয়ক্রমে অজ্ঞানীর মৃত্যু যেমন পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, ইঁহার মৃত্যুও সেইরূপেই হয়; তদ্বিষয়ে কোনই বৈলক্ষণ্য নাই। ১৩২।

সমানায়াং মৃতাবেকো মুক্তো নাস্যঃ কুতো বদ। সত্যানৃতাভিসন্ধত্বং বৈষম্যং জ্ঞানিমূঢ়য়োঃ॥১৩৩

যদি উভয়ের মৃত্যু একই প্রকারের হইল, তবে একজন মুক্ত হইল, অন্য বদ্ধ রহিয়া গেল,

ইহা কেন হয়, বলুন। (উত্তর) একজন সত্যাভিসন্ধ (দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ সদ্বস্তু-সংস্কারাপন্ন), অপর অর্থাৎ অজ্ঞানী, অনৃতাভিসন্ধ (মিথ্যাজগৎপ্রপঞ্চসংস্কারাপন্ন)। ইহাই জ্ঞানী ও মূঢ়ের মধ্যে পার্থক্য। ১৩৩।

তস্করাতস্করৌ চৌর্য্যশঙ্কয়া তলরক্ষকৈঃ। গৃহীতৌ ন কৃতং চৌর্য্যমিত্যাহতুরুভাবপি ॥ ১৩৪

গৃহীতঃ পরশুং তপ্তং তৌ তয়োস্তস্করোঽনৃতম্। অভিসন্ধায় দগ্ধঃ সন্ হন্যতে তলরক্ষকৈঃ॥১৩৫

তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ, চুরির সন্দেহে চোর এবং নির্দ্দোষ উভয়কেই ধরিল। উভয়েই তপ্ত পরশু (অগ্নিদগ্ধ কুড়াল বা তরবালাদি কোনও অস্ত্র) গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে যে মিথ্যাকথা বলিয়াছিল, সে তপ্ত পরশু হাতে লইয়া দগ্ধ হইয়া গেল এবং তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ তাহাকে মারিয়া ফেলিল। ১৩৪, ১৩৫।

অতস্করঃ সত্যসন্ধো ন দগ্ধো মুচ্যতে চ তৈঃ। অজ্ঞাঽঽত্মানৃতসন্ধোঽত্র সত্যসন্ধস্তু তত্ত্ববিৎ ॥ ১৩৬

তাহাদের মধ্যে যে তস্কর নহে, সে সত্যকথা বলিয়াছিল বলিয়া তপ্ত পরশুর দ্বারা দগ্ধ হইল না এবং তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এস্থলে অজ্ঞানী 'মিথ্যা'-বাদী তস্করসদৃশ এবং তত্ত্বজ্ঞ 'সত্য'-বাদী অতস্কর সদৃশ। ১৩৬।

মর্ত্ত্যোঽহমিতি সন্ধায় ম্রিয়তে জায়তে চ সঃ। ব্রহ্মাহমিতি সন্ধায় মুচ্যতে ন চ জায়তে॥১৩৭

'আমি মরণধর্ম্মা (জীব)' এইরূপ ধারণা লইয়া মরিলে, জীব মরে, আবার জন্মে। আমি ব্রহ্ম (অমর—অজর—অজ) এইরূপ বিজ্ঞান লইয়া মরিলে জীব মুক্ত হইয়া যায়, আর জন্মে না। ১৩৭।

বুদ্ধিদোষং সমাধাতুং দৃষ্টান্তাস্তৈস্তবাত্র কিম্। ত্বং সদেবেত্যভিপ্রেত্য নবকৃত্ব উপাদিশৎ॥১৩৮

[(শঙ্কা) ভাল, (সংশয়বিপর্য্যয়াদি) বুদ্ধিদোষ দূর করিবার জন্য বহু দৃষ্টান্তের প্রয়োগ হইয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি যে নয়টি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়া **নয়বার** উপদেশ করিলেন, তাহাতে আপনার অভিপ্রায় কি ?]—(সমাধান) এই সংশয়ের সমাধানকল্পে বলিতেছেন 'অথবা হে শ্বেতকেতো, তোমার এতগুলি দৃষ্টান্ত লইয়া কোনও কাজ নাই, (তুমি ধান্যার্থীর পলাল পরিত্যাগের ন্যায় অথবা ছাগের বাবলাবীজ বর্জ্জন করিয়া বাবলা শিম্বীর অন্তর্গত শস্য ভক্ষণের ন্যায়, দৃষ্টান্ত বর্জ্জন করিয়া কেবল সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর,) সেই সদ্বস্তুই তুমি, অন্য কিছু নহ ইহা বুঝাইবার জন্য আরুণি নয়বার উপদেশ করিলেন। ১৩৮।

ভিন্নগ্রন্থিঃ শ্বেতকেতুর্ম্মননাচ্ছিন্নসংশয়ঃ। সদদ্বৈতং স্বমাত্মানং বিশেষেণাববুদ্ধবান্ ॥ ১৩৯

এই উপদেশ শুনিয়া শ্বেতকেতুর জড়চৈতন্যের তাদাত্ম্যাধ্যাসরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গেল। তিনি মননদ্বারা নির্ধূতসংশয় হইয়া সেই সদ্বস্তুকে আপনার আত্মা বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিলেন। ১৩৯।

শ্বেতকেতোর্ব্রহ্মবিদ্যা ব্যাখ্যাতা স্ফুটমেতয়া। তুষ্টোঽস্মান্নমুগৃহ্ণাতু বিদ্যাতীর্থমহেশ্বরঃ ॥ ১৪০

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত শ্বেতকেতুর প্রতি উপদিষ্ট ব্রহ্মবিদ্যা পরিস্ফুট করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। (প্রার্থনা এই যে) এই ব্যাখ্যায় তুষ্ট হইয়া (অস্মদ্গুরু) "বিদ্যাতীর্থ মহেশ্বর" আমাদিগের প্রতি কৃপা করুন—(আমরাও যেন শ্বেতকেতুর ন্যায় ছিন্নসংশয় হইয়া যাই।) ১৪০।

ইতি বিদ্যারণ্যমুনিকৃত-অনুভূতিপ্রকাশে ছান্দোগ্যোপনিষদ্বর্ণিত 'শ্বেতকেতু-বিদ্যাপ্রকাশ' নামক তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

(ইহা বিচার পূর্ব্বক পাঠ করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায় পাঠ করিলে, শ্রুতির অর্থ সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে।)